শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথ।

India Press, Calcutta.

পাগল হরনাথ

অর্থাৎ

শ্রীহরনাথের অপূর্ব্ব পত্রাবলী।

(তৃতীয় খণ্ড)

দ্বিতীয় সংস্করণ।

সহৃদয় ভক্তবৃন্দের সাহায্যে

শ্রীঅকিঞ্চন নন্দী কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

কলিকাতা।

হরনাথ তত্ত্বপ্রচারিণী সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

উৎসর্গ পত্র।

যিনি অবিচলিত অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রম সহকারে হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি মিলাইয়া, এই "পাগল হরনাথ" গ্রন্থের ১ম ও ২য় ভাগ রাজভাষায় অনূদিত করিয়া দয়াল ঠাকুরের অমৃতপূর্ণ উপদেশবাণী দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র প্রচারিত ও সর্ব্বজন উপভোগ্য হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন,

যিনি নানাবিধ শারীরিক অসুস্থতা ও সাংসারিক বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও, বিচলিতভাবে আরব্ধব্রত উদ্‌যাপিত করিয়া প্রকৃত কর্ম্মবীরের আদর্শরূপে আমাদের সকলের শ্রদ্ধার্জ্জন করিয়াছেন,

"পাগল হরনাথ" যাঁহার হৃদয়ের ধন, এই গ্রন্থের ১ম ও ২য় ভাগের ভাষান্তরীকরণ বহুকাল হইতে যাঁহার তপস্যা স্বরূপ হইয়াছিল এবং

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ॥"

এই আদর্শই যাঁহার জীবনের অবলম্বন,

চুঁচূড়ার সেই ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত নন্দলাল পাল মহাশয়ের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ, তাঁহার করকমলে "পাগল হরনাথের" তৃতীয় ভাগ উৎসর্গ করিয়া আমরা আজ ধন্য হইলাম।

শ্রীঅটলবিহারী নন্দী।

ভূমিকা।

জাগতিক জীবমাত্রই নিজসুখ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন; কেহই দুঃখ প্রার্থনা করেন না; ইহা স্বতঃসিদ্ধ। জীব প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত; এক, অসাধারণ বা মায়ামুক্ত জীব; অপর, সাধারণ বা মায়াবদ্ধ জীব। তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"সেই বিভিন্নাংশ জীব, দুইত প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত একের নিত্য সংসার॥
নিত্যমুক্ত, নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ পারিসদ নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ॥
নিত্যবদ্ধ, কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥
তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পালায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥

অতএব, যাঁহারা অসাধারণ জীব, তাঁহারা প্রাকৃত সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া উহার সারাংশটুকু গ্রহণ করতঃ, অপ্রাকৃত সুখাস্বাদনে তৎপর হওতঃ অনন্ত সুখ অনুভব করিয়া, অন্যকেও সেই সুখাস্বাদনে যত্নবান্ হন। যাঁহারা সাধারণ জীব, তাঁহারা প্রাকৃত সুখকে অনন্ত সুখ বিবেচনা করিয়া তাহাতে মোহিত হয়েন এবং মায়ার দাসত্ব গ্রহণ করিয়া মহা অশান্তি ভোগ করেন। অতএব সাধারণ জীব যে সুখের জন্য লালায়িত হয়েন তাহা যে জীবের প্রকৃত সুখ নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যে সুখের পর দুঃখের পুনরায় অভ্যুত্থান হয়, তাহা কি কখন

প্রকৃত সুখ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? কখনই নহে। এ জন্য নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিকগণ বলেন, দুঃখ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যে নিত্য সুখের লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত সুখ। আবার ব্রজগোপগোপীগণের অনুগত প্রেমসেবাই জীবের প্রধান সুখ বা নিত্যসুখ। ঐ নিত্যসুখ আবার সাধন ভক্তি হইতে প্রকাশিত হয়েন। সাধুসঙ্গ ও সাধুর উপদেশ হইতেই ঐ সাধন লাভ হয়। এই হেতু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।" ইত্যাদি।

ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন সুচিকিৎসকের আশ্রয়ে তদ্দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া সুস্থতা লাভ করে; তদ্রূপ সংসারানলে দগ্ধ সাধারণ জীব, অসাধারণ জীবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তৎ কর্তৃক উপদিষ্ট হওতঃ চিরশান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে বলিয়াছিলেন,—

"মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি দূরে রহু, সংসার না যায় ক্ষয়॥"

অতএব মহৎ বা সাধুর কৃপা ব্যতিরেকে প্রাকৃত সুখ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। আবার সাধুসঙ্গ ব্যতীত সাধুর কৃপা হয় না; সুতরাং অসাধারণ জীব অর্থাৎ সাধুর কৃপা ও আশ্রয় ব্যতীত, সাধারণ জীবের উপায়ান্তর নাই। সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তির প্রধান কারণ। তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"কৃষ্ণভক্তি জন্ম মূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণ প্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥"

অতএব সাধুসঙ্গ এবং তাহার উপদেশবাক্যগুলি যে নিত্যসুখ ও কৃষ্ণভক্তি লাভের প্রধান উপায়, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই হেতু সাধারণের উপকারার্থ, সর্ব্বজন পরিচিত "পাগল হরনাথের" সদুপদেশযুক্ত পত্রাবলীর তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। যে পত্রাবলীর এক খানি পত্রের উপদেশ বাক্যগুলি, সূর্য্যোদয়ের ন্যায় আমাদের হৃদয়স্থ প্রাকৃত সুখ-লালসারূপ অন্ধকারকে তিরোহিত করিয়া অপ্রাকৃত সুখ প্রাপ্তি বাসনারূপ পদ্মকে দিন দিন প্রস্ফুটিত করিতেছে, সেই

পত্রাবলীর এবং সেই সকল পত্রলেখক "পাগল হরনাথের". আর নূতন করিয়া কি পরিচয় দিব ? তবে তাঁহার এইমাত্র পরিচয় যে, সাধুসঙ্গ হইতে যে সকল ফল পাওয়া যায় এই পাগল হরনাথের সঙ্গে মধুর আলাপনে অনেকেই সেই ফল পাইয়াছেন। পাগল হরনাথের পত্রাবলীতে যে কেবল কতকগুলি উপদেশ বাক্য আছে তাহা নহে. ভাবুকতা ও রসিকতাতেও সেগুলি পরিপূর্ণ। যিনি পত্রাবলী এক-বার পাঠ করিয়াছেন, তিনিই মজিয়াছেন। দরিদ্র যেমন বহুমূল্য হীরক, মণি ও মুক্তাদি কতকগুলি একত্র পাইলে কোনটি অগ্রে গ্রহণ করিবে তাহা স্থির করিতে পারে না তদ্রূপ আমরা পাগল হরনাথের ভাব, রস ও উপদেশ পূর্ণ কোন কথাটি উপমা স্বরূপ এখানে তুলিয়া পাঠকগণকে বিদিত করিব তাহা স্থির করিতে না পারিয়া নিরস্ত হইলাম। পাঠকগণ তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যেই সেই সকল ভাব, রস ও উপদেশের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইবেন। পাগল হরনাথ একজন পরম ভক্ত; ভক্তের মহিমা বর্ণনাতীত। গুড় খাইলে যেমন গুড়ের মিষ্টতা অনুভব হয় বাক্যদ্বারা বুঝাইতে পারা যায় না, তদ্রূপ যিনি সেই ভক্তচূড়ামণিকে দেখিয়াছেন বা পত্রদ্বারা তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই তাঁহার মহিমার কিয়দংশ অনুভব করিতে পারিয়াছেন। আমাদের পাগল হরনাথ যেমন ভক্ত, তেমনই দয়াল। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা শুনিয়াছি ভক্ত প্রবর বাসুদেব মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন :—

"জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার॥
করিতে সমর্থ প্রভু তুমি মহা দয়াময়।
তুমি মন কর যদি অনায়াসে হয়॥
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাহ ভবরোগ॥"

কলির জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া পরম করুণ বাসুদেব কলির জীবের জন্য একবার কাঁদিয়াছিলেন ; আজ আবার বহুকাল পরে আমাদের জন্য পাগল হরনাথ কাঁদিতেছেন এবং বলিতেছেন, "জীব ! তোমরা তোমাদের সমস্ত পাপ আমাকে দিয়া পরমপদ লাভ কর ; আর আমি তোমাদের পাপ লইয়া নরক ভোগ করি।" কি আশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগ ! পতিতপাবনাবতার শ্রীশ্রীনিতাইগৌর কি আমাদের জন্য সেই বাসুদেবকে পাগল হরনাথ নাম দিয়া প্রেরণ করিলেন ? বেদ-কর্ত্তার মহিমাদ্যোতক যেমন বেদশাস্ত্র, পাগল হরনাথের পত্রাবলীও তদ্রূপ পাগল হরনাথের মহিমাদ্যোতক। পাগল হরনাথই পাগল হরনাথের উপমা। জীব ! তোমার পাপ সমূহ যিনি প্রার্থনা করিতেছেন, তোমাকে অপ্রাকৃত সুখ দিবার জন্য যিনি নিজ সুখ ত্যাগ করিতেছেন, তাঁহার আশ্রয় কি তোমার মঙ্গল জনক নহে ? যদি নিত্য সুখ চাও তবে প্রেমভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা কর সাধুর আশ্রয় গ্রহণ কর ; সাধুর উপদেশ প্রতিপালন কর।

বাঁকুড়ার জজকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্তবাবু অকিঞ্চন নন্দী মহাশয় বিশেষ যত্ন সহকারে, পাগল হরনাথের তৃতীয় ভাগ প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীহরনাথের উপদেশ পূর্ণ পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়া, সর্ব্বসাধারণের উপকার করতঃ নিজ নামের সার্থকতা করিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে কুশলে রাখুন। অকিঞ্চন বাবু যেন অকিঞ্চনতা ভাব অবলম্বন করতঃ এরূপে জীবের উপকার করেন ও শ্রীকৃষ্ণ-ধনে ধনী হন ; ইহাই ভগবানের নিকট একান্ত প্রার্থনা।

যজ্ঞক্ষেত্রে নানারূপ সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন পরিবেশনাদি দ্বারা নিমন্ত্রিতবর্গের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং পরিবেশক, দর্শকবর্গ এবং কর্ম্মকর্ত্তা সকলেই অপার পরিতৃপ্তি বোধ করেন। সেইরূপ এই সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির বিশ্বরূপ যজ্ঞশালায়, সুরাটের স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত নাথাভাই বিথলদাস মেটাপ্রমুখ যাঁহারা, দেশে বিদেশে বাঙ্গলানভিজ্ঞদিগের মধ্যে এই পত্রাবলীর ইংরাজী অনুবাদ প্রচাররূপ উপায়ে, সর্ব্বসন্তাপহারক হরি-নামসুধা বিতরণ করিয়া বিশ্বাত্মার তৃপ্তি সাধন করিতেছেন, এই পুণ্যকার্য্যজনিত আনন্দই, তাঁহাদের সেই পুণ্যকার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার। সৎকর্ম্ম যাঁহারই দ্বারা

অনুষ্ঠিত হউক না কেন, উহার সহিত সামান্যভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিলেও জীব কৃত-কৃতার্থ হয় এবং এইভাবে এই পুণ্যবান্‌গণের কার্য্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া, এ দীন আজ আপনাকে ধন্য মনে করিতেছেন।

কলিকাতার আহীরীটোলাস্থ ৩৮ নং বাবুরাম ঘোষের লেনস্থ শ্রীনিত্যানন্দৈক-প্রাণ শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ শীল পেনসন্ গ্রহণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণভজনে তৎপর হইয়া এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। রাধাবল্লভ বাবুর আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, তিনি কালহতব্যক্তিকে দেখিলেই তাহাকে সাধুসম্মিলন করাইয়া দেন। এই মহৎ গুণে বিভূষিত বলিয়াই রাধা-বল্লভ বাবু আজ সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য এত কায়িক-পরিশ্রম করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্য তাঁহার হৃদয়ে নব বলের সঞ্চার হোক্; ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

ইটালীর মিডিলরোডস্থ সর্ব্বজনবিদিত ইণ্ডিয়া প্রেসের সত্ত্বাধিকারী সত্যপথা-বলম্বী শ্রীযুক্ত রামরাখাল ঘোষ মহাশয় এই তৃতীয় ভাগ মুদ্রণ ব্যাপারে অশেষ পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করিয়া আমাদের যেরূপ উপকার করিলেন আমাদের এরূপ কোন দ্রব্য নাই যে তাহার বিনিময় স্বরূপ দিতে পারি। একারণ গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে তাঁহার নিকট আবদ্ধ রহিলাম। প্রার্থনা করি শ্রীহরির কৃপায় রামরাখাল বাবু পুত্র কলত্রাদির সহিত দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ এইরূপ সদনুষ্ঠান দ্বারা জগতের উপকার করিতে থাকুন।

সর্ব্বশেষে পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত সংশোধন ও সুচারু সমাপন জন্য শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দবংশাবতংস প্রভুপাদ শ্রীল বিনোদবিহারী গোস্বামী মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া আমরা আমাদের এই ভূমিকার পরিসমাপ্তি করিলাম।

হাতরাস জংসন।
শ্রাবণ, ১৩১৭।

শ্রীঅটলবিহারী নন্দী।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর্জয়তি।

পাগল হরনাথ

অর্থাৎ

শ্রীহরনাথের অপূর্ব্ব পত্রাবলী।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পত্র।
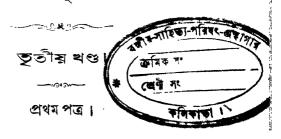
মহাপুরুষ!

আপনার পত্র পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম। বাবা! পত্রের ২।১ স্থান বড়ই মন প্রাণ মাতাইল, বুঝিলাম তোমরা কোথায় আর আমি কোথায়! আরও বুঝিলাম—আপনাদের প্রাণ গোপীদের মত সেই শঠ লম্পটের দিকে আকৃষ্ট হইয়া আপনাদিগকে সদানন্দে রাখিয়াছে। আপনারাই ব্রজের ভাব পাইবার পাত্র, কৃষ্ণ যেন আপনাদের মনের সাধ মিটান, দয়া ক'রে যেন আমাদিগকে আপন খেলীর মধ্যে গণ্য করিয়া কৃতার্থ করেন; আপনারা নিজ বন্ধুর সঙ্গে খেলুন আমি দূরে দাঁড়াইয়া দেখিব মাত্র, তাতেই আমার আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিবে না। বাবা, "কানুর সঙ্গেতে পীরিতি করিতে অধিক চাতুরী চাই"। বাবারে! চাতুরী পীরিতির সম্বন্ধে নয়, চাতুরী বহির্ম্মুখ জনের সঙ্গে—জটিলা

কুটিলাকে ফাঁকি দিবার জন্য। কৃষ্ণ ভজন গোপন করিবার তাৎপর্য্য—মায়াকে আর মায়ার সংসারকে ফাঁকি দিবার জন্য; কৃষ্ণের সঙ্গে চাতুরী করিলে চলিবে না, সেখানে হৃত-বসন হইয়া যাইতে হইবে, সামান্য একটু কাপড়ের আবরণও তাঁর সহ্য হয় না, অন্য আবরণের কথাই নাই। যদি প্রথম হ'তেই অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ গাঢ় না হ'তে হ'তেই লোকের নিকট নিজ ভজন কথা ব'লে বেড়ান যায় তা' হ'লে লোকের উপহাস প্রভৃতিতে বাধ্য হইয়া নিজ ভজন পথ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় ও ক্রমে ত্যাগ হ'য়ে যায়; তবে অনুরাগ যখন বাঘের মত সতেজ, দৃঢ় ও অন্যের পক্ষে ভয়প্রদ হবে, তখন আর চাতুরী খেলিতে হ'বে না; তখন এই সকল নিন্দাকারীরূপে মায়ার চরগণ আপনা আপনি ভয়ে জড় সড় হ'য়ে দূরে পলাইবে কিম্বা শরণাগত হইবে; যত দিন হৃদয় এত সতেজ ও সবল না হয়, তত দিন চাতুরী করিতে হইবে। তার "কানু অনুরাগ বাঘ, যবহুঁ হৃদে পৈঠল, কাঁপল বন ঘন মাঝ"। তখন বাঘের ডাকেই যত যত অন্যান্য জীব জন্তু আছে বন ছেড়ে পলায়ন করিবে, তখন নিজে ত নিরাপদ হবেনই, অন্য যাহারা সেই বনে কুকুর শেয়ালের ভয়ে লুকাইয়াছিল, তাহারাও আনন্দে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌বে, তা'রাও নিশ্চিন্ত হবে। এই জন্যই প্রভু আমার সিংহগর্জ্জনে উচ্চ সংকীর্ত্তন ক'রে গেলেন। নামের ধ্বনি শুনে মায়া পৃথিবী ছেড়ে পলাইলে সকলেই মায়া শূন্য হ'য়ে এক মনে এক প্রাণে কৃষ্ণ পদে নত হইল, তাই প্রভু সংকীর্ত্তন সময়ে মাঝে মাঝে গর্জ্জন করিতেন। এমন প্রেমের কীর্ত্তনে গর্জ্জনের আবশ্যকতা কেবল মাত্র মায়া ও মায়ার অনুচরগণকে জনমের মত বন ছাড়া করা। তাই বলি, যা'রা এদের হাত হ'তে এড়াতে চান্, তা'রা উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে থাকুন, সংকীর্ত্তনের শব্দ শুনিবামাত্র মায়া পলায়ন করিবে, কেননা আমার নিতাই গৌরের প্রতি ভয় এখনও মায়া অসুরের অন্তরে

জাগিতেছে, এখন সেই ভীষণ গর্জ্জনে কাণে তালা লাগিয়া রহিয়াছে। তাই বলি, যদি এখনও আনন্দে চলে যেতে চান মধুর নাম উচ্চ এবং অনুচ্চ কীর্ত্তন করুন্। বাবা, প্রথমতঃ ধীরে আরম্ভ ক'রে যখন প্রেমে মাতাল করে, তখন আপনি উচ্চ হ'য়ে পড়ে, সেই জন্যই আরম্ভ করিবার সময় চতুরীর দরকার, নরোত্তম ঠাকুরও সেই কথা ব'লে গেছেন "আপন ভজন কথা না কহিবি যথা তথা, আপনারে হবে সাবধান" তন্ত্রও তাই বলিতেছেন "গোপনীয়ম প্রযত্নতঃ"। যারা মদ খায়—প্রথমতঃ কোন গুপ্ত স্থানে আরম্ভ করে, তারপর নেশা ধরলে রাস্তাতে গড়াগড়ি যেতেও কোনরকম ভ্রূক্ষেপ করে না। তাই বলি নেশা হ'বার আগেই পথে দাঁড়ালে নেশা করা হ'বে না। মানুষ যখন প্রথম বেশ্যাসক্ত হয় তখন কত গোপনে কত সন্তর্পণে আলাপ করে, তার পর যখন পাকা হয়, তখন গোপন করা দূরে থাক্, লোকের কাছে তার গুণ ব্যাখা করে বেড়ায়—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তার প্রমাণ; তাই নেশা ধরবার আগে চাতুরী চাই। আপনারা অনেক আগে গেছেন, তাই চাতুরীর কথাটা ভাল লাগে নাই, না লাগ্‌বারই কথা বটে, কুলরমণীর উপপতি চিন্তার মত কৃষ্ণ চিন্তা করিলেই মনে প্রাণে, অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ ভাবা হয়, তাতেই প্রেম আসে, এই কথাই নরোত্তম ঠাকুর দেখিয়ে গেছেন "রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই, ধুঁয়ার ছলনা করি কান্দি"। বাবা, কৃষ্ণ কখন কাহাকেও চরণ ছাড়া করেন না, তা হ'লে তা'র থাকিবার স্থান কোথায়? গীতা বলেছেন "একাংশেন স্থিতো জগৎ" অতএব কৃষ্ণপাদপদ্ম ছেড়ে থাকিবার স্থান নাই; তবে যেমন মাথা বিগড়ান ছেলে মনে করে "মা বাপ তাকে ভালবাসে না," তেমনই বহির্মুখ জন কৃষ্ণ কৃপা বুঝিতে পারে না। এখন বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাবে দোষ কা'র? ভালবাসা আদান প্রদানে পরিপুষ্ট ও মধুর হয়, আংশিক হ'লে তত মধুর বলে মনে হয় না,

আমি যারে ভালবাসি সে যদি ফিরে না দেয় তা' হ'লে ভালবাসা পূর্ণ হয় না, আর পূর্ণ না হ'লেও মধুর হয় না ; তাই নিবেদন, বাঁকা মনে করিবেন না আপনি সরল হ'লে তিনিও সরল হ'বেন, সরল হ'বেন বল্লে ভুল বলা হল, কেননা তিনি সরলই, আমি সরল হলেই তাঁ'র প্রকৃত রূপ অনুভব করিতে পারিব। প্রেম বড়ই সরল তবে মাঝে মাঝে কুটিল করে কেন ? ইক্ষু দণ্ডের মত যেমন যেমন গ্রন্থির নিকট হয়, মধুরতা ততই বৃদ্ধি হয় তেমনই প্রেমকে আরও মধুর করিবার জন্যই মাঝে মাঝে কুটিলতা মিশানর দরকার হ'য়ে পড়ে। তাই বুঝি কৃষ্ণদাস কবিরাজ "চৈতন্য চরিতামৃতে" লিখেছেন "কুটিল প্রেমা আগুয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান, ভালমন্দ নারে বিচারিতে" বিচার করে দেখুন যার ভাল মন্দ বিচার নাই তার মত সরল আর কেউ নাই। তবে "কুটিল" বলি কেন ? এ কেবল মাধুর্য্য বাড়াইবার জন্য, তাই রূপ গোস্বামী কৃষ্ণ প্রেমকে বর্ণনা করিবার সময় ব'লেছেন "পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো" ইত্যাদি।*

---

* পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিষ্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরোজাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥—(বিদগ্ধমাধব ২।৩০)

বঙ্গানুবাদ—

শ্রীনন্দনন্দনকৃষ্ণ তাঁ'র প্রেমা যা'র ইষ্ট
ইষ্ট, কষ্ট দুই ভাগ্যে তা'র।
বক্রতার ফলে হায় প্রাণে যে যাতনা পায়
কালকূট তা'র কাছে ছার ॥
মাধুর্য্য বিক্রমে মরি হৃদয়ে আসিয়া হরি
যে আনন্দ করেন প্রদান।
তা'র কাছে সুধা ছার কি মাধুরী আছে তা'র
অহঙ্কার তা'র হয় ম্লান ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজও সেই মত কৃষ্ণপ্রেম বলিতে গিয়া ব'লেছেন "বিষামৃতে একত্র মিলন"; আরও বলেছেন "কৃষ্ণ প্রেমাস্বাদন তৃপ্ত ইক্ষুচর্ব্বন মুখ জ্বলে না যায় ত্যাজন"। দেখুন ইক্ষু বড়ই ঠাণ্ডা কিন্তু মাধুর্য্য বেশী করিবার জন্য যেমন উত্তাপ দেওয়া যায়, তেমনই সরল প্রেমকে সমধিক মধুর করিবার জন্যই কুটিল করা হয়, নচেৎ প্রেম অপেক্ষা সরল আর কিছুই নাই আর সেই প্রেমের আধার কৃষ্ণ কি কখন কুটিল হ'তে পারে? গোপীদের কান্না, মা যশোদার কান্না, ভক্তের কান্না এইরূপ প্রেমে গ্রন্থি বড়ই মধুর, তাই ভক্ত প্রভূর নিকট সকল ছেড়ে কান্না প্রার্থনা করে, কান্নাই প্রেমের গাঁঠ এই জন্য বেশী মিষ্ট। ভালবেসে যে না কাঁদে তা'র ভালবাসা—ভালবাসাই নয়; সোনার যেমন সোহাগা, প্রেমের তেমনই কান্না; দুয়েই গলায় ও বিশুদ্ধ করে। কৃষ্ণ করুন যেন আমরা চিরদিন কৃষ্ণ ব'লে কাঁদিতে পাই। কান্না প্রেম স্রোতের ঘূর্ণি, এই জন্যই বেশী গভীর। বাবা, তুমি সত্যই প্রেমিক, তাই আজ এ অরসিককেও পাগল ক'রে তুলেছ। তাই পাগলের মত কত কি বলিলাম, ক্ষমা করিও, ক্ষেপার কথা মনে ক'রে উপেক্ষা করিও, এই প্রার্থনা। আজ ঢেউ বড় প্রবল ডুবাইয়াছে, কিছু প্রকাশ করিতে পারিলাম না। শক্তি নাই, তাই চুপ করিলাম; যদি কখন কৃষ্ণ আপনাদের নিকট লইয়া যান আর এমনই তুফান তুলেন, তখন মনের কথা কহিব, আজ আর পারিলাম না, মাপ করিবেন।

আপনাদের আশ্রিত—হর।

দ্বিতীয় পত্র।

মহাশয় (শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, কলিকাতা),

প্রভুপাদ! আজ শুভদিন জানিলাম, এতদিন পরে এ ঘোর পাপীকে খুঁজে বাহির করিয়া দয়া করিলেন। এত দয়াল না হইলে আর কলির জীবের একমাত্র গতি করিয়া গৌর আমার—আপনাদিগকে রাখিয়া যাইতেন না। আমা হইতেই আপনাদের পতিত পাবনত্ব বিশেষরূপে প্রকাশ হইল; যেমন আমি পতিত, তেমনই আপনি পাবন; শুভ সংযোগ হইল, আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম। মহারাজ! কুকুর হইয়া প্রকৃত সিংহের দ্বারে চীৎকার করিতেছিলাম, এখন আমার কার্য্য শেষ হইল, সিংহ জাগিল, এখন আমার প্রাণ গেলেও ক্ষতি নাই। প্রভু, প্রাণ লইবার পূর্ব্বে আমার প্রার্থনাটি শুনুন, জাগুন ও নিজ কর্ম্ম নিজ হাতে লইয়া সকলের আতঙ্ক দূর করুন, আর যেন কেহ আপনাদিগকে ভুলে মায়ার দাস না হয়, সিংহ থাকিতে যেন সামান্য পিশাচী রাজত্ব ছারখার না করে। বাল্যকাল হইতে যে নিতাই সংসার-আশ্রম ত্যাগী পূর্ণ অবধূত, মহাপ্রভু আমাদের জন্যই সেই উন্মত্ত অবধূতকে বৃদ্ধ বয়সে সংসারী করাইলেন; এটি কি যীশু খ্রীষ্টের জীবের পাপ লইয়া ক্রুশে যাওয়া অপেক্ষা বেশী নয়? খ্রীষ্ট কেবল নিজের শরীরই একবার মাত্র দিলেন, কিন্তু নিতাই বংশ পরম্পরা-ছলে চিরদিন আমাদের হ'য়ে আমাদের সঙ্গে রহিলেন ও রহিবেন। আপনারা সেই দয়াময় নিতাই আর আমরা সেই মায়ার দাস জীবাধম, এখন আপনি আপনার কার্য্য দেখে লউন, আমরা নির্ভয়ে বিচরণ করি। প্রভু, জীবনের শেষ সময়ে আপনার অনুগ্রহ পাইলাম, ইহা প্রাপ্তি মাত্র আমার জন্ম জন্মান্তরের দুষ্কৃতি নাশ হইল। এখন যে কয়দিন জীবন থাকে, যেন বেচা মাথা আর কোন দিকে না হেলে।

জনমে জনমে আপনাদের চরণে আমাদের মস্তক বিক্রীত, আমাদের শ্রীপাঠ বসুজাহ্নবা জ্ঞাপনার্থে নিবেদন করিলাম এবং আপনাতে আমাতে চিরদিনের প্রভু দাসত্ব সম্বন্ধ দেখাইলাম, এখন আমাকে তাই মনে ক'রে আত্মসাৎ ক'রে লউন ; আমার অন্য গতি নাই।

জীব উদ্ধার আপনাদের গৌণকর্ম্ম, প্রেমময়ের প্রেম বিলানই আপনাদের মুখ্যকর্ম্ম। দেখিবেন, প্রভু, যেন আমি বঞ্চিত না হই ; উদ্ধার হ'বার ইচ্ছা আমার একেবারেই নাই ; আমি উদ্ধার হইতে ভুলেও চাহিনা। বার বার এ ভবে আসিব, আর আপনাদের চরণতলে থাকিয়া প্রেমময়ের প্রেমের কথা শুনিব ও প্রেম আস্বাদন করিব, ইহাই বাসনা ও প্রার্থনা। ব্রজের গুপ্ত রাস প্রকাশ জন্যই আপনাদের এ ভাব—সমুদ্রে নদী মেশার মত জীব তরান ও নাম বিলান কর্ম্ম আপনাতে আরোপ হইয়াছে মাত্র, নচেৎ প্রেমাস্বাদন ও প্রেম দানই আপনাদের প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য। দেখিবেন, প্রভু, টানে ফেলে সমুদ্রে ডুবাইবেন না, কিনারাতে তুলে প্রেম শিখাইবেন। প্রেমময়ের প্রেম রাজ্যের আপনারাই এক একজন বড় কর্ম্মচারী, সেখানে আপনারা বই অন্যে কেহ চাকরী পায় না, পাবার কথাও নয়, তবে যাঁহারা কায়মনোবাক্যে আপনাদিগকে তুষ্ট করিয়া সুপারিস অর্জ্জন করেন, তাঁ'রাই সে রাজ্যে স্থান পাইয়া কৃতার্থ হন, ইহাঁরাই আপনাদের শাখা প্রশাখা। প্রভু, দয়া ক'রে আমার সুপারিস ক'রে দিবেন, সেবায় সন্তুষ্ট করিবার আমার ক্ষমতা নাই। পঙ্গুকে পর্ব্বত লঙ্ঘন করাইয়া নিজেদের জাতীয় ধর্ম্ম বজায় রাখুন। আমার মত অন্ধ, খঞ্জ ও আতুর আর কেউ নাই। কুকুরের মত নানা উচ্ছিষ্ট খাইতে খাইতে ভাগ্যক্রমে—আর উপকারক ভাই রাধাবল্লভের কৃপাতে আজ আপনার দ্বারস্থ হইয়া প্রসাদ পাইয়া জন্ম সফল করিলাম। রাধার ধার আমি কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না, পারিলেও করিব না। প্রভু

রাধার মঙ্গল করুন। রাধার দাদা হইয়া আজ ধন্য হইলাম। অটলের নিকটও চিরঋণী রহিলাম; সে যত্ন ক'রে পাগলের ২।৪ খানি পত্র ছাপাইয়া আমাকে তা'র পরিবর্ত্তে অমূল্য নিধি অর্পণ করিয়াছে ও করিতেছে। সে অকিঞ্চিৎকর পুস্তক আপনার স্পর্শের উপযুক্ত না হইলেও কোন রকমে হস্তগত হওয়ায় এ হতভাগার মহান্ উপকার হইল সন্দেহ নাই। আজ আমার আনন্দের সীমা নাই, যতদিন প্রভুর চরণ সাক্ষাৎ দর্শন না পাই ততদিন প্রভুর কৃপানিদর্শন স্বরূপ প্রদত্ত "শ্রীচৈতন্য ভাগবত" ও "শ্লোক মালার" সেবা ও দর্শন করিয়া জীবন ধারণ করিতে থাকিলাম; চরণ দর্শন ও প্রসাদ পাবার ইচ্ছাতে জীবন রহিল।

পবিত্র ছাপা "শ্রীচৈতন্য ভাগবত" দর্শন ক'রে পবিত্র হইলাম এবং আমার স্ত্রী হারান-ধন প্রাপ্তির ন্যায় আনন্দিতা হইয়া শ্রীচরণে ভূয়ো ভূয়ো প্রণাম জানাইতেছেন ও এই রকম দয়া চিরদিনের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁ'র অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, নিবেদন ইতি

আপনাদের দাসানুদাস—হর।

তৃতীয় পত্র।

প্রণাম নিবেদন বিশেষ ঃ—(শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গোস্বামী,
কলিকাতা)

প্রভু! আজ আপনাদের মুখে নূতন কথা। আমি আপনাদের দাসানুদাস মাত্র তবে যে বিনা বিচারে আপনাদের ধন বিলাইতেছি সে কেবলমাত্র আপনাদের যশ বৃদ্ধির জন্যই, আমার তা'তে কোন স্বার্থ নাই, আপনাদের যশরাশি জগতের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোষিত

হউক ইহাই আমার ইচ্ছা। আমাদের পাগল "নিতাই"—আমি কীটানুকীট, নিত্যানন্দের দাসানুদাসস্য দাস, আমার সাধ্য কি যে সেই পাগল উপাধি ধারণ করি, তবে দয়া করে আপনারাই দিয়াছেন। "এক পাগল শ্রীগৌরাঙ্গ, আর পাগল তাঁর সঙ্গ, নাচে গায় সংকীর্ত্তনে বাজায় মৃদঙ্গ। নিতাই, অদ্বৈত পাগল—পাগল যে তাঁর সঙ্গের চেলা॥" আমি এই শেষ পাগল দলে স্থান পাইলেও জনমে জনমে কৃতার্থ হইব। প্রভু হে, আপনাদের ধন সম্পত্তি আপনাদেরই আছে ও থাকিবে লুট তরাজে কথনই কমিবে না। "আর পিয়ে লুটে সবে ভাণ্ডার উজাড়ে। অপূর্ণ নিতাইয়ের ভাণ্ডার দিনে দিনে বাড়ে॥" প্রভু ভয় করিবেন না, যত লুট হ'বে ততই আপনাদের যশ বিস্তার হ'বে, কোন চিন্তা নাই। আপনারা দয়া করে আমার নিকট যা' গচ্ছিত রাখিবেন যুগে যুগে মাথায় করিয়া বহিব, যখন চাহিবেন তখনই ফিরে দিব, আপনাদের হুকুম ছাড়া এক পাও চলিব না। আমাকে দয়া করে আপনাদের কৃতদাস মনে করিয়া আমার জীবন স্বার্থক করিবেন ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

প্রভু, আমার লুকোচুরী সাজবে কেন, আমি একজন সামান্য খেলী মাত্র, আপনারা দলপতি লুকাতে বলিলে লুকাই, আবার প্রকাশ হ'তে আজ্ঞা করিলেই আর থাকিতে পারি না, যেমন হুকুম তেমনই প্রতিপালন। কখন যেন আপনাদের অবাধ্য না হই। আমাকে অনর্থক অন্য কিছু সাজাইবেন না। ইচ্ছা করিলে পারেন সত্য, কৃতদাসের উপর সকল রকম জোর আছে, তবে আমার নিবেদন আমাকে যা' সাজালে ভাল সাজবে না সেটি সাজাইবেন না, প্রভুর সাজ আপনারা পরুন, আমাকে আমার নিজের সাজে সাজাইয়া রাখুন ইহাই প্রার্থনা।

প্রভু! অটল যা বলিয়াছে তা বড় মিথ্যা নয়, জানি না আপনারা এ মহলে আমাকে কতদিন রাখিবেন। কার্য্য দেখিয়া অনুভব হইতেছে

বোধ হয় সত্বরই অন্য মহলে আমাকে পাঠাইবেন। তেমন স্থান পেলে ইচ্ছা ছিল ভিক্ষা করে একটী বৃহৎ আশ্রম স্থাপন করে আপনাদের নিশান উড়াইয়া মনের সাধ মিটাইতাম, আপনাদের তা ইচ্ছা নয় বোধ হয়। যা' হ'ক, যেমন তেমন হ'ক অন্ততঃ আট কাঠা জমি লইয়া ২।৩ টি ঘর প্রস্তুত করা যা'ক, তা'র পর প্রভু দিন দিলে ব্যবসা বাড়ান যা'বে, এখন সামান্য ৩।৪টা মনিহারী জিনিষ নিয়ে বসা যা'ক, তা'র পর প্রেমময় প্রভু যেমন করিবেন দেখা যা'বে। প্রভু হে, দোকানের কোন কর্ম্ম আমার দ্বারা হ'বে না আপনারা কেনা বেচা দেনা লেনা করে' সন্ধ্যার সময় কাতর হ'য়ে যখন পড়িবেন তখন আমার কাজ পড়্‌বে, আমি সেবা দ্বারা আগের দিনের জন্য আপনাদিগকে সবল ও সুস্থ করিব। ইহা বই অন্য কার্য্য এ মূর্খের হাতে বিশ্বাস করে রাখিবেন না। আপনিই বার বার বলেছেন "এখন সাবালক হ'য়েছি" তা'ই বটে প্রভু, প্রেমের ভাণ্ডার আপনাদের, এখন স্বয়ং বিলান'র ভার লউন, আমরা হাতে হাতে তুলে দিব, আপনারা বিলাইবেন। সাবালক হইয়া পিতৃধন দেখে লওয়াই বিধি। আজ আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম আপনারা নিজের কার্য্য নিজের হাতে লইলেন। আপনাদের দোকান এখন আপনারা দেখে লেন। আপনারা কার্য্যে ব্যস্ত থাকুন আর আমরা "জয় নিতাইয়ের জয়, জয় দোকানদারের জয়" বলে নরহরির মত তাড়িত হই, ইহাই প্রাণের ইচ্ছা। দয়া করুন আর কেন—একবার দানপত্র হাতে ধরুন। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণকে আমার প্রণাম জানাইয়া তাঁ'কেও নিবেদন করিবেন এবং আমার প্রার্থনা জানাইবেন। তাঁ'কে বলিবেন সকল শক্তি একত্রিত করে একবার রঙ্গমঞ্চে আসুন দোকান সাজান, একবার এসে দেখে শুনে যা কর্ত্তব্য করুন। বিনামূল্যে বিতরণ বা মূল্য লওয়া আপনাদের ইচ্ছা, তবে এ দাসের ইচ্ছা যে যতদিন সুসময় না আসে, কাঙ্গালীর ভীড় যতদিন না কতক কমে ততদিন সামান্য

মূল্য রাখাই ভাল নচেৎ যে রকম দুঃসময়, চতুর্দ্দিকে যে রকম হাহাকার তা'তে বিনামূল্যে বিলাইতে আরম্ভ করিলে আপনারা দিনরাত্রি বিশ্রাম করিতে পাইবেন না, সেটি আমাদের প্রাণে সহ্য হ'বে না। দাসের এই মত তবে আপনাদের ধন আপনারা যা মনে করিবেন, তাই করুন। প্রভু হে, দোকান পাতুন বিলম্ব কেন। একটি কথা, এত বড় জগন্নাথের রাজ্যে একটু তেমন স্থান পেলে চিরস্থায়ী ভাবে দোকানটি পাতিয়া যা'বার ইচ্ছা ছিল, জগন্নাথ সে ইচ্ছা পূরণ কি করিবেন না? অন্য কোথাও স্থান কি পাওয়া যাবে না? এত সমুদ্র ধারে না হয় নাই হ'ল, দেখুন আপনাদের যা' ইচ্ছা তাই করুন। প্রভু আপনাদের যশ ও কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হউক ইহাই ইচ্ছা ও সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা।

আপনাদের দাস—হর।

——

চতুর্থ পত্র।

প্রিয় শ্যামলাল (শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী—চুঁচুড়া),

তোমার পত্র পাইয়াছি এবং তোমরা বেশ আছ শুনে বড়ই আনন্দিত হইলাম।

ভীষণ ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি ভয়ানক জন্তুপূর্ণ নিবিড় জঙ্গলে সুদৃঢ় ত্রিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া উপরে ব'সে পশুগণের স্বেচ্ছা বিচরণ দেখায় যেমন আনন্দ, সেখানে থাকিয়া পশুগণ দ্বারা আক্রান্ত হইবার কোন রকম ভয় থাকেনা, বরং ইচ্ছা করিলে নিজে তাহাদিগকে আক্রমণ ও

নির্যাতন করিতে পারা যায়, তেমনই এই মায়ার রম্য কানন রূপ সংসারে যাহারা সুদৃঢ় ও পূর্ণ নিরাপদ কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছে, তাহারা আনন্দে মায়ার বিহার দেখিয়া আনন্দে অধীর হইতেছে, মায়া তা'দের কিছুই করিতে পারে না, বরং তা'রাই সময়ে সময়ে মায়াকে মায়াতে ফেলাইয়া মজা দেখিতেছে। তাই বলি, যাঁহারা এ প্রকৃত আনন্দ ভোগ করিতে চান তাঁহারা সময় থাকিতে থাকিতে নিরাপদ কৃষ্ণপাদ আশ্রয় করুন, নচেৎ মায়ার হাতে পড়িয়া নানা কষ্ট পাইবেন। রামের দর্শনে ভূত সকল লয় প্রাপ্ত হয়, এই জন্য যেমন রাম নামটি শুনিবা মাত্র ভূতগণ দূরে পলায় তেমনই কৃষ্ণ নাম শুনিলেই মায়াও দূরে পলায়ন করে। তাই বলি, যতক্ষণ সেই সুদৃঢ় কৃষ্ণপদ আশ্রয় না হয় ততদিন কায় মন প্রাণে কৃষ্ণ নামটি আশ্রয় করে চলাই সকলেরই কর্ত্তব্য। মায়ার হাত এড়াই-বার ইহাই একমাত্র উপায় জানিয়া অহরহঃ কৃষ্ণ নামটী করিতে থাক। মায়া শূন্য স্থানই কৃষ্ণের আলয়, অতএব যেখানে কৃষ্ণনাম হয় সেখানে তিনি নিশ্চয়ই থাকেন, কেননা নাম শুনে মায়া পলায়ন করে, অতএব যাহারা সদা নাম করে, তাহারা কৃষ্ণ রাজ্যেই বাস করেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণকে আশ্রয় ক'রে সমস্ত তীর্থ আছেন, অতএব যেখানে কৃষ্ণনাম হয় সকল তীর্থ সেই খানেই আবির্ভাব হয়েন ; সেই জন্যই শাস্ত্র ব'লেছেন, যাঁহারা কৃষ্ণনাম করেন, তাঁ'রাই পলকে পলকে সকল তীর্থে স্নান করেন। এমন উপায় থাকিতে কাহারও হতাশ হ'বার কারণ নাই, নিতাই দয়া ক'রে আমাদের জন্য বিস্তৃত পথ প্রস্তুত ক'রে রাখিয়াছেন, এই নিত্যানন্দের দায় দিয়ে সকলে সেই পথে চলুন কৃতার্থ হইবেন। কৃষ্ণ-দুর্গের দ্বার রক্ষক আমার নিতাই, যা'র মুখে কৃষ্ণনাম শুনিতেছেন অমনি তা'কে দুর্গ মধ্যে টানিয়া লইয়া ভয়শূন্য করিতেছেন। নাম করিলেই নিতাই এর দয়া পাইবে সন্দেহ নাই আর নিতাই দয়া করিলেই সোনার

গোরা প্রেম দিয়া কোলে লইবেন, এমন সুবিধা কেহ যেন না ছাড়েন। পূর্ব্বে লোক—কেহ ৬০ হাজার বৎসর, কেহ লক্ষ বৎসর তপস্যা করিয়া ফল পাইয়াছেন, আজ আমরা ৬০ মিনিটের খবর রাখি না, অতএব তপস্যা এক রকম আমাদের পক্ষে অসম্ভব জানিয়াই দয়াল নিতাই পলকে রাজা হ'বার উপায় বলে গেছেন; সেই উপায় অবলম্বন করাই কি উচিত নয়? এ সম্বন্ধে বেশী বলিবার আবশ্যক নাই, নাম করিলেই নিজেই বুঝিতে পারিবেন, যখন মন নিতান্ত ঘোরে পড়িবে তখন তোমরা একত্র বসে হরিকথা কহিবে তা'হ'লেই তখন মন আপন ঠিকানাতে আসিয়া যাইবে ও নিশ্চিন্ত হইবে। নিত্যানন্দ বড়ই দয়াল, না চাহিতেই প্রেম দেন, অতএব নিতাই পদ আশ্রয় করিতে আর বিলম্ব করিবেন না। খেপার মত যা' তা' অনেক কথা বলিলাম দোষ লইবে না * * * আনন্দ মনে কৃষ্ণনামটী লইতে থাক, ইহাই আমার ইচ্ছা ও প্রার্থনা, সকলকে আমার ভালবাসা জানাইও।

তোমাদের—হর।

পঞ্চম পত্র।

(শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত ঘোষ, উকীল, কুমিল্লা)—

কি বলিয়া সম্বোধন করিলে আপনার উপযুক্ত মর্য্যাদা রাখা হয়, না জানাতে চুপ করিলাম। মহাশয়, আপনার স্নেহ ও দয়ামাখা পত্রখানি পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম এবং আমাকে উদ্ধার করিবার আর একজন হইলেন ভাবিয়া আনন্দে অধীর হইলাম। মহাশয় ভার যত বেশী হয় টানিবার শক্তি ও বন্ধনের শক্তি ততই বেশী দরকার, তাই বুঝি সেই দয়াময় হরি কৃপা করে এ ধরা-ভারকে উঠাইবার জন্য এত শক্তি

চতুর্দ্দিক হ'তে একত্র করিতেছেন, আর আমার ভাবনা নাই। গজ-কচ্ছপের গজ উদ্ধারের মত প্রভুর দয়াতেই আমি উদ্ধার পাইব, আশা হইয়াছে। এখন আপনাদের নিকট প্রার্থনা যে প্রভুর আদেশে আমাকে টানিয়া তুলিতে আসিয়াছেন, দেখিবেন যেন নিদয় হইয়া মধ্য পথে ত্যাগ না করেন; আমাকে তুলিতে পারিলে আপনাদের যশঃকীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে।

মহাশয়, যতই ভালছেলে হউক না, পরীক্ষার বিভীষিকাতে চমকিতেই হয়; তেমনই যতই মহাপুরুষ হউন আর কৃপা পাত্রই হউন, এ পরীক্ষার স্থল পৃথিবীতে আসিলেই মধ্যে মধ্যে ভীত ও ব্যস্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না. আপনাদের সময়ে সময়ে কষ্টও এই নিয়মের বশবর্ত্তী সন্দেহ নাই এর জন্য কাতর হইবেন না, ভাল ছেলের মত ভালরূপ উত্তীর্ণ হইয়া যশোবৃদ্ধি করিবার জন্যই প্রভুর এ খেলা। তিনি চান সকলেই পরম পবিত্র হউক, আর তার খেলার সঙ্গী হউক, তাই তিনি ইচ্ছা ক'রে সকলকে শিক্ষা লাভের জন্যই এ বিদ্যালয়ে পাঠান, পাশ হ'লেই উপযুক্ত কর্ম্ম দিয়া নিজ পারিষদ্ ভুক্ত ক'রে লন, যিনি পরীক্ষাতে বার বার ফেল্ হন, তাঁ'র জন্য দুঃখিত হন, নিজ পারিষদ্ মধ্যে গণ্য করেন না সত্য কিন্তু তাই ব'লে দয়ার ও স্নেহের নজর উঠাইয়া লন না। এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন ইহারই নাম যোনি ভ্রমণ। Evolution Theoryর সূত্রপাত এই চিন্তা হ'তেই হওয়া বিশেষ সম্ভব। তাঁ'র দয়া সম্বন্ধে যেন কখন অবিশ্বাস না হয়। মনুষ্য জীবন Entrance, তদিতর primary, স্বর্গ College life কিন্তু তিনটিই প্রভুর নিকটস্থ নয়। ছাত্রগণ যেমন Entrance হইতে আপন আপন তারতম্য বশতঃ future career স্থির করে, তেমনই মানুষ জীবনেই আপন আপন ঊর্দ্ধ অধঃপথ স্থির করিবার প্রকৃত সময়, এই জন্যই মানুষ হ'লেই সাবধান

হ'তে হয় নচেৎ মনের বাসনা পূর্ণ হয় না। মানুষ হইয়াই আপন আপন পথ গ'ড়ে নিতে পারা যায় বলেই শাস্ত্রে "দুর্ল্লভ মানব জীবন" বলে গেছে, মানুষ ছাড়া আর কাহারও এ ক্ষমতা নাই। দেবতারাও এ ক্ষমতা হারাইয়াছেন, নরক বাসীরাও হারাইয়াছে এ দুজনেরই স্বাধীনতা নাই, একজন চাকর অন্যজন কয়েদী তাই বলি মনুষ্য জীবনই School life and really free life. মহাশয়, মনের আবেগে পাগলের মত যে সকল অযুক্তিপূর্ণ কথা বলিলাম, পাগলের কথা মনে করে উপেক্ষা করিবেন এবং আমার ধৃষ্টতা মাপ করিবেন ইহাই প্রার্থনা। শেষ নিবেদন যেন মানুষ জীবন পাইয়া প্রকৃত মানুষ হয়ে সফল মনোরথ হন। এমন সুযোগ আর হয় কি না বলা যায় না। এ জীবন পাইয়াও যাহারা মুখে কৃষ্ণ হরি না বলেছে তা'রা ঠকিয়াছে সন্দেহ নাই। আমি এই শেষ দলের প্রধান নেতা। ভুক্তভোগী, তাই চীৎকার করে বলিতেছি আমার অবস্থা দেখে সকলে সাবধান হউন। হরি বলিতে আসিয়া আর হরি ভুলে থাকিবেন না। পাপীর কথাই প্রকৃত শিক্ষার Lectures—কেন না সে ভুক্তভোগী। মাতালের মুখে মদের দোষের কথা শুনে লক্ষ লোক সাবধান হইতে পারেন। তাই বলি, মহাশয়, আমার কথা শুনে এবং আমাকে দেখে বোধ হয় অনেকেরই উপকার হইতে পারে, তাই আমার এ পথে দাঁড়াইয়া চীৎকার। লক্ষ কষ্টের মধ্যে পড়েও লক্ষ্য ভ্রষ্ট যেন কেহ না হন। যে উদ্দেশ্যে আসা যেন ঢেউয়ের উপর ঢেউ আসিলেও তাহা হইতে পদস্খলন না হয়। কায়মনোপ্রাণে হরি নামে বিশ্বাস ক'রে অহরহঃ সেই নামে উন্মত্ত থাকিলেই আনন্দের সীমা থাকে না, তখন এ পৃথিবীর চরম দণ্ডও ভয় দেখাইতে পারে না, সকলেরই আনন্দ মাখা নজর আসে তখন সে আত্মহারা হইয়া আনন্দে মাতিয়া থাকে। আপনারা সেই আনন্দ ভোগ করুন, আমি নরক হইতেই যেন দেখিতে

পাই, তখন কেবল আমাকে রাখিয়া অনন্ত নরকের কীটও চলে যা'বে আমি, তাহাতে অপার আনন্দ পাইব, সন্দেহ নাই। শূকরের দুর্গন্ধময় স্থানে বাসের মত নরক আমাকে কোন ভয় দেখাইতে পারে না, সেই থানেই আমি থাকি ভাল। তাই বলি, আমাকে একা রাখিয়া আপনারা হরি নামের জোরে সমস্ত নারকী উদ্ধার করুন আমি দেখি, কৃষ্ণ যেন সে শুভদিন আমাকে দেখান, আশায় রহিয়াছি। আপনারা মহাপুরুষ ও কৃষ্ণ প্রিয়পাত্র তাই আপনাদের এত অনুরাগ। মহাশয় রাজা মহারাজেরই অভাব অধিক তাই আপনাদের এ"হা হুতাশ"। গরিবের কেবল মাত্র পেটের চিন্তা, পেট ভরিলেই আর তা'দের অভাব নাই। আপনারা প্রেমের রাজ্যের মহাজন, তাই আপনাদের এত ভাবনা ও এত ভয়, আমরা ধার ধারি না তাই নিশ্চিন্ত। এখন সেই দয়াময়ের নিকট শেষ প্রার্থনা, আপনারা মহাজন হইয়াছেন, এবার মহা মহাজন হউন, তখন শ্রীমতীর মত দিবা নিশি কান্দিবেন আর পলকে পলকে হারাইবেন, আমাকে আপনাদের আশ্রিত বলে' কিন্তু মনে রাখিবেন; এই মাত্র নিবেদন।

আপনাদের—হর।

ষষ্ঠ পত্র।

বাবা (রজনী বাবু),

আপনার স্নেহমাখা পত্রখানি পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম। বাবা, যখন কেহ কোন অভাব প্রকৃত ভাবে অনুভব করে, নিশ্চয়ই তখন সেই দয়াময় কৃষ্ণ পূরণ করিয়া থাকেন; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যতদিন জীব কৃষ্ণ বহির্মুখ থাকে ততদিনই সে সাংসারিক উন্নতির পথে লালায়িত হইয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে, কিন্তু বাবা, একবার কৃষ্ণ

বলিলে আর এ সকল তা'র ভাল লাগে না, তখন সকলেই কেমন কেমন অভাব অনুভব এবং সকল ছাড়িয়া একটু শান্তি খুঁজিতে থাকে ; ইহাই কৃষ্ণ নামের একটী মাহাত্ম্য। আপনারও এখন এই অবস্থা তাই এমন সখের ওকালতি ছাড়িয়া কোন রকম একটা শান্তির চাকরী খুঁজিতেছেন, ক্রমে ইহাতেও আস্থা শূন্য হইয়া নির্জ্জন বাসই অভিলাষ করিবেন। মানুষ যতদিন প্রকৃত হীরা না চিনিতে পারে, ততদিনই সামান্য কাচকেই হীরা মনে ক'রে তা'রই আদর যত্ন করে এবং তাহাকেই মূল্যবান মনে করে, তা'র অন্বেষণেই ব্যস্ত থাকে ; একবার হীরা চিনিলে আর তা'র কাচ কুড়াইতে ইচ্ছা হয় না। তেমনি যতদিন জীব কৃষ্ণপথে ধাবিত না হয়, ততদিনই এই সকল পার্থিব লাভ ও উন্নতির জন্য কত যত্ন কত অন্যায় করিয়া প্রতারিত হয়। বাবা, কৃষ্ণ বড় দয়াময়, জীবের স্বভাব এই সকল কুটি নাটি লইয়া আনন্দে থাকে, কিন্তু দয়াময় হরি তা'কে চিরজীবন এ ভ্রমে থাকিতে দেন না একবার ইহার বিষময় ফল আস্বাদন করান, কিন্তু যখন বিষে জর্জ্জরিত হইয়া নিতান্ত অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তখনই নিজ নাম ও প্রেম দিয়া তাহার এ বিষ নষ্ট করেন এবং প্রকৃত পথে টানিয়া আনেন। দেখুন দেখি এমন দয়াল আর কি কেউ আছে ? তাই নিবেদন, সকল ভুলে সেই দয়াময়ের নাম করুন এবং কায়মনোপ্রাণে তাঁ'র হউন—পরমানন্দে ভাসিবেন। আর কেন বাবা, এ পৃথিবীর ক'টা দিন এক রকমে কাটিয়া যাইবেই যাইবে, সুখে হউক দুঃখে হউক দিন চলেই যাবে, তবে আর কেন ভুলে থাকি, কেন নিজ হিত না দেখিয়া পাগলের মত হা হা করে বেড়াই। যখন সেই প্রাণবল্লভের জন্য প্রাণ কান্দিয়াছে তখন আর ব'সে না থাকিয়া তাঁ'রই উদ্দেশে যাত্রা করা কি উচিত নয় ? যতদিন বালিকা ছিলাম, স্বামীর নাম শুনে ভয় হ'ত, তখন খেলাশালের খেলা, স্বামীর আদর যত্ন ও মধুর ব্যবহার অপেক্ষা ভাল

লাগিত বটে, কিন্তু বাবা, আজ কি আর ও সকল ভাল লাগে? আজ কাল স্বামীর জন্য যখন ভাবিতে শিখিয়াছেন, যখন স্বামী কি চিনিয়াছেন তখন আর কেন বসে থা'কা, তা'কে পা'বার চেষ্টা করাই সর্ব্বরকমে বিধেয়। এখন তুতীর দরকার হইয়াছে, এই জন্যই নিবেদন যে সকল লোক প্রভুর কথা কয় কিম্বা প্রভুর তত্ত্ব রাখেন, তা'দের নিকট সন্ধান করুন, প্রভুর অবস্থান জানিতে পারিবেন। এ সকল লোকের ছোট বড় বিচার করিবেন না, এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বাছিবেন না। যা'কেই সে পথে দেখিবেন কাতর প্রাণে প্রাণবল্লভের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। কেহ কেহ চুপ্ করে চলে যা'বেন বটে, কিন্তু আবার কেহ আপনাকে আদর ক'রে হাতে ধ'রে প্রাণ বঁধুর নিকট লইয়া যা'বেন আর নূতন দাসী ক'রে প্রেমময়ের প্রেম সেবাতে নিযুক্ত করিবেন, তখন কৃতার্থ হবেন, তখন সকল জ্বালা জুড়াইবেন; তখন প্রাণবল্লভের মধুর আলাপে ও যত্নে আত্মহারা হইয়া পড়িবেন। তাই বলি বাবা, এখন আর ব'সে থাক্‌লে চল্‌বে না এখন কাতর প্রাণে প্রাণনাথের উদ্দেশে ছুটিতে হ'বে। আর সময় নাই সূর্য্য প্রায় অস্তমিত হয় হয় হইয়াছে, আঁধার আসিলে পথ চিনে যাওয়া যাবে না, কেন না সে পথ আমার ভাল রকম জানা নাই, অনিচ্ছা সত্বেও তখন চির অভ্যস্ত পথে আসিয়া পড়িতে হবে, তা হ'লে আর প্রাণবল্লভের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, আবার সেই ক, খ হ'তে আরম্ভ কর্‌তে হ'বে। এখন সময় আছে, এই জন্যই একটু ত্বরিত পদে চলিতে হ'বে, সে পথের সঙ্গী চান, আমার মাকে নিজ সঙ্গিনী করুন, তাঁ'কেও বলুন যেন বিলম্ব না করেন, তুজনে এক মন এক প্রাণ হয়ে না গেলে সেখানে যাওয়া যায় না। পলকের বিলম্বে লক্ষ যোজন ব্যবধান প'ড়ে যায়, তাই মাকে বলুন খেপা ছেলের কথা শুনে যেন আপনার সঙ্গে মিলে মিশে যাত্রা করেন, তা' হ'লেই কৃতার্থ হবেন। আপনার স্নেহের—হর।

সপ্তম পত্র।

বাবা (রজনী বাবু),

এই পৃথিবীর ক'টা দিন পথিকের পাঁন্থশালার রাত্রিবাসের মত কোন রকমে কাটাইয়া পুনরায় গমনের জন্য সবল হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য, কিন্তু যাহারা সামান্য সামান্য কারণে বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া রাত্রি-টুকু কাটায় তাহারা উভয় পক্ষেই ঠকে মাত্র, না বিশ্রাম করিতে পারে না ক্লান্তি দূর করে, না দ্বিতীয় গমনের জন্য সবল হইতে পারে। তাই নিবেদন, এ পৃথিবীর কোন কার্য্যের জন্যই বেশী চিন্তিত না হইয়া অহরহঃ হরিপাদপদ্ম চিন্তা ক'রে সবল ও সুস্থ হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য এবং সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বাবা! এ পৃথিবীতে যে ক'টা কার্য্য করিবার জন্য আসিয়াছি, চিন্তা করি বা না করি অবশ্যই করিয়া যাইতে হ'বে, তবে আর বৃথা চিন্তা করিয়া কেন অমূল্য সময় নষ্ট করি। সেই সময় টুকু হরিনাম ও হরিগুণগানে কাটাইয়া জীবন সার্থক করি না কেন। হরিনাম কদাচ ভুলিবেন না, অসময়ে সামান্য সামান্য পার্থিব কথা লইয়া সময় ক্ষেপন করা কাহারও উচিত নয়। অবকাশ পাইলেই হয় নির্জ্জনে একা ব'সে কিম্বা যাহারা হরি প্রেমে মত্ত তা'দের সঙ্গে হরি কথাতে ও হরি চিন্তাতে মগ্ন থাকাই উচিত। হরিনাম করিতে করিতে হৃদয়ে অদম্য বল আসে সকল প্রকার সামান্য অসামান্য ভয় দূরে পলায়ন করে, নিরানন্দের ছায়া পর্য্যন্তও নিকটে আসিতে পারে না, সদাই পূর্ণানন্দে জীবন অতিবাহিত হয়। এত লাভ ছাড়িয়া যাহারা ভয় ও অশান্তির কারণ সংসার চিন্তাতেই সময় কাটায় তা'রাই প্রকৃত ভ্রান্ত তা'র আর সন্দেহ নাই। হরি বলিতে বলিতে সামান্য কৌপীন পর্য্যন্ত থাকে না সত্য, কিন্তু সেই উলঙ্গ পাগলের পদতলে বড় বড় রাজা মহারাজার রাজমুকুট

গড়াগড়ি যায়, এখন বলুন দেখি বড় কিসে হওয়া যায়? তাই বলি বাবা! পৃথিবীর উন্নতি অবনতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সদাই কাতর প্রাণে হরিনাম, মধুর কৃষ্ণনামটি লইতে থাকুন, দেখিবেন সকল দুঃখ দূরে গেছে আর এক অপূর্ব্ব আনন্দে মাতিয়া আছেন। কৃষ্ণ নামের মত মাদকতা কোন মদেই নাই, সামান্য মদ একজনকে মাতাল করে কিন্তু একজন কৃষ্ণপ্রেমী জগৎকে মাতাইতে পারেন, এখন দেখুন এমন মাদক আর কি কিছু আছে—নিজে জুড়ান যায় আর অন্যকেও মাতান যায় এমন কৃষ্ণ নামটি ভুলে থাকিবেন না। নিজে করিবেন আর যা'কে তা'কে করিতে বলিবেন। বাবা, স্বর্ণবাহী গর্দ্দভের মত আমার অবস্থা, তবে আমার আশা ভরসা আপনারা।

আমার স্নেহময়ী মাকে বলিবেন যেন তাঁ'র নিতান্ত দুষ্ট ছেলেকে ভুলে না থাকেন। মায়ের আদরেই বাপের আদর, তাই তাঁ'র নিকটে এত আব্দার করিতেছি, তিনি যেন চির দিন স্নেহ করেন। আগের অপেক্ষা আজ কাল মাকে একটু বেশী আনন্দময়ী দেখে বড়ই সুখী হইলাম, কৃষ্ণ তাঁ'কে পূর্ণানন্দে চিরদিন রাখুন এইমাত্র প্রার্থনা। আমার ভাই ভগিনীদের বলিবেন যেন তা'রা তা'দের গরিব দাদাকে ভুলে না থাকে তা'দিগকে ভালবাসা দিবেন।

আপনার স্নেহের—হর।

অষ্টম পত্র।

পরম স্নেহময়ী মা (রজনী বাবুর সহধর্ম্মিণী),

মা দয়াময়ি! জগতের যত গরিব দুঃখী দেখিবে সকলকেই আপনার ছেলে মেয়ে মনে করে, সাধ্যমত তা'দের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিবে।

মা, এই জগতে যে কেহ আগে খালি হাত পা নিয়ে এসে, খালি হাতে আবার ফিরে যায়, এখানকার কোন ধন রত্ন সঙ্গে যায় না, যায় কেবল ধর্ম্ম। গরিবের দুঃখ মোচন করাই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। মা! ছেলে পরীক্ষা করিবার জন্যই পরম পিতা এক এক জনকে ভাণ্ডারী ক'রে আর অন্যান্য ভাই ভগিনিদের ভা'র তার উপর দিয়া থাকেন। ভাণ্ডারী নিজ কর্ত্তব্য না করিলে পিতা আবার তা'কে অন্যের দয়ার ভিখারী করেন এবং অপর উপযুক্তকে ভাণ্ডারী পদ দেন। তাই আমার প্রার্থনা জীব জন্তুর উপর সদয় ব্যবহার করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে ভুলিবেন না, তা' হ'লে জনমে জনমে এইরূপ ভাণ্ডারী হইয়া অর্থ ও অন্ন বস্ত্র অকাতরে বিলাইতে পারিবেন। দয়াময় প্রভুর নিকট এইমাত্র প্রার্থনা যেন আমার মা বাপ যুগে যুগে এই রকম ভাণ্ডারী হইয়া আমাদের মত গরিবের প্রতিপালনের ভার পান। মা গো! আজ এই জীবনে যে কয়টি পুত্র কন্যা পাইয়াছি সে গুলিই কেবল আমার নয়, কেন না, এমন পুত্রকন্যা পূর্ণ সংসার কত লক্ষবারই পাইয়াছি, আর ছাড়িয়াছি, আজ যা'দিগকে পাইয়াছি তা'দিগকে আবার ছাড়িব। কৈ মা, যা'দিগকে পূর্ব্বে পূর্ব্বে ছেড়ে এসেছি তা'দের জন্য ত একবারও ভাবি না, তা'দের কথাত একবারও মনে করে দুঃখিত হই না, তেমনই আবার আজ যা'দিগকে পাইয়াছি তা'দিগকেও ভুলিব তা'রাও আমাদিগকে ভুলিবে তবে আর কেন এই দু'চার জনের জন্য বৃথা চিন্তা করি, কেন জগৎকে নিজের না মনে করি, এ জগতের সবাই আমার আর আমিও সকলের। বারে বারে জন্ম নিয়ে সকলের সঙ্গেই সম্পর্ক আছে সেই জন্যই নিবেদন, মা গরিব দুঃখীর মা বাপ হয়ে প্রাণে অপার শান্তি পান, আর সেই কৃষ্ণকে আনন্দ দেন এ বই আর তিনি কিছুই চান না।

মা, নিজের দুঃখে যে চক্ষে জল আসে সেটি বন্যার জল, জমি উর্ব্বরা

না করে বরং যা কিছু ফসল থাকে ডুবাইয়া নষ্ট করে, কিন্তু মা অপরের জন্য যে জল চক্ষে আসে তাহা আকাশের ধারাবারি, সমস্ত হৃদয়টুকুকে সিক্ত ও উর্ব্বরা করে এবং অচিরে সেই হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেম অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে কৃত কৃতার্থ করে। হৃদয় কর্ষণের এমন সহজ ও সরল উপায় আর দ্বিতীয় নাই। এই প্রকার চক্ষের জলে ও কৃষ্ণনাম মহাস্ত্র দ্বারা হৃদয় সিক্ত ও কর্ষণ করিতে থাকুন। দেখিবেন কি সুখময় ফল পাইবেন। নাম ভুলিবেন না, খাইতে শুইতে মধুর কৃষ্ণনামটি পরম যত্নে নিজ প্রাণের ধন করিবেন, কৃষ্ণ বড় দয়াময়, তাঁ'র নিকট কিছুই চাহিতে হবে না। তিনি নিজেই আপনার হৃদয় জানিয়া সকল সুখ শান্তি দিবেন, নিত্য নূতন নূতন আনন্দে ডুবে আত্মহারা হইবেন! সেদিনের আনন্দের কথা বলে বুঝান যায় না, করুন, নিজেই বুঝিবেন। মা, কৃষ্ণ ভুলে স্বর্গের রাজত্বও নরক ব'লে মনে করিবেন। দু'চার দিনের সুখে দুঃখে পড়ে যা'রা চিরদিনের নিদান কৃষ্ণপাদপদ্ম ভুলে থাকে তা'দের মত ভ্রান্ত আর কে আছে মা? পথিক পথশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম জন্য বৃক্ষতল আশ্রয় করে, যদি বিশ্রামের পরিবর্ত্তে বিবাদ বিসম্বাদে সময়টুকু কাটায় তা'হলে তা'র আর পথশ্রান্তি দূর না হইয়া বরং অধিক ক্লান্তি আসিয়া পড়ে, আবার চলিতে গেলে গতি মন্দ হয় ও অধিক কষ্ট হয়। তাই বলি মা, এই পৃথিবী দুদিনের, বিশ্রাম স্থানে আসিয়াও—বড় ও ছোট এই বিবাদে মত্ত থাকিলে বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়, পুনঃ গমনের সময় আর শক্তি থাকে না তখন সকলের পাছে পড়িয়া হায় হায় করিতে হয় এবং অসময়ে সন্ধ্যা আসিলে নানা বিপদে পড়িতে হয়, তাই বলি মা দুদিনের সুখ দুঃখে মত্ত হইয়া অনন্ত সুখে জলাঞ্জলি দেওয়া ও অনন্ত কষ্ট ডাকিয়া আনা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। এখন ছেলের এই প্রার্থনা এ পৃথিবীর সকল ভুলে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া চিরজীবনের জন্য কৃতার্থ হউন। খেপার মত

অনেক কথা বলিলাম, অনেক কথা বলিবার রহিল, আজ বাধ্য হইয়া চুপ করিলাম, ক্ষমা করিবেন।

মা, তোমার স্নেহের ছেলে—হর।

নবম পত্র।

পরম স্নেহময়ী মা (রজনী বাবুর পত্নী),

আপনার পত্রখানি পাঠে কি যে অপার আনন্দ পাইলাম তা' সেই আনন্দময় কৃষ্ণ বই আর কে জানিবে? মা, কৃষ্ণ যেন দিন দিন আপনাদিগকে সকল সুখ শান্তি দেন, মাগো, ধনে লোক বড়লোক হয় না, যার হৃদয় বড় সে নিতান্ত কাঙ্গাল হ'লেও প্রকৃতপক্ষে সেই বড়লোক; তাই বলি মা, অর্থ দিয়া সকল সময় সাহায্য করিতে না পারিলে দুঃখিত হইবেন না, তবে দুঃখী দেখে হৃদয়টা নরম হয়, দুঃখীর দুঃখ লাঘব করিবার ইচ্ছা স্বভাবতই উদয় হয়, পরের কষ্ট যেন নিজের কষ্ট বলে মনে হয়; এই রকম হৃদয় নরম হ'য়ে হ'য়ে একেবারে প্রেমে গলে যাবে; তখন দেখিবেন পৃথিবীর সকল জীব জন্তুই আপনার ছেলে, আপনি তখন জগজ্জননী হ'য়ে পরম সুখে কাল কাটাইবেন। মাগো, ছেলেরা বাহানা নিলে মা তা'দিগকে মারেন ব'লে কি বলিতে হবে যে মায়ের স্নেহ ঐ ছেলের উপর নাই? তেমনই মা কোন ছেলেকে দুঃখী, কোন ছেলেকে সুখী দেখে সমান আনন্দ পাবেন, তখন আর সাহায্য করিতে পারিলাম না ব'লে দুঃখ হবে না। তাই বলি মা জগজ্জননী হউন। মা! জীবের প্রতি প্রেম ভালবাসা একটু একটু বাড়াইতে বাড়াইতে কৃষ্ণপ্রেম আসিবে, সাধারণ প্রেম হইতে বিশ্বপ্রেম শিখাইবার জন্যই ভ্রান্ত জীবকে প্রভু সংসারে নিজ হইতে পর, পরের পরকে ভাল বাসিবার জন্য সম্বন্ধ স্থির করে দিয়েছেন, প্রথমে নিজকে ও নিজের মা,

বাপ, ভাই. ভগ্নিকে ভাল বাসিতে থাকে। ক্রমে বড় হ'লে এগুলি ছাড়া বন্ধুবান্ধবদিগকে ভালবাসে, তারপর বিবাহ হ'লে ক্রমেই আর একটি সংসারের অনেকগুলিকে ভালবাসিতে শিখে, তারপর ছেলে মেয়ের বিবাহ ইত্যাদি দ্বারা আরও কতকগুলি অপরিচিত পরকে নিজের ক'রে লইতে হয়, এই রকম বাড়িতে বাড়িতে যখন কেবল সম্বন্ধটি ছাড়ে তখন ঐ ভালবাসাই বিশ্বপ্রেম হয়, তখন কৃতার্থ হইয়া কৃষ্ণ বলিতে পারে ও অপার আনন্দ পায়। তাই বলি মা ভাল বাসিতে পয়সা খরচ হয় না, সেটি কেবল মনকে একটু প্রশস্ত করা মাত্র, যখন শক্তি হ'বে তখন অর্থ দ্বারা, বস্ত্র দ্বারা, পরের দুঃখ ঘুচাইবেন আর সকল সময়ে মিষ্ট কথাতে পরের দুঃখে কাতর হইয়া তা'দের দুঃখ কষ্টের লাঘব করিবেন। একটী আম নিজের ছেলেকে দিতেছেন সেখানে একটি দুঃখীর সন্তান থাকিলে, তা'রই একটু তা'কে দিলেই চলে, তা'তে কোন ক্ষতি হয় না; ছেলের পাঁচটা জামা আছে অন্যের ছেলে শীতে কাতর হইতেছে দেখে তা'রই একটা দিলে ছেলের আর কম হইল না অথচ একটি গরিব শীত হইতে বাঁচিল, এই রকমে আরম্ভ করিতে হয়, তার পর আপনা আপনি হৃদয় কোমল হইয়া পড়ে।

মা, কৃষ্ণ নামটি কদাচ ভুলিবেন না, সদাই ঐ নামে ডুবে থাকুন, দেখিবেন সকল সুখ আপনার হইবে সকল মনের বাসনা পূর্ণ হবে; কিছুরই অভাব থাকিবে না, কৃষ্ণনাম ভুলে, রাজত্বেও নরক ভোগ মনে করিবেন, অলঙ্কারের ভিতর তুলসীর মালা গলায় দিবেন তাহাতে শরীর ও মন পবিত্র থাকিবে, আর এই খেপা ছেলের উপর একটু স্নেহের দৃষ্টি রাখিবেন।

আপনার স্নেহের—হর।

দশম পত্র।

পরম স্নেহময়ী মা (রজনী বাবুর পত্নী),

আপনার স্নেহমাখা পত্রখানি পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম। মা, তোমার এত স্নেহ না হ'লে আর কি এই দুষ্ট ছেলের মা হ'তে পার? আমার মা, সবাই সমান, মা, আপনি শারীরিক ও তৎসঙ্গে মানসিক বেশ আনন্দে আছেন শুনে কি যে আনন্দিত হইলাম, তা' পত্রে কি জানাইব মাগো, যারা কৃষ্ণ বলে, তারাই সকল রকমেই আনন্দে থাকে কোন কষ্ট বা কোন ভয় থাকে না, সদাই নিশ্চিন্ত থাকিয়া ইহ পরকাল জয় করিতে পারে, তাই বলি মা এমন মধুর কৃষ্ণ নামটী কদাচ ভুলে থাকিবেন না যখনই কর্ম্ম হতে অবসর পাবেন, অমনই মালা নিয়ে বসবেন, মন লাগে না লাগে বিচার করিবেন না, হেলায় অশ্রদ্ধায় নাম লইলেই উপকার হবে, কোন সন্দেহ নাই। "সাধক কণ্ঠহার" খানি কণ্ঠস্থ করিবার চেষ্টা করিবেন এবং চলিতে বসিতে, কাজ কর্ম্ম করিতে করিতে, মনে মনে একটি পদ বলিতে থাকিবেন এই রকম করিতে করিতে আপনি আপনি চক্ষে জল আসিবে আর এই চক্ষুর জল পেয়েই ভক্তি বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে প্রবলা হইয়া কৃষ্ণ পাদপদ্ম পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইবে। মা, ভক্তিটি লতা—নিজে উঠিতে পারে না, এই জন্য বিশ্বাস-বৃক্ষ সঙ্গে লাগাইয়া দিবেন, ক্রমে বৃক্ষ ছাড়িয়া শূন্যে উঠিবে এবং কৃষ্ণ পদ অবলম্বন করিবে, তখন কৃত কৃতার্থ হইয়া আত্মহারা হইবেন তখন আর সংসার ব'লে মনে থাকিবে না, তখন আর এখানের সুখ দুঃখে আপনাকে বশ করিতে পারিবে না তখন আপনি এখানের রাজা হইয়া সকলের উপর হুকুম ক'রতে পারিবেন। বিশ্বাসের সহিত নাম করুন, সেদিন বেশী দূরে নয়, নিকটেই পাইবেন, নামটি কখনই ভুলিবেন না। মাগো, এ রকম

খেলাশাল অনেক পাতিয়াছেন ও ভাঙ্গিয়াছেন, আর কেন, চিরদিন কি আর ছেলে মানুষ থাকা উচিত? এবার স্বামীর নিকট যা'বার জন্য প্রস্তুত হওয়াই ভাল। মা গো, কৃষ্ণ বই আর স্বামী কেউ নয়, হইতেও পারে না, আর সবাই প্রকৃতি। তাই বলি মা, এবার স্বামীর নিকট যাওয়াই ভাল, আর খেলাশাল লইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবেন না, এ রকম ছেলে মেয়ে ধন দৌলত সকল বারেই পাইয়াছেন, কই যা' যা' ছেড়ে এসেছেন কারও জন্যইত একবার ভাবেন না! আবার এসমস্তও ছেড়ে যাইব, কাহারও জন্য ভাবিব না, এ খেলা বার বার খেলেও এখনও তৃপ্তি হয় নাই; এ ঘোর—"কৃষ্ণ" না বলিলে আর কিছুতেই ভাঙ্গিবার নয়, তাই বলি মা নেশা ছুটাইবার জন্য কৃষ্ণ নামটি লইতে থাকুন নেশা ছুটিবে, চক্ষুও খুলিবে, তখনই সব দেখ্‌তে বুঝ্‌তে পারবেন। তখন আর কিছুতেই ভুলাইতে পারিবে না। মা, গলায় তুলসী মালা ধারণ করিবেন ইহাতে শরীর নীরোগ ও মন পরম পবিত্র থাকিবে। তোমার খেপা ছেলের কথাতে দুঃখ করিও না আর তা'কে ভুলিয়া যাইও না। মা, আমার মতই তোমার বউ তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, জানি না, আমাদের অদৃষ্টে আছে কি না। মা, এবার পূজার ছুটীর সময় একবার বৃন্দাবন দর্শন ক'রে গেলে ভাল হয়, সেই সঙ্গে যদি পূরী ও নবদ্বীপ দর্শন হ'য়ে যায়, তা' হ'লে প্রাণে অনেক শান্তি পাইবেন। তীর্থ দর্শনের ফলই প্রাণে অপার শান্তি পাওয়া; যদি অসুবিধা না হয় একবার চেষ্টা করিবেন। বৃন্দাবন আসিলে অটলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে এও একটা আনন্দ। আমার ভাই ভগ্নিদের ভালবাসা জানাইবেন।

আপনার স্নেহের ছেলে—হর।

একাদশ পত্র।

বাবা (রজনী বাবু),

"আপনার খেয়ে" পার কর্‌তে এক কৃষ্ণ বই আর কেউ নাই, তিনিই কেবল নিজের পরের গরু তাড়ান। আহা এমন দয়াময়কে ভুলিবেন না। বাবা, আপনার একটি কথা শু'নে দুঃখিত হইলাম, লিখয়াছেন, দয়া পাবার জন্য গিয়া প্রতারিত হইয়াছেন, এ কথাটি সত্য নয়। বাবা, বরং যদি প্রতারণা করিয়াছেন লিখিতেন ঠিক হইত, আপনি প্রতারিত হন নাই তাঁ'রাই বরং প্রতারিত হইয়াছেন, সাধুদের নিকট যাইয়া আপনার মহৎ উপকারই হইয়াছে আপনাকে দেখাইয়া দিয়াছে সে রাজ্যের কোন দ্রব্য এ পৃথিবীর ধনরত্ন বিনিময়ে পাওয়া যায় না। বাবা, খেপা দেখিলে নিতান্ত নিরীহ ভাল মানুষও সময়ে সময়ে তা'কে রাগাইতে যায় এবং তা'কে নিয়ে মজা করে। যে ব্যক্তি হাতে হাতে স্বর্গ চায়, সে পাগল নয় ত আর পাগল কে, তাই বোধ হয় আপনার চৈতন্য করিবার জন্য প্রভু দয়া ক'রে সেই অন্যায় পথগুলি দেখাইয়া জনমের মত বন্ধ করেছেন, এখন একবার ভাবুন দেখি, তা'রা আপনার বন্ধু, না শত্রু? তা'রা প্রতারণার পথগুলি না দেখাইলে আজ সে পথেই হয়ত চলিতেন, আর কৃষ্ণ বলা হইত না। কৃষ্ণ স্বয়ং তা'দের রূপ ধ'রে আপনাকে প্রকৃত পথে লইয়া আসিয়াছেন এখন এর জন্য ঐ সকল সাধুর নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া আপনার কর্ত্তব্য, ঘৃণা করা উচিত নয়। বাবা, সাধুবেশধারী কাহাকেও কোন রকমে ঘৃণা করিবে না, কেননা সাধু অসাধু চিনিবার শক্তি নাই। যদি প্রকৃত সাধুকে অসাধু মনে ক'রে অবজ্ঞা করেন তা হ'লে অপরাধ হবে। তাই বলি বাবা, যত দিন পৃথক্ পৃথক সাপ ও তা'দের প্রকৃতি বিচার না জানিতে পারা যায় তত দিন

সাপ দেখেই দূরে থাকাই বিধেয়, নচেৎ এটার বিষ নাই, ওটার বিষ নাই, করিতে করিতে হয়ত কোন দিন ভয়ানক বিষাক্ত সর্পকে অবজ্ঞা করিতে যাইয়া জীবন হারাইতে হ'বে। তাই বলি বাবা, সাপ থেকে দূরে থাকাই ভাল, সাধুর বিচার করিবেন না, যতদিন না সাপুড়ে হবেন ততদিন কোন সাপকেই ধরিতে যাবেন না ইহাই আমার একটি প্রার্থনা, আপনার শ্রদ্ধা না হয়, কিছু না দিতে পারেন কিন্তু তা'র সম্বন্ধে যেন কোন cutting remark না করা হয়; বাক্য দ্বারা মিছা যেন কাহারও অন্তরে আঘাত দেওয়া না হয়। বরং কাহারও শরীরে আঘাত দেওয়া ভাল, তবু অন্তরে সামান্য আঘাত দেওয়া কোন রকমে উচিত নয়। অন্তর নরমস্থান সেখানে সামান্যতেই বেশী আঘাত লাগে; আর সে আঘাত হরিও জানিতে পারেন, কেননা হরি সকলেরই অন্তরে রহিয়াছেন, তাই বলি বাবা, একটু সাবধান হওয়াই ভাল।

আপনার স্নেহের—হর।

দ্বাদশ পত্র।

পরম স্নেহময়ী মা (রজনী বাবুর পত্নী),

আপনার স্নেহমাখা পত্রখানি পাঠে এবং তাহাতে আমার দিদির কথা ক'টি শুনে বড়ই সুখী হইলাম। মা, সেই দয়াময়ের দয়াতে দিদিকে পাইলাম, নচেৎ কোন আশা থাকে নাই, এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিলে আপনারা নিতান্ত যাতনা পাইতেন এবং আমার দিদিও ভয় পাইত সেই কারণে চুপ ক'রে ছিলাম। যাহা হ'ক মা, দিদি বড়ই ভাগ্যবতী এই কষ্টের ছলনাতে প্রভুর দর্শন পাইয়াছে ও তাঁ'র মধুমাখা কথা শুনিয়াছে, ধন্য আমার দিদি আর ধন্য তাঁর ভাগ্য। আমার দিদি যাহা

বলিয়াছেন সকলই সত্য, প্রভুর দয়া পাইয়াছেন। তিন পত্র তুলসীতে মধুর "রাধাকৃষ্ণ" নামটি আলতাতে লিখিয়া তুলসী তলার একটু মাটির সহিত একটি স্বর্ণ মাদুলীতে বন্ধ ক'রে দিদির গলায় দিবেন, তাহাতে আমার দিদি জীবনে সৌভাগ্যবতী হবেন, সন্দেহ নাই। মা, আপনারা দিদির কথা জ্বরের ঘোরে বলা মনে করিবেন না, এ সমস্তই সত্য। এ সকল কথা আমি জানিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলাম, আমার দিদি মহাভাগ্যবতী তা'কে আমার স্নেহ ভালবাসা জানাইবেন। মা, নাতি নাতিনী নিয়ে আনন্দ করিবেন আপনার এ আশা প্রভু পূর্ণ করিবেন চিন্তা নাই। আজ ১২ দিন যাবৎ আমার শরীর বড়ই মন্দ, কেন এমন হইতেছে তা' সেই কৃষ্ণই জানেন, শরীর একেবারে রক্তশূন্য ও বলশূন্য হইয়াছে তবে তা'র জন্য আপনারা কোন রকম চিন্তা করিবেন না, যাঁ'র শরীর দেওয়া, তিনি যেমন রাখিবেন তেমনি থাকিবে, এর জন্য আমাদের চিন্তা বৃথা, না যাইতে কোন রকম কষ্ট হবে না, তবে যা'বার আগে একবার এমন স্নেহময়ী মা ও স্নেহময় বাবাকে দর্শন করে গেলে মনের সকল সাধ মিটিত, যাহা হ'ক ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।

আপনার স্নেহের ছেলে—হর।

ত্রয়োদশ পত্র।

বাবা (রজনীবাবু),

আপনার পত্রখানি পাঠে অন্তরের ভাব বুঝিয়া একটু কাতর হইলাম। বাবা, সংসারে সকলেরই এই অবস্থা, কি রাজা, কি মহারাজা, কি নিতান্ত দরিদ্র, সকলেই হায় হায় করিতেছে, তবে যা'রা কৃষ্ণপদ আশ্রয় করিয়াছে, তা'রাই এ ঘোর দাবাগ্নির ভিতরে পরম মধুর বসন্ত

অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। বাবা, এ পরীক্ষা স্থলে ভয় নাই এমন জীব নাই। নিত্য সুখে কেহই থাকিতে পারে না, ইহাই মায়ার খেলা, বিড়াল যেমন শীকার করিয়া তা'কে নিয়ে খেলে, এক একবার ছেড়ে দেয়, তখন ইঁদুরটি মুক্ত ভাবিয়া একটু আনন্দ পায়, কিন্তু পরক্ষণই আবার দ্বিগুণ বলে আক্রান্ত হইয়া মর মর হয়, তেমনই মায়া জীবগণকে লইয়া খেলিতেছে তবে যা'রা কৃষ্ণপদাশ্রয় লইয়াছে মায়া তা'দের নিকট আর পঁহুছিতে সাহস পায় না। প্রভুর রক্ষিত জীবগণকে তাড়না করিতে গেলে নিজেই লাঞ্ছিত হইয়া কাতর হইয়া পড়ে। আপনার পালিত পক্ষীকে যখন আপনারই বিড়াল মারিতে ইচ্ছা করে, তখন কি আর আপনি উপেক্ষা করেন? না কি বিড়ালকে তাড়াইয়া দেন ও তা'র উপর বিরক্ত হইয়া তা'কে তাড়না করেন? তেমনিই কৃষ্ণের প্রতিপাল্যের মধ্যে যাহারা, তা'দের উপর মায়ার জোর চলে না, জোর করিতে গেলে বিতাড়িত হয়, তাই বলি বাবা, কায়মনঃপ্রাণে কৃষ্ণপদ আশ্রয় করুন, কোন ভয়ই থাকিবে না যতই যত্নে মায়ার সেবা করুন নিষ্কৃতি পাইবেন না। মুসলমান যতই যত্নে মুর্গী পালুক না কেন, একদিন না একদিন যেমন তা'র গলায় ছুরী বসায়, তেমনই যতই মায়ার নিজের হই না কেন মায়া কিন্তু কখনই দয়া করে ছাড়িয়া দেয় না, সময় হইলেই মনের মত হাসায় কাঁদায়, তাই বলি বাবা, যাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে চান, যেন মায়ার মায়াতে মুগ্ধ না হন; মায়ার রাজত্ব প্রপঞ্চ জগতে যেন প্রাণ মন না ডুবাইয়া দেন, প্রাণ মনকে মায়িক জগৎ হইতে কাড়িয়া কৃষ্ণপদে স্থাপন করুন, দিবা রাত্র চিন্তা শূন্য হ'য়ে থাকিবেন, সন্দেহ নাই। বাবা, সুখের হ'ক্ আর দুঃখের হ'ক্, এ পৃথিবীর দিন সকলেরই কাটিয়া যাইতেছে, কাহারও পক্ষে কখনই কম বেশী হ'তে পারে না, তবে আর চিন্তা কেন?

বাবা, এবার একটি উল্টা কথা লিখিয়াছেন, আমি অনেক নর-নারীর আশ্রয় না কি আশ্রিত? আপনারা আছেন বলেই আমি আছি, আপনাদের জন্যই এত আনন্দ, আপনারা আমার আশ্রয়, আমি আপনাদের হইতে পাইয়া আমি নিজকে ধন্য মনে করিতেছি, আমার মত অপদার্থ আর দু'টি নাই।

আমার দিদির জন্য একটী বোঁটাতে তিনটি তুলসী পত্রের আবশ্যক নাই, তা' হয়ও না তবে তিন পাতা তুলসীতে কৃষ্ণ নামটি লিখিয়া মাদুলী ক'রে ধারণ করিতে দিবেন, তা'তেই দিদি আমার মহা আনন্দে থাকিবেন, বাবা, হতভাগা জ্ঞানে এ ছেলের দোষ গুণ উপেক্ষা করিয়া স্নেহ করিবেন ও মাকে করিতে বলিবেন।

আমার শরীর খুব ভালই আছে কোন চিন্তা করিবেন না। বাবা, এ শরীর কৃষ্ণ যতদিন রাখিবেন আনন্দেই রাখিবেন কোন চিন্তা করিবেন না, আমার দিদির কথামত পত্র পড়িতে পড়িতে পত্র লিখিলাম, তা'কে বলিবেন।

আপনার স্নেহের ছেলে—হর।

চতুর্দ্দশ পত্র।

মহাপুরুষ (শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র মিত্র),

পরম পবিত্র সমুদ্র স্নানে বুঝি তৃপ্তি না হওয়াতে পঙ্কিল পচা গড়েতে ডুবিবার ইচ্ছা করেছেন! এ রকম হয়ই, এটি স্বভাব। মহাশয়, আমার ঘৃণিত জীবনকাহিনী ঠিক্ জানিতে পারিলে আপনার ঘৃণা ব্যতীত অন্য কিছুই হ'বে না। আমি যতদূর বুঝিলাম, তাহাতে আমি

আপনার চাকর হবারও উপযুক্ত নই, আপনার প্রাণ, হরি ধরি ধরি করিতেছে, অবশ্যই এ ভাব থাকিলে একদিন না একদিন আপনার হাতে সেই অধর চাঁদ ধরা পড়্‌বেনই পড়্‌বেন, তবে ধরি ধরি হ'বার সময় কি এক নূতন পেঁচ খেলেন, যাহাতে খেলা একেবারে উল্টাইয়া দেন, তাই, অনেকে ধরি ধরি ক'রেও ধরিতে পারে না, তা'র পরিবর্ত্তে অন্য কিছু ধ'রে বসে, আর সকল ভুলে যায়; তবে যে জন সকল ভুলে, সকল ছেড়ে আত্মহারা হয়ে হা প্রাণনাথ, হা প্রাণবল্লভ, দয়াময় ব'লে তাঁ'রই চরণে মনপ্রাণ অর্পণ ক'রে ডাকে, তা'কে তিনি কদাচই ভুলাইতে পারেন না এবং ভুলাইবার চেষ্টাও করেন না। বিচার বুদ্ধির অনুসরণ করে যাঁ'রা প্রভুকে লাভ করিতে চান তাঁ'রাই পড়ে হাবুডুবু খান, অন্ধ হইয়া যাঁ'রা কৃষ্ণেক শরণ হন, তাঁ'রা আর কোন পরীক্ষাতে পড়েন না, পড়িলেও যিনিই পরীক্ষক তিনি পাশ করিবার উপায় দেখাইয়া দেন। তাই বলি, মহাশয়, সকল দিকে দৃষ্টি শূন্য হ'য়ে অন্ধের মত হাত বাড়াইয়া বাড়াইয়া নিতাই পদ অন্বেষণ করুন, অচিরেই সেই সুশীতল পদ পাইবেন, শীতলতা অনুভব করিলে চক্ষু মেলিবেন; দেখিবেন সম্মুখে সেই পরম দয়াল নিতাই আপনাকে শ্যাম নটবরের হাতে সমর্পণ করিবার জন্যই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, যাঁকে খুঁজে খুঁজে কাতর হইতেছেন, তিনিই আপনার তল্লাশ করিতেছেন। অন্ধ না হ'লে কিন্তু হঠাৎ হাত লাগিবে না। চক্ষু সময়ে যেমন বন্ধুর কার্য্য করে, সময়ে সময়ে তেমনিই শত্রুতা সাধন করে; অতএব যখন বুঝিতে পারা যায় না চক্ষু শত্রু কিম্বা মিত্র, তখন তা'র সাহায্য না লওয়াই যুক্তিসঙ্গত। নীতি শাস্ত্রও তাই বলেন, যতদিন অজ্ঞাত কুলশীল থাকে, ততদিন কাহাকেও বন্ধু মনে করিতে নাই। তাই বলি, মহাশয়, যদি সত্যই গুরু চান, অন্ধ হইয়া তল্লাস করুন, অবশ্যই পাইবেন। শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন কোটী কোটী জন্মের সাধনে

তা'কে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় কেবল লালসাতে। যখন জীবের কোন দ্রব্যে অধিক লালসা হয়, তখন সেই জীব অন্ধ হইয়া পড়ে, আর ভাল মন্দ ভবিষ্যৎ চিন্তা রহিত হইয়া লালসার জিনিসের প্রাপ্তি চিন্তা করে আর ক্রমে পাইয়াও থাকে। তাই বলি, চেয়ে অনেক দিন ঘুরেছেন, একবার চক্ষু মুদিয়া খুঁজে দেখুন অবশ্যই নিতাই দয়া করিবেন। নিতাই-এর মত দয়াল থাকিতে এত চিন্তা কেন? গুরু, জগতে এক কৃষ্ণ বই আর দ্বিতীয় নাই, তিনিই আচার্য্যরূপে জীবকে মন্ত্র দিয়া ও সময় মত শিক্ষা দিয়া পরপারে লইয়া যাইতেছেন, তাই বলি, মহাশয়, কায়মনোপ্রাণে নিতাই পদ আশ্রয় করুন, দেখিবেন, অচিরেই আপনার মনের সাধ মিটিবে। মহাশয়, আমার দু'টি চক্ষু নাই, অতএব আমার কাঁধে চড়িয়া পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছা করিবেন না, বরং পথ পাইলে আমাকে দয়া ক'রে ডেকে লইবেন, এখন হ'তে নিবেদন করে রাখিলাম। আপনারাই আমার মত পাপীর আশা ভরসা, আমার নিজের কোন ক্ষমতা নাই, মনে রাখিবেন।

মহাশয়, অনেক অযথা ও অসঙ্গত কথা বলিলাম, খেপার কথা মনে ক'রে ক্ষমা করিবেন। গুরু পাবার আগে গুরুর প্রতিপাল্য গরিব ও দুঃখী জনের প্রতি সদয় নজর রাখুন, দেখিবেন গুরু আর থাকিতে পারিবেন না, আপনার উপর কৃপা করিবেন। অভিমান শূন্য হইয়া নিতাই পদ সার করুন, চরিতার্থ হইবেন। গরিবের উপর দয়া করিবেন, আর অহরহঃ কৃষ্ণনামে মাতিয়া থাকিবেন, দেখিবেন মনের সকল সাধ মিটিবে, কৃতার্থ হইবেন। একটু নির্জ্জন বাস ভাল বাসিবেন, আর যেখানে বসিলে কৃষ্ণ কথা ছাড়া অন্য কথা হইবে, সে স্থানটি চেষ্টা ক'রে ত্যাগ করিবেন; নিবেদন ইতি।

আপনাদের আশ্রিত—হর।

পঞ্চদশ পত্র।

বাবারে (শ্রীযুক্ত ভাগবত বাবু),

"মুচি হয়ে শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে"—যে এই ভবে আসিয়া কৃষ্ণ ব'লেছে আমাকে সে বিনা মূল্যে কিনেছে; আমি তা'র দাসের দাস হইয়াছি, তবে আমার পত্র প'ড়ে এত ভয় পাইয়াছ কেন? দয়া ক'রে আমাকে তোমাদের মধ্যে একজন গণ্য করে কৃতার্থ কর। আমি ভবে এসে শুষ্ক জীবন লইয়া চলিলাম, কৃষ্ণ বলিতে পারিলাম না সেই জন্যই যাহারা কৃষ্ণ ব'লেছে তা'দের দুয়ারের কুকুর হইতে বাসনা হয়। বাবা, তোমার কথাটির ভুল দেখাইবার জন্যই একজন American Lady—Sister Onfa যে পত্র লিখিয়াছেন, তার একটা Sentence তুলে দিতেছি, পড়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে তিনি কত বড় চিন্তাশীলা, "What has our soul to do with the differences of race or nationality, are not these merely incidental and everchanging in the long pilgrimage of the Ego?" তাই বলি তুমি শূদ্র, আমি ব্রাহ্মণ এ চিন্তা কোন কাজের নয়, এ চিন্তা আমার নিকট নাই আমার "জাত খেয়ে রেখেছে ঘরে গৌরাঙ্গ গুণমনি", আমি street dogএর মত যা'র পাই তা'রই খাই যে আদর করে তা'র নিকটেই যাই, আমার personality বলিতে কিছুই নাই, আমি সকলেরই এবং সবাই আমার ব'লেই মনে হয়, তাই বলি আমি তোমায় কষ্ট দিই নাই, বরং নিতান্তই পর ভেবে তুমিই আমাকে কষ্ট দিতেছ। দয়া ক'রে আমাকে নিজের ক'রে লইলে কৃতকৃতার্থ হইব। তোমরা বই আমার আর কেউ নাই। তোমাদের দয়া পাইলে তোমাদের সেই দয়াময় কৃষ্ণ দয়া করিবেন, এইটি মাত্র আমার আশা ভরসা, তাই কাতর প্রাণে চাই

তোমাদের দয়া, ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার করিয়া প্রত্যাশীকে প্রতারণা করিও না কৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গল করিবেন। আমার মত জীবাধমকে "মহাত্মন্" বলিলে "মহাত্মন্" শব্দটির অবমাননা করা হয়। আমাকে আমার মত থাকিতে দিবেন। আমার দোষ গুণ আমি যত জানি, লোকে তাহা জানিতে পারে না, আর তা'দের জানা অসম্ভব। মহাপুরুষ সেখ সাদীকে যখন কেহ মন্দ বলিত, তখন সেই জন ক্রোধ না ক'রে বলে ছিলেন "আমার কটা দোষ ও জানে যে আমার নিন্দা করিবে, আমি আমার দোষ যত জানি ও ব্যক্তি তত জানে না," তাই বলে ছিলেন "মন্ আলম্ কি মন্ দানম্" আমিও তাই বলি, আমি আমাকে যত জানি, লোকে তা' জানিতে পারে না, সেই জন্যই নিবেদন, আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে আমার প্রকৃতি গঠন করিবেন অন্যের কথায় বিশ্বাস ক'রে ভ্রমে পড়িবেন না। আমার দশা দেখে দয়া করিবেন।

একটি স্বাভাবিক নিয়ম, ইচ্ছা বলবতী হ'লে ফলবতী হ'তে আর বিলম্ব হয় না, অবশ্যই ফলবতী হয়, এই জন্যই শাস্ত্রে বাসনাকে এত শক্তিমতী ক'রে লিখেছেন, এই জন্যই দেহের নাম বাসনাময় কোষ। দেহ ও দেহজনিত ভোগাভোগ বাসনাই গঠন করেন। সেই জন্যই বলি, যখন কৃষ্ণ পা'বার ইচ্ছা এতই বলবতী হইয়াছে আরও বাড়ান, আরও বাড়ান, ঘরেই কৃষ্ণকে পাইবেন সন্দেহ নাই, কৃষ্ণ কিনিবার একমাত্র মূল্য লালসা, সেই রত্নটি দিন দিন বৃদ্ধি করুন, অচিরেই কৃষ্ণ হস্তগত হ'বেন, কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারবেন না! বিরহিনীর স্বামী অনুরাগ যেমন স্বামী সোহাগিনীদের সোহাগের কথা শুনে দ্বিগুণ বাড়ে, তেমনই যদি কৃষ্ণ অনুরাগিনী হইতে চান বিরহিনীদের মত যাঁ'রা স্বামীর সোহাগে গলে রয়েছেন তাঁ'দের সঙ্গ করুন, দেখিবেন আপনিও তাঁ'র প্রেম পাইবেন, যেখানে গেলে স্বামীর কথা শুনিতে পাবেন সেইখানেই যাবেন, রত্না

যা'র সঙ্গে স্বামীর কথা শুনিতে পাবেন, তা'র সঙ্গই সদা প্রার্থনা করিবেন। প্রথম প্রথম দু'দশটা সামান্য বাধা বিঘ্ন আসিবে, দু'চারটা শক্ত শক্ত কথাও শুন্‌তে হ'বে, কিন্তু সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপও করিবেন না। লজ্জাবশতঃ পেছপা হ'লে, পূর্ণমাত্রায় না স্বামীকে ভালবাসিতে পারিবেন, আর না ভালবেসে পূর্ণমাত্রায় সুখ পাবেন, তাই নিবেদন, যে যা' বলে বলিতে দিয়া নিজকর্ম্ম বজায় করিতে হ'বে; তখন আপনার সুখ সম্পত্তি দেখে যা'রা একদিন নানা কথা বলেছিল, তা'রাই আপনার কথা কয়ে নিজেকে ধন্য মনে করিবেন। তাই বলি, কান বুজে আর চক্ষু মুদে চলিতে থাকুন, এ দু'টি প্রধান ইন্দ্রিয়কে যেমন নিষ্কর্ম্ম করিবেন রসনার কর্ম্ম সেই পরিমাণে বাড়াইয়া দেন, সে যেন জাগিতে ঘুমাতে কৃষ্ণনামে মত্ত থাকে, তা' হ'লে কাজ হাসিল। কোন কথারই বিচার করিতে যাবেন না। লোক দেখান কোন কাজ করিতে যাবেন না। বৃক্ষ যতদিন সবল না হয়, ততদিন বেড়ার মধ্যে রাখাই বিধেয়, নচেৎ গাছ বাড়া দূরে থাক্, নষ্ট হ'বারই বেশী সম্ভাবনা, এ'টি যেন মনে থাকে। ব্যথিতের নিকট বেদনা জানাইয়া যেমন সহানুভূতি পাওয়া যায়, তেমনই প্রেমীর নিকট প্রেমের কথা কহিয়া আনন্দ হয়, তাই বলি, পথের পথিকের সঙ্গে ব্যতীত গৃহবাসীর সঙ্গে পথের কথা কহিতে যাইও না, তাহাতে সুখের বদলে দুঃখই পাবার সম্ভাবনা। তাই বলি, পথের যে টুকু পিছল, সেই টুকু পা টিপে টিপে চলিতে হইবে, নচেৎ প'ড়ে যা'বার সম্ভাবনাই বেশী। তখন ব্যাথাও পাবে, আর লোকও হাসিবে। পাগলের মত যা' তা' লিখিলাম, মাপ করিবেন। সঙ্গত কথা বলিবার শক্তি থাকিলে বাল্য-কাল হ'তে আমার পাগল নাম কেন হ'বে? শেষ প্রার্থনা যা' ধ'রেছ, ছেড় না, পূর্ণ মনোরথ হইবে। আপনার—হর৺

ষোড়শ পত্র।

ভকত সুজন! (ভাগবত বাবু)—

আপনার পত্রখানি পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম। চারে মাছ আসিবার পূর্ব্বে যেমন জল আলোড়ন ও চতুর্দ্দিক সামান্য বিচলন হইয়া শীকারীকে মাছের আগমন জানাইয়া দিয়া খুসী করে, তেমনই ভক্ত-হৃদয়ে কৃষ্ণচন্দ্র আসিবার আকুলতা আসিয়া ভক্তকে আনন্দে নিতান্ত কাতর করে, ইহারই নাম পূর্ব্বরাগ। এই পূর্ব্বরাগের অবস্থা বড়ই আনন্দে ও কষ্টে মাখামাখি, ইহারই নাম "বিষামৃতে একত্র মিলন"; যখন আপনার প্রাণ হু হু করিতেছে ও কি একটা অভাব অনুভব করিতেছে, তখন মনে স্থির জানিবেন যে মাছ আসিয়াছে, এখন গোলমাল করিলে চলিয়া যা'বে, অভিলাষ পূর্ণ হ'বে না, মাছ গাঁথিতে চান, এই ভাবে খুব ধৈর্য্য ধ'রে থাকুন, শীঘ্রই মাছ গাঁথা পড়িবে। একবার গাঁথা গেলে আর ছাড়িয়া দিলেও ছাড়া যাবে না; তখন কখন দূরে কখনও নিকটে রাখিয়া আনন্দ অনুভব করিবেন। "হইলে তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কেহ না জিয়য়।" একবার সামান্য মাত্র গেঁথে ছেড়ে দেন, কেবল মাত্র টানটা যেন আল্‌গা হ'য়ে না পড়ে, তা' গাঁথাটা ক্রমে বেশী শক্ত হ'য়ে যা'বে আর কৃতকৃতার্থ হ'বেন ও অপরকে করিবেন। আশা ও বিশ্বাস দৃঢ় রাখিবেন। এই জন্যই বোধ হয় কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণ প্রাপ্তির কথা ব'লে গেছেন "কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মনে" কৃষ্ণ নিশ্চয়ই দয়া করিবেন, দর্শন দিবেন, সঙ্গে খেলিবেন ইত্যাদি কথাগুলি মনে প্রাণে এক করে' বিশ্বাস করিবেন, নিশ্চয়ই কৃষ্ণকৃপা পাইবেন, সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ বড় দয়াময়, তবে খেলিতে বড় ভালবাসেন, তাই মজাইয়া মাঝে মাঝে লুকাইয়া পড়েন,

সেই লুকানর সময়ে যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হন; কৃষ্ণের স্বভাব কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, "অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়ে অভিরাম পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে। কৃষ্ণ তৈছে নিজগুণ দেখাইয়া হরে মন শেষে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে"—দুঃখ সমুদ্রেতে ফেলে দেন কিন্তু মারেন না, সদাই সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া মজা দেখেন নিতান্ত ব্যাকুল দেখিলে হাসিয়া হাসিয়া কোলে তুলে লন আর নিজ দোষ স্বীকার ক'রে কতই সাধ্য সাধনা করেন, সেই সময়ের কথাই কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন "ব্রজবাসী যতজন মাতা পিতা বন্ধুগণ সবে মোর হয় প্রাণ সম। তা'র মধ্যে সখীগণ সাক্ষাৎ মোর জীবন তুমি মোর জীবনের জীবন॥" আকুলতা অনুসারে আদরেরই তারতম্য হইয়া থাকে। তাই বলি, আপনার যখন আকুলতা আছে তখন কৃষ্ণ অচিরেই পাইবেন সন্দেহ নাই, ইহাই কৃষ্ণ প্রাপ্তির মূল। এখন আনন্দ-মনে এই আকুলতা বাড়ান, বিশ্বাস সূতাটীকে ভাল ক'রে দেখে রাখুন, যেন মাঝ্খানে না ছিঁড়ে যায়। লালসা চার দিলে তিনি না আসিয়া থাকিতে পারেন না, অবশ্যই আসিবেনই আসিবেন। আপনাদের মাছ ধরা হচ্চে বেশ, আমারই কেবল কাদা মাখা সার হ'ল। কথা বলিতে বলিতে এক রসিক সুজনের একটী প্রাণের উচ্ছ্বাসের কথা মনে হ'ল "এবার আমার কাদা ঘাঁটা সার হ'ল। ধরম মীন ধর্‌ব ব'লে নাম্‌লাম জলে, আমার ভক্তি-ডোর ছিড়ে গেল। রসের এক ছিট্‌কী জালে, রসিক বাগ্‌দী তুলে, আনন্দে রুই কাতলা তুলে,আনন্দে মাছ ধর্‌ছে ভাল। আমি পেলাম বিল হাতড়ে চুনা পুটী তা'ও লোভ-চিলে লুটে খেল॥" ইত্যাদি—এ কথাটি সত্যই বড় হৃদয়স্পর্শী। হৃদয়ের কথা তাই হৃদয় স্পর্শ করে, আপনারা সেই রসিক দলের এক একজন্, বেশ মাছ ধর্‌ছেন, আর আমরা কেবল কাদা মাখিতেছি। তবে, তাই ব'লে আমাদের মত পতিতকে ঘৃণা করিবেন না, কেন না আপনাদের

মাছ ধরা সম্বন্ধে জল ঘাঁটাইয়া আমরা বিশেষ সুবিধা ক'রে দিতেছি, চক্ষের সাম্নে থাকিয়া সদাই আপনাদিগকে সাবধান ক'রে দিতেছি, তাই বলি, আমাদিগকে "ধুম্ড়ী ধরা বৈরাগী" বলে ঘৃণা করিবেন না। আমরা পূর্ণ মাত্রায় নিজের অনিষ্ট করি ও আপনাদের সাধন পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছি, এখন আপনারা হা নিতাই, হা গৌরাঙ্গ, ব'লে খুব আনন্দে আপন আপন কার্য্য করুন, নিতাই আবশ্য দয়া করিবেন। ফাঁকি দিয়ে, মাছ ধ'রে নিতে চান, আমাদের মত কাদামাখাদের উপর ঘৃণা করিবেন না, বরং তা'দের মান্য করিবেন ও উৎসাহিত করিবেন। যা'রা একবার গৌর বলেছে, তা'রা জলে নামিয়াছে, একদিন না একদিন মাছ ধ'রেই উঠবে অতএব সাবধান সামান্য মাত্র ভেগ্‌ধারী সাধুকেও কদাচ ঘৃণা করিবেন না, Don't try to take the law in your own hands, let it be judged by the judge. তাই বলি সাধুর ভাল মন্দর বিচার আপনি করিতে যাইয়া আইনকে আপনার উপর আনা মূর্খতা মাত্র। বিচারের ভারটা বিচারককেই দেওয়া ভাল; এই সামান্য সামান্য গরীব ভিখারী বৈষ্ণবদেরও এক একজন মহাজন জ্ঞান করাই safe side. সাধু যেমনই হোক, অবমাননা করিবেন না। হীনাদপি হীনকেও ঘৃণা করিলে এ পথের হুকুম "তৃণাদপি ইত্যাদি" কথার মান্য রাখা হয় না তাই নিবেদন, খেপার কথা মনে রাখিবেন, যেন কখন বৈষ্ণব অপরাধ না আশ্রয় করে, আজ সত্যই খেপেছি, নানা রকম যা' তা' বলে ফেলিলাম, মাপ করিবেন, পাগলের কথা মনে ক'রে উপেক্ষা করিবেন। পাগলের কথায় যাহারা রাগ করেন, তাহারা বেশী পাগল। যদি নিতান্ত অসুবিধা না হয়, তবে আমার দাদা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আগড়পাড়া বাগান বাটীতে বাস করিতেছেন একবার দর্শন দিয়া আসিবেন তা'তে আপনার আনন্দ হ'বারই বিশেষ আশা।

মাছ ধর্‌বার সমস্ত সরঞ্জাম সেখানে আছে ব'লেই মনে হয়, সঙ্গ করিতে হইলে এ রকম সঙ্গ করাই ভাল। কৃষ্ণ-কৃপাতে আনন্দেই আছি, কৃষ্ণ আপনাকে পূর্ণানন্দে রাখুন। নিতাই বলুন, গৌর বলুন, আর বৃন্দাবনে চলুন।

আপনাদের স্নেহের—হর।

সপ্তদশ পত্র।

বাবা! (শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ ঘোষ, কলিকাতা)

তোমার পত্রখানি পাঠে অপার আনন্দ পাইলাম; তোমরা ভাই, দু'টী উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান, দেখে চক্ষু জুড়াইল; ভাল মা বাপের ছেলেরা প্রায় ভাল হয় না, কিন্তু তোমাদের দু'টি ভাই সত্যই রত্ন, আজ আমার আনন্দের সীমা নাই। তোমার ভক্তিভাজন এখন ব্রজবাসী পিতা তোমাদের যে যে নাম রাখিয়াছেন যেন তার সার্থকতা তোমাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা ও সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। তোমার পিতা মাতা এখন ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া ব্রজে কৃষ্ণ পরিবারস্থ হ'য়ে রয়েছেন, অতএব রাধারাণীর দরবারে তোমাদের চাক্‌রী পাবার কোন কষ্ট হ'বে না, মুরুব্বির জোর আছে। এখন একটু মন লাগাইয়া কৃষ্ণনাম ক'রে ক'রে রসনাটা পাকাইয়া লও, তা' হ'লেই চাক্‌রী, বেশী বিদ্যা বুদ্ধির আবশ্যক নাই, সামান্য হাতের লেখা ভাল হ'লেই তোমাদের চাকরী। বাবা, নাম বই গতি নাই, নামে বাসনা পাকাইয়া ফেল, খেতে শুতে উঠ্‌তে বসিতে নাম ছাড়িও না! সময় পেলে একটু নির্জ্জন প্রান্তরে যাইয়া আবেগে উচ্চৈঃস্বরে নাম করিবে, দেখিবে চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইবে, তখন জলে ভিজে ভিজে ক্ষেত্র উর্ব্বরা

হ'বে আর তা'তে ভক্তি বীজ নিতান্ত সতেজ হ'য়ে অঙ্কুরিত হ'বে ও কৃষ্ণ-পাদপদ্ম পর্য্যন্ত উঠে যাবে, আর সুমধুর প্রেমফল ফলিবে তখন নিজেও কৃতার্থ হবে আর অন্য সকলকেও কৃতার্থ করিবে। গাছে একটি মাত্রও ফল ফলিলে যদি সেটি খুব ভাল হয়, তা' হ'লে যা'র গাছ সে বাহবা পা'বার জন্য একটু একটু সকলকে দিয়া তা'দের আনন্দ বাড়ায়, তেমনি যখন তোমার ভক্তি-লতাতে দিন দিন নূতন নূতন ফল ফলিবে, তখন তুমি জগতের সকলকেই দিয়া আনন্দিত করিতে পারিবে; তখন দেখিবে, যেন এ হতভাগা বাদ না পড়ে, আমিও যেন আস্বাদন করিতে পাই। আমি অতি অভাজন, লোকের মুখে শুনে আমাকে একটা কিছু মনে ক'রে ভ্রমে পড়িবে না। তোমাদের দুটি ভাইকে দর্শন ইচ্ছা বড়ই প্রবল হইয়া পড়িল, কৃষ্ণই জানেন পূর্ণ হ'বে কি না? তোমরা যে কয়জন আছ একত্রে কৃষ্ণনাম কর, মনের সাধ মিটিবে। আমাকে দয়া ক'রে ভুলিবে না, এই মাত্র প্রার্থনা।

তোমাদের—হর।

অষ্টাদশ পত্র।

মান্যবর! (শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত, কলিকাতা)

আপনার পত্রে আপনার কষ্টের কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম, আর সেই সঙ্গে আমার অপদার্থতা বুঝিয়া আরও বেশী কাতর হইলাম। মহাত্মন্! বীজ অনুসারে ফল, আমরা নিজেই গাছ রোপন করি, ফল দেখিয়া খুসী বা কাতর হই, তখন সখের বাগান, হয় রম্য কানন কিম্বা কণ্টকপূর্ণ জঙ্গল হইয়া সুখ দুঃখ দিয়া থাকে। এ পৃথিবী আদান প্রদানের স্থান, যেমন দেওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায়। আমরা সময়ে

সময়ে উচ্চ পদস্থ হইয়া বিচারশূন্য হই, ও সামান্য কারণে অন্যের প্রাণে আঘাত করি, তখন বুঝি না যে সেই রকম প্রতিঘাত আমাকেও সহ্য করিতে হ'বে। পরে যখন কষ্টের দিন আসে তখন অনুতাপ আসে বটে, কিন্তু কোন ফল হয় না। আপনার এ কষ্টের কারণ ও ঐ এক সাধারণ নিয়মের অনুবর্ত্তী, এখন আনন্দ মনে সহ্য করা ব্যতীত আর কি উপায়? তবে এই মাত্র নিবেদন যে বিচারক বড়ই দয়াময়, অন্তরের যাতনা প্রাণের সঙ্গে মিলাইয়া তাঁ'কে দেখাইতে পারিলে তিনি দয়া না ক'রে থাকিতে পারেন না, একেবারে বিনা সাজাতেও ছাড়েন না বটে, কিন্তু অনেক লাঘব ক'রে দেন। তাই বলি, হৃদয় খুলে তাঁ'কে দেখান, তাঁ'র মত বৈদ্য পাবেন না, তিনি দেহের রোগের সঙ্গে সঙ্গে ভবরোগেরও নিবারণ করেন। সে বৈদ্য দেখাতে পয়সা খরচ নাই, কেবল আকুলতা মাত্র তিনি চান, তাই নিবেদন, আকুল হ'য়ে জানান, আর মধুমাখা তাঁ'র নামটি জীবনে মরণে সম্বল করুন কৃতার্থ হ'বেন, তিনিই একমাত্র গতি ও ভরসা।

আমার সম্বন্ধে যাহা যাহা শুনেন সে "Lover's admiration ব্যতীত আর কিছুই নয়; "Love is blind," ভালবাসার চক্ষে দোষগুলিও গুণ ব'লে বোধ হয়, "Lover sees angel's beauty in Egyptian brow" অতএব সে সকল কথা বিশ্বাস করিবেন না। আমি একজন কলির চর মাত্র, সমস্ত বদ্‌গুণের আধার বলিলেও ঠিক বলা হয় না আমি তা' অপেক্ষাও কিছু বেশী, আমার ভিতর যখন নিজেই দেখি তখন নিজেই ঘৃণা আসে, অন্যের বিচারে যে কি হ'বে, তা' বলিতে পারি না। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ভেখ্ লইয়াছি মাত্র, তা' না হ'লে সহজে লোককে প্রতারণা করা যায় না, তাই আমার এ ভাব, আমার কথা যা' শুনেছেন, আমাকে ঠিক তা'র বিপরীত মনে করিলে কতকটা আমাকে বুঝিতে পারিবেন।

আপনারা বিচারক, তাই আপনাদের নিকট unreservedly depose করিলাম, এখন আপনার যাহা ইচ্ছা মনে করুন।

শেষ নিবেদন, এখনও অনেক সময় আছে এবং আশাও পূর্ণমাত্রায় আছে, এখনও কায়মনোপ্রাণে দয়াময়ের আশ্রয় গ্রহণ করুন, নিশ্চিন্ত হ'বেন, মধুর কৃষ্ণনামটি জীবনের সার করুন, কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করুন, নাম সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করুন অবশ্যই মনের সাধ মিটিবে, এখানে সেখানে পূর্ণানন্দ পাবেন সন্দেহ নাই, নিজ সামর্থ্য অনুসারে গরিবের উপর সদয় নজর রাখিবেন। Forgive if you wish to be forgiven. আমার ধৃষ্টতা মাপ করিবেন, ক্ষেপার কথায় রাগ করিবেন না। পত্র লিখিয়া রেজেষ্টরী ক'রে বৃথা পয়সা খরচ করিবেন না, সেই পয়সাতে একজন গরিবের একদিন জীবন বাঁচিতে পারে।

আপনাদের আশ্রিত—হর।

উনবিংশ পত্র।

পরম স্নেহময় বাবা! (শ্রীমহেশচন্দ্র মজুমদার, শিলচর)

অনেক দিন পরে আপনার স্নেহমাখা পত্রখানি পাইয়া পরম পুলকিত হইলাম। বুঝিলাম বাবার স্নেহ এ হতভাগা ছেলের উপর এখনও আছে। আমি বাবা, আপনাদের উপযুক্ত ছেলে না হ'লেও দয়া ক'রে স্নেহের নজর রাখিতে ভুলিবেন না। বাবা, যখন নাম লইয়াছেন তখন আর চিন্তা কি, নাম অপেক্ষা মহৌষধ আর কি আছে, যাহা হ'ক নাম ভুলিবেন না পরমানন্দে থাকিবেন সন্দেহ নাই। হেঁ বাবা, শরীরের জন্যই ঔষধ হইয়াছে অবশ্য কবিরাজী ঔষধ সেবন করিতে পারেন। সামান্য সামান্য "মকরধ্বজ" ব্যবহারে খুব ফল পাইবেন, তবে এ ঔষধটি

বাড়ীতে প্রস্তুত করাইতে পারিলে ভাল হয়। শরীরের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না Spiritual food ও মনকে সবল ও সতেজ রাখুন শরীর আপনাপনিই ভাল থাকিবে। শুনেছেন বোধ হয় যোগ সমাধিস্থ পুরুষগণ বিনা আহারে শত সহস্র বৎসর শরীর পুষ্ট রাখিতে পারে, অতএব যাহাতে আত্মার উন্নতি হয় তা'রই চেষ্টা বিশেষ করিয়া করিবেন। শরীর আপনা আপনিই ভাল থাকিবে। অসৎ চিন্তা, পরপীড়ন, পরশ্রীকাতরতা, পরের অনিষ্ট চিন্তা ইত্যাদি মন হইতে সরাইয়া দিলেই মন নিজের বল পাইয়া পূর্ণমাত্রায় নিজ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় তখন নাম বীজ হইতে ভক্তিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া কৃষ্ণকল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করে এবং সুরমা প্রেমফল দান করে। বাবা, ঔষধ খেলেই ফল পাওয়া যায় না ঔষধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কতকগুলি পালন করিতে হয়, তেমনি নানারূপ মহৌষধির সেবনের সঙ্গেও কতকগুলি পালন আছে, যত্নে সেগুলি পালন করিলেই ভবরোগ নিবারণ হইয়া জীব কৃতার্থ হয়। প্রধান পালনের কয়েকটি আগে বলেছি, ইহাদের সঙ্গে পর-দুঃখকাতরতাটি মিলাইয়া লইলেই অনেক অংশ পূর্ণ হইল। এই অনুষ্ঠানগুলি দ্বারা হৃদয়টি পবিত্র ও নির্ম্মল হয় আর হৃদয় নির্ম্মল হ'লেই সেই প্রেমের হরি আসিয়া হৃদয়ে উদয় হন তখন আর দুষ্প্রাপ্য কিছুই থাকে না, তখন সকল মনের সকল আশা মিটিয়া যায়—জীব শান্ত হইয়া যায়। বাবা, আপনি যে যে পুস্তকগুলি পড়িতে-ছেন ভালই বটে তবে Stomach কম জোর আর খাদ্য গুরুপাক হ'লে ব্যাধির বৃদ্ধিই হইয়া থাকে তাই বলি সহজ স্পষ্ট অথচ সুমধুর "ভক্তমাল" "চৈতন্যভাগবত" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখুন মনের স্ফূর্ত্তি হ'বে সংকীর্ণতা দূর হ'বে তখন অনেকটা আনন্দ পাইবেন। বাবা, আমি আমার বন্ধুবর্গকে যে পত্র লিখিয়াছি তা'রই কতকগুলি একত্রিত ক'রে Hatras Junction, E. I. Ryর Booking Clerk, Babu Atal

Behari Nandy পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছে, তা'ও একখানা আনাইয়া সময়ে সময়ে দেখিতে ও চিন্তা করিতে পারেন তা'তে বোধ হয় আপনার মনে অনেক আনন্দ আনিতে পারিবে। ঐ পুস্তক ইংরাজীতেও ছাপা হইয়াছে তাও আনাইতে পারেন ইংরাজীর জন্য Babu Nanda Lal Pal, 61, Saunpeswartola Road, Chinsura কে লিখিলেই পাইবেন। ছাপা শেষ হইয়াছে কি না আমি বলিতে পারি না পত্র লিখিয়া জানিতে পারিবেন। বাবা, আপনার যে বন্ধু আপনাকে Spiritual Magazines দেখাইয়াছেন তাঁ'র নিকট অবশ্যই Photo আছে একবার চাহিয়া আনিয়া আমার দিদিকে দেখাইবেন, ঐ Photo ইংরাজী পুস্তকের সঙ্গে লাগান থাকিবে শুনিয়াছি যাহা হ'ক একবার আনিয়া দেখাইবেন। বাবা,শেষ জীবনটুকু আপনাদের সকলের সঙ্গে থাকিয়া কাটাইব ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় আর এ দেশে থাকিতে পারিতেছি না, তবে আমার ইচ্ছায় কিছু আসে যায় না, কৃষ্ণ ইচ্ছাই পূর্ণ হয় ও হ'বে। আজকাল মন সদাই উচাটন তাই শরীরও ভাল থাকে না তখনই এক রকম আবার তখনই অন্য ভাব। এখানে এখন সত্যই কষ্ট হইতেছে তবে কি করি কৃষ্ণ ইচ্ছা জানিয়া নত শিরে সহ্য করিতেছি। আমার ভাইটিকে আমার স্নেহ ভালবাসা জানাইবেন, সে জীবনে সুখী হ'ক দেখে চলে যাই।

আপনার স্নেহের—হর।

বিংশ পত্র।

পরম স্নেহের বাবা! (ব্রজনাথ সোম, উকিল, শিলচর)

আপনার ১০ই বৈশাখের পত্রখানি গতকল্য পাইয়াছি, আর ২৫শে মার্চ্চের পত্রখানি অনেক দেশ বিদেশ ভ্রমণ ক'রে গায়ে অনেক কাদা মাটি

মাখিয়া অন্য হস্তগত হইল। পত্রের আবরণ টুকু পাঠাই, দেখিলেই বুঝিবেন। বাঙ্গলাতে ঠিকানা লিখিলে প্রায়ই ঐ রকম দুর্দ্দশা হইয়া থাকে। যাহা হউক কোন রকমে হাতে আসিয়াছে। বাবা, অন্ধের নিকট পথের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা এক রকম পরিহাস করা মাত্র, আপনারা রাধারাণীর দরবারে থাকা লোক, পরের কথা হাকিমের কানে উঠান আপনাদের কর্ম্ম, আপনারা রসিক, তাই বলি দয়া ক'রে বাবা আমার দু'টা কথা রাধারাণীর কানে তুলে দিবেন। বাবা, আমি বড় গরিব, কিছুই দিতে পারিব না, without fee আমার case take up করিতে হইবে। বাবা, আপনাদের স্নেহের এত আকর্ষণ যে এখানে থাকা আমার পক্ষে এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠিতেছে। সদাই ইচ্ছা আপনার সহবাসে পরম পবিত্র হই ও পরমানন্দ ভোগ করি। জানি না প্রভু সেদিন কবে দিবেন, আমি যতই পূর্ব্বে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি নটবর ততই আমাকে পশ্চিমে টানিতেছেন। ৫।৭ দিনের মধ্যেই আবার কাশ্মীর চলিলাম—এবার পত্র দিলে Srinagar (Kashmir) লিখিলেই পাইব। দেখুন কেমন মজা, চতুরের কেমন চাতুরালী, যে যা' চায় তা'র বিপরীতটি প্রথমে দেয় তা'তে যদি ভুলে না যায় তা' হ'লে দয়া করেন। তাই বুঝি ভুক্তভোগী প্রেমিক লিখিয়াছেন "যে দয়া করে মোর আশ তার করি সর্ব্বনাশ। তাতেও না ছাড়ে আশ হই তার দাসের দাস॥" তাই বলি বাবা, সেই চতুরের হাত এড়াইতে হইলে বেশী চাতুরীর আবশ্যক। তাই দেখেই চণ্ডীদাস বলেছেন "কানুর সঙ্গে পিরীতি করিতে অধিক চাতুরী চাই। যদি যাইবি দক্ষিণে, বলিবি পশ্চিমে, দাঁড়াবি পূরব মুখে।" কেমন বাবা, এতে স্থির থাকিবে যে, কৃষ্ণ পাবে সে। তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন "কে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির।" হাতে আয়না পেয়ে যা'রা চাঁদ নেবার কান্না ছাড়ে না, তা'রা

মার খায় তাতেও ভুলে না শেষে পাইয়াই থাকে। তাই বলি বাবা, যা'রা কৃষ্ণ চান, তা'রা বেশ চারিদিকে পাকা না হ'লে কখনই মনের মত পান না। প্রথমে প্রভু নানা রকমে ভুলিয়ে তা'কে বিমুখ করিয়া রাখেন। এটা একটা খেলা মাত্র, যদি এ চাতুরী না করেন তাহা হইলে রাজ্য, যেমন আরম্ভ, তেমনই যে শেষ হ'য়ে যায়। তা' হ'লে মজা হয়না, আনন্দের জন্যই খেলা, যদি আনন্দই না হ'ল তবে আর খেলা কেন? বাবা, বার বার যদি সাততুরুক হয় তা' হ'লে যে আনন্দের স্থানটি বিরক্তি আসিয়া অধিকার করে। তাই সে নাটের গুরু কৃষ্ণ নাটকে সামনে attraction রাখিবার জন্যই এই সকল চাতুরী করেন, জল চাইলে আগুন দেন, আগুন চাইলে জল দেন আর কেউ কান্দে কেউ হাসে দেখে বড় আনন্দ পান। ইহাতেই আমার মত মূর্খগণ না জানিয়া না বুঝিয়া প্রভুকে পক্ষপাতি ইত্যাদি নানা রকম দোষ দেন। কিন্তু যা'রা মনে প্রাণে এ খেলা বুঝিয়াছে তা'রাই নিশ্চিন্ত হইয়াছে, তা'রাই পরমানন্দে রহিয়াছে, তা'দের নিকট সুখ দুঃখ ভাল মন্দ সকলই লোপ হইয়াছে। তা'রা আর সন্দেহ দোলায় দুনিয়ার সকলকে অস্থির দেখিতেছে না, তা'রা নিজেও স্থির হইয়াছে সকলকে স্থির দেখিতেছে; তখন তা'রা বলিতেছে "বাসুদেবং সর্ব্বমিতি" তখনই তা'দের মুখ হ'তে আপনা আপনই বাহির হইতেছে "ব্রহ্মোতি" তখন তাহাদের সেই ভাব হইয়াছে; "স্থাবর জঙ্গম দেখে না—দেখে তাঁ'র মূর্ত্তি। যাহা যাহা নেত্রে পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি॥" একবার ভাবুন দেখি তখন তা'র কি আনন্দ। বাবা, চাকর যখন দেখে তা'র মালিক সঙ্গেই আছে তখন সে যেমন খাওয়া, থাকা, উঠা, বসা সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়, সাধক তেমনই যখন প্রভুকে সর্ব্বদাই নিজের সাথী বুঝিতে পারে তখন একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া যেখানে সেখানে কাল আনন্দেই কাটায়। হৃদয়ের সন্দেহ কেবল মুখে মাত্র হ'লে কি আর এ

আনন্দ আসিতে পারে? মনে মুখে এক করা চাই। তাই বলি বাবা, প্রভুর কার্য্যে বিচার না করে সদা আনন্দে থাকুন। আমি আসিয়াছি কৃষ্ণ ভজন করিতে, তাই আমার কর্ত্তব্য, সে প্রভু করিবেন। আমরা কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ প্রভুর চিন্তা নিজে ঘাড়ে লইয়া প্রভুর আজ্ঞারূপ নিজ কর্ম্ম ভুলে যাই—কেবল "কি খাব কি পর্‌ব" এই চিন্তাতে দিন রাত মগ্ন থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করি। আমার কর্ত্তব্য হরি বলা তাই আমি বলে যাই, আমার ফলাফল দেখিবার বা "কেন বলিব, বলিলে কি হইবে" এই বিচার করিবার কি আবশ্যক? এখন আমার বিনীত প্রার্থনা, বাবা, সকল চিন্তা ছাড়িয়া মধুর রাধাকৃষ্ণনামটি জীবনে মরণে নিজের সর্ব্বস্ব করিয়া নিশ্চিন্ত হ'ন। এ তা' ভাবিবার কোন আবশ্যক নাই। নাম করিতে করিতে সকলই হস্তগত হইবে। অদৃশ্যভাবে মাছ জালের ভিতর আছে, আমার হাতে সামান্য সূত্রের অগ্রভাগ, আমি সেই সূতা না টানিয়া মাছ নাই ভেবে আকুল হ'য়ে যদি হাতের সূতা ত্যাগ করি তা' হ'লে যেমন দুকূল হারাই, তেমনি বাবা, "নামে কি কৃষ্ণ পাওয়া যায়" এরূপ চিন্তা করে, যদি নাম ত্যাগ করি, তা' হ'লে ঐ ধীবরের মত সকল হারাইয়া কান্দিতে হয়; কেন না ধীবর যখন সূতা ছাড়িয়াছে তখন জালের ভিতরের মৎস্য সব টেনে নিয়ে কোথায় চলে যায়, ধীবর খুঁজলেও আর পায় না। তেমনি বাবা, নাম ছাড়িলেই বিপদ জানিবেন। সদাই নাম করুন। কি করে করিব, কি অবস্থায় করিব এ বিচার করিবেন না, নাম যেমন তেমন করে করিতে থাকুন, তা'রপর যা'র নাম সেই proper orderএ করে লইবে, তা'র জন্য আমার ভাবিবার আবশ্যক নাই। নাম অপেক্ষা মহামন্ত্র, মহাযজ্ঞ, মহাতপস্যা আর কিছুই নাই, নাম করুন কৃতার্থ হ'বেন। অজপার সঙ্গে নাম মিলিতেছে কি না এ সকল আপনার দেখিবার আবশ্যক নাই। বাবা, ধন হইলে যেমন চাকর বা

admirerএর অভাব হয় না, তা'রা যেমন আপনা হইতেই আসিয়া ধনীর সেবা করে, তেমনি নাম ধনে ধনী হ'লে সবাই আপনা আপনি আসিয়া যাইবে। তবে লোকে যখন প্রথম ধনী হ'তে আরম্ভ হয় তখন যেমন অনেকেই বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়, তা'দের ভয়ে যদি অর্জ্জনকারী ভয় পাইয়া অর্জ্জন উপায় ত্যাগ করে, তা' হ'লে, সে যেমন ধনী হ'তে পারে না তেমনই বাবা, প্রথম প্রথম কাম, ক্রোধ ইহারা নানা রকম ভয় দেখাইবে, তা'তে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজ কর্ম্ম করিতে থাকুন; দেখিবেন, তাহারা আবার পদানত হ'য়ে আপনাকে নানা রকমে তোষামোদ ও সাহায্য করিবে। এখন সকল দিকে দৃষ্টিশূন্য হয়ে উপার্জ্জন করিতে ভুলিবেন না। নামটি কোন কারণেই ছাড়িবেন না। সুখ দুঃখ সকলই সমুদ্রের তরঙ্গের মত, নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, তা'দের আস্ফালন দেখে নাম ছাড়িবেন না ইহাই আমার নিবেদন। প্রত্যেক বিশ্বাসের সঙ্গে যেন মধুর কৃষ্ণ নামটি মিলে থাকে। কাজ কর্ম্ম সকলই করুন, কিন্তু নাম ছাড়িবেন না। অবশ্যই রাধারাণী দয়া করিবেন, খেপার মত যা' তা' বলিলাম কিছু মনে করিবেন না। আপনারা উকীল মানুষ, বে আইনী কথা আপনাদের কানে যায় না, তাই বলি বাবা, খেপার কথা মনে ক'রে উপেক্ষা করিবেন। পাগল জানিয়া আমার উপর দয়ার নজর রাখিবেন। কৃষ্ণ দয়া করিয়া যদি কখনও সুযোগ দেন আপনাদের দর্শন পাই, তা' হ'লে, প্রাণের কথা প্রাণ খুলে নিবেদন করিব। লিখিবার শক্তি নাই। আপনারা প্রেমময়ীর প্রেমে সাঁতার দেন, আমাকে এক একবার ডুবাইয়া দিতে ভুলিবেন না। আমি নিতান্ত দরিদ্র জানিয়া আমার উপর দয়ার নজর রাখিবেন। বাবা আমার স্নেহময়ী মাকেও বলিবেন যেন এ হতভাগা সন্তানের উপরও স্নেহের নজর রাখিতে না ভুলেন। তাঁ'রা জগজ্জননী, আর আমিও জগৎ ছাড়া নই, আমিও তাঁহার স্নেহের পাত্র। বাবা, এই প্রেমসমুদ্রে সাঁতার

দিতে মাকেও সঙ্গে লইবেন, এ সমুদ্রের সকল সংবাদ তাঁ'রা বিশেষ ক'রে জানেন। ডুবাইতেও জানেন, পার করিতেও জানেন, তাই বলি, মাকেও সঙ্গে লইতে ভুলিবেন না। তিনিও যেন নাম করেন। আমার ভাই ছু'টিকে স্নেহ ভালবাসা জানাইবেন। মা আমার আপনাকে নিশ্চিন্ত করুন ইহাই আমার ইচ্ছা।

আমার স্নেহময় কৈলাস দাদা মহাশয়কে, স্নেহের বাবা মহেশচন্দ্র ও ডাক্তার সুরেন্দ্র বাবাকে আমার কথা মনে পড়িয়ে দিবেন। তা'রা সকলে কেমন আছেন লিখিবেন ও লিখিতে বলিবেন।.................. কৃষ্ণ দিন দিলেই মনের সাধ মিটিবে। আমার শরীর আনন্দেই আছে কোন চিন্তা করিবেন না। কৃষ্ণ আপনাদিগকে সকল রকমে আনন্দেই রাখুন, ইহাই প্রার্থনা। ইতি।

আপনাদের—হর

একবিংশ পত্র।

স্নেহের বাবা! (মহেশচন্দ্র)

বাবা, বহুকাল চুপ ক'রে আছেন কেন? ছেলে কি অজানিত কোন রকম দুষ্ট ব্যবহার করিয়া আপনাকে কষ্ট দিয়াছে, তা'রই জন্য এ ভাবে দণ্ড করিতেছেন। আমি ত বাবা, প্রথমেই বলেছি দুষ্ট ছেলের মা বাপ হ'লে একটু কষ্ট মাঝে মাঝে পেতেই হয়। যা'হ'ক শরীর কেমন আছে লিখিয়া নিশ্চিন্ত করিবেন। আমার স্নেহের দিদিকে কুমিল্লাতে পাঠান হইয়াছে দত্ত মহাশয়ের পত্রে জানিয়া আনন্দিত হইলাম, কিন্তু কি রকম

পঁহুছিয়াছে না শুনিয়া চিন্তিত রহিয়াছি। আমার দাদাও কুমিল্লা গিয়াছিলেন উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, আমি কাগজ পেলেই দাদার নামটা খুঁজি, একদিন না একদিন পাবই পাব—দাদাকে আমার স্নেহ ভালবাসা দিবেন কেমন আছে লিখিবেন। যত দিন চক্ষে না দেখিতেছি ততদিন মনের পূর্ণানন্দ হইতেছে না, প্রাণ নিতান্তই ছটফট্ করিতেছে, যখন এত টান তখন নিশ্চয়ই ছেলে, বৌ সকলে একত্রিত হ'য়ে আপনাদের নিকট হাজির হ'ব আর আপনাদের দয়াতে চন্দ্রনাথ প্রভৃতি দর্শন ক'রে আসিব। বলুন বাবা, সে আমোদের দিন আসিতে আর কত বিলম্ব, মন যে আর মানিতেছে না, সদাই উড়িতেছে। কলিকাতা হ'তে গোয়ালন্দ, গোয়ালন্দ হ'তে চাঁদপুর সেখান হ'তে কুমিল্লা আর কুমিল্লা হ'তে আপনাদের নিকট কবে হাজির হ'ব। এর জন্য আমার মত অনেকেই হাঁ ক'রে বসে আছে, তবু এখনও এ সংবাদটি আপনার বৌ জানেন না। আমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল আর চিন্তা নাই ব'লেই মনে হয়, যিনি ভাঙ্গিয়াছিলেন তিনিই আবার গড়িতেছেন। আমার পক্ষে ভাড়াটে ঘর, থাকিলেও ভাল গেলেও ক্ষতি নাই, অন্য ঘর ভাড়া লইব আমার কিছুতেই দুঃখ নাই। মেরামতের আবশ্যক হ'লে নিজে হাত লাগাই না, যার ঘর তা'কে নোটিস দিয়েই খালাশ। তা'রপর সে ইচ্ছামত সেরে দেয় আবার আনন্দে বাস করি, যখন না দেয় তখনও দুঃখ নাই মালিকের কাছে কাছে ফিরি, আমার সকল দিকেই আনন্দ। তাই বলি বাবা, আমার জন্য ভাবিও না। তোমাদের খেপা ছেলেকে কিছুতেই দুঃখ দিতে পারে না। আপনার পত্র পা'বার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছি সকল রকম শুভ সংবাদ সম্বলিত পত্র দিয়া আনন্দিত করিবেন। আজ কাল শরীর কেমন চলিতেছে। চাকরী আর কতদিন, চাকরী থাকিতে থাকিতে আমার যাওয়া চাই তা' হ'লেই আনন্দ হ'বে। কুমিল্লা হ'তে কয়দিন পঞ্জ

পাই নাই জানি না আমার দোষে না কি! তাঁ'দের সংবাদ দাদা আনিয়াছে আমাকেও দিবেন, নিবেদন ইতি।

আপনার স্নেহের—হর।

দ্বাবিংশ পত্র।

স্নেহের দাদা আমার! (শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, শিলচর)

এতদিন চুপ ক'রে থেকে শেষ রাখ্‌তে পার্‌লে না, যাহা হ'ক, ভাই, আজ তোমাকে পাইয়া আমার আনন্দের সীমা নাই। দাদা, তোমরাই আমার দেহ—তোমরাই তা'তে প্রাণ, এই জন্য তোমরা সুখে থাকিলেই আমি আনন্দে না থাকিয়া পারি না। তোমাদের সামান্য কষ্টে আমি এত কাতর হই যে চতুর্দ্দিক শূন্য দেখি। কৃষ্ণ তোমাদিগকে সদা আনন্দেই রাখুন ইহাই তাঁ'র নিকট বিনীত প্রার্থনা। দাদা, তোমাদিগকে একবার না দেখে যদি আমাকে যাইতে হয় তা' হ'লে কষ্টের সীমা থাকিবে না। তোমাদিগকে দেখিবার জন্য প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে আর কোন রকমে স্থির হ'তে পারিতেছি না, জানি না তোমরা কি টানে টানিতেছ। প্রভু করুন তোমরা সকলে খুব বড় লোক হও, তা' হ'লেই, তোমার এ দরিদ্র দাদার কিছুই অভাব থাকিবে না যখন যা' মনে করিবে তা'ই করিতে পারিবে। কৃষ্ণ তোমাদিগকে অন্তরে বাহিরে বড় লোক করুন এই মাত্র আমার প্রার্থনা। দাদা, তোমার স্বপ্ন কথাটি কেবল স্বপ্ন মনে করিও না ইহাতে সত্যতাও অনেকটা আছে। ঐ সময় আরও ২।৩ স্থান হ'তে ঐ বৃত্তান্ত পাইয়াছি, তোমাদের উপর প্রভুর দয়া অপার। এলাহাবাদ হ'তে C. P. Singh, M. A., L. L. B. ও তা'র কনিষ্ঠ ভাই ঠিক এই কথা

লিখিয়াছে, তবে C. P. Singh যখন মিলিয়াছিল তখন সে ঘুমায় নাই জেগে ছিল। তাই বলি, দাদা, এটি কেবল স্বপ্ন মনে করিও না। সাক্ষাৎ মিলন হ'বার আগে এই ভাবে স্বপ্ন দর্শন হইয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। এর পর আশা হইয়াছে সত্বরই সাক্ষাৎ মিলন হইবার সম্ভাবনা। আমার যখনই মিলিবার ইচ্ছা হয় তখনই একবার Photo খানি চক্ষের সাম্‌নে রাখি আর আনন্দে উন্মত্ত হই। হেঁ দাদা, আমি গেলে অটল প্রভৃতি অনেকেই সঙ্গ লইবে। তা'দেরও বড় ইচ্ছা তোমাদিগকে একবার দেখে তখন সকলে একত্রিত হ'য়ে আনন্দে ডুবে থাকিব। এ কথাটি ভাবিতেও আনন্দ পাইতেছি, কি আশ্চর্য্য! সে শুভক্ষণ আর কতদূর তা' কৃষ্ণই জানেন। তিনি ইচ্ছাময়, তাঁ'রই ইচ্ছা পূর্ণ হ'বে।

পরম স্নেহময় বাবার শরীর ও মন আনন্দে আছে শুনে আমার আনন্দ রাখিবার স্থান হইতেছে না, বাবাকেও বলিবেন আমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল, যেন তিনি কোন রকমে চিন্তা না করেন। তোমাদের সঙ্গে মিলিত হ'বে বলেই দয়াময় কৃষ্ণ শরীর রাখিয়া গেলেন এবার দয়া ক'রে সেই দিন নিকটে আনিলেই আনন্দের পূরামাত্রা হয়। একদিন না একদিন সে শুভদিন হ'বেই হ'বে। বাবাকে বলিবে যেন আমার উপরও স্নেহের নজর রাখেন। যতদিন দর্শন না পাইতেছি তত দিন যেন সময়ে সময়ে সংবাদ পাই। যাবার অগ্রে প্রভু তোমাকে তোমার নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত করুন তা' হ'লে আরও আনন্দ হ'বে। আবার যদি বাবার অভিলাষ পূর্ণ হয় তিনি নন্দলাল পান, তা' হ'লে, না জানি আরও আনন্দের স্রোত চলিবে, প্রভু এই সকল সুখের ও আনন্দের খেলা একবার দেখান ইহাই তা'র নিকট প্রার্থনা। কুমিল্লা হইতে পত্র পাইয়াছি সকলে ভাল আছে শুনিয়াছি, কৃষ্ণ কবে শুভ সংবাদটি দিবেন সেই জন্য

উৎসুক হ'য়ে আছি। কোন চিন্তা নাই কৃষ্ণ সকল দিকে আনন্দই করিবেন।

আমাদের স্নেহের দাদা মহাশয় শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র দাদা কলিকাতা হ'তে আসিয়াছেন কি না, দিদিমা কেমন আছেন লিখিবে। আমার জন্য ভাবিও না তবে তা'ই বলে ভুলে থাকিও না। আমার ডাক্তার বাবা কেমন আছেন এবং তাঁ'র চাষবাড়ীর কতদূর কি হইতেছে লিখিতে বলিবে, তাঁর পুত্রকন্যারা সকলে কেমন আছে লিখিবে।

তোমার দাদা—হর।

ত্রয়োবিংশ পত্র।

স্নেহের উপেন দাদা!

তোমার পত্রখানি পাঠে পরম আনন্দিত হইলাম। ভাই, মনে মনে দেখা পাও তবে কেন এ রকম করে লিখিয়াছ সামান্য চক্ষে দেখা—তাও হ'বে। সে দিন কুমিল্লা হ'তে দিদিও তা'ই লিখেছে যে কলিকাতা আসিয়াও একবার তা'দের সঙ্গে দেখা করি নাই, ভাই রে, অল্প সময়ে তোমাদিগকে দেখে আশা মিটিত না ভাই, এ ক্ষেত্রে যাবার সঙ্কল্প একেবারে ছাড়িয়া দিলাম। হঠাৎ দেশে গেলাম এক রকম চুরি ক'রেই বল্‌তে হবে, তা'তে পনর দিনের স্থানে এক মাস হ'য়ে গেল, তাই এবার আর তোমাদের নিকট যাই নাই। কৃষ্ণ দিন দেন তা'হ'লে সকলে একত্রে দীর্ঘকাল বাস করিয়া মনের আশা মিটাইব। তোমাদিগকে দেখিবার জন্য কেবল আমিই যে উৎসুক তা' নয় অনেকেই আমা অপেক্ষা ব্যগ্র হ'য়ে আছে, যখন যা'ব তখন দেখিবে কত ইন্দ্র চন্দ্র সকলে একত্রিত হ'য়ে তোমাদের নিকট হাজির হ'ব। ভাই রে, আমি দরিদ্র সত্য, কিন্তু তোমরা ত

আর আমার মত নও, কেউ রাজা, কেউ জমিদার, কেউ জজ্, কেউ মেজিষ্ট্রেট, কেউ বা বড় বড় ডাক্তার, উকিল তা'দের সঙ্গে আমাকে দেখিতে বেশ মনে হয় ঠিক গোলাপ, বেলা, চাঁপা ইত্যাদি ফুলের মাঝে একটি ধুতুরার ফুল ; তা' যা'ই হ'ক, ভাই, কোন চিন্তা করিও না কৃষ্ণ অবশ্যই দিন দিবেন যখন সকলে একত্র হ'য়ে পূর্ণানন্দ ভোগ করিব। ভাই রে, প্রভু আমাদের মনের মত নন্দলাল দিয়াছেন তা'কে নিয়ে যেন আমরা আনন্দ করিতে পাই। আমার স্নেহের বাবা চেয়ে চেয়ে নন্দলালকে আনিয়াছেন—তাঁ'রই নন্দলাল কৃষ্ণ আনন্দে রাখুন। গত কল্যাই কুমিল্লা হ'তে পত্র পাইয়াছি মা, বাবা, দিদি সকলেই পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়াছেন সকলেই ভাল আছেন। আমাদের পরম স্নেহময় ঠাকুরদাদা শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র দাদাকে আমার কথা মনে পড়িয়ে দিও। তিনি যেন না ভুলে যান ও না ভুলে থাকেন। কবে যে সকলকে চক্ষে দেখিব তা' সেই কৃষ্ণই জানেন। ভাই, হরি বলিতে ভুলিও না সদাই যেন মনে মুখে মিলে হরিনাম বাহির হয়। আমাদের বাবাকে, ডাক্তার বাবাকে আমার কথা বলিও তাঁ'রা কেমন আছেন। ডাক্তার বাবার ছেলে মেয়েরা সকলে কেমন আছে লিখিবে। আমাদের ঠাকুরদাদা ও ঠাকুর দিদিমণি কেমন আছেন লিখিতে ভুলিও না। ভাই, কোন রকম ভয় করিও না বেশ আনন্দ মনে থাকিয়া হরি বল। মধুর কৃষ্ণনাম লইয়া কেহ কখন নিরানন্দে থাকিতে পারে না। আজকাল বড় একটি মজার কথা হ'য়েছে দু'টি জঙ্গলী পাখী প্রত্যহ ভোরে দু'জনে দু'টি গাছে বসে "কৃষ্ণ ভজ" by turn বলিয়া আমাকে পাগল করেছে। ভোর বেলায় আধ ঘণ্টা মাত্র তা'রা এইরূপে আমাকে চেতন করায়। বনের পাখীকে কে এ রকম শিখাইল—ধন্য সে, যা'র পাখী ও যে শিখাইয়াছে। কৃষ্ণ হে, তুমিই ধন্য, পাখী তুমিও ধন্য হইয়াছ। ভাইরে, আমি এ আনন্দ নিয়েই

আছি। এই মাসের ১৫।২০ দিন নাগাদ কাশ্মীর যাইব, আমার শরীর বেশ আছে কোন চিন্তা করিও না। তুমি ভাল থাকিয়া কৃষ্ণ বল।

তোমার—হর।

চতুর্বিংশ পত্র।

ভাই রাধা!

তোমার পত্র পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম, পূর্ণানন্দে থাকিয়া আনন্দময়ের আনন্দ লীলা দর্শন করে বেড়াও। ভাই, প্রভুর রথযাত্রা লীলা দর্শন ক'রে শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিও এবার বন দর্শন করিতে যাইও। পুরীতে কি রকম আনন্দ পাইতেছ, প্রাণ কি রকম মত্ত হইতেছে, সাধু সঙ্গে কি ভাবে আছ সকল বিস্তারিত লিখিবে। ভাইরে, স্বার্থের জন্য জগৎ প্রভুর নাম লইতে আসে—ইহাতে বড়ই কাতর ক'রে তুলেছে, তুমি আমার, নিস্বার্থ ভজনের কি কি লাভ ও কত আনন্দ, করে একবার জগৎকে দেখাও, ভাই। ভাই রে, নিস্বার্থ ভজনের অতুল আনন্দের নিকট ব্রহ্মত্ব শিবত্ব কিছুই নয় সামান্য রাজত্ব বা জর্জীয়তীর তো কথাই নাই। জগতের সামান্য উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণ বিপদে পড়ে কিম্বা অভিমান বশত হউক হরি বলে মনে করে যে তা'রা হরিকে কৃতকৃতার্থ ও হরির উদ্ধার সাধন করিলেন। ভাই, কৃষ্ণ কৃপাতে আদর্শ ভক্ত হইয়া জগতকে দেখাও আর রঘুনাথ দাসের মত ত্যাগ সকলকে শিখাও। ভাই রে, সত্যই কোন মঠে থাকিলে ইচ্ছামত ভ্রমণ দর্শন করিতে পারিবে। তবে যেখানেই থাক, মাঝে মাঝে যেন আমার মা বাপের সঙ্গে দেখা করিতে ভুলিও না। তাঁ'দিগকে তাঁ'দের ছেলের কথা বলিও আর এ ও নিবেদন করিও যেন এ অকৃতি সন্তানের উপর সদা স্নেহের নজর রাখেন।

মা আমার কেমন আছেন উত্তরে লিখিতে ভুলিও না। আর একটি কথা, শ্রীক্ষেত্রে থাকিতে কোথাও সামান্য একটু স্থান দেখিও যেন সামান্য কুঁড়ে ও তুলসী কাননের স্থান থাকে, ইহাতে আমাদের নাম শ্রীক্ষেত্রে চিরদিন থাকিতে পারিবে তখন নরকে গেলেও ক্ষতি থাকিবে না। কেন না, মহাপুরুষেরাও আমাদের মত অভাজনের নাম লইবেন। এই ভাবে মহতে নাম নিলে আমরাও কৃষ্ণ কৃপা পাইব। রামচণ্ডীসাহির শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে নিবেদন করিও, কেন তিনি এ অধমের উপর নির্দয় হইয়াছেন, অনেক কাল তাঁ'র পত্রাদি পাই নাই কেন? দলবল মিলে প্রভু দর্শনে যাইও না একা গোপনে দর্শন করিতে যা'বে, বেশী গোলমালের সময় প্রভুর দর্শনে যাইও না তখন সিংহদ্বারে বসে হরিনাম করিও। উৎকণ্ঠাপূর্ণ প্রভুর নিজজনের দর্শন করিয়াই পরমানন্দ ভোগ করিও সে সময় দর্শনে গেলে তত আনন্দ পাইবার সম্ভাবনা নয়। ভাই রে, গোষ্ঠীর মধ্যে আমাদের প্রধান নায়ক হও এই মাত্র আশা ও ইচ্ছা। আমরা বদ্ধজীব, আরও বদ্ধ হইয়াছি, তুমি এখন মুক্ত অতএব মুক্তের ন্যায় কর্ম্মবার। প্রভুর শ্রীঅঙ্গ চর্চ্চিত চন্দনকণা, তাঁ'র মাল্য আমাকে পাঠাইয়া আমাকেও বাধিত করিও, এই ভিক্ষা। মধ্যে মধ্যে সমুদ্রকূলে একা নির্জ্জনে বসিয়া প্রভুর অঙ্গভঙ্গি ও অপূর্ব্ব খেলা দর্শন কর ও তাহাতে পূর্ণানন্দ পাইবে। ভাই, শ্রীক্ষেত্র মনে পড়িলে আর কোথাও থাকিতে ইচ্ছা করে না, মনে হয় সামান্য কুকুর হ'য়েও ক্ষেত্রবাস করি। আমার অদৃষ্টে কি তা' আছে? তোমরা আনন্দ পাও আমি এখান থেকেও আনন্দিত হইব। তোমরা চিরসুখে থাকিয়া প্রভুর খেলা দর্শন কর, আমাকে যা' করিতে পাঠাইয়াছেন তা'ই করিতেছি ও করিব। আজ কাল বড় ব্যস্ত ক'রে তুলেছে। প্রত্যহ বড় বড় মহাপুরুষদের কেহ জজ, কেহ মেজিষ্ট্রেট, কেহ কলেক্টর, কেহ উকিল, পত্রে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে।

ভাই, গরিবের ঘোড়া রোগের মত আমার অবস্থা হইয়াছে, নিতান্ত কাতর হইয়াছি, জানি না, তোমাদের লীলাময়ের এ কি খেলা। আমার মা বাবাকে আমার ভালবাসা জানাইও তাঁ'রা কেমন আছেন আমার হ'য়ে তুমি তাঁ'দের সংবাদ লইও এবং সেবা করিও। আমি তাঁ'দের অভাজন সন্তান কোন উপকারেই আসিতে পারিলাম না। কৃষ্ণ-কৃপাতে ছেলেরা ভাল আছে চিন্তিত হইও না।

তোমাদের—হর।

পঞ্চবিংশ পত্র।

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়* মহাশয় সমীপেষু,

নমস্কার নিবেদন মিদং—

আপনার দয়া মাখা পত্রখানি পড়িলাম ও নিজকে ধন্য মনে করিলাম যে, আপনাদের ন্যায় মহাশয় ও মহাপুরুষ দয়া ক'রে এ অধমকে স্মরণ করেছেন। আমার মত হতভাগ্য পা'বেন না। আমি সামান্য উদরের জন্য নিজ প্রভুকে ভুলে মানুষের সেবা করিতেছি। ইহা জানিয়াই আপনার ঘৃণা আসিবে। যাহা হউক, আমার আশা ভরসা আপনারা, তা'ই আপনাদের মুখপানে চাহিয়া বসে আছি চিরদিন যেন এমনই দয়া পাই।

রাধাবল্লভ শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিয়াছে এই ধামে ৪ মাস থাকিবে। তা'র মত সৌভাগ্যবান জগতে খুব কমই আছে, এ ভবে আসা তা'রই স্বার্থক হ'ল। ইচ্ছামত লীলাস্থান দর্শন ও শ্রবণ কীর্ত্তনে তা'র শেষ জীবন

---

* শ্রীযুক্ত ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মচারী, রাধাকান্ত জীউর মঠ, পুরী। (ইনি কয়েক বৎসর হইল গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন)।

আনন্দে অতিবাহিত হ'তেছে, আশীর্ব্বাদ করুন যেন এ আনন্দ কিছুদিন ধরে ভোগ করিতে পায় এবং ভোগাবসানে প্রভুর ভৃত্য হইয়া নিত্যধামে নিত্য খেলার সঙ্গী হয়। আপনাদের আশীর্ব্বাদ অমোঘ, তাই এ ভিক্ষা। আমিও আপনাদের সাণ্ডিল্য কুলে জন্ম লইয়া কুলকে অপবিত্র করিয়াছি। যে কুলে আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ সেই কুল হ'তেই এ চণ্ডালও জানি না কোন পুণ্যফলে স্থান পাইয়াছে। দয়া করিবেন, ভাই বলে মনে করিবেন এই প্রার্থনা।

আপনি যেপথ গ্রহণ করিয়াছেন তা'র তুলনা নাই, তবে আমার ভিক্ষা যতদিন পিতার বৃদ্ধ শরীর থাকে মাঝে মাঝে তাঁ'র চরণ দর্শন ক'রে আসিবেন—নচেৎ এ বয়সে তাঁ'র বড় কষ্ট হ'বে। সংসারের নানা যাতনা সহ্য করা অপেক্ষা এ ভার যে কত উচ্চ তা' বলিবার শক্তি নাই, জানি না কেন আমরা বিষ নিজ হাতে তুলে খাইতেছি। আপনারা দয়ার নজর রাখিলে আশা করিতে পারি আমরাও আপনাদের পথে যাইতে পারিব, নিজের চেষ্টায় হ'বার নয়, সে শক্তিও আমার নাই।

যখন দয়া ক'রে ধরা দিলেন মাঝে মাঝে এই ছোট ভাইটার সংবাদ লইবেন, এই প্রার্থনা; একবার দয়া ক'রে আর ফিরিয়ে লইবেন না। সকলে মিলে আমাকে কুলের ও ঘরের বাহির করিয়াছে, তাই আজ এ কষ্ট পাইতেছি, এখন লজ্জা করিলে পেট চলিবে না ব'লেই সকল কষ্ট অকাতরে সহ্য করিতেছি। বৃদ্ধা বেশ্যার অবস্থা আমার পাছে হয়, তাই ভয়। দয়াময় যা' বিধান করিবেন নতশিরে বহন করিব তা'র জন্য চিন্তিত নই।

আপনাদের কৃপাপ্রার্থী—হর।

ষড়্‌বিংশ পত্র।

ভাই কৃষ্ণ রে!

তোমার পত্রখানি কি আনন্দ দিল তা' পত্রে কি জানাইব। কৃষ্ণ বড় দয়াময়, তাই আজ এ আনন্দ পাইলাম, ভাই, তোমার জন্য আমার যে কি যাতনা সময়ে সময়ে হয় তা' সেই অন্তর্যামীই জানেন। সাধু সঙ্গ কেহই ছাড়িতে চায় না। সে দিন নন্দ বাবুর পত্রে শুনিলাম পুরীতে তোমার থাকিবার স্থান সকল সময়েই রহিয়াছে যখন ইচ্ছা যাইতে পার। ভাই, শরীর ভাল হ'লে তাহারা চাকরী কোথাও না কোথাও ক'রে দিবেন তা'র জন্য চিন্তিত হইও না। এখন শরীর কোন রকমে সবল কর ইহাই আমার ইচ্ছা। ভাই রে, এত চিন্তা কেন, জীব মাত্রেই কৃষ্ণের প্রতি-পাল্যের মধ্যে অতএব তোমার ছেলেরা কি খাইবে তা' ভাবিয়া কাতর হইও না এ জগৎ খাবার জন্যই, আমরা জগৎ ছাড়া নই তবে আর কেন ভাবি অবশ্যই খেতে পা'ব। ভাই তোমার মুখখানি মনে পড়ে আর সুখে দুঃখে অন্তরটি ভরে যায়, আবার কত দিনে যে তোমাদের মুখগুলি দেখিতে পাইব তা' সেই কৃষ্ণই জানেন। মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে আর থাকিতে পারিতেছি না। আমার মনের মত শরীরও বড় অপটু হইয়াছে, এমন শরীর লইয়া বেশী দিন থাকা সত্যই কষ্টকর মনে হইতেছে, তবে প্রভু যত দিন রাখিবেন এই ভাবে থাকিতে হইবে, না করিব না, করিবার শক্তিও নাই, ইচ্ছাও নাই। ভাই, কখন যেন তাঁ'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু না করিতে ও চাহিতে হয়। কৃষ্ণের কৃপা, অকৃপা যেন সমান আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারি, কৃষ্ণের দয়া, অদয়া যেন কখন বিচার করিবার ইচ্ছাও অন্তরে না আসে। ভাই, কৃষ্ণনামই তোমাকে বারবার

বিপদ হ'তে রাখিতেছে, নামের গুণ ও শক্তি তুমিই জান, নাম কদাচ ছাড়িও না, সুখে দুঃখে দিন কাটিয়াই যাইবে, তা'র জন্য ভাবিও না।

তোমার দাদা—হর।

সপ্তবিংশ পত্র।

ভাই কৃষ্ণ!

তোমার দু'খানি পত্র পাইলাম আজ কাল ক'রে উত্তর দিতে আজ কাল বিলম্ব হ'য়ে পড়ে। তা' ছাড়া আজ একমাস কাল মন ও শরীর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া উভয়েই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ভাই, কোমর-ভাঙ্গার মাথায় বেশী বোঝা প'ড়ে, একে ভাঙ্গা শরীর আরও ভাঙ্গিয়াছে ও ভাঙ্গিতেছে যা' হ'ক কোন চিন্তা করিও না, তোমার এ অকর্ম্মণ্য দাদার যাওয়া বা থাকা উভয়ই সমান, গেলেও ক্ষতি নাই, থাকিলে ক্ষতি থাকিলেও তেমন বেশী নয়, তাই বলি, ভাই কোন চিন্তা করিও না নিশ্চিন্ত মনে নাম কর আর চলে চল। ভাই রে, এ খেলা এবার পুরাণ হ'য়ে গেছে তাই আর ভাল লাগিতেছে না, নূতনের দিকে প্রাণ টানিয়াছে। রাধা পুরীতে থাকিয়া আমাকে আরও পাগল করিতেছে, সদাই শ্রীক্ষেত্র মনে প'ড়ে আমাকে বড় কাতর করেছে, ভাই, ঐ স্থানটি যেন আমার চিরপরিচিত মনে হইয়া বড়ই কষ্ট দিতেছে আর কি দর্শন পা'ব, আবার কি এ হতভাগ্যের কপালে শুভদিন আসিবে, কে জানে ভাই, ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা। শ্রীক্ষেত্র হইতে রাধার পত্র প্রায়ই পাইয়া থাকি—রাধা মা বাপের আদরে বড়ই আনন্দে আছে, কোন কষ্টই নাই সে আনন্দে মাতিয়া আছে। হরিসভায় অমৃত ও শশী দাদাকে পত্র দু'খানি দিও।

তোমাদের—হর।

অষ্টাবিংশ পত্র।

ভাই কৃষ্ণ!

ভাই রে, তুমি অমূল্য রত্ন আমাকে দিয়াছ তা'র জন্য তোমাকে আর কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব। এই জন্যই লোক সৎসঙ্গ করিতে এত যত্নবান হয়। যাহা হ'ক, ভাই, এই রকম নজর হামেসা রাখিও। দেশান্তরিত বলিয়া অন্তরের অন্তর করিও না, যখন যা' ভাল পাইবে আমাকে মনে করিও। আমাকে তোমাদের একজন উপযুক্ত না হ'লেও মনে করিও তা' হ'লেই ধন্য হইব, সৌভাগ্যবান মনে করিব। ভাইরে, তোমাদের জন্য প্রাণ যে সদা কি করে, তা' সেই অন্তর্যামী বই আর কে জানিবে। ভাই, মনের ভাব মনে আসে আর মনে মিশায়। সময়ে সময়ে বড় যাতনাদায়ক হইয়া দাঁড়ায়। এবার দেশ থেকে এসে অবধি মন যে কি কাতর তা' প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই, যে দিকে তাকাইতেছি সেই দিকেই যে অসীম অনন্ত পথ আমার আগে রহিয়াছে, আমারও মন যেন সে মহা অনন্ত পথ ভাবিতে ভাবিতে সময়ে সময়ে মহা আনন্দ পাইতেছে, আবার কখনও বা অস্থির হইতেছে। ভাই রে, তোমাদিগকে পাইয়া আমি সকল খেলা ভুলিয়াছি, নিজের ইষ্টানিষ্ট একবারও মনে করি না মনে করিতেও ইচ্ছাও হয় না। ভাই রে, এ সুখ বৈকুণ্ঠেও নাই বলে মনে হয়, সেখানে হয় ত সকলে নামে মত্ত থাকে না। কেহ বা ধ্যানে, কেহ বা জপে, কেহ যজ্ঞে নানাভাবে থাকে এই সংকীর্ত্তনের আনন্দ তা'রা জানে না। যেখানে সংকীর্ত্তন নাই সেখানে নিরবচ্ছিন্ন প্রেম নাই। তা'ই মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হয় ভয় হয় পাছে সত্বর ডাক পড়ে। ভাই রে, চাকরের আবার নির্দ্দিষ্ট সময় কি, প্রভু যখনই হুকুম করিবেন, তখনই যাইতে হ'বে, না বলিবার ইচ্ছাও নাই, শক্তিও নাই। সময়ে সময়ে ভৃত্য

না, না, করিলে প্রভু শুনেন, কিন্তু তা'ই ব'লে, কি হুকুম হ'লে আমিও না বলিব, কখনই না। তোমরা পরমানন্দে থাক আমি দেখিতে দেখিতে চলে যাই। হরিসভার ভাইদিগকে বলিও এ দেশান্তরিত, পতিত ভাইকে যেন মনে রাখেন, আবার কি দেখিতে পাব, কে জানে ভাই, সেই ইচ্ছা ময়ের কি ইচ্ছা। অনুরাগ দৃঢ় করিবার জন্য দুঃখই একমাত্র মসলা। কাতর হইও না, কৃষ্ণ সকল মঙ্গল করিবেন। হরিসভার সকলকে "নিতাই গৌর রাধেশ্যাম" জানাইও। প্রভুপাদকে আমার প্রণাম জানাইও। ছেলেরা ভাল আছে, রাই ও তার মা, বাপ হাতরাসে ভাল আছে। মনে রাখিও।

ভূপালের সঙ্গে দেখা হ'লে তা'কে আমার ভালবাসা দিও আর পত্র লিখিতে বলিও। তা'রা কেমন আছে, অনেক দিন পত্র পাই নাই। কোন চিন্তা করিও না।

তোমাদের দাদা—হর।

একোনত্রিংশ পত্র।

ভাই রাধা রে!

তোমার আশার আশাতে অনেকটা প্রাণ স্থির করিয়াছিলাম, এখন আর মনে শান্তি নাই সদাই কেমন এক অসীম অনির্দ্দিষ্ট চিন্তা আসিয়া মনকে টানিয়া লইয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে, কে জানে। জানি না, এ দুঃসময় পৃথিবীতে আর কত দিন। তোমরা স্বচ্ছন্দ শরীরে থাকিয়া হরিগুণকীর্ত্তন ও হরিনাম করিতে থাক, ভাই রে, আমি যেখানেই যাই তোমাদেরই আছি ও থাকিব, তোমাদিগকে ছেড়ে আমি এক তিলও থাকিতে পারি না। ভাই, একটী গুপ্তকথা শুন যখন পুরুষোত্তম দর্শন

করি তখন এত কষ্টদায়ক বলে মনে হয় নাই, আজকাল প্রাণমন সেই স্থানের জন্য বড়ই কাতর হইতেছে, সদা সেই গৌর-বিলাসভূমি পুরীর দিকে মন টানিতেছে, এরকম মনের অবস্থা থাকিলে আমার দ্বারা মা'র কিছু হ'বে না। একটি প্রাণের কথা আজ তোমাকে বলি, পুরীর কোন জিনিসই আমাকে নূতন বোধ হয় নাই, কোন লোকই অপরিচিত বলে মনে হয় নাই, সকল যেন অনেক দিনের জানা চেনা মনে হইয়াছিল। সকল রাস্তা ঘাট যেন আমার অনেক দিনের দেখা মনে হইয়াছিল। মনের কথা বলিলেই পাগল হয়, আমি কিন্তু আর গোপন করিতে পারিলাম না, আজ ব'লে দিলাম আর মনে মনে রাখিতে পারিলাম না। তোমাকে পূর্ব্বে বলেছি একস্থানে থাকিও না, কেবল এখান সেখান ক'রে বেড়াইবার চেষ্টা করিও, নচেৎ শরীর ভাল থা'ক্‌বে না। আহারের দিকে বিশেষ নজর রাখিবে শরীরকে তাচ্ছল্য করিও না। ভাই, তোমরা কলিকাতাতে, এই সময় একবার কলিকাতা যাইতে নিতান্ত ইচ্ছা। ক্ষীরোদ হাতরাস হইতে কলিকাতায় গেছে তা'র সঙ্গে দেখা করিও। সে E. I. Ryর Cash Checking Officeএ আছে। শুনিতেছি হেম ছুটী নিয়ে দেশে যা'বে সেও এখানে আসিল না, রাস্তা মনে ক'রে তা'র ভয় হ'য়েছে। ভাই রে, কলিকাতার দর্জ্জিপাড়ার হরিসভার রত্নগুলি দেখে বড়ই প্রাণে লেগেছে, আর কি তা'দের দর্শন পা'ব। দুরাদৃষ্টবশতঃ রসময় বাবুর সঙ্গে দেখা হয় নাই। আর হ'বে কি ভাই! আমার মন বড়ই খারাপ হইয়াছে সদাই যেন হতাশ হইয়া পড়িতেছে, ক্ষণে ক্ষণে খেলা শেষ মনে হইতেছে, কে জানে কেন এমন হইতেছে। তুমি আজ প্রভুপাদের সঙ্গে মধুর আলাপে না জানি কতই আনন্দ পাইতেছ, এত দূরে ভাবিয়াও আমার আনন্দের সীমা নাই। যেখানে থাক হরি ব'লে সুখে থাক। হাট ভাঙ্গে ভাঙ্গে হইয়াছে এই সময় যদি কিছুর অভাব

থাকে সংগ্রহ ক'রে লও। কৃষ্ণ-কৃপাতে ছেলেরা ভালই আছে। মেয়েকে ও নাতিগুলিকে আমার ভালবাসা দিও। দেবেন বাবাকে আমাদের ভালবাসা দিও। তুমিও কেন পত্র লেখ নাই? দ্বিজেন কেমন আছে, তা'র পত্র অনেক দিন পাই নাই।

তোমার—হর।

ত্রিংশ পত্র।

ভাই রাধা!

তোমার পত্র ও প্রেরিত পার্শেল পাইলাম। ভাই রে, বলিব কি প্রত্যেক দ্রব্যটি সুন্দরভাবে আসিয়াছে, এমন কি কেহ কাহারও গায়ে লাগে নাই। আমার স্নেহের কৃষ্ণলালের শুভসংবাদে যে কি আনন্দিত হইলাম, তা' সেই দয়াময় কৃষ্ণই জানেন। ভাই, আমার স্নেহময় নন্দ বাবার বৈবাহিক মহাশয় স্বয়ং নিজের পুরীর বাঙ্গালাতে আছেন, এ সময় অক্লেশে কৃষ্ণ যাইয়া সেখানে আদরে থাকিতে পারে। এর পূর্ব্বে আমি নিজেও তাঁ'কে লিখিয়াছিলাম, তাহাতে কতই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হ'ক, যদি দরকার হয় এ সময় যাইতে পার, তা' ছাড়া আমাদের বনমালী বাবুও এখন শ্রীক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছেন, সকল রকমেই সুবিধা হইতে পারিবে। ভাই, আমরা গরিব সেই জন্য দয়াল নিতাই দয়া ক'রে সর্ব্বত্রেই আমাদের স্থান করিয়া রাখিয়াছেন। ভাই রে, তোমরা রাণাঘাটে যে কি আনন্দ করিয়া আসিলে, মনে হ'লে আমি আনন্দে অধীর হই। ভাই, এমন মনে করিও না, যে, আমি তোমাদের সঙ্গে থাকি নাই। আমি তোমাদের নিকটেই থাকি ও ছিলাম। ভাই রে, অনেক দিন পরে তুমি

অমূল্য রত্নটি মিলাইলে তা'র জন্য তোমায় আর কি বলিব, তুমি কৃষ্ণপ্রেমী হইয়া কৃষ্ণভক্তদের আর গোস্বামী প্রভুদের সঙ্গী হইয়া সুখী হও। ভাই, প্রভুপাদকে আমার গললগ্নকৃতবাসে প্রণাম জানাইয়া শ্রীচরণে নিবেদন করিও যে, আমি ও আমার বংশ পরম্পরা সবাই তাঁ'দের অভয় চরণে বিক্রীত। তিনি যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা শুনে আমি ভীত হইলাম। তিনি যেন দয়া ক'রে আমাকে নিজদাসগণের মধ্যে গণনা করেন এই মাত্র প্রার্থনা। তাঁ'কে পৃথক পত্র লিখিতে সাহস হইল না, তবে নিবেদন করিও যে, দয়া করিলেন কিন্তু একবারে শেষ সময়ে, এ'টি তাঁ'দের স্বভাবগত ধর্ম্ম, চরম সময় ভিন্ন তাঁ'দের দয়া হইলেও বুঝা যায় না, আমি আজ পরম কৃতার্থ। ভাই, তিনি যে তোমাদের ছেলেখেলার জিনিস "পাগল হরনাথ" দেখে আনন্দিত হইবেন এতে আশ্চর্য্য হইবার কথা কিছুই নাই সূর্য্য নিজ তেজ ও নিজ রূপ দিয়া সকলকেই রূপময় করিয়া থাকেন, বড়র স্বভাবই ইহা। নিত্য অমৃত আস্বাদীগণকে পার্থিব অপদার্থ পিণ্ড সময়ে সময়ে বড়ই মধুর লাগে, এ'টিও সেই রকমের কথা। শিষ্যগণ সহিত প্রভুকে আমাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাগণ সহ প্রণাম জানাইও আর দয়া করিতে বলিও। শ্রীচরণ-দর্শন-লালসা বড়ই বলবতী হইয়া উঠিল, কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখানর মত হইল। ভাই রে, প্রভুপদে নিবেদন করিও তাঁ'র আশীর্ব্বাদী ও প্রসাদী অমৃতখনিস্বরূপ গ্রন্থ দু'খানি পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলাম, এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ভাব, ভাষা ও শক্তি আমার নাই, তবে এই মাত্র বলি, জীব নিস্তারের শক্তি তাঁ'দেরই, তাই এ ভাব তাঁ'র। আমি নিতান্ত ঘৃণিত জীবাধম ও পতিত আর তিনি উপযুক্ত পতিতপাবন। এখন তোমার কল্যাণে আমি নির্ভীক হ'লাম। তাই তাঁ'কে বলিবে যেন দয়া পরবশ হইয়া একবার শ্রীচরণ দর্শন করান।

ভাই কৃষ্ণ, তুমি আরোগ্য লাভ করিয়াছ শুনে বড়ই আনন্দিত হইলাম। ভাই, তোমরা আমার প্রাণতুল্য। তোমার জন্য ভাগবত বাবা আমার উপর বড়ই অভিমান করিয়াছে, তা'কে বুঝাইয়া বলিবে আমার শক্তি নাই, নচেৎ এত দিন কি তোমাকে কষ্টে রাখিয়া কষ্ট পাই। যাহা হ'ক ভাই, কৃষ্ণনাম লইয়া পলক জীবন, কৃষ্ণ ভুলে লক্ষ বৎসর অপেক্ষা বেশী আদরের। কৃষ্ণনামটি ভুলিও না, চিরকালের মত দুঃখ ভুলিবে ও নিত্যানন্দ পাইবে। জীবন কাহারও চিরস্থায়ী নয়, অতএব যা' যা'বেই তা'র জন্য বেশী কাতর না হ'য়ে বরং যাহাতে প্রকৃত জীবন লাভ হয় তা'ই করা কি ভাল নয়? তুমি যে কেবল আমারই আদরের তা' নও। তোমার জন্য তোমার বৌদিদি বড়ই যাতনা পা'ন সময়ে সময়ে কান্দেন।

তোমার দাদা—হর।

একত্রিংশ পত্র।

ভাই রাধা!

তোমার তার পাইয়া কষ্ট হইল, কেন এত উতলা হইলে? আমার জন্য এত চিন্তা করিও না ভাই। আমরা হুকুমে আসিয়াছি হুকুম পাইলেই যাইতে হ'বে, সকলেই এক স্থান হ'তেই আসিয়াছি, এক স্থানেই যা'ব, তবে কেহ দু'দিন আগে, কেহ পাছে, এই মাত্র কথা। এর জন্য এত ব্যস্ত হওয়া কি ভাল? সে দিন বাবার পত্রে এক পত্র পাঠাইয়াছি, নগেন বাবুকেও লিখিয়াছি এত দিন পাইয়া থাকিবে, তাই তার করিবার কোন দরকার না বুঝাতে, রসিদখানি ফিরে পাঠাই, ।৴০ উসুল ক'রে নিও। অনর্থক খরচ করিবার কোন আবশ্যক নাই, এই ।৴০ আনাতে

আজ তিন জনের এক দিনের জীবন রক্ষা হ'তে পারিবে। এমন দুঃসময়ে বিনা কারণে একটি পয়সাও খরচ করা উচিত নয়। দেখ, প্রভুর ইচ্ছা অটলকে সামনে রাখিয়া প্রত্যহ শতাধিক লোককে প্রতিপালন করিতেছেন, কেহ বলিতে পারে না এ খরচ কোথায় হ'তে আসিতেছে ও কে দিতেছে? ভাই রে, কৃষ্ণ বড়ই দয়াময়।

ভাই রাধা, আজকাল পূর্ণানন্দময়ী পুরীক্ষেত্র আরও আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। যেদিকে নয়ন রাখ কেবলই আনন্দ আর জয় জয় শব্দে পূর্ণ। এ আনন্দে তুমি মাতিয়া আছ, মনে করেও আনন্দে ভাসিতেছি। ভাই, তিন ধামে তিন টুকু স্থানের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে ও ইচ্ছাও যখন নিতান্ত বলবতী হইয়াছে তখন সেই বাঞ্ছাকল্পতরু নিশ্চয়ই পূরণ করিবেন, আশা করিতেছি। স্থান নিরূপণ হ'লে আমিও নিশ্চিন্ত হ'ব, এ ইচ্ছা করিতেছি। দেখি তাঁ'র ইচ্ছা কি। আজকাল প্রাণ নিতান্ত কাতর —এখন প্রভুর অন্তলীলাটি বেশ অনুভব করিতেছি, সত্যই সময়ে সময়ে প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠে, চক্ষে চক্ষে চেয়েও যেন সদাই হারাই হারাই মনে হয়। বড় ঢেউ উঠেছে, রাখে কি না রাখে—একবার ডুবাইতেছে আবার উঠাইতেছে। বড় মজা ও বড় কষ্ট। ইহারই নাম বুঝি "বিষামৃত একত্রে মিলন"। ভাই, কষ্টেরও শেষ নাই, প্রাণও যায় না, এ বড় মজা। রথযাত্রার পর আমার মা, বাবার অনুমতি লইয়া কলিকাতায় এস, আর সেখান হ'তে ঝুলনের সময় শ্রীবৃন্দাবনে আসিবে। এবার তেমন সঙ্গী পাও বন ভ্রমণ করিবে। কলিকাতা আসিয়া এড়েদহের রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। তিনি একজন গৌরগত বড়ই প্রেমিক। তাঁ'র নিকট আমার বড় Photo পাইলে আমার মাকে একখানি পাঠাইও। আসিবার সময় মাকে বলে আসিও যেন আমাদের উপর স্নেহের নজর চিরদিন রাখেন। ভাই, এ রকম মা,

বাবা পেয়ে এবার তোমার শ্রীক্ষেত্রে বড়ই আনন্দের উপর আনন্দ হইয়াছে, সবই সেই একজনের খেলা। ভাই রে, আমার দু'টি নয়ন নিয়ে একবার প্রাণভরে জগদ্বল্লভকে দর্শন ক'রে আমাকে কৃতার্থ করিও। তোমার চক্ষেই যেন আমার দর্শন হয়, আমি পাতকী, আমার সে অদৃষ্ট কোথায় পাইব? আমার মাকেও বলিও যেন ছেলের নাম ক'রে একবার দর্শন করেন; আর প্রভুকে ক্ষমা করিতে বলেন, আর দয়া ক'রে দর্শন দিতে বলেন। মঠের মহন্তজীকে আমাদের সকলের প্রণাম দিও আর বলিও, যেন একটি ভা'য়ের উপর নজর রাখিয়া অপরগুলিকে হতশ্রদ্ধা না করেন। ছেলেরা ভাল আছে, আমি বেশ ভাল আছি, কোন চিন্তা নাই। নন্দবাবার সঙ্গে দেখা করিও। তোমার পত্র আজকাল পাই না কেন? ভাই, কৃষ্ণকে আমার স্নেহ ভালবাসা জানাইও।

তোমার দাদা—হর।

দ্বাত্রিংশ পত্র।

ভাই রাধা!

আনন্দে মাতিয়া আছ, চিরজীবন এমনই আনন্দে থাক, কিন্তু এ আনন্দের কিছু অংশ পত্রদ্বারা গরিব দুঃখী দাদাকে দিতে ভুলিও না। বাবার পত্র মধ্যে একখানি পৃথক পত্র দিলাম কিন্তু উত্তর দাও নাই কেন? তোমার পত্রে তোমার সাক্ষাৎ দর্শন নাই। অতএব যতই কাজ থাক্ মাঝে মাঝে এই দেশান্তরিত দাদার কথা মনে ক'রে পত্র দিতে ভুলিও না। আজ কাল তোমার আনন্দে দিন রাত জ্ঞান নাই, চিরজীবন এই রকম আনন্দে ডুবে থাক, ইহাই আমার প্রার্থনা। শুনিয়া সুখী

হইবে, অটল শ্রীধাম বৃন্দাবনে একটি কুঞ্জ হস্তগত করিবার চেষ্টাতে আছে। এখন রাধারাণীর দয়া হ'লেই সে'টি হইতে পারে, তা' হ'লে আনন্দময় ব্রজধামে একটু আশ্রম হ'বে। যখন প্রভু ইচ্ছা দিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই নিজ আনন্দ ময় পুরীক্ষেত্রেও একটু স্থান পাওয়া যাইবেই, তিনিই বন্দোবস্ত করিবেন। শ্রীধাম নবদ্বীপেও কখন না কখন পা'বেই পা'বে। নন্দ বাবাও অটলের সঙ্গে আসিতে পারেন। তিনি বোধ হয় কাশ্মীর পর্য্যন্ত আসিবেন। তুমিও এবার শ্রীধামে আইস, আনন্দে প্রভুর ঝুলন-যাত্রা দর্শন কর ও সকল ভাইদের নিকটে থাক, ইচ্ছা হয় নন্দ বাবার সঙ্গে কাশ্মীরে চলে আসিও, কষ্ট হয় দরকার নাই। শ্রীধাম বৃন্দাবনে কিছুদিন ভজনানন্দে বাস কর। যদি রাধারাণী কুঞ্জটি দেন, আর তুমি বৃন্দাবনে থাক, তা' হ'লে বড়ই আনন্দের হ'বে। আমার জীবন এই রকম করিতে করিতে যা'বে, আমার অদৃষ্টে ও সকল আনন্দ নাই। ভাই, যত দিন ক্ষেত্রে থাকিবে, প্রত্যহ একবার অন্ততঃ আমার মা ও বাবাকে দর্শন ক'রে আসবে। আমার মা কেমন আনন্দে আছেন? তাঁ'কে বলিবে যেন এ অকর্ম্মণ্য ছেলেটিকে ভুলে না থাকেন। হতভাগা ছেলেরাই মায়ের আদর বেশী পায়, ইহাই দেখিতে পাই! গম্ভীরার মহন্ত মহারাজকে আমার প্রণাম জানাইও আর তাঁ'র দয়া প্রার্থনা করিও। আনন্দে রথ দর্শন করে, শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিবার বন্দোবস্ত কর। শ্রীযুক্ত নগেন বাবুকে এই পত্রখানি দিয়া ক্ষমা চাহিবে আর বলিবে, গরিব দু'টি পয়সার জন্য পৃথক পত্র না দিয়া অপরাধী, যেন নিজ গুণে ক্ষমা করেন। ছেলেরা ভাল আছে।

তোমার দাদা—হর।

ত্রয়স্ত্রিংশ পত্র।

মহাশয়! (শ্রীযুক্ত নন্দলাল পাল, চুঁচড়া)

আপনার স্নেহমাখা পত্রখানি পাঠে বড়ই সুখী হইলাম, সত্যই কৃষ্ণভক্তগণ এই রকমই হয়। আমার মত অভাগার উপর আপনাদের এমনই দয়া, আশা করি দয়া প্রকাশ করিতে কৃপণতা করিবেন না। মহাশয়, আমি একজন অপরাধী, তাই কাতরে আপনাদের দয়ার ভিখারী, বিমুখ করিবেন না। আমাতে না কৃষ্ণ প্রেম, না আমার কৃষ্ণনামে রুচি, আমার হৃদয় একবারে মরুভূমি ও ঘোর অন্ধকার। অটল প্রভৃতি আমার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলে, সে সকল কেবল ভালবাসার চক্ষে, বাস্তবিক পক্ষে আমাতে সে সকলের গন্ধ পর্য্যন্ত নাই, এটি আপনি বিশ্বাস করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন। মানুষ পাথর পূজিয়া তাহাতে ঈশ্বরের সত্তা দর্শন করে ব'লে পাথরের কোন গুণ বলিতে পারা যায় না। পাথর চিরদিনই পাথর। তবে ভক্তের নিকট প্রভু লুকাইতে পারেন না ব'লে পাথরেই প্রকাশ পান। আমার সম্বন্ধে অটল প্রভৃতিরও তা'ই জানিবেন। আমাতে কোন গুণ আছে বিশ্বাস ক'রে প্রতারিত হইবেন না। আপনারা মহাপুরুষ ও কৃষ্ণের পরম ভক্ত, প্রভু আপনাদিগকে কখনই দুঃখ দিবেন না। তাঁ'র নিকট যখন যা' চাহিবেন তা'ই পাইবেন। ভক্তের শুষ্ক মুখ তিনি একেবারে দেখিতে পারেন না; ভক্তের দুঃখে তিনি বড়ই কাতর হন। এইজন্যই বলিতেছি, মায়ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এত কাতর হ'বার কোন দরকার নাই, নিশ্চিন্ত মনে তাঁ'র নাম করিতে থাকুন আর তাঁ'র গুণ গান করুন, সকলই ঠিক হইয়া যাইবে। মা আমাদের সদা সুখে থাকিবেন কোন চিন্তা করিবেন না। এ কেবল প্রভুরই একটা খেলা ব'লে মনে রাখিবেন ও নিশ্চিন্ত থাকিবেন।

আপনাকে কোন কথা বলিবার আমার শক্তিও নাই আর শোভাও পায় না। আপনি আমার তুলনায় সূর্য্য, আমি অতি হীন এ'টি জানিয়া আমার উপর দয়ার নজর রাখিবেন এবং একজন আপনাদের অশ্রিত জানিয়া মনে রাখিবেন ও দয়া করিবেন। যখন দয়া করেছেন, মাঝে মাঝে আমার সংবাদ লইবেন। এ পৃথিবী ও পৃথিবীর জিনিষকে পৃথিবী মনে ক'রে ভাল বাসিবেন আর প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণকে নিজ প্রিয়জন জ্ঞানে ভাল বাসিবেন, বেশী কি নিবেদন করিব।

আপনার আশ্রিত—হর।

চতুস্ত্রিংশ পত্র।

প্রিয়তম! (নন্দ বাবা)

আপনার পত্র পাইলাম, কানাকে কানা বলিলে সে রাগে, খেপাকে খেপা বলিলে সে রাগে, কেন না সত্যই তাহারা তা'ই, তেমনই মহাশয়গণই মহাশয় শুনিলে লজ্জিত হয়, কিন্তু সত্য সম্বন্ধে যাহারা মহাশয় নন তাহারা মহাশয় না বলিলে চটিয়া যান। শেষ সম্প্রদায়ভুক্ত আমি। আপনারা সত্যই মহাশয়, তাই এত লজ্জিত হইয়া লিখিয়াছেন। আমার মন চাহিতেছে না অথচ আপনার কথা কাটিতে না পারিয়া আজ এই নূতন ভাবে দেখা দিলাম, কিছু মনে করিবেন না। আমার মত মূর্খের পত্র পাইয়া আপনারা আনন্দিত হইয়াছেন ইহাই আপনাদের মহাশয়ত্ব প্রমাণ করিতেছে। আপনারা জগতের মা, বাপ হইয়া আনন্দে কৃষ্ণনাম করিতে থাকুন, কোন কষ্টই নিকটে আসিবে না। কৃষ্ণনামটি কদাচ ভুলিবেন না। যে এখানে সেখানে পূর্ণানন্দে থাকিতে চায়, সে যেন মধুর কৃষ্ণনামটি জীবনের জীবন ক'রে যত্ন করে। কৃষ্ণনাম ভুলিয়া বিষ্ণুর বিষ্ণুত্বও

প্রার্থনীয় হইতে পারে না। কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের নামটি আরও মধুর তা'র আর কোন সন্দেহই নাই। জগজ্জননীকে আমাদের কথাও বলিবেন আরও বলিবেন যে আমরা জগৎ ছাড়া নই, আমাদের উপর যেন স্নেহের ও দয়ার নজর হামেসা রাখেন। কখন কি দর্শন পা'বার আশা রাখিব? সে দিন কখন্ আসিবে বলিয়া দিবেন, মন দর্শন পা'বার জন্য নিতান্ত অস্থির হইয়াছে, জানি না কত দিনে দর্শন ও স্পর্শ ক'রে আনন্দিত ও পবিত্র হইব।

এ জগতের কোন ভীষণতা দেখেই অধীর হ'য়ে থা'কবেন না, ভয় পেলে ছেলে যেমন মায়ের কোলে আশ্রয় লয় তেমনই আমাদেরও কৃষ্ণনামটি আশ্রয় করা সম্পূর্ণ উচিৎ, কদাচ যেন ভুল না হয়। শিশুর মাতৃ আনুগত্যতার মত আমাদের যেন কৃষ্ণনামে হয়, সুখে, দুঃখে যেন তাঁ'রই মুখপানে চাহিতে শিখি। এক নামই সকল দুঃখ দূর ক'রে আমাদিগকে পূর্ণানন্দে রাখিবে। নাম কদাচ ভুলিবেন না। আমাদের মত অভাগার উপর দয়া ও স্নেহের নজর রাখিতে ভুলিবেন না। আপনারাই গরিবের মা, বাপ বটেন, আর চিরদিন থাকুন।

আমাকে আপনাদের আশ্রিত মনে করিবেন, অন্য কোন রকম ভ্রমে পড়িবেন না। আমার গতি মুক্তি সকলই আপনারা, তা'ই এ রকম মুখ চেয়ে রহিয়াছি। সকলকে আমার অকিঞ্চিৎকর ভালবাসা জানাইবেন। কৃষ্ণ-কৃপাতে ছেলেরা এখানেই আছে ও ভাল আছে, চিন্তিত হইবেন না। মাঝে মাঝে মনে করিবেন।

আপনাদের আশ্রিত—হর।

পঞ্চত্রিংশ পত্র।

কৃষ্ণপ্রেমী! (নন্দ বাবা)

আপনার স্নেহমাখা পত্রখানি বড়ই আনন্দ দিল, বিশেষতঃ একটি আশাতে প্রাণকে আরও শীতল করিল সেটি সম্ভবতঃ আপনাদের সহবাস সুখ। সত্যই কি একথা, না কি স্বপ্নের মত মিলিয়া যাইবে। কৃষ্ণ উভয়ের আশা পূর্ণ করুন, এই মাত্র প্রার্থনা। যদি কৃষ্ণ ইচ্ছা হয়, এ শরীর যত দিন থাকে, তবে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত আমরা জম্মুতেই থাকিব। তা'র পর আবার কর্ম্মসূত্রের আকর্ষণে কাশ্মীর যাইতে হ'বে। তখন যদি সুবিধা মনে করেন আপনিও যাইয়া শ্রীঅমরনাথ মহাতীর্থ দর্শন ক'রে আসিতে পারিবেন। না জানি কত আনন্দই হইবে।

গত বৎসর মাঘ মাসে রাইমতির শুভবিবাহ কারণ দেশে যাইয়া নানা স্থান ভ্রমণ ক'রে আসিয়াছি, হুগলি, কলিকাতা, নবদ্বীপ, পুরী, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে যে কতই আনন্দ পাইয়া আসিয়াছি, তাহা মনে হ'লে এখনও আনন্দে পূর্ণ হই। আবার কি সে শুভক্ষণ জীবনে কখনও আসিবে? আমার মত গরিবের পক্ষে এসকল আশা অসম্ভব, "ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপনের মত।" কৃষ্ণ ইচ্ছা কৃষ্ণই জানেন। সে সময় আপনার সঙ্গে দেখা হইলে, না জানি আনন্দের উপর আরও কত আনন্দই হইত। সকলই কৃষ্ণ ইচ্ছার উপর নির্ভর। আমি একজন প্রভুর রাজ্যের মড়কস্বরূপ। তাই বুঝি প্রেমের বাঙ্গালা ছাড়াইয়া আমাকে এই পূর্ণ নির্ম্মম দেশে আবদ্ধ করে রাখিয়াছেন, ভয়, পাছে আমার হাওয়া লাগিলে আপনাদের কৃষ্ণপ্রেমীর কোন অনিষ্ট হয়। এ রকম ব্যবহারের উপযুক্তই আমি। আমার মত ঘোর পাষণ্ডীর দণ্ড এই রকমই বিধেয়। প্রভুর নিকট সকলই সূক্ষ্ম বিচার, এই জন্য আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে

আনন্দ মনে সহ্য করিতেছি। এত কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াও এখনও চৈতন্য হইল না, এই বড় কষ্টের কথা। আমার নিজ অবস্থা জানিয়াই আমি আপনাদের কৃপার ভিখারী হইয়াছি, দয়ার নজর রাখিতে কৃপণতা করিবেন না। আপনারাই আমার আশা ভরসা ও প্রধান সাধন, এটি জানিয়া আমার উপর দয়া করিতে ভুলিবেন না। আপনার দেখা দেখি যেন আমাদের লক্ষ্মীরূপিণী মা এ অধম সন্তানের উপর স্নেহের নজর রাখেন, তাঁ'রা দয়া করিলে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। কেন না, কৃষ্ণ দিবার তাঁ'রাই অধিকারী। তাঁ'দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কৃষ্ণের নিজের ইচ্ছা থাকিলেও দয়া করিতে পারেন না। কৃষ্ণ যুগে যুগে তাঁ'দের বশ, এ সম্বন্ধে বেশী কথা আপনাকে বলিতে হ'বে না, আপনি সমস্তই জানিতেছেন। তাই কাতর প্রাণে তাঁ'দের আশ্রয় লইয়াছি, তাঁ'রা দয়াময়ী। এই বড় ভরসা। ভাই ভগিনীগুলিকে আমাদের স্নেহ ভালবাসা দিবেন, তা'রা যেন তা'দের গরিব দাদাকে ভুলে না থাকে। রাইমতি বোধ হয় এখানে আসিতে পারে, তবে জানি না তা'র মা, বাপের কি ইচ্ছা। তা'রাও আসিব বলিয়াছে একবার সকলকে দেখিতে ইচ্ছা। কৃষ্ণই জানেন এ ইচ্ছা পূর্ণ হইবে কি না? কৃষ্ণ-কৃপাতে ছেলেরা ভাল আছে, তা'রা আপনাদেরই, মনে রাখিবেন।

আপনাদের স্নেহের—হর।

ষট্‌ত্রিংশ পত্র।

পরম স্নেহের বাবা! (নন্দ বাবা)

আজ আপনার পত্রখানি পাঠে বড়ই কাতর ও দুঃখিত হইলাম। বাবা, আপনাকে বুঝাইব এ শক্তি আমার নাই, তবু বলি এ সকল সামান্য সামান্য অশান্তিকে একত্রিত করিলে ক্রমে একটা পাহাড়ের বোঝা হ'য়ে

প'ড়বে। বাবা, স্নেহের ভগিনী মানির জন্য এ অনর্থক অশান্তি স্থাপন করিবার কোন আবশ্যক দেখি না। যখন দান করেছেন তখন আশীর্ব্বাদ করুন, নিজের বাড়ীতে পরম আনন্দে ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করুক। আমরা নিকটে থেকে না দেখিতে পাই ক্ষতি নাই, দূর থেকে দেখেই আনন্দিত হইব। বাবা, মানি আমার দূরদেশে দু' দশ পা দূরে থাকিবে, তাঁ'র জন্য এত কাতর কেন হইতেছেন? যদি নীলেন তা'কে পাঠাতে না চা'ন, আনিবার তত চেষ্টা করিবেন না। এমন দিন চিরদিন থাকিবে না। আবার তা'রা নিজে থেকে পাঠাইয়া দিবে, তা'র জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। এ সকল কথা মায়ের ভাল লাগিবে না সত্য, কিন্তু তা'ই ব'লে আপনার কেন মনের মত হ'বে না বুঝিতে পারি না। বাবা, এখন মানিকে তা'র নিজের ঘরে সুখী দেখে আপনারা নিশ্চিন্ত হ'ন। আর নিজের ঘাড় হ'তে সকল বোঝা নামাইয়া নিশ্চিন্ত মনে তাঁ'র নাম লইতে থাকুন। এর পর বৃন্দাবনবাস করাই উচিৎ এবং তা'রই বন্দোবস্ত করুন। একটু সামান্য কুঠির লইয়া আমার মা, বাপ, খেপা ছেলেকে নিয়ে পরমানন্দে আনন্দময় কৃষ্ণভজন করিয়া চিরদিনের মত সেই ক্রীড়াপ্রিয় কৃষ্ণের নিত্য খেলাতে যোগ দিন। বাবা, এক এক দিন ক'রে আজ প্রায় ৬০ বৎসর প্রভু সংসার-সুখ ভোগ দিলেন। এবার নিজের সংসার ভুলে প্রভুর সংসারে শেষ জীবন কাটাইতে পারিলেই আনন্দিত হইতে পারা যায়। বাবা, আজীবন আমাদের সকল বোঝা মাথায় ক'রে রহিলেন, এখনও কি ক্লান্ত হ'ন নাই। এবার একবার নিজের বোঝা প্রভুর চরণে দিয়া নিশ্চিন্ত হ'য়ে মজা দেখুন। প্রভুর পরিবারভুক্ত হ'লেই খাওয়া পরার ভার প্রভুর উপর পড়িবে, তখন বড়ই আনন্দিত হইবেন। বাবা, আপনি মহাপুরুষ এ সামান্য সামান্য কথাতে বিচলিত হইবেন না, ইহাই আমার ইচ্ছা ও প্রার্থনা। মাকেও আমার মত পাগল ছেলের পাগলামী বেশ ক'রে

বলিবেন আর দেখাইবেন আমার রাইমতিকে একজনকে দিয়েছি, কৃষ্ণ-দাসকে আর একজনকে দিয়েছি এবং নিশ্চিন্ত হইয়াছি। মা, বাপের কর্ত্তব্য ছেলে মেয়ের সুখ চিন্তা করা, তা'রা যেখানেই থাক্ সুখে থাকিলেই মা, বাপের আনন্দ করা উচিৎ। আমার স্নেহময়ী মা যেন মানির জন্য একবারও চিন্তা না করেন। মানি আমার আনন্দেই থাকিবে, তিনি যেন এ সম্বন্ধে কোন রকম অন্য চিন্তা না করেন। শরীর অশক্ত হইয়াছে শুনিয়া নিতান্ত কষ্ট হইতেছে, বাবা, এখন এক একটি দিন যৌবনের এক একটি বৎসর ও বাল্যের এক একটি যুগ মনে করাই উচিত। শরীরই সাধনের মূল, এমন অমূল্য রত্ন হেলায় ছাড়িতে চাওয়ার মত দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে, এখন বরং শরীরের বেশী যত্ন করা উচিৎ। বর্ষার জলে যে যে স্থান ভাঙ্গিয়া গেছে যত্নে তা'র মেরামত করিয়া আবার পূর্ব্বমত করুন, সুফল ফলিবে সন্দেহ নাই। বাবা, যৌবনের প্রবল ঝড়ে ও সময় সময় শিলাবৃষ্টিতে বন্ধন সকল শিথিল এবং অঙ্কুরিত বীজও নিতান্ত নিস্তেজ হ'য়ে আছে। এখন উভয় দিক দেখিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে, এ সময় ও সকল বৃথা চিন্তা আর করিবেন না। বাবা, এ সময় চিন্তা সত্যই বৃথা, যখন অন্ন বস্ত্রের কষ্ট কাহারও নাই তখন আর এ চিন্তা কেন? এখন সকল ছাড়িয়া চাকরীর মত সংসার হ'তেও একটু একটু ক'রে অবসর লউন। ব্রজমণ্ডলেই হ'ক আর শ্রীক্ষেত্রেই হ'ক সামান্য স্থানের চেষ্টা করিয়া নিশ্চিন্ত হউন। আমাদের উপকার জন্য প্রভু গৌরাঙ্গ মাকে কান্দাইয়া প্রাণের প্রাণ বিষ্ণুপ্রিয়াকে কান্দাইয়া এবং প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম ভক্তবৃন্দকে কান্দাইয়া সন্ন্যাস কি করেন নাই? প্রাণপ্রিয়তম কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিলে অপরাপর ব্রজবালকের সাহায্য ইচ্ছাতে নিজ নিজ পাচনী পাহাড় তলে লাগানর মত আমাদেরও গৌরকে সামান্য সামান্য সন্ন্যাস ক'রে আনন্দিত করান কি উচিৎ নয়?

বাবা, সূর্য্য ডুবু ডুবু এখন আর পশ্চাৎ দিকে চাহিবার সময় নাই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ানই উচিৎ। কেন না সময়ে বিশ্রামস্থলে পঁহুছিতে পারি, নচেৎ পথে নানা কষ্ট হওয়াই সম্ভব। বাবা, ক্ষেপার মত কথা বলিলাম মাপ করিবেন। আপনি মহাপুরুষ আপনাকে কোন কথা বলিবার আমার শক্তি নাই জানিয়াও থাকিতে পারিলাম না। বাবা, আজকাল আমার অবস্থা ভাবিতে গিয়া রামচন্দ্রের নিকট বিভীষণের প্রতিজ্ঞার কথা মনে হইতেছে। বহুপরিবারী সত্যই পাপের ফলভোগ। প্রভু, আমাকে সেই সুখই আস্বাদন করাইতেছেন, দিন দিন নানা কার্য্যের কথা নানা স্থান হইতে শুনিয়া কাতর হইতেছি। জানি না, প্রভু দয়াময় কত দিনে আমাকে নিশ্চিন্ত করিবেন। যাহা হ'ক বাবা, আমার উপর দয়া করিবেন। শ্যাম বাবাকে আমার কথা বলিবেন এবং তাঁ'র কর্ম্ম সত্বর সুচারু সম্পন্ন করিয়া আমাকে আনন্দিত করিবেন। অনু, গোকুল ভাল লিখিতে পারে নাই, তবে পাঠাইবার জন্য চেষ্টা করিব, তার পর কৃষ্ণের হাত। গোকুল অনু অপেক্ষা ভাল লিখিয়াছে। অনু, গোকুল, কৃষ্ণদাস ভাল আছে। তা'দের ইচ্ছা সত্বর আপনাদের দর্শন ও সঙ্গ পায়। গোষ্ঠ বাবা ভাল আছেন শুনে আনন্দিত হ'লাম। আমার ভাইদিগকে ও ভগিনীদিগকে স্নেহ ভালবাসা জানাইবেন তাঁ'রা কেমন আছেন লিখিবেন। অভয় ভায়াকে আমার ভালবাসা দিবেন, সে আসিলে এ সময় বড়ই ভাল হইত জম্মু পর্য্যন্ত আসিতে সঙ্গীর দরকার নাই। তা'র বড় দুঃখ হইয়াছে। তা'কে বলিবেন সময়ে দেখা হ'বেই, যেন চিন্তিত না হয়।

আপনার স্নেহের—হর।

সপ্তত্রিংশ পত্র।

মহাশয়! (শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সেন, উকীল বর্দ্ধমান।)

আপনার অনুগ্রহ পত্র পাঠে আনন্দিত হইলাম, কিন্তু নিজের অপদার্থতা ভাবিয়া দুঃখিত হইলাম। আমার মত ঘৃণিত বদ্ধ জীবাধম কোথাও পাইবেন না। প্রতারণা করা আমার স্বভাব এবং তা'তে আমি বড়ই দক্ষ। নিজ স্বার্থসাধনের জন্য নানা সময়ে নানা রূপ ধ'রে লোক ঠকাইয়া বেড়াই। আপনারা মহা বুদ্ধিমান ও বিদ্বান হইয়াও কেন যে আমার মত মহামূর্খের ফাঁদে পড়েন বলিতে পারি না! মহাশয়, আজকাল ধর্ম্মজগৎ ঘোর অন্ধকারে ডুবেছে, তাই সামান্য মাত্র কৃত্রিম আলো দেখেও মহামহারথী প্রকৃত আলো মনে ক'রে শান্তির লোভে যেই দৌড়ে আসিতেছে আর প্রতারিত হইয়া দ্বিগুণ দুঃখে ও অন্ধকারে পড়িতেছে। প্রভু হে! এ ভীষণ দিনে থাকা বড়ই কষ্টকর ও ভয়াবহ। মহাশয়, আমরা অন্ধকারের জীব ব'লে আমাদের তত কষ্ট হয় না, আলোতে বরং দুঃখ পাই, কেন না তখন আমার প্রকৃত গুণ প্রকাশ পায় ও সকলে বুঝিতে পারে। ব্যাধ পরিষ্কার ক্ষেত্রে আনন্দ পায় না, যেখানে জঙ্গাল প্রভৃতি আবর্জ্জনাময় স্থান তাহাই তাহার আনন্দের স্থান, কেন না, তা'র পাতা জাল সেখানে লুব্ধ পক্ষী দেখিতে পায় না, এই কারণেই Shakespeare Macbeth এ লিখে গেছে "Foul is fair and fair is foul" এই কথা আমার সম্বন্ধে ঠিক জানিবেন। বিনীত প্রার্থনা, প্রতারিত হ'বার জন্য আমার মত, ব্যাধের নিকট আসিতে ইচ্ছা করিবেন না। আপনারা মহামাননীয়, নিজ মান লাঘব করিবার জন্য এ নিতান্ত দরিদ্র ও ঘৃণিত জীবের নিকট আসিবেন না। আমি সামান্য উদরান্নের জন্যে তাড়িত হইয়া এ দূর দেশে বাস

করিতেছি, কোন অংশেই আমি আপনার পরিচিত হইবার পাত্র নই। আপনাদের সমব্যবসায়ী মান্যবর শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার সম্বন্ধে কিছু কিছু জানেন, তাঁ'কে জিজ্ঞাসা করিলেই আপনার অনেক উপকার হইবে, কেন না সময়ে ফিরিতে ও নিজ পথে আসিতে পারিবেন, বৃথা সময় নষ্ট হ'বে না, আর নিরাশ হ'বার জন্য নিদারুণ কষ্ট পাইতে হ'বে না। "Hope deferred maketh the heart sick" আশা করিয়া নিরাশ হ'বার মত কষ্ট আর কিছুই নাই, তাই বলি, মহাশয়, মহাবুদ্ধিমান হইয়া এ রকম সহজ ভ্রমে পড়িবেন না, সামান্য Cross Examine করিলেই আমাকে আমার প্রকৃত রূপে দেখিতে পাইবেন। মহাশয়েরা উকীল, দয়া ক'রে আমার most deplorable caseটি প্রভুর নিকট conduct করিতে ভুলিবেন না, এই মাত্র প্রার্থনা। আগেই নিবেদন করিয়াছি আমি নিতান্ত দরিদ্র অতএব কোন রূপ প্রতিদান আশা না করিয়া আমার case take up করুন।

আপনার পুত্রটির অবস্থা শুনে মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইলাম, কিন্তু কি করি, বাছার একমাত্র দুঃখ নিবারণের কর্ত্তা দুঃখবারণ হরি। আমার কোন ক্ষমতা থাকিলে তাহা কার্য্যে আনিবার এমন সুযোগ আর কোথায় পাইতাম? নিজের অপদার্থতা মনে ক'রে নিজের উপর নিজেরই ঘৃণা আসে, সময়ে সময়ে নরক যাতনা ভোগ করি। কিন্তু কি করিব এ জগতে যে আসিয়াছে, সেই আপন আপন কর্ম্ম লইয়া আসিয়াছে, কেহ কাহাকেও কোন রকমে দোষ দিতে পারিবে না। এ পৃথিবীটি place of examination. যে পাস হইতেছে, আপনাদের মত সম্মান পাইয়া জগতের অলঙ্কার হইতেছে, আর যাহারা ফেল হইতেছে তা'দের দশা আমারই মত, অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া কুকুরের মত লোকের দ্বারে দ্বারে

ফিরিতে হয়, আপনারা অন্নদাতা আর আমরা আপনাদের দয়ার ভিখারী; ইহাই আপনাতে আমাতে পার্থক্য; মহাশয় আমাকে ত্যাগ করুন, তবে আপনার পুত্রের জন্য প্রকৃত সাধু Badu Atal Behari Nandy, Head Booking Clerk, Hathras Junction, তা'র সঙ্গে পত্র দ্বারা আলাপ করুন, বোধ হয় মনের সাধ মিটিতে পারে; সে একজন কৃষ্ণের পরম প্রিয়পাত্র, তা'র ইচ্ছা হইলে আপনার অনেক আশা মিটিতে পারিবে। আমাকে অপাদার্থ জানিয়া মাপ করিবেন। মহাশয় যেখানে মানুষ হারে nature সাহায্য করিলেও করিতে পারে, আর where nature fails, Kishanjee can help. তাই নিবেদন, যত দুঃখ প্রভুর নিকট জানান, কৃতার্থ হইবেন, কোন দুঃখই থাকিবে না। মহাশয়, প্রেমময় নিতাইয়ের প্রেমেব রাজ্য বাঙ্গালা, অতএব যখন নিত্যানন্দের রাজ্যে বাস করেন তখন অন্যের সাহায্য লইতে ইচ্ছা করা প্রতারণা মাত্র। নিত্যানন্দ থাকিতে দুঃখ কবিবার কোন কারণ নাই; দয়াল নিতাইয়ের শরণ লউন, কৃতার্থ হইবেন ও সকল রকমে আনন্দে থাকিবেন। এ পৃথিবীর ধন রত্ন সকলই ক্ষণিকের জন্য, চিরস্থায়ী সুখের পরিবর্ত্তে চিরদুঃখই আনিয়া দেয়; অতএব যা'রা দু'দিনেব সুখের জন্য চির সুখে জলাঞ্জলি দেয় তা'দের মত ভ্রান্ত আর কে হইতে পারে? পুত্রটির কথা নিতাইকে জানান, অবশ্যই শুনিবেন, সন্দেহ করিবেন না।

মহাশয়, পাগলের মত কতগুলি অসঙ্গত ও অর্থশূন্য কথা বলিলাম, পাগল জ্ঞানে ক্ষমা করিবেন। আপনারা দয়ার নজর রাখিবেন, এই মাত্র প্রার্থনা। কৃষ্ণ আপনাদের দিন দিন উন্নতি করুন, ইহাই ইচ্ছা। আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আপনাদের আশ্রিত—হর।

অষ্টত্রিংশ পত্র।

মান্যবরেষু ! (শ্রীহরেন্দ্র বাবু)

আপনার পত্র ও তারপর এক কার্ড পাইলাম ! দেশ হ'তে দু'জন প্রিয়জন শ্রীঅমরনাথ দর্শনে আসিয়াছেন, তাঁ'দিগকে লইয়া বড়ই আনন্দে ছিলাম; এই কারণ সকল কার্যাই প্রায় গোলমাল হ'য়ে পড়েছে, এবং সেই কারণেই পত্রের উত্তর যথা সময়ে দিতে পারি নাই, অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

এবার পোষ্টকার্ডে যে একটি নূতন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করা অপেক্ষা নিজেই বিচার করিলে প্রকৃত উত্তর পাইতেন। যদি অধিক অর্থ উপার্জ্জনের ইচ্ছা ও প্রয়োজন না থাকে এবং সামান্যতে তুষ্ট থাকিয়া শান্তি পাইবার একান্ত বাসনা থাকে, চাকুরী করা ভাল; নচেৎ যাহা করিতেছেন তাহাই ভাল। এখনও যদি কর্ম্ম খালি থাকে, একবার চেষ্টা করে দেখিতে পারেন। উচ্চাভিলাষ বা উচ্চাশা না থাকিলে চাকুরীতে থাকাই ভাল। অনেকটা সময় নিজের অধীনে থাকে। তবে অর্থ পিপাসা বলবতী থাকিলে অন্য কথা। সমস্ত কথাই মনের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতেছে, মনের শক্তি অনুসারে বিষয় ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গণের গতি হয়। অর্থ লালসা দ্বারা জীব করিতে না পারে এমন কর্ম্মই নাই, যার যত অর্থ পিপাসা কম সে তত প্রভুর নিকট। এ সংসারে বান্ধিয়া রাখিবার একটি শক্ত শিকল "অর্থ"। এ বন্ধন ছেঁড়া বড়ই কষ্টকর,—অসম্ভব নয়।

মহাশয়, দূর হ'তে কাশ্মীর যা' মনে করেন, আমরা তা'র ঠিক বিপরীত মনে করি। বাল্যকালে ভূগোলে "কাশ্মীর ভূস্বর্গ" শুনিয়াই আমাদের মস্তিষ্ক বিগড়াইয়াছে, তাই আজ কাল অনেকেই লোভে প'ড়ে এখানে আসিতেছে ও অর্থ ও শরীর নষ্ট ক'রে চলিয়া যাইতেছে।

মহাশয়, এ জগতের সুখ এক অর্থের উপর নির্ভর। যা'র অর্থ আছে সে সাহারার ভিতরও হিমালয়ের সুশীতল বাতাস অনুভব করিতেছে। যা'র অর্থ নাই সে হিমালয় গর্ভেও আগুণে পুড়িতেছে। সেই জন্যই নিবেদন, যেদিন খুব অর্থ হ'বে, বাড়ীতে আর রাখিবার স্থান হ'বে না, সেই দিন কাশ্মীর আসিবার চেষ্টা করিবেন। আপনারা কৃষ্ণের নিজ জন, সেই জন্য ভরসা কৃষ্ণ আপনাদের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। মানুষ যে অর্থ খরচ ক'রে কাশ্মীর আসে তা'তে ভারতের সমস্ত তীর্থ দর্শন হ'তে পারে; এখন বিচার করিবেন কোনটি ভাল ও যুক্তিসঙ্গত।

কৃষ্ণ আপনাদিগকে সুখে রাখিয়াছেন এবং চিরদিন রাখুন, ইহাই প্রার্থনা।

আপনাদের আশ্রিত—হর।

একোনচত্বারিংশ পত্র।

প্রণামানন্তর নিবেদন—(শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
অবসর-প্রাপ্ত সব্‌জজ্, দ্বারভাঙ্গা।)

বাবা, আপনার পত্রখানি পড়িতে পড়িতে চক্ষে জল আসিল। বাবা, আপনাদের স্নেহ ভালবাসার কথা মনে হ'লে আর এ দূরদেশে থাকিতে ইচ্ছা করে না, সদাই মনে হয় মা, বাপের নিকট থাকিয়া সাধ্যমত তাঁ'দের সেবা করি আর জীবনের শেষ ক'টা দিন আনন্দে কাটাই। জানি না, সেই ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা, কতদিনে একবার আমাকে আমার মা, বাপের নিকট লইয়া যাইবেন। বাবা, আমি আপনাদের নিতান্ত অভাজন সন্তান; আপনার কোন উপকারেই আসিবার ক্ষমতা নাই। সময়ে সময়ে এমন কষ্ট হয় যে খাইতে শুইতে সুখ পাই না, জানি না আমি

কেন এ ভবে আসিয়াছিলাম ? পৃথিবীকে কেবলমাত্র ভার করা বই অন্য কোন কার্য্য মনে হইতেছে না; মা, বাবাকে কষ্ট দেওয়া আর সকলকে দুঃখ দিবার জন্যই আমার আসা।

এই ঝুলনের সময় আপনি একবার শ্রীধাম বৃন্দাবন দর্শন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, বড়ই ভাল হইয়াছে, এই সময়ে প্রভুর ফুলসাজ দেখে পাষাণ গলে যায়, এমন মধুর দৃশ্য আর কখনও হয় না; আপনার সঙ্গে পঞ্চানন বাবাও সাজিতেছেন বড়ই আনন্দের হ'বে, যাবার আগে অটলকে পত্র লিখিলে আর কোনই অসুবিধা অনুভব করিতে হ'বে না, বৃন্দাবনে থাকিবার ইত্যাদির বন্দোবস্ত সকল ঠিক হ'বে, ও আনন্দে দর্শন ক'রে আসিতে পারিবেন। বাবা, যখন প্রাণ কেঁদেছে, তখন আর আপনাকে কিছুতেই বাধা দিতে পারিবে না। এ সংসারের কোন আনন্দই জীবকে চিরদিন একভাবে বান্ধিয়া রাখিতে পারে না। ইহাই পৃথিবীর অস্থায়িত্ব প্রমাণ করিতেছে। একবার স্থায়ী আনন্দের উপর নজর পড়িলে আর ক্ষণিক সুখ কখনই আকর্ষণ করিলেও বান্ধিয়া রাখিতে পারে না। আপনারা ভাগ্যবান্, তাই কৃষ্ণ আপনাদের সহায় হইয়া হাতে ধরে টানিতেছেন। বাবা, আপনাদের আনন্দে এ হতভাগ্যকেও মাতাল ক'রেছে; এখন প্রার্থনা, আপনারা আর আমার হাত ছাড়িয়া দিবেন না, যখন ধরেছেন নিয়ে যা'বেন। আমার স্নেহময়ী মাকে আমাদের প্রণাম জানাইবেন; তাঁ'র স্নেহ যেন জনমে জনমে পাই, কখন যেন হারাইয়া বিপদে না পড়ি। মাকে বলিবেন এ হতভাগা ছেলে তাঁ'র উপকারে আসিল না।

বাবা, আপনাকে আর সকল কথা লিখিতে হ'বে না, আপনি মানুষের মুখ দেখে মনের ভাব অবগত হইতে পারেন এই জন্য বার বার এক কথা লিখিয়া আর ত্যক্ত বিরক্ত করিতে ইচ্ছা নাই। আপনার

জীবনের উন্নতি দেখিয়া কৃষ্ণ বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন, তিনি আপনার প্রত্যাশাতে আগাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন; নিশ্চিন্ত মনে যেমন চলিতেছেন চলুন, আমাদের জন্য বৃথা ভাবিবেন না। আমাদিগকে আমাদের কার্য্য করিতে ও উপযুক্ত ভোগ করিতে দিন। আপনি কোন দিকে না চাহিয়া এবার মাকে লইয়া নিশ্চিন্ত হ'বার উপায় করুন।

মা আমার আনন্দময়ী। তাঁ'র সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হইতেছে, হইয়াছে, ও হইবে। মা যেন বৃথা চিন্তা না করেন। তাঁর একটি মাত্র ছেলে নয়, জগতের মা তিনি, সকলের উপর নজর রাখা তাঁ'র কর্ত্তব্য। আমার ভাইটিকে আমার ভালবাসা দিবেন। এখানকার সমস্ত মঙ্গল, চিন্তিত হ'বেন না। পঞ্চানন বাবুকে আমার কথা বলিবেন ও দয়া করিতে বলিবেন।

আপনার স্নেহের—হর।

চত্বারিংশ পত্র।

প্রণামানন্তর নিবেদন—(শ্রীযুক্ত পূর্ণবাবু)

বাবা, এবারের পত্রখানি আমাকে বড়ই কাতর করিল। একদিকে প্রাণবন্ধুর মধুর ডাক্ অন্যদিকে মা, বাপের ও বন্ধুবান্ধবের স্নেহ ভালবাসা; আমি এখন মধ্যস্থানে নিদারুণ যন্ত্রণা পাইতেছি। বাবা, অনেক দিন বন্ধুর নিকট হইতে আসিয়াছি আর ছেড়ে থাকৃতে ইচ্ছা হইতেছে না, তাই এত যাই যাই ধ'রেছে, তা' ছাড়া এখানের খেলাও বোধ হয় শেষ হইয়াছে; মন প্রাণ আর কিছুতেই লাগিতেছে না, সদাই সেই এক চিন্তাতে দিন রাত কাটিতেছে; আজ প্রায় এক মাস হইতে পথ খুঁজিতে-

ছিলাম, আপনার পত্র পাইয়া আবার কিছুদিনের জন্য ফিরে আস্‌তে ইচ্ছা হইতেছে, মনে করিতেছি যে বাবার কথাগুলি পত্রে এত মধুর, না জানি সাক্ষাৎ হ'লে কি অপার আনন্দই পা'ব, তাই দর্শন লালসা প্রবল হইয়া আমাকে এদিকে জোরে টানিতেছে। বাবা, তরঙ্গের তৃণ, যেদিকে টান্‌ বেশী হবে সেই দিকেই যাইব; ইহাতে আর দুঃখই বা কেন করিব, আর সুখই বা কি? ইহাতে সুখ তরঙ্গের, যে নাচাইতেছে আর যে দেখিতেছে তা'রও সুখ। যাহা হ'ক, বাবা, যেন এই স্নেহ জনমে জনমে পাই। সত্যই বাবা, আমার ভাইটি আপনার প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিয়াছে। নিজ কর্ত্তব্য ভুলে ছিলেন, পথহারা হ'য়ে বিপথে চলিতেছিলেন, বেলাও প্রায় অবসান হয় হয় হয়েছিল, এমন সময় যে প্রকৃত পথ দেখাইয়া মহৎ উপকার করেছে সে যদি প্রকৃত বন্ধু না হয়, তবে বন্ধু আর বলিব কা'কে? বাবা, খেলাশাল সৃষ্টির আদি হইতেই পাতিয়াছেন আর ভাঙ্গিতেছেন, কৈ সাধ ত এখনও মিটে নাই! আজ যে খেলাশালটি সাজাইয়া বড় আনন্দের সহিত দেখিতেছেন আর আত্মহারা হইতেছেন এ'টিও ত আবার ভাঙ্গিয়া দিবেন এবং পূর্ব্বের গুলির মত এ'টিও আবার ভুলিয়া যাইবেন! তাই বলি, বাবা, এবারের খেলাশালের খেলাতে প্রকৃত গৃহ কর্ম্ম মনে পড়াইয়াছে, নিজ কর্ত্তব্য জানাইয়া দিয়াছে; এখনও অনেক সময়ও আছে, এই জন্য নিবেদন পূর্ণানন্দে সেই রসময় প্রাণবল্লভের প্রেম পাইবার জন্য চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। তাঁ'র সঙ্গে খেলিলে, আর এ সকল মিথ্যা খেলাতে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। সকলকেই নিজ নিজ খেলা খেলাইতে দেন, আপনি আপনার খেলা খেলুন; এ জগতে সকলই এক রকম মিথ্যা; পাগলের যে দর, না পাগলেরও সেই দর; বরং পাগল ভালর চেয়ে বেশী দরে বিক্রী হয়, কেন না তা'র অনেক কাজ কম হ'য়ে পড়ে, দায়িত্বও থাকে না। তাই বলি, পাগল বোধ হয়

ভালর চেয়ে বেশী দামী ; এই জন্যই যাহারা এই পৃথিবী ভুলিয়া স্বামীর দিকে বেশী অগ্রসর হয় তাহাদেরই একটি সোহাগের নাম হয় "পাগল"। স্বামী স্ত্রীকে যত রকম সোহাগের নাম দিতে পারে "পাগলী" নামই সর্ব্ব প্রধান স্থান অধিকার করে। কেন না আনন্দে আত্মহারা হইলে পর এই আদরের নামটি আপনা আপনি মুখ হ'তে বাহির হয়। যা'ই হ'ক, বাবা, এ জগতের কোন কার্য্যের জন্য বেশী চিন্তিত হ'বেন না ; এখানকার সকলই নিয়মের অধীন, সে নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি এখানকার কাহারও নাই। বাবা, যিনি জজ্ তিনি হঠাৎ কাহাকেও একটা মন্দ কথা বলিলে পরে হয় ত তা'র জন্য বিষম অনুতপ্ত হন কিন্তু সেই জজ্ কাহাকেও ফাঁসির হুকুম দিয়া আবার খুসী হন, কেন বলুন দেখি? ফাঁসি আইনের ভিতর, তাই দোষীকে ফাঁসি না দিলে জজ্ বরং দুঃখিতই হ'ন। তাই বলি বাবা, এ জগতের যা' দেখিবেন সবই নিয়মে বান্ধা, কিছুরই জন্য বেশী দুঃখিত হ'বেন না। যাহারা আইন কখনও দেখে নাই তা'রাও ফাঁসির কিম্বা জেলের হুকুম শুনিলে কিম্বা ফাঁসিতে ঝুলিতেছে লাস বা কয়েদী দেখিলে তখনই তা'দের মনে হয় যেমন করিয়াছিল তা'রই ফল পাইতেছে, অতএব তা'র জন্য বেশী দুঃখ কেহ করে না। কাহারও ফাঁসি হইতেছে লোকে দুঃখ করা দূরে থাক, খেলা ও মজা দেখিতে যায়। তাই বলি বাবা, এ পৃথিবীর সকলেই আপন আপন কর্ম্ম করিতে আসিয়াছে ; সকল কয়েদীরই একই কর্ম্ম হয় না, পৃথক পৃথক্ কর্ম্মে পৃথক্ পৃথক্ লোক নিযুক্ত হয়, একজন কয়েদী অন্যের কষ্টকর কর্ম্ম দেখে যদি ভুলে সাহায্য করিতে যায় তাহা হইলে, তা'র নিজ কর্ম্মও হয় না, আর অন্যের কর্ম্ম করিবার তা'র শক্তিই নাই বরং তা'র জন্য তিরস্কৃত হইতে হয়। নিজ কর্ম্ম পাইয়াছেন করুন, দেখিবেন সকলই মঙ্গলময় ও আনন্দপূর্ণ। বাবা, ছোট মুখে বড় কথা শুনে

দুঃখ করিবেন না, পাগল মনে ক'রে হাসিবেন। মাকে তাঁ'র এই মহা পাগল ছেলের প্রণাম জানাইয়া বলিলেন, যার মা, বাপ পাগল, ছেলে নিশ্চয়ই পাগল হ'বে, তার আর এত চিন্তা কেন? কৃষ্ণনাম করুন, কৃষ্ণ ইচ্ছার উপর সকলই ছাড়িয়া রাখুন। বাবা, কখন কি দর্শন দিবেন? আজ মন বড় পাগল হ'য়েছে, তাই এমন অযথা স্থানে শ্রীচরণে বিদায় লইলাম।

আপনার পাগল ছেলে—হর।

একচত্বারিংশ পত্র।

পরম স্নেহময় বাবা! (শ্রীযুক্ত পূর্ণ বাবু)

আপনার পত্র পাঠে বড়ই কাতর হইলাম। অনর্থক আপনাকে ভাবাইয়া না জানি কতই অপরাধ করিয়াছি; বাবা, এত চিন্তিত হ'বেন না; যেখানেই যা'র আবার সকলে এক হ'ব, ক্ষণেকের বিচ্ছেদ মাত্র, তা'র জন্য এত চিন্তা করা কাহারও উচিত নয়। কাঁদিবে তা'রা, যা'রা হারাইয়া আর খুঁজে পা'বে না; আমাদের সে ভয় নাই, সকলেই আবার এক হ'ব। আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হ'বার আর উপায় নাই; কৃষ্ণ বলিলে এই লাভ হয়।

বাবা, ভাইটির জন্য বড় কাতর হইয়াছেন। সত্যই, হ'বার কথাই বটে! আমার অন্তরও সদাই কাঁদিতেছে, কিন্তু কি করি হঠাৎ কোন কর্ম্ম হ'বার নয়; তা' ছাড়া "all prayers are not always heard, তাই আমার দয়াল নিতাই এখন পর্য্যন্ত হাঁ কি না বলেন নাই; জানাইতেছি, আশাও করিতেছি, দেখি, প্রভু কতদিনে শুনেন ও কি হুকুম দেন! বাবা, এখন প্রার্থনা, আপনি কিম্বা আমার স্নেহময়ী মা যেন এর জন্য অধিক

কাতর না হন, ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে বর্ত্তমান সময়টুকু যেন বৃথা নষ্ট না হয়, ভবিষ্যৎকে ভবিষ্যৎ মধ্যে রাখুন, বর্ত্তমানকে নিজের মনে করে তা'র সদ্ব্যবহার করিয়া কৃতার্থ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ভবিষ্যৎ, প্রভুর উপর রাখিয়া, যতটুকু সময় পান মধুর হরিনাম লইতে থাকুন। কৃষ্ণ বলিয়া পলকের জীবন, কৃষ্ণ না ব'লে লক্ষ বৎসর বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষাও বেশী; তাই নিবেদন, আর চুপ ক'রে থাকিলে হয় ত পথের মাঝখানে রাত্রি পড়িবে, তখন আর বিশ্রাম স্থানও মিলিবে না, বিপদেও পড়িতে হইবে, প্রায় সমস্ত দিনই অবহেলাতে কাটাইয়াছি, এখন সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে, এখন আর হেলা করা উচিত নয়, প্রাণপণে দৌড়ে আশ্রয় স্থল পর্য্যন্ত পঁহুছিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তাই নিবেদন, আর পাছের দিকে চাহিবেন না। এখন প্রভুর নাম লইতে লইতে চলুন, পথে ভয় থাকিলেও নাম শুনে ভয়, ভয় পাইয়া দূরে পলাইবে। এখন যাহারা আগে গেছে তাহাদের সঙ্গ পাইবার জন্য দ্রুতপদে চলাই উচিত; চারিদিকের গোলমালে মিশিবার আর সময় নাই; প্রভু আপনার জন্য কাতর প্রাণে অপেক্ষা করিতেছেন, এটি যেন ভুলিবেন না।

আমাদের পরম স্নেহরূপিণী মাতা ঠাকুরাণীকে আমাদের প্রণাম জানাইবেন। তিনি জগজ্জননী, সব ছেলেই এক রকম হ'তে পারে না; নানা ছেলে নানা রকমের অতএব তাঁ'র কোন একটি নির্দ্দিষ্ট পুত্রের জন্য কাতর হ'য়ে অপর ছেলের প্রতিপালনে অবহেলা করা সাজে না; আমরাও হা হা করিতেছি অতএব আমাদের উপর দৃষ্টি করাও তাঁ'র কর্ত্তব্য। মাকে বলিলেন আমাদের পাগলের গোষ্ঠী, কেহ কোন রকম পাগল অতএব এর জন্য যেন বিশেষ চিন্তিত না হন, কৃষ্ণ করুণাময় অবশ্য কৃপা করিবেন এই বিশ্বাস যেন চিরদিন অন্তরে থাকে। অত্যন্ত স্নেহ ক'রে যেন আমাদিগকে আরও ভুলাইয়া না দেন।

এমন মা, বাপের চরণ দর্শন করিবার ইচ্ছা দিন দিন বেশী প্রবল হইতেছে ; জানি না, সেই ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা, আমাদের ইচ্ছা পূরণ করিবেন কি না? জানি তিনি কামদ, সকলেরই কামনাকে পূরণ করেন, ভরসা আছে আমাদেরও আশা পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। মা, বাপের চরণ দর্শন পাই আর না পাই, তাঁ'দের চরণে দিবেদন, যেন তাঁ'রা দয়া ক'রে এ অভাগা ছেলের উপর স্নেহের নজর রাখেন। বাবা, ধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন ধন পিপাসারও বৃদ্ধি হয় তেমনই আমার মা, বাপের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আশাও ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে, কিছুতেই আশা মিটিতেছে না। সমস্ত জগতের জীববৃন্দ যখন আমার মা হ'বেন, তখন বোধ হয় আশা সামান্য মিটিলেও মিটিতে পারিবে ; জানি না সে দিন কতদিনে আসিবে।

বাবা, আমার শরীর বেশ স্বচ্ছন্দে আছে ; কোন চিন্তা করিবেন না। আপনারা নির্ব্বিকার দেহে নিশ্চিন্ত মনে কৃষ্ণ নামটি করিতে থাকেন, দেখে আমার আনন্দ বাড়ুক। বড় লোকের ছেলের হাতে এক পয়সাও থাকে না, কিন্তু বড় লোক মা বাপ মনে করে, তা'র অহঙ্কার আসে, আমারও তাই অবস্থা. নিজের ভজন সাধন নাই আপনাদের উন্নতি দেখিয়া অহঙ্কার করিতে সদাই ইচ্ছা, কৃষ্ণ সে ইচ্ছা পূরণ করুন। আপনার শুভ ইচ্ছা, সকলে কৃষ্ণ নামে মাতুক্, দয়াময় কৃষ্ণ যেন পূরণ করেন এইমাত্র তাঁ'র চরণে প্রার্থনা। অবশ্যই আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আপনার ও স্নেহময়ী মায়ের শরীর কেমন আছে, লিখিবেন। আমরা কৃষ্ণকৃপায় বেশ আনন্দেই আছি কোন চিন্তা করিবেন না, নিবেদন ইতি—

আপনাদের স্নেহের পুত্র—হর।

দ্বাচত্বারিংশ পত্র।

বাবা! (পূর্ণবাবু)

মা বাপের স্নেহ সদাই তাঁ'দিগকে ভীরু করিয়া থাকে, সদাই চিন্তা পাছে তাঁ'দের ছেলের কিছু মন্দ হয়; সেই নিয়ম অনুসারেই আপনার চিন্তা যাইতেছে না সত্যই নিবেদন করিতেছি আমি বেশ ভাল হইয়াছি ও পূর্ব্ব স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, চিন্তার কোন কারণ নাই। নানা কারণে হঠাৎ শরীর ঐ ভাব পাইয়াছিল, আবার সেই দয়াময়ের দয়াতেই সব কোথায় চ'লে গেছে, কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। বাবা, পরের জন্য প্রভু আমার এ শরীর দিয়াছেন, সেই কারণে সময়ে সময়ে নানা রকম ভোগ করিতে হয়। সম্প্রতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ মজুমদার নামক প্রভুর কোন প্রিয়পাত্র রক্তবমন ইত্যাদি রোগে নিতান্ত কাতর হওয়ায় প্রভুর এ খেলা হইল। পত্র পাইয়াছি বেশ ভাল আছেন, আমিও ভাল হইয়াছি, কোন চিন্তা করিবেন না। বাবা, দেখুন এ সকল কার্য্য আমার নয়, আমি উক্ত চারুবাবুকে জানিও না, তিনিও আমাকে জানেন না। হঠাৎ শিশির কুমার ঘোষ দাদা মহাশয় এক সুপারিশ পত্র দেন, যেদিন পত্র কলিকাতাতে লেখা হয়, সেই দিনে আমার রক্ত উঠা আরম্ভ হয়, তার পর যেদিন পত্র পেলাম সেই দিন হ'তেই আরাম হইলাম তবে কিছু দিন একটু দুর্ব্বল থাকিতে হইয়াছিল এই মাত্র। এ রকম শরীরের কষ্টের জন্য দুঃখও হয় না, বরং মহা আনন্দই পাইয়া থাকি। বাবা, যা'রা প্রভুর প্রিয়পাত্র প্রভু তা'দের জন্য এই ভাবে কার্য্য সিদ্ধি করেন। আমি কেউ নই আমার বলিতে সামান্য মাত্রও আমার ক্ষমতা নাই, সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতে হইতেছে, যাইতেছে। আমার বলিতে যদি সামান্যও আমার কিছু থাকিত তা' হ'লে আপনাকে এত দিন

পূর্ণমাত্রায় নিশ্চিন্ত করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার কোন ক্ষমতাই নাই। যা'ই হউক বাবা, চরণে একটি নিবেদন করি, দেখুন এখানকার কর্ম্মের জন্য সকলে আপনি আপনি দায়ী; না কেউ কা'র জন্যে আসিয়াছে, না কেউ কা'র জন্য যা'বে। তাই নিবেদন, নিশ্চিন্ত মনে আমাদিগকে আমাদের নিজের ভোগ ভুগিতে দিয়া আপনি পরমানন্দে আপন কাজ করুন। কেন এত চিন্তা করিতেছেন? আমাদের জন্য আপনার যতদূর সংসার নিয়মে কর্ত্তব্য তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তা'র বেশী কিছু করিবার, না আপনার ক্ষমতা আছে, না আমাদের পাইবার অধিকার আছে। এখন কৃষ্ণ বলিতে প্রাণ লাগিয়াছে, আর তা'কে ছাড়াইয়া লইবেন না। সত্যই সন্ধ্যা প্রায় আসে-আসে হইয়াছে, পথের মাঝখানে রাত্রি হ'লে কষ্ট হ'বে। বাবা, আপনি আমাদের চিন্তা ছাড়ুন আমাদিগকে কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ ক'রে আপন পথে দ্রুতপদে চলুন, যেন সন্ধ্যার আগেই বিশ্রাম স্থলে পঁহুছিতে পারেন। বাবা, কৃষ্ণ বলিয়াছেন, আবার বলুন আবার বলুন। চাকর বাকরের হাতে আমার ভাইটিকে কিছুদিনের জন্য রাখিয়া এই ঝুলনযাত্রা দর্শন জন্য একবার শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসুন, সেখানে অনেক সুদৃশ্য ও সাধু দর্শনে চিত্ত রঞ্জন হ'বে সন্দেহ নাই। এই প্রকারে কিছুদিন দর্শনাদি করিয়া পরে আবার বাড়ী যাইবেন, ক্রমে ক্রমে এইভাবে অনেক শান্তি আসিয়া আপনাকে আশ্রয় করিবে তখন পূর্ণানন্দ পাইবেন। যদি কষ্ট না হয় মাকেও সঙ্গে আনিবেন, তাঁ'রও অন্তরটি কতক শান্ত হ'বে, মায়ের অন্তরে পূর্ণ শান্তি আমার ভাইটি ভাল হ'লেও আসিবে না, কেন না মায়ের মন, মায়ের স্নেহের মত; তুলনার অন্য স্থান নাই। আপনার কথা স্বতন্ত্র। একবার বৃন্দাবনে আসুন দেখিবেন প্রাণ কত সবল ও সুস্থির হবে। আর ভুলে থাকিবেন না।

আমার ভাইটির কথা সকল সময়েই মনে আছে; সে দরবারে যখনই সুবিধা মনে হ'বে তখনই পেশ করিব, তা'রপর হুকুমের উপর আমার হাত নাই, আমার যাহা অধিকার তত টুকু করিতেছি ও করিব, তা'র জন্য আপনি কোন রকম চিন্তা করিবেন না। নিত্যানন্দ পরম দয়াল, কিন্তু সময়ে সময়ে হট্‌ও করিয়া থাকেন, সে কেবল বিশেষ পরীক্ষা ও পরিশুদ্ধির জন্য। বাবা, এ অপদার্থ পুত্রটি যে আপনাদের কোন কার্য্যে লাগিল না এর জন্য বড়ই অনুতাপ পাই। সত্যই আমি আপনার পুত্রের উপযুক্ত নই, কোথায় আপনি প্রভুর পরম পবিত্র প্রিয়-পাত্র, আর কোথায় আমি নরকের কীট জীবাধম! বাবা, আমি উপযুক্ত হই আর নাই হই, আপনি কিন্তু দয়ার নজর রাখিবেন।

বাবা, ভাইকে আমার প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যা দু'বেলা এক তোলা বেলপাতা, একতোলা ভাল মিছরি ও তিনটি কাল মরিচ একত্রে ভাল ক'রে পিষে সরবত করাইবেন, এবং নেকড়ায় ছাঁক ক'রে খাইতে দিবেন, পূর্ব্বেও নিবেদন করিয়াছিলাম কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। এ খাওয়াইলে অন্য ঔষধ খাওয়াইবার কোন ব্যাঘাত হ'বে না, নিবেদন করিলাম। যখন জর হইয়াছে তখন প্রভুর দৃষ্টি ক্রমে পড়িলেও পড়িতে পারে, তবে আশা বেশী অন্তরে রাখিবেন না। কেন না "Hope deferred maketh the heart sick," সেই জন্যই নিবেদন করিলাম। বাবা, আশা দেওয়া আর কিছুই নয়, যেমন ছেলে খেতে না চাহিলে অন্য কাহারও নাম ধরে মায়ে ডাকে, তা' কি, ছেলে তা'র নামে শীঘ্র শীঘ্র খাইয়া ফেলিবে। ছেলেও পাছে অপরে এসে খেয়ে যায়, সেই ভয়ে ক্ষুধা না থাকিলেও খাইয়া ফেলে এবং তা'র ফলে হৃষ্টপুষ্ট হয়। এখন একটু নিশ্চিন্ত মনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলুন আর নয়ন জলে ভাসুন; এমন আনন্দ আর কিছুতেই নাই। বাবা, প্রভু সংকীর্ত্তন করিতে আসিলে, শ্রীবাস মৃত

পুত্রটিকে ঢাকা দিয়া, প্রভুর সংকীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। প্রভু, পুত্রটির বিষয় বারবার জিজ্ঞাসা করাতেও মিথ্যা কথায় ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন, পাছে প্রভুর সংকীর্ত্তন সময়ে রসাভাব হয়, এই ভয়ে। শ্রীবাসের দৃঢ়তা ও সরলতা দেখিয়া প্রভু গৌরাঙ্গ তাঁ'র মৃত পুত্রটিকে পুনর্জীবন দান করেন। তাই বলি বাবা, নাম লওয়া ছাড়া অন্য সকল অভিলাষ ও লাভকে গৌণ উদ্দেশ্য মনে করিবেন; এ সকলের জন্য কৃষ্ণনাম লইয়া নিষ্ফল নাম করিবেন না।

স্নেহময়ী মাকে আমার প্রণাম জানাইবেন, তিনি যেন এ হতভাগা ছেলের উপর অসন্তুষ্ট না হন। মা, বাপ সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

আপনাদের—হর।

ত্রিচত্বারিংশ পত্র।

বাবা! (পূর্ণবাবু)

আপনার পত্রখানি পাঠে পরম আনন্দিত হইলাম। বাবা, এমন মুক্তহস্তা না হ'লে কি আর মা বলিতে ইচ্ছা হয়? এ পৃথিবীর ধনরত্ন পৃথিবীতেই ফেলে যেতে হ'বে, তবে আর যত্ন ক'রে রাখার কি আবশ্যকতা বুঝে উঠা যায় না। মাকে বলিবেন পুত্র পৌত্রের শুভবিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশনে অজস্র টাকা খরচ ক'রেছেন কিন্তু এখন গরীব দুঃখীর পেট পানে চাহিয়া মাঝে মাঝে কিছু কিছু খরচ করে দেখুন কিসে বেশী আনন্দ। একটি গরীব ক্ষুধাতুর সামান্য শাক অন্ন খাইয়া যে আনন্দ প্রকাশ করিবে, একজন বড় লোককে কালিয়া পোলাও খাওয়াইয়া সে সুখের শতাংশের এক অংশও দেখিতে পাইবেন না। বড় লোকেরা অনুগ্রহ করিতেছি ভাবিয়া খান, কেন না সামান্য পান থেকে চুণ মাত্র খসিলে, অমনি তাহারা অপমানিত মনে করিবেন। তাই বলি

বাবা, এখন হ'তে যা' খরচ করিবেন গরীবের অন্ন বস্ত্রের জন্য করিবেন। বাবা, আপনাকে প্রভু কুবের করিয়াছেন, সামান্য ২।৫ শত টাকা দেনার জন্য আর এত কষ্ট কেন? আর দেনাও ত প্রায় শেষ হ'য়ে এল, এত চিন্তা কেন? এ কথা ব'লে আর আমাকে হাসাইবেন না। বাবা, লক্ষপতিরও ২৪ ঘণ্টায় দিন রাত, দরিদ্রেরও তাই; এক সেকেণ্ডের ফরক্ নাই; তাই নিবেদন, বাবা, আনন্দে দিন ক'টা কাটাইবার চেষ্টা করুন্। আমার ভাইরা না কেউ আপনার নিকট প্রার্থী, না আপনারা তা'দের মুখাপেক্ষা ক'রে আছেন। এ শরীরে এখনও অনেক বল ও উৎসাহ রহিয়াছে, এও ক্রমে ক্রমে হীন হইতেছে, যখন নিতান্ত নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হ'বে তখন আর কিছু হ'বে না, হতাশ হইয়া, অনুতাপ মাত্র আসিবে। এখন রাজা জনকের মত নিশ্চিন্তে ব'সে রাজ্যভোগ করুন আর নিশ্চিন্ত মনে কৃষ্ণনাম লইতে থাকুন। প্রভু আপনাকে বড়ই ভালবাসেন এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য আপনার চক্ষে জল দিয়াছেন, আর অন্তরে ব্যাকুলতা দিয়াছেন, আর কি বেশী চান? এই ব্যাকুলতাই ক্রমে ক্রমে প্রেমে পরিণত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করিবে, সে দিন আর বেশী দূরে নয়। আমার স্নেহময়ী মাকে আমাদের প্রণাম জানাইয়া নিবেদন করিবেন, তাঁ'র ছেলে অনন্ত অপরাধে ডুবে রহিয়াছে, তা'র উপর আর একটা অপরাধ তত ভয়ের কথা নয়। যে পাপী দশটা পাপের জন্য দণ্ডিত হয়, তা'র কাছে ১১টা হ'লে কি আর তা'কে বেশী বিচলিত করে। আমি জন্মাবধিই মায়ের শ্রীচরণে অপরাধী, অপরাধ ক'রে ক'রে এখন অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছি আর তত ভয় হয় না। মাকে এত চিন্তা করিতে নিষেধ করিবেন। কৃষ্ণ ইচ্ছার উপর সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে আপন কাজ করিতে বলিবেন, আর আমাদের উপর যতটা এখন কর্ত্তব্য এখন ততটাই নজর করিবেন; বেশী চিন্তা করিলে তত

আনন্দ পাইবেন না। মাকে বলিবেন যেন দয়া ক'রে এ হতভাগা ছেলেটিকে একবার চরণ দর্শন করান, বড়ই অভিলাষ বৃদ্ধি হইয়াছে।

বাবা, এই ঝুলন উপলক্ষে মা বাবা শ্রীধাম বৃন্দাবন দর্শনে যা'বেন শুনে বড়ই আনন্দিত হইলাম। কিন্তু আমি মায়ের সঙ্গে না যাইতে পারিয়া তেমনই কাতর হইলাম; আমার মত হতভাগা বৃন্দাবন দর্শনের উপযুক্ত নয়, আমার স্পর্শে পবিত্র তীর্থস্থানও নিতান্ত অপবিত্র হ'য়ে পড়ে, তাই আমাকে এই জেলে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। তাঁ'র ইচ্ছা জানিয়া আমার এতেও আনন্দ। শ্রীধাম বৃন্দাবন দর্শন ক'রে যে কি আনন্দ পাইবেন তা' চিন্তা ক'রেও আমি আনন্দে অধীর হইতেছি। বৃন্দাবনে যা'বার আগেই অটলের সঙ্গে দেখা হ'বে, আর বৃন্দাবনে যাইয়া আমার বাবা শ্রীব্রজকিশোরের নিকট থাকিবেন। যদি অটলকে প্রথমে লেখেন তাহা হ'লে ব্রজকিশোরজী হাতরাস্ পর্যান্ত এসে আপনাদিগকে লইয়া যাবেন, তখন শ্রীধামের পূর্ণ আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন। বেশী ঘটা ক'রে তীর্থদর্শনে গেলে তীর্থ দর্শনের আনন্দ পাওয়া যায় না, কেবল সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতে সময় টুকু যায়। তাই দিবেদন, বেশী ঘটা ক'রে যাবেন না, মা, আপনি, আর ২।১ জন নিজ জন ও চাকর একটি, নিতান্ত গরিবের ভাব লইয়া তীর্থ দর্শনে গেলে আনন্দের সীমা থাকে না। বাবা, নির্জ্জনে আপন মনে গুণ্ গুণ্ স্বরে গান যে রকম মধুর বোধ হয়, তানলয়যুক্ত তান্‌সেনের গানও তেমন মিষ্ট ব'লে মনে হয় না ও হ'তে পারে না। নির্জ্জনবাসের আনন্দ ব'লে বুঝান যায় না, নির্জ্জনবাসের আনন্দ নির্জ্জনবাসের আনন্দের মত। বৃন্দাবনে আসিলে অটল আপনাদের চরণ দর্শন ক'রে না জানি কতই আনন্দিত হ'বে, আর আপনারাও তা'কে দেখে অপার সুখ পা'বেন সন্দেহ নাই। অটল আপনার দর্শন পাইলে আমারও দর্শন করা হ'বে। অটলের স্ত্রীটি দেখে মা যে কি আনন্দিত হ'বেন, তা' আমি বলিতে পারি না। সে'টি

একটি অমূল্য রত্ন সন্দেহ নাই। মিলন হয়েছে ভাল, সংসারের সমস্ত কার্য্য নিজ হাতে করিয়া প্রত্যহ লক্ষের উপর নাম গ্রহণ করেন, তা'রাই জগতের অলঙ্কার, সন্দেহ নাই। তা'দের সহবাসে অচৈতন্যেরও পূর্ণ চৈতন্যের উদয় হইতে পারে, সন্দেহ নাই। প্রেমিকযুগল কৃষ্ণের বড়ই প্রিয়পাত্র নচেৎ কৃষ্ণ তা'দের জন্য কি খাটেন? বাবা, কৃষ্ণ সকলকেই ভাল বাসেন, তবে ভালবাসাটি পরস্পরের হইলেই বেশী মধুর হয়।

আপনাদের স্নেহের—হর।

চতুশ্চত্বারিংশ পত্র।

পরম স্নেহময় বাবা! (পূর্ণবাবু)

আপনার পত্রে আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। বাবা, কৃষ্ণ নাম করিবার কোন খাস তরিফা নাই, যেন তেন প্রকারেণ নাম করিলেই হইল, নাম করিতে করিতে সকল উপায় ও সকল পথ নজরে আসিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। বাবা, নাম করিতে করিতে কৃষ্ণরূপ আপনার হৃদয়ে আসিতেছে না ভাবিয়া কাতর হ'বেন না। তিনি নিজের বাসস্থান নিজেই প্রস্তুত ক'রে লইবেন। এত বড় বিরাট্‌কে অতি সামান্য সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে পূরিতে ইচ্ছা করা ভাল নয়, তা'তে তাঁ'র কষ্ট হ'বার সম্ভব। হৃদয় যখন খুব প্রশস্ত হ'বে, তখন তিনি আপনা আপনি নিজের বাসস্থান ক'রে লইবেন। আমরা পুরুষ অভিমানে ভ্রান্ত হ'য়ে, হৃদয়কে নিতান্ত অমার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছি, তাই সদাই মন ভ্রমিতেছে, স্থির হ'বার স্থান পায় না। যাহাদিগকে আমরা পুরস্ত্রী বলি ও স্ত্রীলোক মনে ক'রে ভ্রান্তিবশতঃ নগণ্য মনে করি, তাহারাই সামান্য গৃহমধ্যে বদ্ধ থাকিয়া হৃদয় বিস্তারপূর্ব্বক অধরকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন; তাঁ'দের

শুভ বিশ্বাসই তাঁ'দের এ উন্নতির কারণ। পঞ্চপাণ্ডব কৃষ্ণের প্রিয়তম ছিলেন কিন্তু দ্রৌপদী প্রাণ প্রিয়তমা। তিনি নিজে বলেছেন "ব্রজবাসী যত জন মাতা, পিতা, বন্ধুগণ, সবে মোর হয় প্রাণ সম, তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন, তুমি মোর জীবনের জীবন।" শ্রীমতীকে একথা বলিবার অভিপ্রায়ই তাই। নারীগণ অধরকে ধরিবার প্রকৃত উপায় জানেন, তাঁ'দিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা কোন রকমে কর্ত্তব্য নয়। আমার স্নেহময়ী মা "সদা উপবাস ক'রে ভাল আছেন" এই কথা শুনিয়াই এই দুই এক কথা নিবেদন করিলাম, অপরাধ মাপ করিবেন আর আমার স্নেহময়ী মাকে আমার প্রণাম জানাইবেন। তাঁ'র গুণেই আপনার উন্নতি উভয়তঃ, এ'টি মনে রাখিবেন।

বাবা, কৃষ্ণ নাম প্রণবেরও উপর। আগে পাছে প্রণব দিবার কোন আবশ্যক নাই। প্রণব বেদের বীজ, আর কৃষ্ণনাম বেদের পরপারে। এ সম্বন্ধে বেশী কিছু লিখিতে পারিলাম না। তবে এইমাত্র নিবেদন করি, যদি প্রণবের আবশ্যক হইত, তবে তিনি যখন গৌর হ'য়ে নাম বিলাইতে আসিয়াছিলেন তখন প্রণব দিয়া নাম বিলাইতেন। প্রণব শূদ্র স্পর্শে হীনতেজ হয়, কৃষ্ণনাম আমার চণ্ডালকেও পবিত্র করে। এর অপেক্ষা simple comparision আর কি নিবেদন করিব? আমার বাতুলতা মাপ করিবেন। খেপার কথায় খেপিবেন না। স্নেহ করেন ব'লেই এ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে সাহস করিলাম।

আপনার স্নেহের—হর।

পঞ্চচত্বারিংশ পত্র।

হে ভগবৎকৃপাপাত্র! (শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়,
গোঁদলপাড়া, চন্দননগর)

আপনার পত্রে যতই আত্মগ্লানির কথা লেখা থাক্, আমি কিন্তু আপনাকে প্রভুর পরম প্রিয়পাত্র মনে করিয়া আপনার সঙ্গে নব আলাপে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। আপনার হৃদয় পরম পবিত্র এবং কৃষ্ণের বাসোপযোগী, তা'র সন্দেহ নাই। আত্মগরিমা অপেক্ষা আত্মনিন্দা আত্মসংশোধন পক্ষে অধিক সহকারী, তাই বুঝি আপনার এ ভাব। আমার মত ভ্রান্তকে আর ভুলাইবার চেষ্টা করিবেন না। জম্মু হইতে কাশ্মীর আসাতে পথে ১০।১৫ দিন যায়, সেই কারণ পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল, অপরাধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু আপনি মহৎ, এইমাত্র ভরসাতে ক্ষমা চাহিতেছি।

মহাশয়, ভিখারী বৈষ্ণব, যাহাদিগকে একটু সামান্য চক্ষে দেখেন, একবার তা'দের সঙ্গে আলাপ ক'রে এবং তা'দের সঙ্গে মধুর কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণনাম গান ক'রে দেখুন, মন-শান্তির এমন পূর্ণ শক্তিমান্ ঔষধ আর এ জগতে নাই। সন্ধ্যা বন্দনাদি যদি নাম সংকীর্ত্তন বিরহিত হয়, তাহা হইলে পরমাসুন্দরী নবযুবতী সর্ব্বাঙ্গভূষিতা অথচ কুষ্ঠরোগ-গ্রস্তার মত ঘৃণিতা ও অস্পৃশ্যা হইয়া থাকে। যদি প্রাণে আনন্দ চান্, যদি শান্তিদেবীর সুশীতল ছায়াতে জুড়াইতে চান্, এই কাঙ্গাল বৈরাগীদের সঙ্গে আলাপ করুন, তা'দিগকে ভালবাসিতে শিখুন, আর তা'দের সঙ্গে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করুন, অচিরেই মনের সাধ মিটিবে। কলিতে নাম বই অন্য তপস্যা তত ফলদায়ী নয়। মধুর কৃষ্ণনাম অপেক্ষা মহামন্ত্র জগতে দ্বিতীয় নাই, ইহার শুদ্ধি পুরশ্চারণ নাই, ইহা স্বতঃ শুদ্ধ ও নিত্য ফলদায়ী। একবার দেখুন, তখন নিজেই বুঝিবেন। অভিমানশূন্য হইয়া

নিত্যানন্দের চরণতলে আশ্রয় লউন, জুড়াইবেন সন্দেহ নাই। মহাশয়, যে কলিতে নাম মহামন্ত্র প্রচার হইয়াছে, তাহা যে সত্য ত্রেতা হইতে বেশী আদরের, তা'র আর সন্দেহ নাই। বিষ যেমন প্রাণ-নাশক, তেমনি মৃতসঞ্জীবন, সন্দেহ নাই; কলিকাল তেমনই নানা দোষে পরিপূর্ণ, কিন্তু হরিনামপ্রধান, এই মহাগুণে সকল দোষ নষ্ট হইয়াছে, জানিবেন। এমন নাম থাকিতে আবার পাপী তাপীর ভয় কেন? এমন অক্ষয় ভাণ্ডার থাকিতে জীব কষ্টে মরে কেন? আর নিতাইএর মত দয়াল ভাণ্ডারী, তবে আর ভয় কেন? যা'র ইচ্ছা একবার "হা নিতাই" ব'লে দাঁড়াইলেই, পাত্রা-পাত্র বিচাররহিত হইয়া, নিতাই ভাণ্ডার বিলাইয়া দিবেন। এমন চারিদিকে সুবিধা থাকিতে কেন জীব হা হা করে বলিতে পারি না। মহাশয়, পাগলের এ সময় বেশী বায়ু বৃদ্ধি হইয়াছে, তাই যা' তা' লিখে আপনাকে বিরক্ত করিল, নিজগুণে ক্ষমা করিবেন, পাগল সদাই ক্ষমার পাত্র। আপনারা মহাপুরুষ, আপনাদিগকে কোন কথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র, দয়া রাখিবেন।

মহাশয়, একটি সন্ধান জানি ব'লেই নিবেদন করিতেছি। গুপ্ত ভাণ্ডার ঐ অটলের নিকটেই আছে। তা'র নিকটেই যা চাহিবেন, তা'ই পাইবেন; আমার মত লক্ষ লক্ষ দুঃখী, দরিদ্র, তা'র দ্বারে প্রতিপালিত হইতেছে; অটল প্রকৃত মহাজন ও মালদার। তা'র নিকটে যাহা চাহিবেন, তা'ই পা'বেন সন্দেহ করিবেন না। সে নানা কাঁদাকাটি করিলেও ছাড়িবেন না। অটল সত্যই নিতাইয়ের কৃপাপাত্র। সে যেমন, তেমনই তার স্ত্রী-রত্নটি। যেমন প্রকাণ্ড সমুদ্র, তেমনই সুসজ্জিত বিস্তৃত তরণীখানি। যা'র ইচ্ছা চ'ড়ে পার হইতে পারে। তা'রা দু'টিতে যে কি, না দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না। যা' চাহিতে হয় তা'দের নিকট চান। এ কথাটি বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, কিন্তু সত্য।

যখন দয়া করিয়াছেন, তখন আর দয়ার নজর উঠাইয়া লইবেন না। চুঁচুড়ার শ্রীযুক্ত নন্দলাল পাল এই ভ্রমে পড়ে অনেক অর্থ ব্যয় ক'রে আমার নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া নিজ ভ্রম সংশোধন ক'রে গেছেন, তাঁ'কে পত্র লিখিলে সকল কথা জানিতে পারিবেন।

আপনাদের কৃপাপ্রার্থী—হর।

ষষ্ঠচত্বারিংশ পত্র

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং !—(যজ্ঞেশ্বর বাবু)

বাবা ! কি বল্‌ব, আপনার পত্রে কি ছিল, প্রত্যেক কথাটি কাঁদাইয়াছে। বাবা, সত্যই আমার অপরাধ হইয়াছে, আপনি নিত্যানন্দের পরম প্রিয়পাত্র ও নিতান্ত নিজ জন। আমার একটি প্রার্থনা, বাবা, আমাকে নিজের ছেলে মনে ক'রে সেই রকম সম্ভাষণ করিলে আমি কৃতার্থ হইব। মা, বাপ ছেলের দোষ গুণ বিচার করেন না, সেই সাহসেই এ উপরোধটি করিলাম, নচেৎ আমি আপনার ন্যায় মহাপুরুষের পুত্র হইবার অধিকারী নই। আমি মন্দ ভাগ্য, তাই নিতাই-বিমুখ-জন, আমার মত পতিত সত্যই আর কেহ আছে, ব'লে মনে হয় না। বাবা, দুঃখ ও সুখ যখন চরম অবস্থাকে পায়, তখন চক্ষে জল থাকে না, মধ্য অবস্থার নিয়ম জল, তাই বলি বাবা, চক্ষের জলের জন্য কাতর হ'বেন না, এর পর সাম্‌লাইতে পারিবেন না। উচ্চ গান নির্জ্জনে করিলেই বুক বেয়ে ধারা পড়্‌বে, সেদিন দূরে নয়। পুকুরের পঙ্ক উদ্ধার হইতেছিল, তাই কিছুদিন জল কম ছিল, এবার নূতন জল পাড় ছাপিয়ে বহিবে। পাড় ছাপান জল চিরদিন থাকে না, ঠিক পূর্ণ জল থাকিলে

আর ছাপায় না, তখন পুকুরের ঢেউ পুকুরের বাহিরে যায় না। প্রবল হ'লে যাই যাই করে, কিন্তু যায় না। সেই ভাবটি গৌর আমার শেষ অবস্থাতে জীবকে দেখাইয়া গেছেন, নিতাই নিত্য পরিপূর্ণ, সেই জন্য কখনই তাঁ'র চক্ষে জল নাই, তাই বলি বাবা, জলের জন্য ভাবিবেন না। আমার বাবা, চার্‌দিকের মোহানা খোলা, দয়া ক'রে কেহ জল দিলেও, এক বিন্দু থাকে না। তাই বলিলাম, আমার মত হতভাগা আর কেহ নাই। পূর্ণ বর্ষার সময় নিজে সখ্‌ ক'রে চতুর্দ্দিকে মোহানা কেটেছি, এখন ব'সে কাঁদ্‌ছি। কাহারও দোষ নাই, সবই নিজ কৃত। এখন রামপ্রসাদের মত বলি "স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"।

বাবা, আপনার অভিমানশূন্যতা এবং নিতাইচাঁদের জন্য আকুলতা দেখে, সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এ অভিমানশূন্যতা এবং আকুলতা আমাতে কিম্বা অটলে নাই, অটলে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু আমাতে যে একেবারে নাই, তা' আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। এ রকম জেনেও আপনাকে অটলকে দেখাইয়া অপরাধী হইয়াছি, এর জন্য অটলকে দয়া করিবেন, আর আমাকে ক্ষমা করিবেন। অটলকে নিজ সঙ্গী ক'রে তা'কেও কৃতার্থ করিবেন, আর আপনিও আনন্দ পাইবেন, এই জন্যই ও রকম নিবেদন করিয়াছি। আপনি মহাজন আর সত্যই আমরা আদার ব্যবসায়ী, নিতান্ত মূলধন বিহীন, যখন যা' করি ধার ক'রে; দয়া করে মাঝে মাঝে ধার দিবেন, কিন্তু প্রতিদান পাইবার ভরসা রাখিবেন না। মালিকের দেওয়া মূলধন নষ্ট করিতে যখন কোন রকম ভয় পাই নাই, তখন অন্যের কথা বিচার ক'রেই নিতে পারেন। তাই নিবেদন করিলাম, ফিরে পা'বার আশা একেবারে ত্যাগ করে মাঝে মাঝে কিছু কিছু দিবেন, তা'তে আপনাদের মত মহাজনের সামান্য কিছু গেলে বিশেষ ক্ষতি হ'বার সম্ভব নাই। সত্যই বাবা, ভাঙ্গা

ঘরখানি নূতন মেরামত ক'রে রাখুন, এ দ্বারা অনেক কার্য্য করিতে পারিবেন। নিতাই বস্‌বেন, তাই একটু ঝক্‌ঝকে ক'রে রাখিবেন, তা' ছাড়া এ হতভাগারও আপনাকে দর্শনেচ্ছা এতই প্রবলা হইয়াছে যে না দেখিতে পেলে নিতান্তই কষ্ট হ'বে। বলুন বাবা, কখন দর্শন পা'ব। দেশে না গেলে দর্শন পা'বার আশা নাই, তা' ছাড়া কে বলিতে পারে ডাক কখন প'ড়্‌বে, কখন্ চ'লে যেতে হ'বে। যাহা হউক, বাবা, দয়ার ও স্নেহের নজর রাখিবেন, এ দীন হীনের মা, বাপ হ'য়ে আমাদিগকে আনন্দ দিন। হে বাবা, চুঁচুড়ার নন্দবাবাকে সত্যই ভাল সঙ্গী পা'বেন, তিনি বাড়িতেই আছেন ও এখন থাকিবেন, যখনই মন যা'বে মিলিবেন, তাঁ'র মিলনে বহু আনন্দ পাইবেন। তিনি নিজেই আপনার মত আনন্দময় পুরুষ, মিলনটা হ'বে ভাল। উভয়ে মহাসুখ পাইবেন। আপনাদিগকে পাইয়া আমার গরব বাড়িয়াছে, কেনই বা না বাড়িবে। বাবা, এমনই দয়া যেন জনমে জনমে পাই, এই সেই প্রভুর ও আপনাদের নিকট প্রার্থনা, আর কিছু চাই না। বাবা, এ দরিদ্র সন্তান দ্বারা মা, বাপের কোন উপকারের সম্ভব নাই ব'লে যেন স্নেহ পাইতে বঞ্চিত না হই। ছেলের মুখ দেখেই ছেলেকে বুঝিবেন, এই নিমিত্ত পাঠাই, দয়া ক'রে চরণে স্থান দিবেন।

আপনাদের স্নেহের—হর।

সপ্তচত্বারিংশ পত্র।

স্নেহময় বাবা! (শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বাবু)

আপনার এই আজকার পত্র খানির প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, এই জন্যই আগের পত্রের উত্তর দিই নাই, এর জন্য অপরাধ

হইলে ক্ষমা করিবেন। বাবা, সত্য বলিতে আপনারা নিতাইয়ের এক একটি বাহু, আপনাদের দ্বারাই তিনি নিজ কার্য্য করেন ও করিতেছেন। আপনাদের সখের দল নিত্য পুষ্ট হউক্ ও নিত্যানন্দের নাম জয়যুক্ত হউক্। নিতাই বড় দয়াময়। নন্দ বাবা ও অটল আপনার দর্শনে পাগল হইয়াছেন, আপনার গুণ তা'রা কেহ স্পষ্ট প্রকাশ করিতে পারে নাই। বাবা, সকলেই দর্শন স্পর্শনে কৃতার্থ হইল, বাকি রহিল কেবল এ হতভাগা। বাবা, আখ্, শশা, কুম্ড়া প্রভৃতি ছোট খাট বলিদান ক'রে, মহিষটা সকলের শেষেই হইয়া থাকে। তা'তেই মজা। তাই সকলের চেয়ে বড়টার উদ্ধার সকলের শেষেই হইবার সম্ভব। দেখিবেন দয়া ছাড়িবেন না।

স্নেহের টান বড় শক্ত, এ বন্ধন লৌহবন্ধন অপেক্ষাও দুশ্ছেদ্য, এ টানে প'ড়ে পশুরাও হাবুডুবু খায়, ইহারই নাম দৈবীমায়া। এ টান প্রভুর দিকে উন্মুখ হ'লে, জীব কি আর কখন এ ভবে থাকিতে পারে। যেখান হইতে টান পড়ে, সেই খানে চলে যেয়ে নিশ্চিন্ত হয়। ইহাই মুক্তি পক্ষে প্রধান যুক্তি। এ টান্ টানার মূল কারণ জানিয়া যাহারা ভাসে, তা'রাই কারণ বুঝিয়া নিকটে যেয়ে সাবধান হয়, তা'কি, পরস্পর সংঘর্ষণ না হয়; ইহারাই রসিক ভক্ত, টানের কেন্দ্রের নিকটে যাইয়া আপনাদের পৃথক্ অস্তিত্ব রাখিতে পারে ও পৃথক্ থাকিয়া সেই লীলাময়ের খেলাতে যোগ দান করে, সকল দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়, আর যা'রা তাঁ'কে নিরাকার ব্রহ্ম জানিয়া ভাসে, তা'রা তাঁ'র প্রকৃত স্থান না জানিয়া সংঘর্ষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মিশিয়া যায়, ইহারই নাম মুক্তি বা নির্ব্বাণ, আমাদের যেন কখন এ অবস্থা না হয়, এই মাত্র সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। চিরদিন যেন ললিত-মধুর-মূরতি হৃদয়ে জাগরূক্ থাকে, যেন পৃথক্ থাকিয়া তাঁ'র লীলা পুষ্টি করিতে পারি। কেমন বাবা, এ কথাটি খেপার মত

হ'য়েছে কি না? যে কথার মাথা মুণ্ড নাই, তা'ই পাগলের কথা। পাগলের কথা পাগলেই বুঝে, আনন্দ পায়, জ্ঞানীরা দম্ভে তাহাকে উপহাস করে। প্রভুর প্রথম দর্শনে, সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দ তা'ই করিয়াছিলেন, তারপর যখন সংস্পর্শ দোষে তা'রাও পাগল হইল, তখন নিজ নিজ ভুল বুঝে, প্রভুর পদে আত্মসমর্পণ ক'রে, একাকার হ'য়ে গেল। বাবা, পাগলের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে ভাল লোকও পাগল হ'য়ে যায়। আপনারা সকলেই পাগলের দল, তাই কোন বাধা না মানিয়া মুখে যা' আসে, তা'ই ব'লে ফেলি; জানি পাগলের কথা পাগলকে মধুর লাগিবে। বাবা, ব্রজের খেলায়, পাগলের খেলায় যদি কেহ যোগ দান করিতে চান, পাগল হ'বার চেষ্টা করা তাঁ'র উচিত, সেয়ানা হ'লে সেখানে যেতে পায় না। এইটি দেখাবার জন্য, নিতাই অদ্বৈত শ্রেষ্ঠ পাগলকে সহায় ক'রে, প্রেমের হরি গৌর হ'য়ে, পৃথিবীকে পাগলামী শিখাইয়া গেলেন।

বাবা, একটি কথা, যে প্রাণবল্লভ সর্ব্বত্র প্রকাশ, তাঁ'কে ছোট ক'রে হৃদয় পটে রাখাতে তত আনন্দ আছে ব'লে মনে হয় না। বড়কে ছোট করিলে তা'র কষ্ট হয়, তাই বলি, বাবা, তাঁ'র রূপ হৃদয়ে আসিতেছে না ব'লে দুঃখিত হবেন না। এ ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থানেই তাঁ'র অবস্থান দেখে কৃতার্থ হউন। পতিপ্রাণা সতী যেমন নিজ স্বামীর পরিত্যক্ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থ দেখে শিহরিয়া উঠে, তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু, পরমাণু দেখে আনন্দিত হউন, সকলই আমার সেই প্রাণবল্লভের। এই কথার পোষকতা চৈতন্যচরিতামৃত করিতেছে। শ্রীমতী কৃষ্ণকে বলিতেছেন "নহে গোপী যোগীশ্বর, তোমার পদকমল ধ্যান করি,' পাইবে সন্তোষ। তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে কুটি নাটি, শুনি গোপীর বাড়ে আর রোষ॥" বাবা, এই জন্যই বলিলাম ব্রজের খেলা পাগলের। সেখানে ধ্যান ধারণা নাই, থাকিতেও পারে না। এমন কি কেহ আছে যে স্বামীকে

কোলে লইয়া চক্ষু বুজে স্বামীর রূপ ধ্যান করিতে ইচ্ছা করে? যতক্ষণ স্বামী কোলে না থাকে, ততক্ষণ তা'র চিন্তা স্ত্রী করিতে পারে, নিকটে পেলে চিন্তা ক'রেও চিন্তার খোজ খবর পায় না। তাই নিবেদন, বাবা, হৃদয়ে কৃষ্ণ-রূপ আনিবার জন্য এত কাতর হ'বেন না, সদাই সেই প্রাণবল্লভের কোলে ব'সে থাকুন, কোন চিন্তাই থাকিবে না, পরমানন্দে থাকিবেন। বাবা, একটি কথা শুনে হাসিলাম, লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা ব্রাহ্মণীদের উপর প্রভুর দয়া বেশী, একথা বেদ বাক্যের মত সত্য, পরম সত্য। বাবা, এর কারণ আপনার অজানিত নাই। স্নেহ ভালবাসা পরস্পরে না হ'লে মধুর হয় না। যজ্ঞ পত্নীদের কথা কি ভুলে গেছেন? তা'রাও যেমন প্রভুকে সকল ভুলে ভালবাসে, প্রভুও তেমনই আত্মহারা হ'য়ে তা'দিগকে ভালবাসেন। ব্রাহ্মণদের বিচার বুদ্ধি, আর ব্রাহ্মণীদের অহেতুকী ভালবাসা, তাই কৃষ্ণ তা'দের বশ। আর ব্রাহ্মণীদের জন্যই ব্রাহ্মণদের উপরও প্রভুর দয়া হইয়াছিল। নাগপত্নীর জন্যই কালিয়া কৃষ্ণের কৃপা পায়, এই জন্যই গোপ রমণীরা সর্ব্বপ্রধানা; তা'দের প্রেমে বশ হয়ে, গোলোকের ধন ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা, গোকুলে গোচারণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে ক'রেছেন। কেমন বাবা, এও একটি পাগলের কথা কি না? আমার মাকে আমাদের প্রণাম জানাইবেন, আর বলিবেন যেন কুড়িয়ে পাওয়া ছেলের উপর স্নেহের নজর রাখেন।..................

.......................বাবা, আপনার শুভ ইচ্ছা নিতাই পূরণ করিবেন। ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচারিত হইবে, আপনিই এর মূল হইবেন। নিতাই আপনার দ্বারাই এ কার্য্যটি সারিবেন, ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনার শুভ ইচ্ছা অচিরেই পূর্ণ হউক, এই মাত্র সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। বাবা, আপনাদের ওখানে, কুকুর শেয়াল-কামড়ান, পাগল হ'য়ে যায়, তাই ওখানে পাগলানী যেতে চায় না। বাবা, তিনি শেয়াল হ'য়ে কামড়ালে

আর আপনাদের ঔষধ কিছু করিতে পারিবে না। বাবা, আমার ভাই, ভগিনীগুলিকে আমাদের ভালবাসা জানাইবেন, তা'দিগকে বলিবেন যেন তা'দের এই পাগল ভাইটিকে মাঝে মাঝে মনে করে, আমি তা'দের খেপা দাদা।

বাবা, আপনাদের খেপা ছেলে—হর।

অষ্টচত্বারিংশ পত্র।

বাবা! (যজ্ঞেশ্বর বাবু)

এবার পত্রখানি সত্যই বাবার মত লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার আনন্দ রাখিবার স্থান হইতেছে না, বুঝিলাম বাবা, এত দিনে আমাকে নিজের মনে ক'রেছেন। বাবা, নিতাই তাড়াইয়া দিয়াছেন, তাই এ নির্ম্মম কাশ্মীরে রহিয়াছি, এখন আমার মিয়াদ শেষ হয় নাই, কখন হ'বে তা'ও জানি না, এ সকল জানেন নিতাইচাঁদ। বাবা, আপনার বৌমা ও নাতি দুইটিও আমার সঙ্গে কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে।

বাবা, আমার শরীর কাতর হওয়ার জন্য বড়ই আপনারা কাতর হইয়াছিলেন, কিন্তু বাবা, আমার এ রকম মাঝে মাঝে হইয়া থাকে, অতএব বিশেষ কাতর হ'বেন না, পরের জন্য প্রভু এ শরীরটা রেখেছেন; এ'টি প্রভুর খাস মহল তাই সকল প্রজাতে ব্যবহার করিতে পারে। এখন শরীর পূর্ব্বের মত হইয়াছে, কোন গ্লানি নাই, বেশ আনন্দে আছি, চিন্তা করিবেন না। বাবা, যখনই মনে হয় আমি আপনাদের ছেলে, তখনই সকল ভয় দূরে যায় আর মহা আনন্দ পাই। কৃষ্ণ বড় দয়াময় যে এ হতভাগার সাহায্যের জন্য আপনাদের মত দয়াময় ও স্নেহময়, স্নেহময়ী মা, বাপ দিয়াছেন, আমি ধন্য হইয়াছি। বাবা, আমার নিকট আর আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিবেন না।

বাবা, মন দৌড়িতেছে ছাড়িয়া দিবেন। জানেন সঙ্কল্পের পর আর অশৌচ স্পর্শ করিতে পারে না। তখন মৃতাশৌচই কি আর জাতাশৌচই বা কি কিছুই স্পর্শ করে না। তাই বলি বাবা, যখন নাম করিতে সঙ্কল্পটি করিবেন, তখন মনকে নিকটে রাখিয়া তা'র পর আর মনের জন্য চিন্তা করিবেন না। যাক্ সে যেখানে যা'বে, আর তা'র পাছে পাছে না দৌড়ে, আপনার নাম করিতে থাকিবেন। ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হ'য়ে আপনা আপনিই আসিবে। মন বালকের মত, যত "আয় আয়" ব'লে ডাকিবেন, ততই দূর হ'তে দূরে পলাইবে। তাই বলি, তা'র যাওয়া আসার দিকে দৃষ্টিশূন্য থাকুন, আপনি ফিরিয়া আপন স্থানে বসিবে। আপনি কিন্তু লক্ষ্যটি ঠিক্ রাখিবেন, নাম লইতে কোন রকমে ছাড়িবেন না, মনের দিকেই মন দিবেন না। সকল অবস্থাতে ও সকল সময়ে কৃষ্ণনামটি জীবনে সম্বল করুন কৃতার্থ হ'বেন।......................................

মাকে বলিবেন, যে কার্য্যগুলি নিজে না করিলে নয়, সেগুলি ছাড়া যেন অন্য কার্য্যে নিযুক্ত না হন। আর কেন, অনেক কাজ ক'রেছেন, এখন বিশ্রাম করাই ভাল। পূর্ব্বে কাজ করিবার সময় হরিনাম করা হয় নাই, সেই কাজটি বাকী আছে। 'তাই নিবেদন, এখন অন্য কার্য্য ছেড়ে বাকী আছে যে কার্য্যটি, সেইটি নিয়ে থাকাই ভাল।

এত দিনে বোধ হয় আমার নন্দ বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবে, এত দিনে মিলনটা হ'ল ভাল। আপনাদের দলটি নিত্যানন্দের সখের দল জানিবেন। তিনি সদাই আপনাদের নিকটেই আছেন, ইহাতে সন্দেহ করিবেন না। বাবা, দয়া ক'রে আমাকেও আপনাদের দলে তল্পী বহিবার জন্য লইবেন। আমি অন্য কার্য্যের উপযুক্ত নহি। মোট বহিতে পারিব মাত্র। বামুন ঘরে গয়লার জন্ম হ'য়েছে। স্বভাবটি কোথায় যাবে? আমার কার্য্য এখন আর নাই, আমার বাকী কার্য্য

আপনাদের উপর দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। যে ক'দিন আর এ ভবে আছি, কার্য্যের মধ্যে খাওয়া আর শোয়া; প্রভু যত দিন অন্য কোথাও না পাঠাইতেছেন, তত দিন কেবল ব'সে ব'সে বেতন পাইতেছি। আমার pensionও নয়, চাকরীও নয়, বেশ এক মজা। কাজ নাই, কিন্তু বেতন পূরা অপেক্ষাও বেশী পাইতেছি।

আপনাদের স্নেহের ছেলে—হর।

একোনপঞ্চাশত্তম পত্র।

বাবা রামনারাণ! (শ্রীরামনারায়ণ হাতী, ধানবাদ্)

তোমার সুদীর্ঘ পত্রখানিতে মাল মশলা নিতান্ত কম। বাবা রে, কেন এত উতলা হয়েছ, বলিতে পারি না; কোন চিন্তা নাই; সকলই ঠিক্ আছে ও হ'বে। মন্ত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহাতে বীজের আবশ্যক নাই, তোমার মন্ত্রটি সকল বীজের বীজস্বরূপ মনে রাখিও, আর আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, একবার চৈতন্যচরিতামৃত খুলে মধ্যলীলার অষ্টম অধ্যায়ের শেষ কিয়দংশ পাঠ ক'রে দেখিবে। বাবা, এ মন্ত্রের বীজ নাই আবশ্যকও নাই। তুমি ভাগ্যবান্, এখন বীজ বপন-কারী চাষী বেটার কথা। হেঁ রে অবোধ, গুরু কৃষ্ণ যে অভেদ রে। সামান্য পাথরকে গুরু স্বীকারে কৃষ্ণকে আবির্ভাব করাইতেছে। একলব্য মাটির গুরু ক'রে তাতে সর্ব্ব প্রধান হ'য়েছে। সত্য, ত্রেতা দ্বাপর কলি এমন অনন্ত যুগ যুগান্তর জীবগণ পাথরের দেবমূর্ত্তি পূজিয়া মনের সকল সাধ মিটাইতেছে, আর আমার মত হাত-পা-নাক্-চোখ্‌ওয়ালা সজীব গুরু তোমার উপকার করিবে না? বাবা রে, একটি কথা শুন—কোন স্ত্রীর স্বামী যদি অন্ধ, খঞ্জ ও গলিত-কুষ্ঠী হয়, স্ত্রী কিন্তু সতী ব'লে খ্যাতি

পায় না কি ? এবং সে সতী জগৎ তারিতে পারে না কি ? মহাভারতে কি সতী স্ত্রীর কথা প'ড়ে দেখ নাই ? নিজ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত স্বামীর জন্ম তেত্রিশ কোটি দেবতাকে একত্র করিয়া মৃত স্বামীকে জীবিত করিয়া জগতে ধন্য নাম রাখিয়া গিয়াছে। বাবা রে, তেমনই মন্ত্রদাতা গুরু। স্বামী যেমনই হোক্ যেমন স্ত্রীর দেবতা, তেমনই গুরু সাক্ষাৎ দেবতা। সাক্ষাৎ কৃষ্ণ যা'কে যে রূপেই দর্শন দেন, ও কৃপা করেন সকলই সেই এক রসময়ের শরীর ; অতএব কদাচ ভ্রমে প'ড়ে কৃষ্ণ অবমাননা করিও না। তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এই কুৎসিৎ রূপে তোমার নিকট আসিয়াছেন, তুমি ভ্রমে প'ড়ে হেলায় রত্ন হারাইও না। এ রত্ন একবার হাত ছাড়া করিলে আর কখনই পাবে না। আবার সেই হাতে খড়ি হ'তে ঘষিতে হবে। সাবধান ! সাবধান !! সাবধান !!! এমন দুর্লভ জনম পাইয়া তা'র উপর এ রকম মহামন্ত্র পাইয়া প্রতারিত হইবার চেষ্টা করিও না। আড়কাটির প্রলোভনে প'ড়ে জনম হারাইও না। স্বামীসোহাগিনী সতীর মত স্বামীর কথা যা'র তা'র নিকট বলিও না। তোমার চক্ষে তোমার স্বামী যেমন সুন্দর, অন্যের চক্ষে তা' হ'বার কথা না হইতেও পারে। অতএব যদি তোমার নিকট কেহ তোমার স্বামীর নিন্দা করে, তা'হলে মহানরকে যাইতে হ'বে ; তাই বলি রে অবোধ, ছট্ ফট্ ক'রে অগ্নিতে পড়িও না, পরের কথায় কান দিও না, পরের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপ করিও না। মন প্রাণ সেই গুরুর চরণে ঢালিয়া দিয়া আনন্দ সাগরে ভাস এবং সময়ে ইচ্ছা হ'লে ডুবে রত্ন তুল, এ কথা ক'টি মিথ্যা মনে করিও না। আজ কষ্ট পাইয়া এ কথা লিখিয়া ফেলিলাম, বাবা রে, সাধুগণ মনোহারী দোকান নিয়ে ব'সে নাই, যে তুমি যা'বে আর একটা পয়সা ফেলে বা এক ছিলিম গাঁজা দিয়ে, মনের মত জিনিষ কিনে আন্‌বে। সাধুগণ কৃষ্ণ অপেক্ষাও দুর্লভ এবং আদরের ধন, কেন মিছা ভ্রান্ত হইতেছ, এই জন্যই কৃষ্ণ

ব'লেছেন "(সাধু) ভক্ত মোর মাতা, পিতা, ভক্ত মোর গুরু" তাই বলি রে বাবা, সাধুর নিকট একবার রূপ দেখাতে গেলেই সাধু কখন আমাকে কৃপা করিবেন না। একবার সাধুদের ভাবটা মনে মনে ভাব দেখি; তা'রা মা ছেড়েছে, বাপ্ ছেড়েছে, ধন, জন, সংসার সকল ভুলেছে, আর নিতান্ত দরিদ্রের মত প্রভুর নাম নিয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে; কোন দিন অর্দ্ধাশন, কোন দিন অনশন এত কষ্ট স্বীকার ক'রে যে দুর্লভ রত্ন তা'রা তিল তিল ক'রে সংগ্রহ করিতেছে, তা' কি যা'কে তা'কে হঠাৎ দিয়ে দিবে, তবে অভিমান কেন ? এক জন স্ত্রীশূন্য ব্যক্তি লক্ষ স্ত্রীসংযুক্ত পুরুষের নিকট আত্মচেষ্টা নিবেদন করিলেও কি কেহ তাহাকে নিজের স্ত্রীটি দিয়া দেয় ? আবার উপযুক্ত পাত্র দেখিলে, বহু যত্ন ও আদর ক'রে নিয়ে গিয়ে কন্যা, ভগিনী, ইত্যাদি সম্প্রদান করে। আমরা উপযুক্ত সং-কুলীন হ'তে পারিলে ঐ সকল সাধু, তল্লাস ক'রে আমাদিগকে কৃপা করিবেন নচেৎ টাকা দিয়ে স্ত্রী কিনিতে হ'বে এবং তা'তে অনন্ত চেষ্টা চাই, তাই বলি বাবা রে, যে যে সাধু তোমাকে যা' যা' বলেছে, সকলই সত্য; একটু চিন্তা করিয়া দেখিবে তোমার এ রকম বলা কতদূর ভুল হ'য়েছে, কতদূর অন্যায় হয়েছে; এখন মনে প্রাণে প্রভুর নিকট নিজ দোষ স্বীকার কর, ক্ষমা চাও এবং ভবিষ্যৎ জন্য সাবধান হও, দেখিবে সকল জ্বালা জুড়াইতে পারিবে। তোমার গুরুদেব এখন সামান্য দেহ দেহী বিচ্ছেদ করিয়া সর্ব্ব ব্যাপকরূপে সকল সময়ে তোমাকে দেখিতেছেন, এ'টি মিথ্যা মনে করিয়া বিপদে পড়িও না, সর্ব্বদা তাঁ'কে নিকটে ভাবিয়া ও জানিয়া, সকল কর্ম্ম করিবে। তাঁ'র পদে প্রগাঢ় ভক্তি রাখিবে। এখন তাঁ'র মূর্ত্তিতে এবং কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে কোন প্রভেদ নাই, অভেদ জানিয়া চিন্তা করিবে। দেখ্‌বে বাবা, সমস্ত দিন বৃথা কাজে কাটাইয়া, সন্ধ্যার সময় যেন আসল ভুলেছি ব'লে কাঁদ্‌তে না হয়; এখন হ'তে সাবধান করিয়া

দিলাম। বাবা রে, আর একটি সত্য কথা গোপনে মনে রাখিও, আমি আমাকে ভাল ক'রে বিচার ক'রে দেখ্‌লাম, তোমাদের গুরু হওয়া দূর হোক্ শিষ্যের শিষ্য হ'বার উপযুক্ত নই, এ'টি ধ্রুব সত্য, ধ্রুব সত্য। তোমরা আঁধারে তবু হাত্‌ড়াইতেছ, আমি আঁধার পাইয়া ঘুম দিতেছি আমার মত তোমরাও ঘুমাইও না। চল, চলিতে চলিতে আলো দেখিবে পথ পাইবে, সুখের রাজ্যে আনন্দে বাস করিবে, কৃষ্ণ তোমাদিগকে হাত ধ'রে নিয়ে যা'বেন। মাতালের দুরবস্থা দেখে অন্যের সাবধান হওয়া যেমন দরকার, আমাকে দেখে ধর্ম্মপথের পথিকগণও সাবধান হউন। বাবা রে, যত যত গুরুমূর্ত্তি সকলই সেই কৃষ্ণের মূর্ত্তি জানিবে, তবে তুমি মনে করিতে পার, এ সকল মূর্ত্তিতে সে সকল শক্তি নাই কেন, সে লালিত্যই বা কোথায়? বাবা রে, কোন সাধক, শবাসনা আরাধনা করিতে গেলে যেমন ইষ্টদর্শনের পূর্ব্বে নানারকম তা'র বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দর্শন হয়, কিন্তু সত্য বিচারে সকল মূর্ত্তিগুলিই সেই আমার ইষ্টদেবের, তেমনই রে বাবা, কৃষ্ণ পা'বার আগে সকল গুরুমূর্ত্তি প্রভুরই এক একটি মূর্ত্তি জানিয়া আদর করিও, নচেৎ ঐ সাধকের মত হঠাৎ নষ্ট হইয়া চির দিনের তরে নিজের পথে কণ্টক রোপণ করিবে। কৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ব'লে গেছেন, "যত আচার্য্যমূর্ত্তি সবগুলিই আমারই মূর্ত্তি জানিবে, সন্দেহ করিও না।" এখন বোধ হয় এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু তোমাকে বলিতে হ'বে না, বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবে, এখন চুপ্ করে নিজ ইষ্ট সাধন কর। যে মহামন্ত্র ভাগ্যক্রমে পাইয়াছ অহরহঃ জপ কর, ও চিন্তা কর, মনের সকল সাধ মিটিবে, কৃতকৃতার্থ হইবে। আমাকে মন্ত্রটি লিখিয়া পাঠানতে তোমার অন্যায় হয় নাই। কিন্তু সাবধান, আর কেউ যেন কোন রকমে জানিতে পারে না। মন্ত্র কা'কে বলে শুনিবে? মনে কর কোন সহরে আমার একটি ভালবাসার পুরুষ কিম্বা নারী আছে, আমি যখনই সেই

পথে যাই, তা'কে দেখিবার জন্য কোন একটি সঙ্কেতসূচক শব্দ (কেবল সে জানে আর আমি জানি মাত্র) করিলেই যেমন সে শব্দ অন্যের নিকট meaningless হ'লেও আমার ভালবাসার ধন যেন তা'তে একটি নূতন স্বর্গ দেখিতে ও বুঝিতে পারে, তেমনই মন্ত্র আর কিছুই নয় কেবল আমার প্রাণবল্লভকে ডাকিবার একটি সঙ্কেত শব্দ মাত্র। ইহার অর্থ কেবল আমি জানি আর আমার সে জানে। লোকের নিকট তা'কে ডাকিলে সকলে জানিতে পারিবে, সেই জন্যই আমি একটি নূতন রকমের শব্দ করি। সে'টি আমার বন্ধু বই আর কেউ বুঝে না, সেই শব্দটির নামই মন্ত্র। মন্ত্র অন্য হাতী ঘোড়া নয়। এখন বোধ হয় বুঝিবে এবং বোধ হয় আর তোমার মনে কোন রকম ক্ষোভ উদয় হ'বে না। মন্ত্র সকল সময়েই করিতে পার, হরেকৃষ্ণ নামটি যখন তখন মনে মনে বা উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বদাই সর্ব্বসমক্ষেই করিবে। কিন্তু নিজের গুপ্ত নামটি মনে মনে করিবে, অন্যে যেন শুনিতে না পায়। মনই করিবে মনই শুনিবে। ইষ্টমন্ত্র জপের একটা সংখ্যা প্রথমে রাখা কর্ত্তব্য। কতবার প্রত্যহ নিশ্চয়ই করিব, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া লইবে, তা'রপর যখন খেতে শুতে, অভ্যাসক্রমে রসনা নাম আর ছাড়িবে না, তখন সংখ্যা রাখিবার আবশ্যক হ'বে না। যতদিন সংখ্যার মধ্যে থাকিবে, মাঝে মাঝে সংখ্যা বাড়াইতে হ'বে। যা' কিছু পূজা পাঠ সবই এই মন্ত্র মধ্যে জানিবে। বাবা, আমি মহামূর্খ আমার নিকট কিছু আছে মনে করিয়া ভ্রান্ত হইও না। দ্বিতীয়বার মন্ত্রগ্রহণ তোমার আবশ্যক একবারে নাই। মিথ্যা ভ্রমে পড়িয়া দুঃখের পথ নিজ হাতে পরিষ্কার করিও না। কায়মনোবাক্যে এই মন্ত্রের ও মন্ত্রদাতা গুরুর আশ্রয় লও চরিতার্থ হ'বে। আমার মত Satanএর কথায় কর্ণপাত করিও না। লোকে যে যা' বলে বলিতে দাও, তুমি আপন কার্য্য ক'রে চল, লোকের সঙ্গে তোমাকে তরিতে, ডুবিতে হ'বে না, তুমি

নিজেই নিজের জন্য দায়ী। বাবা রে, খেপার মত অনেক কথা বলিলাম, রাগ করিও না, মূর্খের কথা মনে ক'রে উপেক্ষা করিও। আমি নিতান্ত বদ্ধজীব, আমার কাছে পথের কথা জিজ্ঞাসা করা না করা উভয়ই সমান। আমার সকল আশা ভরসা তোমরা, একথা কতবার না লিখিয়াছি। আজ আবার লিখিলাম, মনে রাখিও, তোমরা ছাড়া আমার নিজের বলিতে কোন সম্বলই নাই।

সামান্য অর্থেই সন্তুষ্ট থাকিও। সঞ্চিত একটি পয়সা আর এক ভাণ্ড বিষে কোন প্রভেদ নাই। সঞ্চিত অর্থ অপেক্ষা বিষ বরং ভাল। বিষ সঙ্গে সঙ্গে অচৈতন্য করে জারিয়া মারে। সঞ্চিত অর্থ জারে, অচৈতন্য করে, কিন্তু মারে না, কেবল জনমে জনমে নিদারুণ কষ্ট দেয় মাত্র। তাই বলি বাবা, অর্থ সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিও না; বেশী আসে, নিজের নিকট রাখিও না, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মা, বাপ যে নিতে চাহিবে তা'কেই দিও, অন্যকে দিতে সামর্থ্য থাকে আরও ভাল। অর্থ থাক্ আর না থাক্ এ ভবে যা সুখদুঃখ ভোগ করিতে আসিয়াছ, তাহা বিনা চিন্তাতে ও চেষ্টাতে ভোগ হইবে, তবে আর ভাবনা কেন? ধনকে শাস্ত্রে "দুষ্ট মদ" বলেছে। একে মদ তা'তে আবার দুষ্ট, তাই বাবা এ ধনকে কখনই এক এক পয়সা ক'রে যুড়িয়া রাখিতে চেষ্টা করিও না। যা'দের সামান্য উপার্জ্জন তা'রাই অনেকটা সুখী, বেশ ক'রে খায় আর হায় ক'রে নিদ্রা যায়, কখনই কোন দুশ্চিন্তা তা'দিগকে কষ্ট দেয় না।

সকল চিন্তা ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত মনে প্রভুপদ সেবা কর। যতদিন মা আছেন, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জানিয়া তাঁ'র তুষ্টি সাধন করিবে। মা আনন্দ মনে যখন যা' বলিবেন তা'ই তুমি পাইবে। মা, বাপের আশীর্ব্বাদ কখনই বৃথা যায় না, এ'টি স্থির জানিয়া তাঁ'দের আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিবে। স্ত্রী তোমার স্থানীয়া হয়ে, তোমার মায়ের সেবা কার্য্যে থাকিবে,

তা'র জন্যে তোমার কোন চিন্তা নাই। উপার্জ্জনের জন্য তুমি মায়ের নিকটে থাকিয়া তাঁ'র সেবা করিতে পার না ব'লেই স্ত্রীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। স্ত্রীর জন্য কোন চিন্তা করিও না। তা'রা নিত্যশুদ্ধা, কিছুতেই অপবিত্রা হ'তে পারে না। তা'রা এ সৃষ্টির রাজা, অতএব আইনের পার জানিবে। আইন প্রজার জন্য, রাজার জন্য নয়। রাজাই আইনকর্ত্তা, আইন তা'র অধীন, সে আইনের অধীন নয়। তোমরা দু'টিতে আমার ভালবাসা জানিবে। বাবা রে, আমার শরীর নিতান্ত অশক্ত ও অচল হইয়াছে, আর পত্র লিখিয়াও তোমাদের সুখ দিতে পারিব ব'লে মনে হয় না; তাই বলি, আমার পত্র পাও আর নাই পাও, তা'র জন্য অভিমান না ক'রে তোমরা মাঝে মাঝে পত্র দিও। * * আমার কথায় রাগ করিও না। আজ খেপার মত অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম কিছু মনে করিও না। পত্রখানির প্রত্যেক কথাটি মন লাগাইয়া ভাবিও। আমার শরীর ভাল নয়।

তোমাদের —হর।

পঞ্চাশত্তম পত্র।

নমস্কার নিবেদনমিদং। (শ্রীবিষ্ণুচরণ মহন্তী, বনকাটা)

আপনার স্নেহমাখা পত্র পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম, তবে নিজের অবস্থা বুঝিয়া তেমনই কাতর হইলাম। মহাশয়, নিজের পুত্র নিতান্ত কদর্য্য হ'লেও মা বাপ তা' দেখিতে পায় না। সেই হিসাবেই আমার স্নেহের বাবা অকিঞ্চন, আমার কোন দোষ দেখিতে পান না এবং অন্য সকলেরই নিকট প্রশংসা করেন; সত্য বলিতে কিন্তু আমি ঠিক তা'র বিপরীত, আমার মত প্রতারক ও প্রবঞ্চক আর দ্বিতীয় নাই। সরল

মনুষ্যকে ভুলাইবার পথ আমি বেশ শিখিয়াছি ; চোরের নিকট সাধু অতি সহজেই ঠকিয়া যায়, তাই আপনাদের মত মহাপুরুষগণ আমার মত দুষ্টের হাতে সহজেই প্রতারিত হইয়া পড়েন। আমি যা', তা' অকপটে নিবেদন করিলাম, সত্য জানিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন। জল মগ্ন হতভাগাকে আর দূর জলে ঠেলিয়া দিবেন না, এই মাত্র প্রার্থনা।

আপনি যাহা যাহা চাহিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান আমার বাবার—(শ্রীযুক্ত অকিঞ্চন নন্দীর)—নিকটেই পাইবেন। তাঁ'রা মহাজন এবং এখানেও যেমন খ্যাতনামা উকিল, সেখানেও তেমনই জানিবেন। কৃষ্ণের দরবারেও তাঁ'রাই উকিল, অতএব যা' কিছু দরখাস্ত, তাঁ'র হাতেই দিবেন। আমি সে রাজ্যের কোনই খবরাখবর রাখি না, রাখিবার পাত্রও নই, তবে এই মাত্র জানি, যেমন কোন বড় লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাড়ীতে আনিবার পূর্ব্বে, গৃহের ভিতর বাহির পরিষ্কার করিতে হয় এবং সদাই তাঁ'র খাতির যত্নের বিষয় চিন্তা করিতে হয়, তেমনই কৃষ্ণকে আনিতে হ'লে নিজ ঘরের অন্তর্বাহির খুব পরিষ্কার করিতে হইবে এবং অহরহঃ তাঁ'র চিন্তাতেই মগ্ন থাকিতে হ'বে, আর তাঁ'র মনের মত মানুষ ২।১ জন নিজ সঙ্গেই রাখিতে হইবে। যে সকল লোকের সঙ্গ তিনি চান না, তাহাদিগকে দূরে রাখিতে হ'বে। তিনি বড় দয়াময়, এই জন্য আপনাকে তাঁ'র তুষ্টির জন্য দয়াময় হ'তে হবে, গরিব দুঃখীর কষ্ট দেখিয়া কাতর হইতে হইবে এবং যেখানে সাধ্য নিজ শক্তি অনুরূপ তা'দের দুঃখ দূর করিতে হ'বে। মহাশয়, এ পৃথিবীর ক'টা দিন পথিকের সরাইয়ে রাত্রি বাস মনে ক'রে যাহারা নির্ব্বিবাদে বিশ্রাম করে, তা'রাই পরদিন প্রভাতে সবল হইয়া আরও আনন্দে চলিতে পারে এবং গন্তব্য স্থানে বেলাবেলি পঁহুছিয়া মনের মত নিরাপদ স্থান লইতে পারে, আর যাহারা রাত্রে বিশ্রাম না ক'রে, অনর্থক বিবাদে ও কলহে রাত্রি যাপন করে, তাহাদিগকে

অধিকতর শ্রান্ত হইয়া, অন্য স্থানে যাওয়া দূরের কথা বরং নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া সেইখানেই থাকিতে হয়, কিম্বা তাহা অপেক্ষাও খারাপ স্থানে যাইতে হয় (যথা জেলখানায়)। তাই বলি, এ পৃথিবীর ক'টা দিন কোন রকমে কাটান, আর নিজ গন্তব্য স্থানে যা'বার জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন, অনর্থক বিবাদে রাত্রি কাটাইলে, প্রভাতে যখন সকলে চলে যা'বে তখন একা কাঁদিতে হ'বে। পৃথিবী যে সরাই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ'টি মনে প্রাণে বুঝিয়া নিজ কর্ম্ম করিতে বিলম্ব করিবেন না। কৃষ্ণ ভজনই জীবের নিজকর্ম্ম, অন্য সকলই অপদার্থ জানিবেন। বাবা, এই সম্বন্ধে একটা কথা মনে পড়িল, তাই নিবেদন করিতেছি। একদা এক সাধু সন্ধ্যার সময় একজন বড়লোকের দ্বারে উপস্থিত হইয়া রাত্রিবাসের জন্য প্রার্থনা করেন; গৃহ-স্বামী সাধুর কথায় বিরক্ত হ'য়ে উত্তর করিলেন, "বাবা, এ গৃহস্থের বাড়ী, সরাই নয়।" সাধু কিন্তু ক্রোধ না ক'রে হাস্য ক'রে বল্লেন "কেন বাবা, এ'টি ত সরাই মনে হ'য়েছিল; যাহাহ'ক, বাবা, এ বাড়ীটি কে প্রস্তুত ক'রেছেন?" বাড়ীর কর্ত্তা উত্তর কল্লেন, "আমার প্রপিতামহ।" সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁ'র সঙ্গে দেখা করিতে চাই।" তা'তে উত্তর করিলেন "তিনি মারা গেছেন, তা'র পর তাঁ'র পুত্র এ বাড়ীর মালিক হন, তাঁ'র মৃত্যুর পর পিতা এ বাড়ী পান এবং পিতার মৃত্যুর পর আমার হইয়াছে, আমার পর আবার আমার ছেলেদের হ'বে।" এই কথা শুনে সেই সাধু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "মহাশয় যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকলেই ছেড়ে গেছেন, আবার আপনিও ছাড়িবেন, তখন এ সরাই নয়ত আর কি হ'তে পারে?" সাধুর কথায় তাঁ'র চৈতন্য হয় এবং পরে নিজের দোষ স্বীকার ক'রে সাধুর সৎকার করেন। তাই বলি মহাশয়, এ পৃথিবীতে চিরদিনের জন্য কেহ আসেন নাই, অতএব ইহাকে সরাইই বলিতে হ'বে। এ পৃথিবী একটি রাত্রি বাসের জন্য চটি বই আর কিছুই নয়

জানিয়াই, সকল বিবাদ বিসম্বাদ ছাড়িয়া বিশুদ্ধ মনে হরির স্মরণই কর্ত্তব্য ; নচেৎ বিপদেই পড়িতে হ'বে, সন্দেহ নাই। এখানে ভাল থাকিতে হইলে অসৎ সঙ্গ প্রথম ত্যাগ করিতে হ'বে, তারপর অসৎ কর্ম্ম। কলিকাতা যাইতে হ'লে যেমন কলিকাতা যাহারা যাইতেছে, তা'দের সঙ্গেই যাওয়া উচিত, যাহারা পুরুলিয়া যাইতেছে, তা'দের সঙ্গ ত্যাগ করিতেই হয়, তেমনই সেই নিত্য ধামে যাঁহারা যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা চেষ্টা ক'রে সেই পথের পথিকের সঙ্গ করিবেন, অন্য সঙ্গ নিশ্চয়ই বন্ধনের কারণ, সন্দেহ নাই। এ জন্য প্রভু চৈতন্যদেব সনাতনকে গ্রাম্যকথা কহিতে ও বিষয়ীর সঙ্গ করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছেন। তাঁ'র হুকুম মত কার্য্য করুন, পরম শান্তি পাইবেন ও পরম সুখে থাকিবেন। তাঁ'র যত শিক্ষার প্রধান "নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন" এই করুন, পরমানন্দে থাকিবেন। রাজা, মহারাজা, রাজচক্রবর্ত্তী সকলেই ক্রমে ক্রমে চলে গেছে জেনেই পৃথিবীর উপর বেশী আসক্তি দেখাইবেন না। ধন দৌলৎ সকলই পরের জন্য পড়ে থাকিবে। আমি গেলে, আমার পুত্র কন্যাগণ আমার আর নিজের থাকিবে না, তাই পরের জন্য বলিলাম। আমার অবর্ত্তমানে যাহা পরের হ'বেই হ'বে, তা আমি জীবিত অবস্থায় কেন না অংশ করে দিই ? তা'তে আমারও মহা আনন্দ। তাই বলি, সৎসঙ্গ করিবেন, তা' হ'লেই সকল কার্য্যের সুরাহা দেখিতে পাইবেন। যেখানে হরি কথা হয়, সেইখানে বসিবেন, যেখানে কেবলই বিষয়ীর কথা, সেখানে বেশী বসিবেন না. ইহাই আমার একমাত্র নিবেদন। আমার বাড়ীও সোনামুখী, যদি কৃষ্ণ কখন দেশে নিয়ে যান, আপনাদের চরণ দর্শনে পরিতৃপ্ত হইব। দেখিলে বুঝিবেন আমি কি মহাপাতকী ; তখন আপনা আপনি ঘৃণা আসিবে। আমার গতি মুক্তি আপনারা, ইহাই আমার কথা।

আপনার আশ্রিত—হর।

একপঞ্চাশত্তম পত্র।

ভাই রসিক! (শ্রীযুক্ত রসিকলাল দে, সোনামুখী, বাঁকুড়া)

তোমার পত্রখানি পাঠ করিয়া জীবনে অনেক নূতন নূতন ভাব উদিত হইয়া ক্ষণেকের জন্য সব ভুলাইয়া দিল। ভাই রসিক, সদ্য প্রসূত বালকটি মাতৃস্তন্যের জন্য কাঁদে কেন, বল দেখি? ভাই, মাতৃস্তন্যের জন্য লালসা আছে বলিয়াই নয় কি? ছেলে মাতৃস্তন্য আস্বাদ করিয়াছে বলিয়াই দ্বিতীয় বার তাহাই পাইবার জন্য লালসা হইয়াছে এবং পাইতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়াই কাঁদিতেছে। তাই বলি ভাই, তুমি যে "হ'ল না," "পেলাম না" বলিয়া কাঁদিতেছ, ইহাই বলিয়া দিতেছে, পূর্ব্বে পাইয়াছিলে, এখন পাইবার লালসা হইয়াছে, বিলম্ব হইতেছে বলিয়া "হা হুতাশ" করিতেছ। ভাই, যখন কৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরায় চলিয়া যান, তখন শ্রীমতী চন্দ্রাবলীর নিকট বলিয়াছিলেন "চন্দ্রাবলি! তুমি ধন্যা, কেননা তুমি কৃষ্ণ দর্শন করিয়াছ, আমার অদৃষ্টে তাঁ'র দর্শন পর্য্যন্তও হ'ল না।" এ'টিতে জানাইয়া দিতেছে, ভাই, অনুরাগ যত প্রবল হয়, ততই প্রিয় বিরহ ও অভাব অধিকতর বোধ হয়। ধন্য তুমি এবং ধন্য সেই জন, যাঁহার সদাই পাইলাম না, পাইলাম না, হারাইলাম, হারাইলাম, এ রকম চিন্তা হয়। ভাই রসিক, তাঁ'র নাম "অধম তারণ" "ঠাকুর" ইত্যাদি দিলে তাঁ'কে একটু দূর করা হয়। ভাই, স্ত্রী তা'র প্রাণের প্রাণকে ততদিন 'আপনি' আসুন' ইত্যাদি সম্মান-সূচক বাক্য প্রয়োগ করে, যতদিন ঘনিষ্ঠতা না হয়। তাই বলি ভাই, সেই প্রাণের প্রাণবল্লভকে ও সব নামে অভিহিত করিলে, তাঁ'কে ইচ্ছা পূর্ব্বক একটু দূর করা হয়। তুমি আমাকে সম্মান সূচক সম্ভাষণ করিলে, সম্মান বজায় করিবার জন্য আমাকে সেই রকম ভাবে থাকিতে হইবে

তাহাতে কিছু কৃত্রিমতা মিশিয়া যায়। তাই বলি ভাই, আমার রসিক-শেখর নটবরকে রাখাল বেশটি ভাল লাগে, কাজ কি ভাই তা'কে রাজা সাজানতে। ভাই, একজন অতীব ফাজিলকে যদি ভাল লোক ভাল লোক করিয়া আদর করা যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি আদর-কারীর নিকট আপনার চাঞ্চল্য-স্বভাব ভুলিয়া যাইয়া ভদ্রলোক সাজে। সেই জন্য বলি, আমার রাখালটিকে রাজা সাজাইওনা, তাঁ'কে প্রাণনাথ, বন্ধু, হৃদয়-বল্লভ, ইত্যাদি নামেই ডাকিবে। দয়াময়, অধম-তারণ ইত্যাদি নামে ডাকিয়া তাঁ'র আদর বাড়াইও না। তাহা হইলে তাঁহাকে পাইতে একটু দেরী হইবে। মুনি ঋষিগণ অনন্ত কাল তাঁহাকে "পতিতপাবন" "দয়াময়" ইত্যাদি বলিয়া ডাকিয়াও পান নাই; কিন্তু ব্রজের গোপকন্যাগণ "বন্ধু" বলিয়া ডাকিয়াছিল বলিয়া, কেবল দেখা দেওয়া কেন, তা'দের নিকট ঋণী হইয়া পড়িয়াছেন এবং হাতে ধরাতে পায়ে ধরাতেও পরিশোধ করিতে না পারিয়া, সেই রমণীর নাম লইয়া দ্বারে দ্বারে কান্দিয়া পরিশোধ করিয়াছেন, পরেও করিবেন। দেখ ভাই, যে ঠাকুরটি যোগীদিগের আরাধ্য ধন, যাঁহাকে সুকৃত সাধকগণ বহু যত্নে বহু কষ্টে অতীব সতর্কতার সহিত ধ্যানে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হন, তিনিই নাকি গোপরমণীদের দধি দুগ্ধের ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া কত গালি খাইয়াছেন, তাই বলি ভাই, তাঁ'র আদর বাড়াইও না; রাখাল রাখালই রাখ, সুখ পাইবে। ভাই রসিক, তুমি লিখিয়াছ যে, "যে কর্ম্মকে করিয়া বর্ত্তমান দেহ ধারণ করিয়াছি, তাহা কি তাঁ'র কৃপাতে ধ্বংস হইতে পারে না? তবে তিনি দয়াময় কি করিয়া হইলেন"? ভাই রসিক, এ কথার উত্তর দেওয়া আমার মত মূর্খের কর্ম্ম নয়। যাঁহারা সেই দয়াময়ের দয়া পাইয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। তবে অনুমান দ্বারা এই প্রকার অনুভব হইতেছে যে, কর্ম্মগুলি নষ্ট হয় না, ভোগ দ্বারা কর্ম্মগুলি ধ্বংস হয়, তবে তাঁ'র নাম

লইবার ফল কি জিজ্ঞাসা করিয়াছ; ভাই রসিক, এ বিষয়ে আমি মূর্খের মত কিছু বলিতেছি, শুন। দেখ ভাই রসিক, দুইজন লোক সমুদ্রে পতিত হইয়াছে, কিন্তু এক জনার পাশে পাশে একখানি নৌকা রহিয়াছে। বল দেখি, ভাই দুই জনেই বিপদগ্রস্ত বটে কি না? তবে পৃথক্ এইমাত্র, যে যাহার পাশে পাশে নৌকা আছে, সে প্রাণের আনন্দে সন্তরণ করিতেছে মাত্র, সম্পূর্ণ আশা আছে এখনি, আমার কষ্ট হইলেই, নাবিক আমাকে উঠাইবে, আমি নিশ্চিন্ত হইব। কিন্তু ভাই, যাহার নিকট নৌকা নাই, যে দিকে চাহিতেছে কেবল অগাধ জলরাশি নজরে আসিতেছে, কোন কূল কিনারা দেখিতে পাইতেছে না, তাহার কষ্টে শান্তি বা আনন্দ কেমন করিয়া আসিতে পারে? সে ত এক সমুদ্র পতনে ভয়ে ভীত, তা'র উপর আবার হতাশার প্রবল তাড়নাতে তাড়িত হইয়া ভীষণ হইতে ভীষণতর মনে করিয়া প্রাণ যাইবার পূর্ব্বেই আত্মহারা হইয়া পড়িতেছে। এখন দেখ, ভাই, তাঁ'র আশ্রয় লওয়াতে ফল আছে কি না? কর্ম্মমাত্রেরই ফলভোগ সকলকেই করিতে হইবে, (কর্ম্ম অর্থে বর্ত্তমান শরীর ধারণ কারণ), তবে যা'রা সেই নাবিকের শরণ লইবে, তাহাদের ভয় থাকিবে না। নির্ভয়ে সন্তরণ করিতে করিতে কোন দিন উত্তীর্ণ হইবেই হইবে। এবং একবার নাবিকের সাহায্যে নৌকাতে উঠিলে আর জলমগ্ন হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। তখন সে নিশ্চিন্ত হইবে। অর্থাৎ কেবলমাত্র এই জীবনের কর্ম্মমাত্র ভোগ করিয়া আর আর যে কর্ম্ম সকল সঞ্চিত রহিয়াছে, তা'দিগকে ধ্বংস করিবে এবং জন্মে জন্মে নিশ্চিন্ত হইবে। কিন্তু ভাই, যাহারা সেই কর্ণধারের আশ্রয় লইবে না, তাহাদের চারিদিকে জলরাশি, কখনও সুখ, কখনও দুঃখ পাইয়া অবিরাম গতিতে ফিরিতে থাকিবে এবং নিস্তার পাইবার কোনই উপায় না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু স্রোত অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতেছে, এই জন্য সকলের

জন্য স্থির হইয়া বিশ্রাম করিতে পারিবে না, সমুদ্র যেমন তীরশূন্য, কর্ম্মও তেমনি অসীম। একের শেষে অন্যটি আসিয়া উপস্থিত, একের অন্তে অন্যের আরম্ভ। এ প্রকারে, সে কর্ম্মনাশা হরিকে ভুলিলে, কখনই কর্ম্ম শেষ হইবে না। ভোগের দ্বারা কর্ম্মফল নষ্ট হয় কিন্তু কর্ম্ম যায় না, যেমন কাদা দিয়া কাদা ধোয়া যায় না। ভাই রসিক, সামান্য ইসারা মাত্র পত্রে লিখিলাম ; চিন্তা দ্বারা এই কঙ্কালটির চতুর্দ্দিকে মাংস, পেশী, ধমনী ইত্যাদি দ্বারা এবং উপরে নানা অলঙ্কার দ্বারা সাজাইয়া দেখিবে, কেমন সুন্দর! নিজে মোহিত হইয়া সকলকে দেখাইও এবং তাহা-দিগকে বুঝাইয়া দিও। যেন কেহ কখন হরি-স্মরণ ভুলে না। এই কারণেই মহাত্মাগণ লিখিয়াছেন "হরি-স্মৃতি সর্ব্বাপদ্-বিধ্বংসী"। ভাই রসিক, জোরে যাহাকে বশ করিতে না পারা যায়, তাহাকে বশ করিবার উপায় কি কিছুই নাই? হে ভাই রসিক, পুরাকালে ঋষিগণ, ভয়ানক হিংস্র ব্যাঘ্র প্রভৃতিকে কিসে বশ করিতেন? প্রাণের শ্রীগৌরাঙ্গ, মত্ত বন্য হাতীদিগকে, সুন্দরবনের ভয়ানক ব্যাঘ্রগণকে কিসে বশ করিয়াছিলেন? তাঁর নিকট কোন অস্ত্র ফলক নাই, তিনি কোন রকমে কাহাকেও শাসন করেন নাই, কেবলমাত্র এক প্রেমে! তাঁহার প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই আপন আপন স্বভাবজাত হিংসা ভুলিয়া গিয়াছিল এবং গৌরের সঙ্গে প্রেমে মত্ত হইয়াছিল। প্রেমের মুল কারণ নম্রতা, আপনাতে হীনভাব। তাই বলি, ভাই, কামিনী কাঞ্চন অজেয় শত্রু, কেহ জয় করিতে চায়, তবে শক্তিদ্বারা কখনও পারিবে না। ইহার একমাত্র উপায় তাহাদের নিকট হীনতা স্বীকার করা। তাহাদের হীনতা স্বীকার করিলে তাহারা ক্রমে ক্রমে তোমাকে তা'দের অন্তরঙ্গ মনে করিয়া বিশ্বাস করিবে এবং তোমাকে সকল প্রকার অধিকার দিবে। ক্রমে ক্ষমতা পাইয়া সময় বুঝে কোপ মার, আর জয় করতলগত।

হরিদাস ও স্বর্গবিদ্যাধরীর কথা শুনিলে এই মাত্রই অনুভব হয়। আর স্থান নাই তাই আজ চুপ করিলাম।

তোমারই—হরনাথ।

দ্বিপঞ্চাশত্তম পত্র।

ভাই রসিক!

তোমার পত্রগুলি তোমার নিজানুরূপ, তাই এত আনন্দ দিতে পারে। তোমার পত্র পাইলে তোমাকেই পাইলাম মনে হয় ও সেইরূপ আনন্দ পাই। ভাইরে, মদের দোকান কখন দেখছ কি? সেখানে মাতালের জমাইতের পরস্পরের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছ কি? তা'দের সেই নিরর্থক কথাগুলি তা'দিগকে এত ভাল লাগে যে, কথাবার্ত্তার মধ্যে কেহ কোন রকম গোল করিলে বিবাদ উপস্থিত হয়। অসঙ্গত ও অসংযত কথাগুলি তা'দের কেন এত ভাল লাগে, বল দেখি? এ কথার গুণ নয়, এ এক অবস্থার গুণ। সেই রকম ভাই, আমার এই অর্থশূন্য কথাগুলি তোমা-দিগকে যে ভাল লাগে, সে কথার গুণ নয়, সমান অবস্থার দোষে! ভাই, সামান্য স্বার্থ ত্যাগ না করিলে কোথাও সুখ নাই। তাই বলি সংসার ক'রে, যাঁহারা এ সদ্‌গুণটির সেবা না করিয়াছেন, তাঁহারাই অপরকে কষ্ট দিয়া নিজেও কষ্ট পান। তাই বলি, ভাই, চক্ষু মুদিয়া থাকা অসম্ভব হইলেও এক এক বার চেষ্টা করা নিতান্ত উচিত। ভাইরে, সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একভাবে চলিলে শরীর কখনই নষ্ট হয় না, তাই বুঝি প্রভুর ইচ্ছাতেই সময়ে সময়ে একটি অন্যের বিপরীত গামী হইয়া ধ্বংসের জন্য সাহায্য করে। সেই রকম সংসারটি ও এ পৃথিবীর কোন জিনিষই চির-দিন সমভাবে চলিবার জন্য প্রভু করেন নাই, স্রষ্টাতে সৃষ্টতে এই মাত্র

প্রভেদ, নচেৎ সব একাকার হইত। ভাইরে, যা হইতেছে বা যাইতেছে, সকলই সেই সর্ব্ব নিয়ন্তার ইচ্ছা মনে ক'রে, আনন্দে দেখিতে শুনিতে চলিতে থাক। আনন্দে থাকিতে চাও, প্রভুতে বিশ্বাস কর, তাঁ'কে ভালবাস আর তাঁ'র কথাতেই মত্ত থাক। গ্রাম্য কথা অত্যন্ত সুমধুর হইলেও তাহাতে গুপ্তভাবে হলাহলই আছে। ভাইরে, নির্জ্জন বাস ভালবাসিতে চেষ্টা কর। জেলখানা হইতে যে পলায়, সে নির্জ্জনে নিজ মনে সকল মন্ত্রণা স্থির করে। যে সকলের নিকট মুখে পালায় পালায় করে, সে কখনই পলাইতে পারে না, বরং তা'র কারাবাসের দিন আরও বাড়িয়া যায়। তাই বলি ভাইরে, গোপনে করিতে ও গোপনে থাকিতে শিক্ষা কর। ভাই, লুকাচুরী ভাবের পূর্ণমাত্রাতে বিকাশ ব্রজভূমে, এই জন্যই সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভাইরে, এ ব্রজ ভাব অঙ্গীকার কর। মনে মনে ভাবিবে "ছাড়িয়া পুরুষদেহ কবে বা প্রকৃতি হব ;" দেখ ভাই কত লুকাচুরী। লুকাচুরী খেলা বড় মজা, তাই ব্রজরাজ এ খেলাটি এত ভালবাসেন। ভাইরে, রাধাবল্লভের কথাতে এত ভয় পাইও না। সেও চোরের সঙ্গে চুরি শিখিয়াছে।

তোমারই—হরনাথ।

ত্রিপঞ্চাশত্তম পত্র।

ভাই রসিক !

ভাই, এখানে মজা নাই ; সদাই আতঙ্কে প্রাণ মর মর হইয়া থাকে ; চল ভাই 'প্রাণখুলে' আনন্দ করিব আর শীঘ্র আসিতে চাইব না ; প্রভু হুকুম দিলে চরণে ধ'রে নিবারণ করিব। এত দিনের বিরহ কি পলকের দেখাতে নিবারণ হবে ? না খেয়ে না ঘুমিয়ে কেবল ব'সে ব'সে সেই

মুখখানি দেখে জুড়াইব। ভাই, অনেক দুঃখ পেয়েছি ও দুঃখ দিয়েছি আর তাঁ'কে কেঁদে কাঁদাইব না। সদা হাসিয়া তাঁ'রে হাসাইব। বল দেখি ভাই, কেমন মজা হ'বে। নূতন খেলা শিখেছি তা' দেখাইব আর তাঁ'র নূতন শিক্ষা দেখিব, দুজনে আনন্দে থাকিব। তোমরা সকলে সুখে থাক ভাই। তোমাদের সংবাদ বন্ধুর কাছে যেয়ে দিব। তিনি তোমাদিগকে বড়ই ভাল বাসেন। তোমাদের সংবাদ পেয়ে কতই আনন্দিত হ'বেন, বল দেখি। তোমাদের জন্য আমারও কত আদর হ'বে, ভালবাসার দেশের কুকুরও কত আদর যত্ন পায়, তাই আমরাও কত আদর প্রভু করিবেন ও আমিও অমনি সোহাগে গ'লে যা'ব। ভাব দেখি ভাই, সে দিন কি সুখের। ভাই, সেখানে যেয়ে তাঁ'র কাছে থাকৃতে হ'বে কি না! ঘড়ি ঘড়ি আর তাঁ'র মধুর নামটি করতে পা'ব না; তাই বলি ভাই, যা'বার আগে সবাই মিলে খুব সেই মধুর নামটি আমাকে শুনিয়ে দাও; জগৎ তাঁ'র নাম করুক; শুনিতে শুনিতে আমি চলে যাই। ভাইরে, দয়াময় যেমন প্রেমময় জীবনটি দিয়াছিলেন তেমনই প্রেমিক সুজন সঙ্গিগুলিও দিয়াছেন, এমন আনন্দ স্রোতে কে না ভাসিতে চাহিবে। ভাই? প্রভু দয়াময়; তাঁহার দয়ার তুলনা নাই; চিরদিন যেন তাঁহার দয়া পাই; তাঁহার দয়া হারাইয়া বৈকুণ্ঠের বিষ্ণু পর্য্যন্তও যেন আমাদের চিত্তকে না কাড়িয়া লয়।

ভাই রে, নাম ভুলিও না; সংসারের দুঃখ সুখ সকলই দেখিলে আর বাকি কি? এখন প্রাণবল্লভের ভালবাসা মনে ক'রে কুহকিনীর কুহক ভুলিয়া যাও! আর বন্ধুকে পর ভাবিও না, এখন বড় হ'য়েছ এখন বন্ধুকে ভুলে থাকিলে সকলেই নিন্দা করিবে। আর মিথ্যা প্রতারণার হাতে পড়িবার চেষ্টা করিও না। নিজপতি ছাড়া অন্য পতির সেবাতে যাইও না তা'দের ভালবাসা চক্ষের, অন্তরের নয়। তা'দের ভালবাসা

দু'দিনের, তাই বলি ভাই, দু'দিনের ভালবাসা পাইবার জন্য চিরজীবন নষ্ট করিও না, স্বামীর সোহাগিনী হইবার চেষ্টা কর। কৃষ্ণ বই নিজ জন আর কেউ নাই; কৃষ্ণ ছাড়া সবই পর ভাবিও। ভাই রসিক, পাগলের কথা শুনিতে ভালবাস বলিয়াই আজ প্রাণের কথা ক'টা সময় থাক্‌তে বলে রাখলাম; তখন তাড়াতাড়িতে সাজ গোজ করতে করতে কি জানি ভুলে যাই, তাই আজ সময় থাক্‌তে থাক্‌তে ব'লে রাখিলাম, মনে রাখিও।

স্বামীর সোহাগের ডাক্ শুনিলে সকল ভুলে যেতে হয়, সকল ভুলে যেতে হয়, ভাই, সকল ভুলে যেতে হয়, তখন কি আর এসব কথা মনে থাকে। ভাই, সে শুভদিনের আর কত বিলম্ব? এখন পলক যুগ বলে মনে হইতেছে; এমন যা'বার সুসময় আর হ'বে না; তাই পথ চেয়ে বসে আছি. নিজে যা'বার হ'লে এতদিন চ'লে যেতাম; ভাই, এত যাতনা কি ব'সে ব'সে সহ্য করতাম? যাক্, ভাই, ও সব কথা। তোমরা আমার স্নেহ ভালবাসা জানিও আর তোমার ভাইগুলিকে জানাইও; তা'রা কেমন আছে লিখিবে।

তোমারই—হর।

চতুঃপঞ্চাশত্তম পত্র।

প্রাণাধিক রসিক!

বল দেখি, দগ্ধ জীবের জুড়াইবার স্থান কোথায়? বল দেখি, ধার্ম্মিকের আনন্দের স্থান কোথায়? বল দেখি, পাপীর নরকভয় এড়াইবার অর্থাৎ ভুলিবার স্থান কোথায়? বিরাগী ও সংসার অনুরাগীর সমান দর কোথায়, জান কি? জান বই কি! এমন স্থান আবার তোমার মত ব্যক্তির অজ্ঞাত

থাকিতে পারে? অবশ্যই জ্ঞান। সে'টি **রসিকের** নিকট। তাইত তোমার নিকটে থাকিতে এত ভালবাসি। তোমার নিকটেই কেবল বিরাগী অনুরাগী সমান, কেননা যতক্ষণ তোমার নিকট ইহাঁরা থাকেন, ততক্ষণ এ সংসার ভুলিয়া যান। বিরাগীর এ ভুল নিত্য, কিন্তু অনুরাগীর অল্পস্থায়ী। পাত্র ভেদে এ তারতম্যের জন্য রসিকের কোন অপরাধ নাই। রত্ন, সকলেরই জন্য রত্ন, তবে সেই রত্নই কাহারও পক্ষে আনন্দদায়ক ও সুখকর, আর কাহারও পক্ষে প্রাণনাশক বিষতুল্য। মুখে করিয়া মরিয়া যায়। তাই পাত্রাপাত্র ভেদে রসিকও রত্ন বা বিষ হয়। সে ব্যবহারীর ব্যবহার ভেদে, কিন্তু দ্রব্যের নয়। তোমার সহবাস বা তোমাকে ভালবাসা আমার স্বর্থশূন্য কই? "সুন্দরীর সহবাসে হইব সুন্দর" এই আশাতে মাত্র। রসিকের নিকট থাকিতে থাকিতে যদি রসিক হইতে পারি। সেই রসিকের শিরোমনি আমার নিত্যানন্দ, তাই ত জীব চায় নিত্যানন্দ, তাই ত ভক্ত চায় নিত্যানন্দ, তাই ত পাপী চায় নিত্যানন্দ, তাই ত তাপী চায় নিত্যানন্দ। আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুজিলে দেখিবে কি জীব, কি নিৰ্জ্জীব, এই স্থাবর জঙ্গম চরাচর মধ্যে সকলেই চায় নিত্যানন্দ। তাই, স্বয়ং গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ প্রেমে মাতাল। তাই তাঁ'র শয়নে স্বপনে, নিতাই ধ্যান, নিতাই জ্ঞান। তাই ত ভক্তে বলিয়াছে "যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব"·········তুমি ভাই, সেই নিতাই, কেন না রসিক, জন্মাবধি রসিক, যতদিন থাকিবে রসিক, তিরোধানের পরও রসিক। তাই ত, উড়িয়া তোমাতে পড়ি, কিন্তু পড়িয়ে কি হ'বে? ভ্রমর ত নই যে আনন্দ পাব, তবে ধ্বংসকারী কীট, মধু সঙ্গে কাটিবার আনন্দ পাই। ইহাতে বড়ই বেশী দোষ: কেননা পাপ করিলে স্বংয়ই দুঃখ পায়, কিন্তু ভাই রসিক বিগড়াইতে গেলে স্বয়ং নষ্ট এবং অপরাপর সকলের বিরক্তি ভাজন হইতে হয়, কেন না তাহাদের সুখের পথে

কণ্টক হইলাম; এই নষ্ট করা স্বভাব ঘুচাইবার জন্যই চাই তোমার সঙ্গ, চাই তোমার সহবাস, চাই তোমার পত্র। এমন স্পষ্ট বলিবার পর বোধ হয় বুঝিয়াছ যে আমার ভালবাসা নিঃস্বার্থ নয়। যাহা হউক ভাই, এ কথা অধিক বলিবার দরকার নাই। সম্প্রতি তুমি খেলাইতেছ শুনিয়া এক নূতন পৃথিবী হস্তে পাইলাম। দেখিও, তোমাদের কৃষ্ণ ত ভাই তেম্‌নি রসিক চূড়ামণি। "আনিয়া বাঁশীর স্বরে, ফিরে যেতে বলে ঘরে," কেমন বুঝিতে পারিয়াছ, বোধ হয়? শ্লেষ মাত্র বলিলাম। বুঝিবে খেলিবে আর দর্শকের নিকট পয়সা লইবে। ইহাতে লাভ অছে যত চাহিবে, তত পাইবে। কেন না নিত্য নূতন, পলকে পলকে নূতন, অপূর্ব্ব অপরূপ। ইহাতে লোকসান নাই, যদি আত্ম-রক্ষা হয়। পাড়ে দাঁড়াইয়া মাছ ধরিবার বাসনা থাকে, খোষামোদ করিয়া জীবনসঙ্গিনীকে জলে নামাইয়া দাও, নিজে পাড়ে থাকিয়া কেবল মজা দেখ, যেন তোমাকে ফাঁকি দিয়া অন্য রাস্তায় না পালায়। তিনি যদি কৃপা করিয়া জলটুকু ঘাটান, তাহা হইলেই হইল। মাছ সব জল হইতে উপরে পড়িবে, আনন্দে দেখিবে। কিন্তু সাবধান, জলে নামাইবার পূর্ব্বে চাই সাধন,—অন্য নাম তোষামোদ করিয়া তাঁ'কে তোমার করিয়া লও বা তুমি তাঁহার হইয়া যাও। তাঁ'কে আপনার করা বড়ই কষ্টকর, কেননা সমুদ্র পুষ্করিণীর মধ্যে চাপিয়া রাখা অসাধ্য, অনেক সাধনের পর হয়। পাত্র কেবল মাত্র অগস্ত্য প্রভৃতি। তাঁ'র হওয়াও তত সহজ নয়, তবে অনেক সহজ পাত্র আছেন যথা বিল্বমঙ্গল, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব, তুলসিদাস প্রভৃতি। তাই বলি, চেষ্টা কর যাহাতে তুমি তাঁ'র হইতে পার। আগে তাঁ'র হও, তবে নামাইবে। না হয় ফাঁকে পড়িবে। দেখিও সাবধান! প্রথমে খেলাইতে গেলে রোজার নিকট আত্মরক্ষা মন্ত্র লও এবং পরে

বেদের কাছে সাপ ধরিবার ও খেলাইবার তত্ত্ব জান। যখন পারিবে মনের আনন্দে খেলিবে কোনই ভয় থাকিবে না। এই কথাটি আমার নিত্য কবিরাজ মামার নিকট পড়িও, শিতি মামার নিকট এবং নিত্য ধর প্রভৃতি সকলের মত লইও, যদি যুক্তি সঙ্গত হয় গ্রাহ্য করিও, না হয় করিও না। তোমার ইচ্ছা পূরণের জন্য—

"ফকিরি কর্‌বি, পার্‌বি কি মন ?

তবে ছাড় সব কুটি-নাটি, ময়লা মাটি, খাঁটি হও রূপচান্দী যেমন।

ছয় রিপুকে ধুনি জ্বালাইয়ে, (ও মন) তফাতে তফাতে থুয়ে

সেই ভস্ম অঙ্গে মাখি কর ভাব গ্রহণ;

(তোর) ভাবে ভাব উপজিবে, দীক্ষা মন্ত্রে শিক্ষা পাবে,

সাঞী কৃপা কর্‌বে তোরে, হোলেরে তোর রাগের করণ॥

শুদ্ধ নির্ব্বিকার হ'য়ে, ও মন কামের ঘরে প্রবেশিয়ে,

কামে কাম নিবারিয়ে, কর কামের আরাধন॥

(ওরে) সাপিনী নাগিনী সঙ্গে, মন মজরে রস রঙ্গে,

কিন্তু দেখ, ও সেই কাম ভুজঙ্গে, অঙ্গে না করে দংশন॥"

এই গানটি লিখিলাম। এখন বলত ঘরের দিকে যাই।

তোমারই—হরনাথ।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম পত্র।

ভাই রসিক!

চালুনীর ছুঁচের মত তোমার হইয়াছে। তোমার বুননটিও রেলীর ৪৯, খুব ঠাশা, কাচে টিক্‌লে হয়। যাহাহ'ক, ভাই, এঁবার তোমার ভাব পরিবর্ত্তনে তুষ্ট হইলাম। এত দিনে সাপ খেলার মন্ত্র শিখিতে

আসিয়াছ, তা বেশ এখনও সময় আছে। সাপ ধরিবার প্রধান মন্ত্র সাহস, আর বশে রাখিবার প্রধান উপায়, ধীর হইয়া চক্ষে চক্ষে রাখা, একটু এদিক ওদিক হইলেই দংশন। কুকুরের ভয় নিবারণের উপায়, তাহাদিগকে সময়ে সময়ে আহার দেওয়া। যা'ক্, ভাই, এ প্রধান মন্ত্র দু'টি শিখাইয়া দিলাম; এখন নিশ্চিন্ত মনে কাল কাটাও, আর হরি বল। ভাই রে, ভুলের নিশান অনেকগুলি উড়ান গেছে, আর কেন? এ'বার চুপ করাই কি ভাল নয়? এখন শরতের মেঘ, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে; এখনও সাবধান হইলে গ্রীষ্মেতে কাতর প্রাণে হা জল হা জল করিতে হ'বে না। এখন সযতনে মোহানাগুলি ও গলি ছেঁদা বুজাইয়া জল ধর, সুখী হবে; নিজে না পার একজন রসিক মজুর লাগাও, তিনি বেশ ক'রে সেরে দিবেন। অসাবধানতাতে আর নিজের দীর্ঘসূত্রতাক্রমে দারুণ বর্ষাতে আমার চতুর্দ্দিকের বাঁধ গ'লে গেছে; এখন আমার সমতল হইয়াছে, আর কাহারও সাহায্যে কোন উপকার হ'বার আশা নাই; তাই আজ হতাশ প্রাণে নির্জ্জনে ব'সে কাঁদিতেছি; আমাকে দেখিয়া তোমরা এখন হ'তে সাবধান হও, নচেৎ আমারই মত কাঁদিতে হ'বে। ভাই রে, আমার দোকান চতুর্দ্দিকে সত্য, কিন্তু তোমরাই মহাজন, তোমাদের ধনেই আজ লোকে আমার মত দরিদ্রকেও ধনী মনে করিতেছে; আমার বলিতে একটি পয়সাও আমার নাই, আমার অংশীদার হ'বার ইচ্ছা করিও না। ভাই রে, পা আগে বাহির হ'লে তা'কে পাদুক ছেলে বলে। সেই পায়ের স্পর্শে অনেকের ব্যথা নষ্ট হয়, তাই বলি ভাই, অনেকের যাতনা দূর করিবার জন্যই তোমার "রাঙ্গা পা দু'খানি" আসিতেছে, প্রভু তা'কে চিরজীবী করুন। এর জন্য তোমার ভাবিবার কিছুই নাই; যা'র কর্ম্ম সেই করিবে। ভাই, আবার কবে যে তোমাদের সকলকে দর্শন স্পর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব তা' সেই

ইচ্ছাময়ই জানেন। প্রাণ কিন্তু নিতান্ত কাতর হইয়াছে। ভাই রে, তোমার সঙ্গে বনভ্রমণ ঠিক পুলিন বিহার মনে হয়।

তোমারই—হর

ষট্‌পঞ্চাশত্তম পত্র।

ভাই রসিক!

তোমার পত্র খানি মন মাতাইল। জগতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সবাই সেই প্রাণবল্লভের যাদুঘরে নাচিতে খেলিতে আসিয়াছে। সবাই আপন আপন খেলা দেখাইয়া সময়ে চ'লে যাবে। প্রাণ-বল্লভের নজর সকলের উপরেই সমান, এ theatreএ কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ঋষি, মুনি, দণ্ডী, স্বামী, পরমহংস আর কেউ বা হনুমান্, কুকুর, শৃগাল, মাতাল সাজিয়াছে মাত্র। তিনি সকলকেই দেখিতেছেন, সকলের খেলাই তাঁ'র মন আকর্ষণ করিতেছে। যে যেমন কাজ করিতেছে, তা'কে তেমনই নূতন নূতন ফল,—হয় ভাল না হয় মন্দ,—দিতেছেন; তবে বেতন সবাই পাইতেছে। কেই বা তাঁ'র নিকট হ'তে নিজ অভাব পূর্ণ করিতে পারিতেছে না, বলিতে পারি না। ভাই রসিক, তুমি দেখেছ যাত্রাদলে একজন পুস্তক নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সকলকে তা'দের part ব'লে দেয়, সকলের সমক্ষে বলিতে গেলে রসভঙ্গ হ'বে, আর লোক হাসি প'ড়্‌বে; তেমনি আমার কালাচাঁদ লু'কিয়ে লু'কিয়ে সকলের কথা শুনে, ভুল্‌লে ব'লে দেয়, দেখা দেয় না, তা' হ'লে মাধুর্য্যের লোপ হয়। এর জন্য আমার প্রাণনাথকে নিষ্ঠুর বলিও না। ভাই রে, আমরা ভাল act করিতে পারিলে তাঁ'র আনন্দের সীমা থাকে না। যাত্রা ভাঙ্গ্‌লে কত কি পুরস্কার দেন ইহারই নাম জীবের ক্রমোন্নতি। এখন

বল ভাই, কালা আমার নিষ্ঠুর নন। আবার যা'রা ভাল act না করিতে পারে তাহাদিগকে বেতন দেন, আর নিজে মাষ্টার রাখিয়া শিক্ষা দেন; নিজের খরচে শিক্ষক, নিজের খরচে শিক্ষা দিয়া আবার তাহাদিগকে ভাল কর্ম্ম করিতে দেন। দেখ ভাই, নাথ আমার কত দয়াময়! আর তাঁ'কে নিষ্ঠুর বলিও না। ভাই রে, বল দেখি, যখন কেহ দ্রৌপদী সাজিয়া, হা কৃষ্ণ! হা প্রাণবল্লভ ব'লে চক্ষের জলে ধরা ভাসাইয়া শ্রোতৃগণকে কাঁদাইতেছে, সে সময় যা'র দল সে এসে যদি সেই অবস্থাতে দাড়ি ধ'রে চুম খায়, তা' হ'লে লাগা গান ভেঙ্গে যায় কি না? কেবল এই জন্য আমার দয়াল ইচ্ছা থাকিলেও সব সময় দেখা দেন না, এর জন্য তাঁ'কে নিষ্ঠুর বলিও না। ভাই রে, আমার কালার রূপ জগৎকে মাতায়, আর যে রূপে সে মাতে, তা'ই আমার রাধার রূপ। স্থাবর জঙ্গমের কঙ্কাল দেহে আর রূপে যে সম্বন্ধ, কৃষ্ণ আর রাধা তাহাই জানিবে। জগতে যত রকম রূপ আছে, সবই আমার রাধার; কৃষ্ণদেহ আশ্রয় ক'রে নিজ রূপে জগৎ ভ'রে রহিয়াছে, আমার রাধা; ভাই, সে রূপসমুদ্রের আস্বাদন— আপন আপন অনুভবের পাত্র অনুযায়ী। যা'র যেমন পাত্র, সে সমুদ্র জল সেই পরিমাণে আনিতে পারে; রূপ আস্বাদন সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিবে। ভাই রে, স্থান শেষ ক'রে ভাবের প্রস্রবণ খুলেছিল, কি করি,—বন্ধ করিলাম। চিন্তা করিয়া লইও।

তোমারই—হরনাথ।

সপ্তপঞ্চাশত্তম পত্র।

ভাই রসিক!

তোমার পত্রখানি ঠিক সেই "গুড় ব্যাঘ্র গোছের।" মধুরত্ব আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভীষণত্বও আছে। কলেরা দেবী কোন কোন স্থানে

দর্শন দিয়াছেন ও কেমন জাঁক জমকের সহিত! এখানেও তিনি পূজা গ্রহণ করিতেছেন, বলিদানের খুব ধূম প'ড়েছে। ভাই, কলিকালে নিশ্চিন্ত থাকিবার স্থান নাই। অহরহঃ উপদ্রব মধ্যে থাকিয়া, যদি কেহ তাঁ'র নাম লইতে পারে, তবে কৃতার্থ হইবে; এই জন্য এ যুগে এত অল্প সময়ের সাধনে এত অধিক ফল লেখা আছে। ভাই, তোমার পারিবারিক সংমিশ্রণে প্রাণের অশান্তির কথা শুনে বড়ই কাতর হইলাম। ভাই রসিক, এ ভঙ্গুর পৃথিবীতে যা' আছে তা'ই ভাঙ্গে। যা'র ঘর আছে তা'র ঘর ভাঙ্গে, যা'র বাপ আছে তা'ও ভাঙ্গে, যা'র ধন রত্ন স্ত্রী পুত্র আছে, তা'ও থাকে না; অতএব ইহার নাম দুর্দ্দিন মনে করিয়া নিজ ইষ্ট ভুলিও না। ভাই রসিক, তোমার পত্র খানি পাঠে হাসিলাম। ভাই রে, তুমিই ভ্রান্ত; স্বভাবের কি পরিবর্ত্তন হইতে পারে? তবে ভাই, এত দুঃখ কেন? নিশ্চিন্ত মনে সেই কৃষ্ণের সঙ্গেই আলাপ কর, অনর্থক কেন প্রাণে অশান্তি আনিতেছ? শান্তিময়ের রাজত্বে সদা বাস করিয়া পরম শান্তি লাভ কর। ভাই রে, এই জন্যই বুঝি দয়াময় কৃষ্ণ আমাকে এই দেশে আনিয়াছেন; ধন্য তাঁ'র ভালবাসা, ভাই কৃতার্থ হইয়াছি; এখন এই ইচ্ছা, জীবনের শেষ ক'টা দিন এই রকম শান্তিতে কাটিয়া যায়। সেই দয়াময়ের দয়াতে সংসারে আসিয়াও সংসার বুঝিলাম না, এত দয়াময় না হ'লে কি সকল ছেড়ে তাঁ'র চরণে শরণ লই। ভাই, আমাদের আর চিন্তা নাই, আমরা যে তাঁ'র হইয়াছি, আর ভয় নাই। সত্যই ভাই, তোমার গরিব ভাণ্ডারের পোষক গরিবগণই; বড় লোকের সহানুভূতি গরিবের সঙ্গে হ'তেই পারে না; সহানুভূতি সমানে সমানেই হইয়া থাকে; যা'ক্ এর জন্য দুঃখ করা ভুল।

ভাই রসিক, অমর নাথের কথা লেখা, মনুশ্য শক্তির অতীত; স্থানটি সাক্ষাৎ কৈলাস, এমন মনোরম স্থান আর কোথাও আছে বলিয়া বোধ

হয় না। অমরনাথ বৎসরে এক দিন মাত্র মনুষ্য দ্বারা পূজিত হন; বাকী সময় তিনি অমর-পূজিত। এই স্থান হইতে মহারাজ যুধিষ্ঠির, একটি কুকুর মাত্র সঙ্গে স্বর্গে প্রবেশ করেন, ইহা স্বর্গের দ্বার বলিয়া উল্লেখ আছে। এই অমর নাথ, চন্দ্রের মত কলা কলা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমাতে পূর্ণ এবং অমাবস্যাতে চিহ্নশূন্য হন। এ'টি একটি বরফের শিবলিঙ্গ, পাশে বরফের পার্ব্বতী, গণেশ কার্ত্তিক। মৃত্তিকা স্পর্শে অমর-নাথ নাই, শূন্যে এই লিঙ্গ গঠিত। ইহা হইতে যাহা পার, মনে অনুভব করিও। ১৫ দিন সেই পরম পবিত্র হিমালয়ে সহস্র সহস্র সাধু সমাবেশে বাস করা যে কি আনন্দ, তা' বলিবার কাহারও শক্তি নাই। সেখানে ভয়ানক বদ্ধজীবও মুক্তের মত চিন্তাশূন্য হইয়া পড়ে। ইহাই স্থান-মাহাত্ম্য। ভাই, এমন সুন্দর স্থানে তোমাদের মত সঙ্গ বড়ই মধুর।

এ বৎসর সোনামুখীর অবস্থা বড়ই শোচনীয়, অনেক প্রাণই অতীতে মিশাইয়াছে। অনেকে হয় ত মিশিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। ভাই, একে খাবার নাই তা'র উপর যদি পরিশ্রম করিবার শরীর না থাকে তা' হ'লে যে কি কষ্ট, তা' অনুভবে আসে না। ভাই রে, আমাদের কষ্ট মজ্জাগত হইয়াছে, অন্নাভাব আমাদের যেন চিরসুহৃদের মত সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছে; এরকম দুর্ভাগ্য বোধ হয় পৃথিবীর কোন দেশবাসীই নহে, হ'বেও না। ভাই, এখন মনে হইতেছে আমাদের ঈশ্বর একটি স্বতন্ত্র এবং তাঁ'র বিচারও ভিন্ন। ভাই রে, সহ্য করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। নিত্য দুঃখীর সহিষ্ণুতাই এক মাত্র বন্ধু। যতদূর হয়, কার্য্য ও বাক্য দ্বারা দুঃখীর দুঃখ বাঁটিয়া লইবার চেষ্টা করিবে। বিশেষতঃ ক্ষুধাতুরের উপর যেন নজর থাকে।

তোমারই—হরনাথ।

অষ্টপঞ্চাশত্তম পত্র।

ভাই রসিক!

তাপই প্রকৃত বিশুদ্ধ করিবার ঔষধ। না তাতাইলে, কিছুই শুদ্ধ হয় না, এবং শুদ্ধ না হইলে মান বাড়ে না। তাই বলি, ভাই, ভয় করিলে চলিবে কেন? যা'রা ভুলেছে তা'দিগকে ভুলিতে দাও; তাই ব'লে তুমি যেন এই আপাততঃ প্রশস্ত পথে চ'লে না যাও। মাষ্টার নিজেই পরীক্ষক, তাই ব'লে কি তিনি প্রশ্নের উত্তর ব'লে দেন? নিশ্চিন্ত মনে চল ভাই! ভাই, তুমি একটি বিপরীত কথা বলিয়াছ, আমারই বরং তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া চাই। তোমার সঙ্গে মিলিয়া ও কথা কহিয়া যে আনন্দ পাই, তা'র তুলনা দিবার স্থান নাই। এমন অতুল আনন্দ যে দেয়, তা'র নিকট কৃতজ্ঞ হ'ব না ত, হ'ব কা'র নিকট! ভাই, তোমার আনন্দ দিন দিন বাড়ুক, আমি দেখে আনন্দিত হই। আমি ত একটি মহাপাষণ্ড, আমার আর কিছুই হইবে না। আমার উপর প্রভুর দয়া হ'বে না। কেনই বা হ'বে? তবে, তোমরা তাঁ'র প্রিয়পাত্র হও; আমি কেবল চক্ষে দেখে আনন্দিত হই। ভাই রসিক, তোমার একটি অভাবের কথা শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তোমার যদি এত কষ্ট হয়, তাহা হইলে যে জন সুদূর, নির্জ্জন, প্রেমহীন হিমালয় গর্ভে রহিয়াছে, তাহার অবস্থা একবার মনে ক'রে দেখ দেখি ভাই। আমার অবস্থা বড়ই শোচনীয়, দিনান্তে একবারও সেই প্রেমময়কে মনে পড়ে না। মনে করিতে ইচ্ছাও হয় না। ভাই, তোমাকে দেখিবার জন্য আমার যে রকম ইচ্ছা, তা' কেবলমাত্র 'সেই সর্ব্বান্তর্যামীই জানিতেছেন, আর কে জানিবে? কবে তোমাকে দেখিব, তা' কেবল মাত্র সেই সর্ব্বনিয়ন্তাই জানেন! আমার মত অবস্থা অন্য কাহারও

হইলে, সে নিশ্চয় পাগল হইয়া যাইত। আমি যা' চাই তা' নাই, এবং যা' মনে না করি, তাহাই পাই, এই রকম আমার অবস্থা। যাহা হ'ক ভাই, তোমরা তোমাদের সেই প্রাণের প্রাণকে ব'লে দিও যেন এক প্রান্তে ভুলে পড়ে আছি ব'লে, তিনিও না ভুলে থাকেন। ভাই রে, আবার সম্মুখে সুদীর্ঘ ও দুর্গম পথ উপস্থিত; আবার কাশ্মীর চলিলাম; এই ভাবে যাওয়া আসা নিতান্ত কষ্টকর ব'লে মনে হ'য়েছে; আর এ কষ্ট সহ্য হইতেছে না। যাহাহ'ক্ ভাই, আমার সহ্য হবে না,— বলিলে চলিবে কেন? প্রভু যতদিন এ ভাবে চালাইবেন, ততদিন চলিতেই হ'বে।

তোমারই—হরনাথ।

একোনষষ্ঠিতম পত্র।

কৃষ্ণপ্রেমী সুজন! (কুমার শ্রীমহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, হেতমপুর)

হঠাৎ আপনার পত্রখানি পাইয়া আনন্দে অধীর হইলাম, কিন্তু তৎসঙ্গে নিজের অপদার্থতা মনে ক'রে কাতর হইলাম। পত্রগুলি পড়িয়া আমার চেহারা আঁকিতে চেষ্টা করিবেন না, তাহাতে ভ্রমেই পড়িবেন। "পত্রে যাহা লেখা আছে, সেগুলি সেই কৃষ্ণ-নিজজন মহাপুরুষদের, তাই এত মধুর, আমি গর্দ্দভ হইয়াও ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত হইয়া লোক ঠকাইতেছি মাত্র; শব্দ করিলেই প্রাণ যাবে, আমার মত পতিত স্বার্থপর জীবাধম আর কোথাও দেখিবেন না। মহাশয় ময়রা চতুর্দ্দিকে মিষ্টান্নের থালা রাখিয়া ব'সে থাকে; কেবল পরের জন্য, নিজের ভাগ্যে সামান্য মাত্রও হয় না; আমার অবস্থা ঠিক্ তাই, আমি কথাতে সকলকে বলিতেছি কৃষ্ণ নামটি কর কিন্তু নিজে সে নাম গ্রহণ করিতে চেষ্টাও করি না,

ইচ্ছা ত নাইই, যাহাহ'ক আপনারা আমার গতি ও আশ্রয়, এ'টি মনে রাখিবেন। আপনারা নিত্যানন্দের প্রিয়জন, তাই সদানন্দে আছেন, আর আমি নিতাই-বিমুখ জন সেই জন্য নিতাইয়ের প্রেম-রাজ্য প্রেমের বাঙ্গলা হইতে সুদূর হিমালয় গর্ভে তাড়িত ও বন্দী হইয়া রহিয়াছি, ইহাতেই বুঝিবেন আমি কি এবং আমার অবস্থা কি। সামান্য উদর পূর্ণ করিবার জন্য কুকুরের মত ভারতের এক প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে আসিয়াও পেট ভরাইতে পারিতেছি না। যাহা হ'ক এ জগতের সকলই প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে জানিয়াই বিনা বাক্য ব্যয়েই সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতেছি, এ ভোগের উপর হাত নাই জানিয়াই "হা হুতাশ" করি না, আনন্দে সকল কষ্ট সহ্য করিতেছি ও করিব। আপনারা সুখে আছেন, আনন্দময় প্রভু আরও সুখে রাখুন, সুখে না থাকিলে প্রভুকে প্রাণ ভরে ডাকা যায় না, আমাদের সুখের standard আজকাল অর্থ স্বচ্ছলতা; প্রভু তা' আপনাকে দিয়াছেন, এখন নিশ্চিন্ত মনে তাঁ'র নাম লইতে থাকুন, ক্রমেই সেই নিত্যানন্দের ধামে যাইয়া প্রভুর নিত্য পরিষদরূপে গণ্য হইয়া নিত্য খেলায় যোগদান করিবেন। নাম ভুলিবেন না, আর নাম-দেওয়া-প্রভু নিতাই গৌরকে ভুলিবেন না, নিতাই গৌরকে আনিবার মূল কারণ প্রভু অদ্বৈতকেও মনে প্রাণে ভাল বাসিবেন। স্বামীসোহাগিনী হইয়া সুখী হইতে চাহিলে স্বামীর পিতা মাতাকে সম্মান করার মত অদ্বৈত চাঁদকে যাঁ'রা মান্য না করেন তাঁ'রা কখনই স্বামী লইয়া সুখী হইতে পারেন না, তাই বলি, এ তিন প্রভুকে প্রেমের চক্ষে দেখিবেন ও প্রেমের সহিত ভালবাসিবেন। পৃথিবীর রাজা রাজচক্রবর্ত্তীকেও চলিতে হ'বে, সেখানে রাজা প্রজা প্রভেদ নাই। অতএব এই কার্য্যটি এখানে করিলে গোলোক পৃথিবীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। হরিকথা কহিবার সময়, রাজা প্রজা জ্ঞানশূন্য হইতে পারিলেই

ব্রজের সুখ অনুভব করিতে পারা যায়, নচেৎ ব্রজে যাইয়াও পূর্ণানন্দ পাওয়া যায় না। মহাশয় পাগলের মত যা' যা' বলিলাম এ সকল কথাই পাগলের কথা, ভিত্তি শূন্য, অতএব দয়া ক'রে ক্ষমা করিবেন ; মহাশয় বাঘ ভালুকের খাদ্য স্বরূপ আমাকে তা'দের হাতে দিয়া আপনারা বিনাকষ্টে দুর্গম জঙ্গল পার হ'য়ে আনন্দ ধামে যান, ইহাই আমার ইচ্ছা ও শেষ নিবেদন। অটল প্রেমিক, তা'র দৃষ্টিও প্রেমিকের, সেই জন্য সে আমার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলে, তা' সেই দেখে, অন্যে ঠিক তা'র বিপরীত দেখে, অতএব অটলের কথা আমার সম্বন্ধে ঠিক নয়। আমি যা', তা' পরিস্কার ক'রে নিবেদন করিলাম। মিথ্যা মনে করিবেন না। দয়ার নজর রাখিবেন ইহাই প্রার্থনা। দেশে গেলে একবার আপনাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা রহিল, প্রভু যেন সে ইচ্ছা পূরণ করেন। বৈশাখ মাসে দেশে যা'বার ইচ্ছা।

আপনাদের—হর।

ষষ্টিতম পত্র।

প্রেমিক সুজন! (কুমার শ্রীমহিমা নিরঞ্জন)

প্রভুর পরম প্রিয়পাত্র নিতান্ত নিজজন, তাই কলম আপনা আপনি ও রকম সম্বোধন করিয়া ফেলে, ইহার জন্য দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। আমরা সকলেই এক পরিবার ভুক্ত, তবে কেহ অগ্রে কেহ পশ্চাতে আসিয়াছি, সেই কারণেই কাহাকেও আপনি আর কাহাকেও তুমি বলা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি আপনাকে আপনি সম্বোধন করিলে তাহাতে দুঃখ করিবেন না, ইহাতে কোনই দোষ হয় না, তা' ছাড়া সময় হইলে আপনা আপনি familiar terms আসিয়া যাইবে, তা'র জন্য

কাতর হইতে হ'বে না, প্রভুর নিজজন বলিয়াই আপনাকে এখানে মান্যের করিয়া রাখিয়াছেন। এখানে যেমন রাজা, সেখানেও তেমনিই আপনি রাজা, আমি এখানেও যেমন দরিদ্র, আপনাদের প্রতিপাল্য, সেখানেও তেমনই, এই কারণেই বলিতেছি এক পরিবার ভুক্ত হইয়াও আপনাকে মান্য করিতে আমি বাধ্য, ইহার জন্য আপনি কিছু মনে করিবেন না, দয়ার নজর রাখিবেন, এই মাত্র প্রার্থনা। আমি আপনাদের পরিবার মধ্যে পাগল, অতএব সকল রকমে আমার ভার আপনারা গ্রহণ করিয়া আমাকে আনন্দে থাকিতে দেন। আমার কোন গুণ নাই, নিতান্ত অপদার্থ, তাই দয়াময় আমাকে আপনাদের অধীনে রাখিয়া দিয়াছেন।

কৃষ্ণ ভজন নিষ্কণ্টকে করিতে পারি এই জন্যই সেই দয়াময় সমস্ত কণ্টক সরাইয়া আমাকে রাখিয়াছিলেন; জন্ম সময়ে প্রকৃত বড় লোকের গৃহে জন্ম গ্রহণ করি এবং পাছে অর্থ পাইয়া স্বামীকে ভুলি সেই জন্যই সেই দয়াময় দয়া ক'রে অর্থ সরাইয়া দেন, কিন্তু এমনই হতভাগা নিজের অর্থ হইতে বাঁচিয়া পরের অর্থে মমতা প্রকাশ করিতেছি, ও পরম করুণা-ময়কে ভু'লে আছি, তাই বলি, আমার মত হতভাগা আর দ্বিতীয় নাই। আপনারাই প্রকৃত চতুর, জলে থাকিয়া গায়ে জল মাখেন না, ইহাই প্রভুর পূর্ণকৃপা প্রকাশ করিতেছে এবং ইহা কোন রকমে আপনি অমত করিতে পারেন না। প্রভু আপনাকে চতুর হ'তে তর তমে উঠাইয়া জগৎকে দেখান ও শিখান ইহাই আমার ইচ্ছা ও সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। আপনিও উপযুক্ত পাত্র, আজ কাল যে রকম সময় পড়িয়াছে পরম সিদ্ধ মহাপুরুষের বাক্য কেহ গ্রাহ্য করিতে চায় না কিন্তু একজন ধনীর অসঙ্গত কথাও নিতান্ত সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লয়, সেই কারণে আমি প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যেন আপনাতে সাধুতা ও পার্থিব পদস্থতা একত্র রাখিয়া জগতের মহামঙ্গল বিধান করেন।

আপনার একটি কথা আমাকে বড় লজ্জিত করিল, সূর্য্য অগ্নির নিকট তাপ মাগিতেছেন। আপনাকে আমি কি উপদেশ দিব, আমার নিজের অবস্থায় নিজেকেই ঘৃণিত বোধ হয়। প্রার্থনা এ রকম আর লিখিবেন না। তবে সাধারণ উপদেশ, সুখে দুঃখে হরিকে না ভুলা, সময় অসময় শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার শূন্য হইয়া হরিনাম করা, আর গরীব দুঃখীর দুঃখ দেখে দুঃখী হওয়া ও সাধ্য থাকিলে তা'র নিবারণ চেষ্টা করা, ইহাই প্রভুর পরম সন্তোষের কারণ; আর প্রভু সন্তুষ্ট হইলেই কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না, সকলই করতলস্থ হইয়া পড়ে। সকলের মূল-কারণ-স্বরূপ কৃষ্ণ নিজের হইলেই আর কিসের অভাব থাকিতে পারে? তখন চাহিবার কিছু থাকে না, তাই নিবেদন, নামে মত্ত থাকুন আর জনকের মত রাজত্ব করুন। যদি কখন দর্শন পাই মনের কথা নিবেদন করিব, তখন ভাল ক'রে আমার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন, তবে এখন হ'তে একটি কথা নিবেদন ক'রে রাখি আমি যা'ই হই, যেন ঘৃণা ক'রে ত্যাগ করিবেন না। আপনারা ছাড়িলে আমার অন্য গতি নাই, আপনাদের অধীন ক'রে প্রভু আমায় পাঠাইয়াছেন, ত্যাগ করিবেন না। কৃষ্ণ আপনাদিগকে সদানন্দে রাখুন, ইহাই প্রার্থনা।

আপনাদের—হর।

একষষ্টিতম পত্র।

নমস্কার নিবেদনমিদং—(শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ভবানীপুর)।

মহাশয়, আপনার তিন খানি পত্র পাইয়াছি, কিন্তু উত্তরে কি লিখিব স্থির না থাকাতে উত্তর না দিয়া মহা অপরাধী হইয়াছি, নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। মহাশয়, আপনার শরীরের অবস্থা শুনিয়া কাতর হইলাম,

তবে এই মাত্র বলিতে পারি, মহাপ্রাণ সামান্য পর্ণ কুটীরে বাস করিয়াও রাজ রাজেশ্বর হইয়া থাকে, আর দুষ্কৃত-জন রাজ বাটিতে থাকিয়াও সদাই আতঙ্কে মজিয়া থাকে। অতএব সুখ দুঃখ মোকামের সঙ্গে কোন রকমের সম্বন্ধ নাই, তা'দের সম্বন্ধ মনের সঙ্গে। সনাতন গোস্বামী ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও নিজকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। ভক্ত-মালের কুষ্ঠ-রোগ-গ্রস্ত ব্রাহ্মণের কথা জানেন বোধ হয়, দেহচ্যুত কীট-গুলিকে আবার যতনে উঠাইয়া দেহে স্থাপন করিতেন। তাঁ'রা জানিতেন থাকিবার স্থান যেমনই হউক বিনা উৎপাতে রাত্রি কাটাইয়া শ্রম দূর করা মাত্র; তাই তাঁ'রা কাতর প্রাণে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতেন না। তাঁহারা প্রভুর পরম প্রিয়জন, তাঁ'দের স্পর্শে কত গলিতকুষ্ঠ পলকে নীরোগ হইয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা নিজে ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে বাসনা করেন না। বেশী দিনের কথা নয়, কালনার শ্রীভগবান্ দাস বাবাজি প্রার্থনা করিয়া শ্বেত রোগ নিজের পোষাক করিয়াছিলেন। সেই কারণ নিবেদন, অনর্থক মনকে কাতর না করিয়া নিশ্চিন্ত মনে কৃষ্ণ নাম করিতে থাকুন; নাম করিলেই পরম পাবন হইয়া জগৎকে পবিত্র করিয়া তুলিবেন। মহাশয়, শরীর সোণার হ'লেও আজ কিম্বা কাল ছাড়িয়া দিতে হ'বেই হ'বে, তবে আর এত ভাবনা কেন? লোকে ঘৃণা করিবে বলিয়া হয়ত মনে হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত বিচার করিলে লোকের ঘৃণা আমার মহৎ উপকার সাধন করিবে। ইহা না থাকিলেও আমাকে লোকের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে, আর এই রকমে হরিনাম করিবার অনেক সময় পাইব। যাহা হউক মহাশয়, যাহা প্রভু দিয়াছেন তাহা তাঁহার দয়া মনে ক'রে তাঁ'র পদাশ্রয় করুন কৃতার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। প্রভু বড় দয়াময়, এ'টি যেন ভুল না হয়।

মহাশয়, লোকে যা' শুনে, নিজের চক্ষে দেখিতে গেলে তা'র কিছুই দেখিতে পায় না, আমার সম্বন্ধেও তাই। যা' যা' শুনেছেন আমাকে দেখিলে বরং ঠিক্ তা'র বিপরীত দেখিবেন। আমার কোন গুণ নাই, কেবল লোক ঠকাইয়া দিন কাটাইতেছি। লোক ঠকানই আমার কার্য্য এবং তা'তেই বড় পটু। আমার মত পাতকী দ্বিতীয় নাই। কৃষ্ণ নাম আশ্রয় করুন, সকল মনোরথ হ'বেন, সন্দেহ নাই।

আপনাদের আশ্রিত—হর।

দ্বাষষ্ঠিতম পত্র।

প্রেমিক! (শ্রীবিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা)

তোমার পত্রখানি পাঠে ছেলে বেলার একটি কথা মনে পড়িল "যা'র ছেলে যত খায় তা'র ছেলে তত লালায়", তোমারও তা'ই হইয়াছে; হরিনামে ডুবে আছ, হরিপ্রেমে মাতিয়াছ, তবু দাও দাও করিতেছ। বাবা, হরিনাম করিবার আর কোন রকম আছে? "যেন তেন প্রকারেণ" হরি বলিলেই হইল। নিত্যশুদ্ধ ও পরম সিদ্ধ মন্ত্র স্বরূপ হরিনাম আবার কেমন করিয়া করিতে হয় জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই। যখনই সময় পা'বে, নির্জ্জনে যাইয়া নিশ্চিন্ত মনে "হরি হে" ব'লে ডাকিবে আর চক্ষে জল আসিয়া হৃদয় ধৌত হইবে, প্রাণে অপার আনন্দ পাইবে, আর হৃদয়ে বল পাইবে। অসৎ সঙ্গ ও অসৎ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে, যা'দের নিকট বসিলে হরি কথা হয় এমনই সঙ্গ করিবে, যদি অসুবিধা না হয় মাঝে মাঝে দর্জ্জিপাড়া হরিসভাতে যাইয়া মিলিত হ'বে, সেখানকার সকলগুলিই এক একটি মহাজন। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একা একটু নির্জ্জন স্থানে বসিয়া গঙ্গা দর্শন করিবে। নিজের

খরচ হ'তে ২।১ পয়সা বাঁচাইয়া গরিবকে দিবে, পাপী দেখে দুঃখিত হ'বে, ঘৃণা করিবে না, পাপকে ঘৃণা করিবে। অন্যের জন্য ও শরীর পালনের জন্য যেমন নিজ কর্ম্ম অতি যত্নে ও সতর্কে করিতেছ তেমনই প্রাণের শান্তির জন্য প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণকে নিজজন ভাবিয়া তাঁ'র সেবা ও তাঁ'র কার্য্যগুলি যত্নে প্রতিপালন করিবে। প্রাতঃ সন্ধ্যা তুলসী তলায় প্রণাম করিবে এবং অহরহঃ হরিনামে মত্ত থাকিবে। হরিনাম করিবার জন্য স্থানাস্থান বিচার করিবে না, নিত্যশুদ্ধ নাম লইতে শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করিবে না, নিজ পুত্র কন্যার মত কৃষ্ণকে নিজজন মনে করিবে তা' হ'লেই কৃতার্থ হ'বে।

বাবা, তোমরা মহাজন, তোমরা প্রভুর প্রিয়পাত্র, কোন চিন্তা করিও না, প্রভু তোমাদিগকে বড়ই ভাল বাসেন, তোমরাও তাঁ'কে সেই রকম ভাল বাসিয়া কৃতার্থ হও, এই প্রার্থনা। এ পৃথিবীতে কেহ অন্যের কার্য্যের জন্য কোন রকম দায়ী হয় না, সকলেই নিজ নিজ কার্য্যের জন্য এসেছে, করিবে, ও তা'র মত ফলভোগ করিতে হ'বে। তাই বলি, প্রত্যেক কার্য্যটি করিবার আগে ২।১ মিনিট ভাবিয়া লইও, সময়ে সময়ে সুবিধা মত ভাল পুস্তক পড়িবে, যদি পাও একবার "অমিয় নিমাই চরিত" পড়িও।

আমার ধৃষ্টতা মাপ করিবে, পাগলের মত যা' তা' লিখিলাম কিছু মনে করিবে না। এ ভবে আমার মত হতভাগা আর কেহ নাই জানিয়া দয়া করিবে, নিবেদন ইতি।

তোমাদের আশ্রিত—হর।

ত্রিষষ্টিতম পত্র।

বাবা! (বিপিন বাবু)

কৃষ্ণ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন, তোমার কাতরতা দেখিয়া তিনি সুখী হইয়াছেন কোন চিন্তা করিও না। অহরহঃ তাঁ'র নাম লইতে থাক, দেখিবে অচিরেই তাঁ'র কৃপা পাইয়া কৃতার্থ হইবে কোন সন্দেহ করিও না। কৃষ্ণ বড়ই দয়াময়, কেহই আজ পর্য্যন্ত বিফল মনোরথ হ'য়ে তাঁ'র নিকট হ'তে ফিরে নাই, যে যা' চায় তিনি তা'কে তাহাই দিয়া কৃতার্থ করেন। তাই বলি বাবা, তাঁ'কে ছাড়িও না, অবশ্যই কৃতার্থ হ'বে। মনে ভুলে মুখে ডাকিলে তাঁ'র দয়া পাইতে একটু বিলম্ব হয়। তাই বলি, যা'রা শীঘ্র তাঁ'র দয়া পাইবার ইচ্ছা রাখে তা'রা যেন মনে মুখে এক করে, এই আমার প্রার্থনা। মধুর কৃষ্ণ নামটি ইহ ও পরকালের জন্য সযত্নে সঞ্চয় করিবে, নাম ভুলিবে না, নাম বই আর আমাদের গতি নাই। বাবা, যে দ্রব্য কখন চক্ষে দেখা যায় না, তা'র নাম জানা থাকিলে অক্লেশে সেই জিনিষ খুঁজে আনা যেতে পারে, কিন্তু নাম না জানিলে চক্ষের সামনে থাকিলেও পাওয়া অসম্ভব। তাই বলি, কৃষ্ণকে যাহারা চায় তা'রা যেন মনে প্রাণে তাঁ'র নামটিকে আশ্রয় করে, নচেৎ তিনি স্বয়ং আসিলেও চিনিতে পারিবে না। তাই লক্ষবার বলিতেছি, নাম বই গতি নাই, নাম লইতে থাক কৃতার্থ হ'বে। খাইতে শুইতে চলিতে বসিতে উঠিতে রসনা যেন নাম মহামন্ত্র ঘোষণা করে। বাবা, করে দেখ, কি মজা কত সুখ আর কত সত্বর উন্নতি। কৃষ্ণকে ও কৃষ্ণনামটি ভুলে ত্রিলোকের একছত্র রাজত্বও বাঞ্ছনীয় হ'তে পারে না। নাম লইতে লইতে বৃক্ষতলবাসও পরম আনন্দের এ'টি যেন সদাই মনে থাকে। বাবা, সময় পাইলেই একা কোন নির্জ্জন স্থানে চুপ ক'রে ব'সে থাকবে, আর মুখে নাম লইতে থাকিবে, দেখিবে হৃদয়ের

ধন চক্ষের নিকট আসিয়া জগৎকে নিজরূপে মনোহর সাজে সাজাইয়া তোমাকে আনন্দ দিবেন। পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা কখনই করিবে না, যেখানে বসিলে কেবল বিষয়ের কথা হ'বে সে স্থান কায়মনে ত্যাগ করিবে। অভাব মোচন জন্য সামান্য অর্থ পাইলেই তা'তেই সন্তুষ্ট থাকিবে। অন্যের গাড়ী ঘোড়া দেখে মনকে দৌড়িতে দিবে না।

প্রাণায়াম ইত্যাদি নিয়মমত না করিতে পারিলে কষ্ট পাইতে হয় অতএব তা'র দ্বারা সুফলের বাসনা ক'রে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবে না। নাম কর কৃতার্থ হ'বে, আমার মাকে বলিবে তাঁ'র আর একটি বদ্ ছেলে আছে, যেন তাই বলে নিদয় না হন।

আপনাদের স্নেহ-প্রার্থী—হর।

চতুঃষষ্টিতম পত্র।

প্রেমিক সুজন! (শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সরকার, ভবানীপুর)

আজ হঠাৎ আপনার অপরূপ পত্রখানি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম, পাঠে ততোধিক আনন্দ পাইলাম। সত্যই আপনার পূর্ব্বরাগ হইয়াছে, অচিরেই মনের সাধ মিটিবে। ভাগবতে আপনাতে উপযুক্ত মিলন হইয়াছে, আর প্রাণে কৃষ্ণপ্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছে। একটি নিবেদন, উর্ব্বর ক্ষেত্র থাকিলে কৃষির অভাব হয় না। অনেকেই পাইবার জন্য নিতান্ত খোসামোদ করে এবং সময়ে সময়ে কিছু নজরও করে, তাই বলি, এমন সুন্দর উর্ব্বর ভূমিখণ্ডের জন্য অনেকেই লালাইত, কোন চিন্তা করিবেন না, সত্বরই বিলি হ'বে ও আপনি লাভবান হইবেন ; এ ক্ষেত্রে ভক্তি-বীজ প্রেমফল দান করিবে, আশা করা যায়। প্রেমধনে ধনী হ'লে আমাদের মত কাঙ্গাল যেন দুয়ার হ'তে তাড়িত না হয় মনে রাখিবেন। আমার নিতাই নীচজনকে বড় ভালবাসেন। নিজকে নীচ জ্ঞানটি যেন আপনাতে চিরস্থায়ীরূপে

বিরাজ করে। মৃত্তিকা সকল হ'তে নীচ, তাই সকল প্রকার উচ্চরত্নের জন্মভূমি। যে যত নীচ, প্রভুর নজরে সে ততই উচ্চ। প্রভুর নিকট নীচের আদর বেশী, তাঁ'র চরণে কাতর প্রার্থনা যেন চিরদিন নীচ হ'য়ে থাকিতে পারি, কখন যেন উচ্চ বলিয়া মনে না হয় কিম্বা উচ্চ হ'বার বাসনা হৃদয়ে না জাগে।

আমার উদ্ধার জন্য প্রভু আপনাদের মত মহাপুরুষদিগকে এই ধরাধামে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি বড়ই দয়াময়। ভারের গুরুত্ব অনুসারে উত্তোলন যন্ত্রের শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হয়। আমার মত মহা পতিতকে তুলিবার জন্যই দয়াময় প্রভু আপনাদের মত শত শত মহাশক্তি সম্পন্ন যন্ত্র লাগাইয়াছেন। ইহাতেও যদি আমার উদ্ধার না হয় তবে আমার মত দুরদৃষ্ট আর কা'র হ'বে? যখন দয়া ক'রে ধরেছেন, তখন টেনে তুলিয়া লউন এই মাত্র প্রার্থনা।

যা'দের দুই চক্ষু আছে তা'রা যদি চক্ষুহীনের কাঁধে চেপে পর্ব্বত পার হইতে চায়, তা' হ'লে যেমন পদে পদে বিপদে পড়ে, তেমনিই আপনারা আমাকে আশ্রয় করিতে আসিলে আপনাদের মঙ্গল হ'বার আশা দূরে থাক্ বরং কষ্টই বাড়িবার সম্ভাবনা। তাই সাবধান ক'রে দিতেছি। তবে একটি কথা বলি, যেমন ধীবর অগাধ জলের মাছ জালদ্বারা শুষ্ক জমির উপর দাঁড়াইয়া টেনে তুল্‌তে পারে তেমনই যদি সেই অ-ধরকে কেহ ধরিতে চান তিনি যেন পূর্ণ বিশ্বাস রূপ শক্ত জমির উপর দাঁড়াইয়া নামরূপ জাল বিস্তার করেন; ২।১ ক্ষেপ ফাঁক্ যেতে পারে, তা'তে উদ্যম-হীন না হইয়া জাল ফেলিতে ফেলিতে একবার না একবার আমার অ-ধর চাঁদ ধরা পড়িবেনই পড়িবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাড়ে জাল রেখে দিনরাত জলে ডুবে থাকিলেও যেমন মাছ ধরা যায় না, তেমনই নামে বিশ্বাস না রাখিয়া যতই যোগ তপ করুন কৃষ্ণ

ধরিতে কেহ সমর্থ হ'বেন না। তাই নিবেদন, কায়-মনঃ-প্রাণে নামের আশ্রয় লউন, কৃতার্থ হ'বেন, নিজে নাম লউন আর যত নিজজন আছেন নাম লইতে বলুন। নামকে আশ্রয় করিলে একদিন না একদিন যাঁ'র নাম তাঁ'কে পা'বেনই পা'বেন, কোন সন্দেহ নাই। নাম জানা থাকিলে জিনিস পেতে কষ্ট হয় না, নচেৎ চক্ষুর নিকট থাকিলেও তা'কে চিনিয়া ধরিতে পারা যায় না। এই সহজ উপায়টি পতিত জীবকে দিবার জন্যই গোলোকের নিধি কাঙ্গাল হ'য়ে নবদ্বীপে আসিয়াছেন আর কেন্দে কেন্দে বলিতেছেন জীব রে নাম কর, নাম কর, নাম করিলেই প্রেম পাবি, আর প্রেম পেলেই প্রেমের হরি তোর হ'বে। তাই বলি, নিতাই চরণ সার ক'রে নাম আশ্রয় করুন কৃতার্থ হইবেন। অন্য উপায় থাকিলেও এমন সহজ ও সরল পথ আর দ্বিতীয় নাই, এই জন্য চারি যুগের মধ্যে কলি ধন্য হইয়াছেন। এমন সুযোগ পাইয়াও আমি পতিতই রহিলাম, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় কি হ'তে পারে? আমার ইচ্ছা আপনারা সকলেই সেই প্রেমময় প্রাণবল্লভকে পাইয়া কৃতার্থ হউন। কিন্তু মনে রাখিবেন যেন সেই পূর্ণানন্দের সময় এ হতভাগাকে ভুলে থাকিবেন না। আমার নিজের কোন গুণ নাই, সাধন ভজনহীন, আমার আশা ভরসা সকলই আপনারা। আমার বিনীত নিবেদন নাম করুন। নিজের অন্নের অর্দ্ধেক দিয়াও ক্ষুধাতুরকে সন্তুষ্ট করুন, আর সকল জীবকে নিজের জন মনে করিয়া ভালবাসুন। ইহাই কৃষ্ণ পা'বার উপায়, মাকে রক্তমাংস শরীরে পরমেশ্বর মনে ক'রে তাঁহার সেবা যত্ন করিবেন। মাকে মানুষ মনে করিবেন না। তাঁ'র আশীর্ব্বাদে সকলই হইতে পারে। স্ত্রীটিকে মনের মত করিয়া গড়িয়া লউন, যেন দু'টিতে একটি হ'য়ে আনন্দ পাইতে পারেন, আপনার দীক্ষা ও শিক্ষার জন্য পরম পূজ্যপাদ প্রভু আনন্দলাল গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাটি কাল্নাতে বিরাজ করিতেছেন,

আশ্রয় লইতে পারেন। যেমন সুন্দর নৌকা, তেমনই রসিক সাধক, সাজিবে ভাল। ঝড় তুফানের আর ভয় থাকিবে না।

আপনাদের আশ্রিত—হর।

পঞ্চষষ্টিতম পত্র।

প্রেমিক সুজন! (ভোলানাথ বাবু)

তোমার পত্রখানি পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম এবং তোমরা বেশ আনন্দে আছ শুনে বড়ই আনন্দিত হইলাম। যাহারা কৃষ্ণ বলে, নিরানন্দের ছায়াও তাঁ'দের ছায়া স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব সদানন্দে থাকিবারই কথা বটে। বাবা, কৃষ্ণ বলিবার আবার নূতন শিক্ষা কি আছে? কৃষ্ণ বলিলেই হইল। নিত্য শুদ্ধ কৃষ্ণনাম লইবার প্রথা প্রণালী নাই। "যেন তেন প্রকারেণ" লইলেই পরম মঙ্গল হয়। এ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার, প্রভুপাদ আনন্দলাল গোস্বামীর নিকট শুনিয়া লইবে। তাঁ'রাই এ জগতে আমাদের মত অভাজন তরাইতে আসিয়াছেন। অতএব তাঁ'দের আশ্রয়েই সকল জানিতে পারিবে। পূজার ছুটিতে ভাগবত বাবার সঙ্গে প্রভুপাদকে দর্শন করিতে যাইবে শুনে বড়ই আনন্দিত হইলাম। সেখানে যাইয়া কৃতার্থ মনোরথ হইবে সন্দেহ নাই।

তোমার অভিলাষ, আমাকে আশ্রয় ক'রে এই দুস্তর ভবনদী পার হ'বে। বাবারে, আমার মত আনাড়ী মাঝি আর জগতে পা'বে না। অন্যকে পার করা দূরের কথা আমি শুকন্ ডাঙ্গাতে নিজের তরী ডুবাইয়াছি। বাবা, কাণার কান্ধে চাপিয়া পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে গেলে, পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। তাই বলি এ আশা ত্যাগ কর। তোমাদের নায়ে বরং এ অভাজনের জন্য একটু স্থান রাখিও। আমাকে সঙ্গে লইও, ফেলে যাইও না এই আমার ইচ্ছা।

তোমার কুলগুরু সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, ইহার বিষয় আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না। এ সম্বন্ধে প্রভু আনন্দলাল গোস্বামীর মত লইবে, তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া দিবেন। আরও একটি কথা, এ সম্বন্ধে তোমার পরম পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিবে। তিনিই সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বলিয়া দিবেন। তোমার স্নেহময়ী মাকে বলিবে যেন এ হতভাগার উপর স্নেহের নজর রাখেন, তাঁ'দের দয়া ব্যতীত এক পলক ও চলিতে পারে না। তোমরা দু'টিতে আমার স্নেহ ভালবাসা জানিও শ্রীমান্ শ্রীমতীদিগকে জানাইও। কৃষ্ণ নামটি ছাড়িও না, সদাই আনন্দে থাকিবে আর সকল মঙ্গল তোমাদের নিকটেই থাকিবে। নিতাই পরম দয়াল, তাঁ'র আশ্রয়ে সকল সিদ্ধি পাইবে।

তোমাদের স্নেহের—হর।

ষট্‌ষষ্টিতম পত্র।

বাবা ভোলানাথ!

তোমার পত্রখানি বড়ই মধুর। যা'র পত্র এত মধুর, তা'র সঙ্গ না জানি আরও কত মধুর। তোমরা কাল্‌না ও নবদ্বীপ যাইয়া নবজীবন পাইয়াছ শু'নে বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমার উক্ত কথাটি বড়ই মধুর, চণ্ডিদাস বলেছেন "সুবর্ণের ঘটী, রস পরিপাটী, সম্মুখে পুরিয়ে রাখে। খাইতে খাইতে, পেট না ভরিবে, তাহাতে ডুবিয়ে থাকে।" তা বাবা, এ বেশ, শুনে সুখী হ'লাম। * * * * * বাবারে, ঢাকা রাখিলেই রূপ বাড়ে। মানুষের মুখ হাত অপেক্ষা গা বেশী পরিষ্কার কেন দেখায় বল দেখি? সদা জামাতে ঢাকা থাকে ব'লে। কোন একটি ফল ঢাকিয়া রাখিলে সে'টি অন্য গুলি অপেক্ষা সুন্দর

হয়। ঢাকা ঘাস সুন্দর হইয়া থাকে, তাই বলি ভালবাসা একেই মধুর, ঢাকা থাকিলে আরও মধুর হয়। বাবা, কৃষ্ণ তোমারই অন্তরে বল দিবেন, কোন চিন্তা নাই। মন্ত্র গ্রহণ সম্বন্ধে গোসাইজীর যা' আদেশ হইয়াছে তাহাই কর, আনন্দ পাইবে। মন্ত্রগ্রহণের পরে যখন যা' করিতে হ'বে শ্রীযুক্ত আনন্দ গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিবে, তিনি সকল কথাই বলিয়া দিবেন।

বাবা, তোমাদিগকে শ্রীযুক্ত আনন্দ গোস্বামীর হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়েছি। আমি মহামূর্খ, তোমাদের কোন উপকার করিতে পারিব না জানিয়াই প্রভুপাদের হাতে সমর্পণ করিয়াছি। তোমাদের সকল অভাব তাঁহাকে জানাইও তিনি সকল মীমাংসা করিয়া দিবেন। চুঁচুড়ার নন্দবাবার সঙ্গেও মাঝে মাঝে মিলিও, তিনিও অনেক উপকারে আসিবেন। তিনি এক মাস কাল আমার এখানে থাকিয়া আমাকে অনেক সংশোধন ক'রে গেছেন। সত্যই তাঁ'রা পাবক। তিনি প্রায়ই কলিকাতায় আসেন। তাঁ'কে লিখিও কলিকাতা এলে যেন তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া যান।

ভাগবতকে বলিবে আমার চারুদাদার যাওয়াতে আমাদের মধ্য-রত্নটি হারাইলাম। প্রভু তাঁ'কে লইয়া আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন এবার খেলা ভাঙ্গিতে হ'বে, প্রস্তুত হও। যাহা হ'ক চারুদাদার মত সৌভাগ্য কা'র হ'তে পারে? শেষ রক্ষাই রক্ষা। প্রভু দয়া ক'রে যে ক'দিন দিয়াছিলেন প্রাণ ভ'রে নাম লইয়াছেন ও নামের জোরেই নিত্যলীলাতে প্রবেশ করিয়াছেন। ধন্য তিনি, আর ধন্য নিতাইয়ের করুণা।

তোমার স্নেহময়ী মাকে বলিবে যেন আমাদের উপরও স্নেহের নজর রাখেন, আমরাও তাঁ'র পাল্যের মধ্যে বলিয়া মনে করেন।

কৃষ্ণ কৃপাতে আমরা আনন্দেই রহিয়াছি। ২।৪ দিন মধ্যে জম্মু রওনা হইব। পথে ১০।১২ দিন যা'বে। পথ অতি ভীষণ। কৃষ্ণ কৃপা ব্যতিরেকে উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। তোমরা কোন চিন্তা করিও না।

তোমাদের—হর।

সপ্তষষ্টিতম পত্র।

সসম্মান নমস্কার নিবেদনমিদং! (মহেন্দ্রবাবু)

আপনার স্নেহপূর্ণ পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের অক্ষমতা মনে করিয়া নিতান্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইলাম। কি নিবেদন করিব মহাশয়! আমি এ পৃথিবীর একটি অযথা ভারমাত্র, মহা প্রতারক, এমন কি সর্ব্বান্তর্যামী প্রভুকেও ঠকাইতে চেষ্টা করি। আমার মত মহামূর্খ ও মহাভণ্ড আর দ্বিতীয় নাই। আপনার পত্রখানি ছত্র ছত্র পাঠ করিলাম, আর কাঁদিলাম। বৃদ্ধা মায়ের কতই কষ্ট হইয়াছে মনে ক'রে নিতান্ত কাতর হইলাম। আবার নিজ নিজ কর্ম্মের ফল মনে ক'রেই একটু শান্ত হইলাম, কৃষ্ণ করুন আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক, মাকে যেন আর কষ্ট পা'বার পূর্ব্বেই ডাকিয়া লন, ইহাই এখন প্রার্থনা। মহাশয়, কৃষ্ণের একটি নাম "কামদ" আর একটি নাম "বাঞ্ছা কল্পতরু" তবে আর এত চিন্তা কেন? আমার মত মহাপাতকীরও যখন কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখেন না, তখন আপনাদের মত মহতের ইচ্ছা পূরণ কেনই বা না হ'বে? অবশ্যই আপনার বাসনা পূর্ণ হ'বে, সকল তীর্থ দর্শন ক'রে মনের সাধ মিটাইতে পারিবেন কোন চিন্তা নাই। মহাশয়, যাঁ'র নামে ভব রোগ নিবারণ হয়, তাঁ'র নাম করিলে যে সামান্য শারীরিক ব্যাধি শান্ত না হ'বে এর কোন কারণই নাই। অহরহঃ হরিনামে

মত্ত থাকুন, যেখানে হরিকথা হয় সেই সেই স্থান দর্শন করিতে থাকুন, হরিভক্তের সেবা করুন পরম শান্তি ও পরমানন্দ পাইবেন, ইহাতে কোন রকম সন্দেহ করিবেন না। একটি কথা সর্ব্বত্রই শুনিতে পাই "হরিভক্তের অসাধ্য কিছুই নাই" তাই নিবেদন করিতেছি, কায়-মনঃ-প্রাণে তাঁ'দের সেবা করুন। ছোট বড় সাধু অসাধু বিচার বিবর্জ্জিত হইয়া তাঁ'দের শরণ লইবেন, ও তাঁ'দের সেবা করিবেন, দেখিবেন অচিরেই পরম শান্তি পাইবেন এবং সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণ পাইয়া জীবন সার্থক মনে করিবেন। হরিভক্তগণ তুষ্ট থাকিলে হরির অবাধ্য হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হ'বার সম্ভব থাকে না। হরি রুষ্ট হইলে হরিভক্তগণ রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু ভক্তগণ অকৃপা করিলে হরি স্বয়ং কিছুই করিতে পারেন না। তাঁ'র সকল ক্ষমতা থাকিলেও ভক্তের বিরুদ্ধে কখন কোন কাজ করেন না। যাহা হ'ক্ মহাশয়, আপনারা মহাজ্ঞানী আপনাদিগকে আমার মত পাষণ্ডের কোন কথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র, তবে আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া যা' নিবেদন করিলাম, তা'র জন্য অজ্ঞ বোধে এ অধমকে ক্ষমা করিবেন। আপনাদের দয়াই আমার একমাত্র সম্বল, আপনারা দয়া করেন ব'লেই অধম হইয়াও নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করি, জনমে জনমে যেন আপনাদের স্নেহ ও দয়া পাই, এইমাত্র আমার ইচ্ছা ও প্রভুর নিকট প্রার্থনা।

শারীরিক ব্যাধির জন্য কাতর হইবেন না, শরীর ব্যাধিগণের থাকিবার স্থান, সময়ে আসে আবার সময়কে পাইয়াই চ'লে যায়। সদা হরিনামে ও হরিপ্রেমে মত্ত থাকুন, দেখিবেন সকলেই আপনার বন্ধু হইয়া আপনার উপকারই করিবে। হরিবিমুখগণের পক্ষে ব্যাধিগণ কষ্টদায়ক শত্রু, কিন্তু হরিভক্তগণের পক্ষে তাহারা পরম সুহৃদ্ হইয়া ভক্তের সম্মান বৃদ্ধি করে। দেখুন, পুলিশ প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণ

দস্যু, দুষ্টগণের পক্ষে কালান্তক যমসদৃশ, কিন্তু সৎলোকের পক্ষে তাহারা পরম সুহৃদের মত নানা প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করেন। তাই বলি মহাশয়, আপনাদের মত মহাপুরুষগণের পক্ষে ব্যাধিগণ সুহৃদের মত আপনাদের যশঃ বৃদ্ধি করিবার জন্যই আসে, এর জন্য কোন চিন্তাই করিবেন না। সোণাকে বিশুদ্ধ করিবার সময় উত্তাপ দিতে হয়, আর বিশুদ্ধ সোণাকেও তাপ দিয়া অলঙ্কার গড়িতে হয়, কিন্তু এ বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ অবস্থার তাপের পরিমাণ অত্যন্ত পৃথক্। এ'টি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, ব্যাধিগণ ভক্তের ও অভক্তের উপর কি রকম কার্য্য করে। কোন চিন্তা করিবেন না, অবশ্যই আপনার মনের সাধ মিটিবে, কৃষ্ণনাম অহরহঃ করিতে থাকুন আর কৃষ্ণভক্তগণের সেবাতে নিযুক্ত থাকুন, কায়মনোবাক্যে তাঁ'দের তুষ্টি সাধন করিতে যত্নবান থাকুন, অচিরেই নিশ্চিন্ত হইবেন।

পাপকে ঘৃণা করিবেন, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা না করিয়া তাহার পরিত্রাণের জন্য কাতর প্রাণে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিবেন। আপনারাই পাপী তাপীর একমাত্র আশ্রয় ও পরম সহায়, এ'টি মনে রেখেই আমাদের মত পতিতকে সদাই দয়া করিবেন, ঘৃণা ক'রে ত্যাগ করিবেন না। পাপীর সঙ্গ করিবেন না, কিন্তু পাপীকে সঙ্গী ক'রে নিজে-দের মত করিতে চেষ্টা করিবেন। এ'টি যেন মনে থাকে, আপনারাই আমাদের মত পতিতের গতি।

মহাশয়, অটল প্রভৃতি সকলে আমার ভক্ত নয়, আমিই তাঁ'দের ভক্ত, তাঁ'রা মহাপুরুষ, আমি তাঁ'দের আশ্রিত মাত্র, দয়া করা তাঁ'দের স্বভাব, তাই আমার মত অভাগাও বঞ্চিত হয় নাই। আমাকে রসাতলে যাইতে দেখিয়া তাঁ'রাই চু'লে ধরে তুলেছে, এর জন্য আমি জনমে জনমে তাঁ'দের নিকট ঋণী আছি ও থাকিব। কেহ আমাকে তাঁ'দের গুরু

ইত্যাদি লিখিলে আমি বড়ই কষ্ট পাই, তা'রা আমার উপকারক, আমি তা'দের উপকৃত তা'দের সঙ্গে আমার এইমাত্র সম্বন্ধ, যদি সময় ও সুবিধা হয় একবার তা'দের সঙ্গে মিলিলেই আমার কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

আপনার স্নেহের—হর।

অষ্টষষ্টিতম পত্র।

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন! (মহেন্দ্র বাবু)

বহুকাল পরে আপনার স্নেহপূর্ণ পত্র এবং তাহাতে আপনার কতক শারীরিক উন্নতির কথা শুনিয়া আনন্দে ডুবিলাম। আমি প্রায় সদাই আপনার বিষয় চিন্তা করিতাম এবং পত্র না পাইবার কারণ চিন্তা করিতাম, যাহা হ'ক্ এখন বুঝিলাম পত্র লিখিতে পারুন আর নাই পারুন এই হতভাগাকে ভুলেন নাই, ইহাই আমার সৌভাগ্য প্রকাশ করিতেছে ও আমাকে মহা আনন্দিত করিতেছে। আপনারা মহাপুরুষ প্রভুর কৃপাপাত্র, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, সেই জন্যই প্রার্থনা দয়ার নজর রাখিতে ভুলিবেন না, আমার আশা ভরসা সকলই আপনারা, আপনাদের দয়া হারাইলে আমার আর গত্যন্তর নাই, জানিবেন। আপনি যেমন পবিত্র তেমনি পরম পবিত্র স্থান বিশ্বনাথের খাসমহলে বাস করিতেছেন ও আনন্দ প্রাণে সেই আনন্দময় নাম লইতেছেন। আমি যেমন তেমনই আচার ভ্রষ্ট নির্ম্মম দেশে রহিয়াছি। যাহা হ'ক্ প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হয় ও হইতেছে, তা'র জন্য আমার কোন দুঃখ নাই। তা' ছাড়া যখনই মনে করি যে আপনাদের মত মহৎ সুজনগণ আমাকে দয়া করেন, তখন আর ভয়ের কোন কারণ থাকে না, দুঃখের কথাই নাই মহা

আনন্দে ডু'বে যাই। এখন সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা যেমন জনমে জনমে আপনাদের দয়ার পাত্র হইয়া আসিতে পাই। বাবা, আপনার পত্র না লেখার শেষোক্ত কথাটি পাঠ ক'রে হাসিলাম। বলি বাবা, প্রভুর নিকট রাজ রাজ্যেশ্বর, রাজচক্রবর্ত্তী যেমন, একটি সামান্য মক্ষিকাও তাই। আর একটি কথা, উলঙ্গ দরিদ্র ভক্ত প্রভুর নিকট সর্ব্বোচ্চ সম্মান ও আদর পাইয়া থাকেন, সেখানে magistrate, judge, munsiffএর বেশী মান্য হ'বার সম্ভব কোথায়? সেখানে পার্থিব মান্য, গণনার মধ্যেই আসে না, তা' ছাড়া আমার সম্বন্ধে মহাশয়, পাপীতে পাপীতে, মূর্খে মূর্খে, দরিদ্রে দরিদ্রে মিলন যে রকম সুচারু হয়, বিপরীত গুণবিশিষ্ট হ'লে তেমন হ'বার আশা নাই। এইজন্য এ দরিদ্র ও নিতান্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, আপনাদের স্নেহ বেশী আদরের সহিত প্রার্থনা করে। রাজা মহারাজার সঙ্গে আমার মিলন অসম্ভব, গরিব হ'য়ে বড়লোকের সঙ্গে মিলিত হ'লে দুঃখ বই সুখ হবার আশা নিতান্ত কমই থাকে, বড়লোকের গরিব বন্ধু চাকরের মধ্যে গণিত হয়। যাহা হ'ক্ বাবা, গরীব বাবার ছেলে দরিদ্র বই কখন রাজা হ'তে পারে না, ইচ্ছাও রাখে না, এ অধমকে আপনাদের আশ্রিত মনে ক'রে সেই রকম ব্যবহার করিবেন।

ইচ্ছা করিতেছি বৈশাখ মাসে ছুটী লইয়া দেশে যাইব, তখন যদি আপনার ও আপনাদের বিশ্বনাথের দয়া ও অনুমতি হয়, তা' হ'লে ঐ পরম পবিত্র স্থান দর্শন করিয়া যাইতে পারি, সেই সময়ে আপনাদিগকে দর্শন স্পর্শন ক'রে পবিত্র হইবার নিতান্ত ইচ্ছা, তবে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা না হ'লে কিছুই হয়ও না, হ'বারও নয়। দেখিবেন যেন দর্শন পাই। বাবা, গরীবের মনের ইচ্ছা সর্ব্বদাই প্রায় অপূর্ণ থাকে, তাই ভয় হয় পাছে দর্শন না ঘটে। যা' হ'ক নিজে দর্শন দিবার ইচ্ছা রাখিবেন তা' হ'লে অবশ্যই পূর্ণ হ'বে।

সুখে দুঃখে পৃথিবীর ক'টা দিন কাটাইয়া অহরহঃ প্রভুর নাম গ্রহণ করিতে থাকুন, সকল সাধ পূর্ণ হ'বে, কিছুতেই নাম ভুলিবেন না। নাম ভুলে স্বর্গের রাজত্বও নরক ভোগ মনে রাখিবেন, আর নাম করিতে করিতে নরকেও গোলোকের অখণ্ড আনন্দ অনুভব করিতে পারা যায়। অতএব এমন সর্ব্বমঙ্গলময় ও পূর্ণানন্দের আকরস্বরূপ নামটি সদাই গ্রহণ করিবেন।

আপনাদের স্নেহের—হর।

কোনসপ্ততিতম পত্র।

অকিঞ্চন! (শ্রীযুক্ত অকিঞ্চন নন্দী, বি, এল, উকীল, বাঁকুড়া)

বাবা, আপনার স্নেহমাখা পত্রপাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম। বাবা, সত্য বলিতে কি আপনারাই ধন্য। কেননা, এত আনন্দে থাকিয়াও এ পৃথিবীর অসার্থকতা পূর্ণমাত্রাতে অনুভব করিয়াছেন এবং প্রকৃত সত্য যাহা, তাহাই অন্বেষণ করিতেছেন। এ জগতে যা' কিছু আছে, সত্য ভুলাইবার জন্য, অতএব যাঁহারা এ পৃথিবীকে ও পৃথিবীর সুখ দুঃখকে কৃষ্ণ প্রাপ্তির অন্তরায় বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে ভাগ্যবান্ ও বুদ্ধিমান্। বাবা, রাধাচক্রে একবার পড়িলে প্রথম প্রথম কষ্ট অনুভব হয় এবং ভয়ে ভীত হইতে হয়, কিন্তু যখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মস্তিষ্ক নিজের প্রকৃত অবস্থা হারায়, তখন আর যেমন ঘুরিতে কষ্ট বোধ না হইয়া সেই দারুণ কষ্টই আনন্দ ব'লে মনে হয়, তেমনই সংসার চক্রে প'ড়ে প্রথম প্রথম ঘুরাণিটাই অসহ্য হ'য়ে পড়ে, তারপর সময়ে নামিয়া না পড়িলে এ যাতনাময় সংসারকেই আনন্দের ব'লে মনে হয় এবং প্রকৃত স্থির আনন্দকে ভুলিয়া যাইতে হয়। ঘুরিয়া ঘুরিয়া নেশা হ'য়ে পড়িলে

আর আপনার ইচ্ছায় নামিতে চায় না, তখন জোর ক'রে নামাইবার চেষ্টা করিতে হয়। তেমনই সংসার চক্রে প'ড়ে আসল ভুলিয়া যাইলেও সেই দয়াময় চৈতন্য উৎপাদন করিবার জন্য কোন রকম ব্যাধি কিম্বা কোন আত্মীয় বিচ্ছেদ দ্বারা আমাদিগের চৈতন্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতেও চৈতন্য না হইলে তখন আরও জোর ঘুরাপাক্ লাগাইয়া একবারে চিরদিনের মত অচৈতন্য করাইয়া দেন। তখন মায়া নিশ্চিন্ত মনে রাজত্ব করিতে থাকে এবং আপন ইচ্ছামত কখন একটু ধীরে আর কখন একটু জোরে রাধাচক্র ফিরাইয়া আমাদের অবস্থা দেখিয়া হাসে। তাই বলি বাবা, আমি এই অচেতনের দলের দলপতি, আর আপনারা সময়ে নিজ নিজ অবস্থা বুঝিয়া চক্র হইতে নামিতে চাহিয়াছেন অতএব আপনারাই ভাগ্যবান্ ও বুদ্ধিমান্। বাবা, এ প্রাণঘাতক নেশাকে ছাড়াইবার একমাত্র মহৌষধ "কৃষ্ণনাম"; অহরহঃ এ ভূত ছাড়ান মন্ত্রটি রসনাতে রাখিবেন, তা' হ'লে কখন ভুলে গেলেও ভূতে ধরিতে পারিবে না। এ ছাড়া অন্য ঔষধ আছে বটে কিন্তু তাহারা এত নিরাপদ নয়, ভূতেরাও সে মন্ত্র পড়ে অতএব তা'রা সে সকল মন্ত্রকে ভয় পায় না। তবে হরিনাম মহামন্ত্রের আওয়াজ পর্য্যন্তও সহ্য করিতে পারে না, অতএব সকল ভুলে হরিনামই সার করা সকলের কর্ত্তব্য। বাবা, যে দেশে যে ব্যাধি বেশী তা'র ঔষধও সেই দেশেই পাওয়া যায়, অন্যত্র খুজিলে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলি সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হইতে পারে না। তেমনই বাবা, কলিযুগে ভূতের ভয় বেশী সেই জন্যই অমোঘ ঔষধ এই যুগেই পাওয়া যায়, অন্যান্য যুগের ঔষধে তত শক্তি নাই ইহাই বুঝিয়া শাস্ত্রে বার বার তিন বার "নাস্ত্যেব" "নাস্ত্যেব" "নাস্ত্যেব" বলিয়া কলির জীবগণকে সতর্ক করিতেছেন। তাই বলি বাবা, যাগ যজ্ঞ তপস্যা ইত্যাদিতে এই কলিযুগে যত ফল পাওয়া যায় (অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রমের পর) এক হরিনামে

অতি সহজে তা'র অনন্ত গুণ লাভবান্ হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। প্রভু যখনই আসেন, তখনই ধর্ম্মরক্ষার জন্য, ধর্ম্ম নষ্ট করিতে আসেন না। তিনি গৌর হ'য়ে, বেদান্তের প্রধান পণ্ডিতপ্রবর সার্ব্বভৌম ও প্রধান বেদবিৎ কাশীবাসী প্রকাশানন্দকে শিষ্যগণ সম্মুখে কেন বিচারে পরাস্ত করিয়া নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রাধান্য স্থাপন করিলেন ? ইহার তাৎপর্য্যই, ভূতের বাড়াবাড়ির সময় প্রকৃত ভূত তাড়ান মন্ত্রই লওয়া বিধেয়। তাই বলি বাবা, বিনা বিচারে নাম লইতে থাকুন. "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি নাম আচণ্ডালে দান করা হইল, অতএব ইহা কোন রকম নিয়ম বিরুদ্ধ অর্থাৎ বেদের বার হইতে পারে না। প্রত্যেক যুগেই এক এক নাম মন্ত্র প্রচার আছে, ইহা বেদ বলিতেছেন, অতএব কলিযুগের "হরেকৃষ্ণ" নামটিও সেই বেদের অন্তর্গত। সকলের সঙ্গে প্রভু নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, আর অন্তরঙ্গের সঙ্গে রসাস্বাদন করিতেন। বাবা, খেপার মত অনেক কথা (লিখিবার না হইলেও) লিখিয়া ফেলিলাম, কিছু মনে করিবেন না। এই অবস্থাতে পড়েই কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব'লে গেছেন "কহিবার কথা নয়, তথাপি বাউলে কয়, কহিলেও কেবা পতি চায়" আমার অবস্থাও তা'ই হইয়াছে যা' তা'. ব'লে ফেলিলাম ইহাতে আমার বিচার বুদ্ধি কিম্বা শক্তি নাই। যাহার ইচ্ছা এ কথায় বিশ্বাস করিবেন, নচেৎ অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, আমি বলিতে পারিব না।

বাবা, যুগল মূর্ত্তি চিন্তা জীবের স্বাভাবিক, অতএব সহজেই মধুর বলিয়া মনে হয়; এবং তাহা ছাড়িয়া সে অন্য চিন্তা আশ্রয় করিতে চায় না। পাল মহাশয়কে আমার ভালবাসা জানাইয়া এই পত্র তাঁকেও দিবেন, পৃথক্ লিখিবার শক্তিও নাই আর লিখিবার কথাও কিছু নূতন নাই। তবে একটি কথা তাঁ'কে বলিতেছি "যা'র যেই ভাব সেই সে উত্তম। তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তারতম॥" অতএব ব্রজের সকল

ভাবই আপন আপন হিসাবে পূর্ণ, তবে এক, অন্য আস্বাদন করিতে পারে না। তাই তা'রা আপন আপন ভাবে মুগ্ধ থাকে। মধুর ভাবের ভাবুক সকলের উচ্চ, কেননা ইহাতে অন্যান্য চারিটি ভাবও গুপ্তভাবে বর্ত্তমান। এই জন্য মধুরের পাত্রগণ সদাই অভিমানী, সামান্যেই অভিমানে পূরে যায় এবং এই অভিমান জন্যই কদাচ স্বপ্নেও কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা দেখিতে পায় না। মা ও সখারা অনেক সময়ে কৃষ্ণকে বেশী জানিয়া ইতস্ততঃ হইয়াছেন কিন্তু মধুরের প্রথরাগণ চিরদিন তাঁকে নিজ অধীন মনে করিয়াছেন, ইহাই মধুরের উৎকর্ষ; যা'দের প্রাণ মধুরের দিকে ধাবিত, তাহারা সামান্য ভাবকে উপেক্ষা করিতে পারে। মধুর মিষ্টতার নিকট সকল মিষ্টতারই লঘুত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ইহাতে দ্বিমত হ'বার উপায় নাই। এই জন্য আপনাদিগকে মহাভাগ্যবান্ বলিলাম; খেপা ছেলের উপর নজর রাখিবেন।

স্নেহের—হর।

সপ্ততিতম পত্র।

পরম স্নেহময় বাবা! (শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী, চুঁচুড়া)

আড়ালে থাকিয়া এত ভালবাসেন কেন? দুষ্ট ছেলে কাছে পেলে বেশী ত্যক্ত ক'র্‌বে এই ভয়ে বুঝি লুকায়ে লুকায়ে ভালবাসেন? এও বড় মধুর, বড়ই প্রাণস্পর্শী, তাই আজ আমার প্রতিজ্ঞা ভুলে আপনার নিকট হাজির হইলাম. দয়া ক'রে কোলে নিলে কৃতার্থ হইব। আপনার মনের সরলতা ও প্রাণের আকুলতা পত্রের প্রত্যেক অক্ষরেই পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইতেছে, এত সরল না হ'লে এ পাগল ভুলিত না। বাবা, পাগল ভুলান সরলতা আপনাতে আছে। আপনার দয়াতে আজ আমার

নন্দ ও গোষ্ঠ বাবার সঙ্গে অপার আনন্দ অনুভব করিতেছি। "সাধুর স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কর্ম্ম নাই তবু যান তা'র ঘর॥" এ কথার সার্থকতা আজ অনুভব করিলাম, আজ আমি নিস্তার পাইলাম মনে হইতেছে। আপনারা এক এক জন আনন্দময় সেই নিতাইয়ের পরম প্রিয়পাত্র ও নিতান্ত নিজ জন সন্দেহ নাই। নিতাই করুণা না করিলে এ আনন্দ, জগতে আর কেউ দিতে পারে না, বা কোথাও পাওয়া যায় না। আপনাদের প্রাণভরা আনন্দই আপনারা যে নিতাইয়ের প্রিয়পাত্র প্রমাণ করিতেছে, ইহার জন্য অন্য প্রমাণ খুজিবার আবশ্যকতা দেখি না। বাবা, দেখিবেন যেন বাবার ধনে সামান্য অধিকার এ গরীব সন্তানের থাকে। আমার আশা ভরসা আপনারাই। 'বড লোকের ছেলে' এই গরবেই নিজে উপার্জ্জন করিব এ ইচ্ছা একবারে ত্যাগ করিয়াছি, এবং সদাই নিশ্চিন্ত মনে ইয়াকি দিয়া বেড়াইতেছি কাহাকেও ভয় করি না। বাবা, দেখিবেন যেন শেষ রক্ষা হয়, আপনার নিকট এই প্রার্থনা। আমার মাকেও বলিবেন যেন দয়া ক'রে এই অভাজন ছেলেকে স্নেহ করেন। মা আমার যেন আনন্দময়ীরূপে আমাকে দেখেন, আমি বড় ভয়কাতুরে ছেলে, সামান্য চক্ষু রাঙ্গাইলে আমার প্রাণ উড়ে যা'বে, তাই মায়ের নিকট প্রার্থনা, যেন আনন্দময়ী হ'য়ে আমাকে স্নেহ করেন ও ভালবাসেন। আপনার ভালবাসাই আমাকে পাগল ক'রেছে। বাবা, কত দিনে একবার দর্শন পা'ব ব'লে দিবেন।

আমার গোষ্ঠ বাবাকে আপনাদের দয়াতেই ফিরে পেলাম, আশা থাকে নাই। অমরনাথ তা'কে নিজের কোলে তুলে নিয়ে গিয়ে দর্শন দিয়াছেন, নচেৎ কোন ক্রমে সে শরীর অমরনাথ পর্য্যন্ত পঁহুছিত না। যাহা হ'ক্ বাবা, আপনাদের দয়া অপার তা' আজ বেশ বুঝিলাম। গোষ্ঠ বাবা আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, আর কোন রকম চিন্তা করিবেন না।

আমার শ্যাম ভায়াকে (শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র) আমার স্নেহ ভালবাসা জানাইবেন আর বলিবেন, 'বাবাদিগকে কিছুদিন রাখিবার চেষ্টাতেই আছি, তবে জানি না ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা।' বড়ই আনন্দে রহিয়াছি। বাবা, আমার ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে আমার স্নেহ ভালবাসা জানাইবেন, তা'রা, কেমন আছে? তা'রা যেন তা'দের গরীব দাদাকে না ভুলে যায়। তা'দিগকে দেখিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে, জানি না কতদিনে দেখা পা'ব। নরেশ বাবাকে (ইনি ঠাকুরের জামাতা) আমাদের স্নেহ ভালবাসা দিবেন, আর বলিবেন যে তা'র দাদা মহাশয়ের সঙ্গে অম্নি গোকুলও দর্শন করে নিরাপদে আসিয়া পঁহুছিয়াছে, ইহাই সৎসঙ্গের ফল। বাবা, দয়া রাখিবেন এই নিবেদন।

আপনাদের স্নেহের—হর।

একসপ্ততিতম পত্র।

পরম স্নেহময় শ্যাম বাবা!

এতদিনে নিশ্চিন্ত হইলাম, লুকান মা, বাবা বাহির করিয়া প্রাণে অপার শান্তি পাইলাম। মা আমার লক্ষ্মী, তাই লক্ষ্মীমন্ত ছেলেকে ভালবাসেন; আমি একজন লক্ষ্মী ছাড়া, তাই ভয় হয় পাছে মা ভয় পাইয়া আমার ভার গ্রহণ না করেন। তাঁ'কে বলিবেন, মা বাপের সকল ছেলে সমান হয় না, কেহ আনে আর কেহ বা ব'সে খায়। আমি এই শেষ দলের একজন প্রধান। যতদিন মা, বাপ থাকিবে, ততদিন ভয় নাই, তারপর, "আজ খেয়ে নেড়া নাচে। কাল্‌কে গোবিন্দ আছে॥" তখন যে পাঠাইয়াছে সেই খেতে দিবে। আমার মা লক্ষ্মী, কিন্তু তাঁ'র ছেলে লক্ষ্মীছাড়াই হয়, কেন, ইহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। শ্মশানবাসী

ভিখারী পাগলের ছেলেরা সকলেই রাজা রাজচক্রবর্ত্তী মহালক্ষ্মীবন্ত। আশ্চর্য্য বটে। বাবা, আমি উল্টা চাপ দিই নাই, যা' ধ্রুব সত্য তা'ই লিখিয়াছি। সত্যই আমি একজন জীবাধম, সদাই ভয় পাই পাছে মা, বাপের নামে কলঙ্ক আনি, দয়া রাখিবেন। আমার দোষগুলি সদাই আবরণ করিয়া রাখিবেন। বাবা, এক দারিদ্র্য দোষ শতগুণ নাশ করে, আমার মত দরিদ্র আর নাই, তাই সদাই ঘৃণিত।

বাবা, আপনাকে "আপনি" না লিখিলে মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হয়, এবং সে'টি মহাপাতকের কার্য্য, অতএব ও রকম অনুমতি করিবেন না; আমার ইচ্ছার উপর আমাকেই কর্ত্তৃত্ব রাখিতে দিন, ইহাই প্রার্থনা। বাবা, স্বার্থই মানুষকে সকল রকম পাপ করায়, সেই স্বার্থের দাসত্ব করিতেই আমাকে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে হইয়াছে। এমন মা, বাপ পা'বার স্বার্থ ত্যাগ করিতে না পারায় সব উল্টা হ'য়ে গেছে। অপরাধীর পক্ষে আর একটা অপরাধ বেশী ভয়ের কথা নয়; বাবা, বোঝার উপর শাকের আটি, তা'র জন্য আপনি কাতর হ'বেন না। বাবা, কয়েদীর পক্ষে আর এ জেলখানা ও জেলখানা কি? যখন দোষী, তখন যেখানে খুসী রাখিতে পারেন, এবং আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে আনন্দেই থাকিব।

বাবা, এ জগতের সকলই থাকে, 'আমিই' কেবল স'রে স'রে যাই। তাই বলি, স'রে যা'বার পূর্ব্বে এ জগতের যতটুকু পরের হাতে বিলাইয়া যাইতে পারি ততটুকুই বাহাদুরি, যতগুলি নিজের করিতে পারি ততই লাভ। এমন মজার খেলাশাল কতবারই পাতিয়াছি আবার কতবার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মা, বাপ সাজাইয়া খেলিয়াছি, আর কতবার সব ছেড়ে আসিয়াছি, আবার সত্বরই ছাড়িতে হ'বে, তবে আর কেন কূপমণ্ডুক হইয়া থাকি? কেন সময় থাকিতে অগাধ অসীম সমুদ্র নিতাইচরণ আশ্রয় না করি? সমুদ্র আশ্রয় করিলে আর সামান্য বাঁধান ঘাটওয়ালা

পুকুরের জন্য প্রাণ কান্দিবে না, তখন আর এদিকে ওদিকে ঘুরিতে গেলে মাথা ঠোকা যা'বে না, তখন আনন্দে ও নির্ভয়ে চারিদিকে দৌড়িতে পারিব। বাবা, দয়া ক'রে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যা'বেন, যদিও সমুদ্রে জল স্পর্শ করিলেই আমার অস্তিত্ব লোপ হ'বে জানি, তবু লোভ ছাড়িতে পারিতেছি না; তাই নিবেদন, এ হস্তপদাদি রহিত অপদার্থ মাংসপিণ্ডকেও আপনাদের সঙ্গে লইয়া যাইবেন, আপনাদের যা'বার শক্তি আছে; আমার কিছুই নাই। আমার হস্তপদাদি থাকিয়াও নিতান্ত শক্তিহীন, কেন না অভাগার স্পর্শে সমুদ্রও শুকাইয়া যায়, তাই কাতর প্রাণে আপনাদের আশ্রয় লইয়াছি, দেখিবেন ফেলে যা'বেন না।

আমার আদরের ভাই ভগিনীগুলিকে বলিবেন যেন তা'দের দাদাকে স্নেহভালবাসার নজরে দেখে। কৃষ্ণকৃপায় খুব আনন্দে আছি। নন্দ ও গোষ্ঠ বাবার সঙ্গ পাইয়া সব ভুলেছি, জানি না তা'রা গেলে কি করিব। আনন্দে পাগল হ'য়ে সব ভুলেছি।

আপনার স্নেহের—হর।

দ্বিসপ্ততিতম পত্র।

শ্যাম বাবা!

আপনার পত্রে মায়ের কথা শুনে বড়ই আশান্বিত হইলাম। মা যেন জগৎমাতা হন এই আমার ইচ্ছা। আত্মপর জ্ঞান হারা হ'তে পারিলেই জগজ্জননী হ'তে পারা যায়। বাবা, পরের ধনে পোদ্দারি বড়ই আনন্দের। এ সংসারে যা' কিছু আপনার বলিতেছেন এ সকল আপনি আনেনও নাই, নিয়েও যা'বেন না, কেননা এ সকলই পরের ধন। তবে কেন বৃথা আতু আতু ক'রে খরচ করা, পরের ধন খরচ

করিতে আর চিন্তা কেন? মাঝে থেকে খোস্‌নাম নিয়ে যান। বাবা, নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণকে যিনি আদর করেন তিনিও "অফিসার", এবং তিনি যত বেতন পান,—সেই পদস্থ অন্য জন, যিনি নিম্নস্থগণকে তাড়না করেন, তিনিও সেই বেতনই পান। তবে এ দুজনের মধ্যে লাভবান্‌ কে হয় বলুন দেখি? তা'র যেমন মুখের মিষ্টতা কিছু খরচ করিতে হয় না, পরের টাকা দিবে তা'তে বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা ইহাতে তা'র নিজের কিছুই যায় না, মাঝ থেকে সকলের প্রাণ চুরি করে, তেমনই বাবা, এ পৃথিবীতে আসিয়া পরের ধন বিলাইয়া ফাঁকে ফাঁকে খোস্‌নাম কেন না লইয়া যাই? ধন যা'র তা'রই থাকিবে, কেহই নিয়ে যেতে পারবে না, তবে আর মিছামিছি আমার আমার করে কেন ভ্রমে প'ড়ে হাবুডুবু খাই? একবার চক্ষু মুদিলেই, আপনার যা'রা তা'রাই বা কে কোথায় থাকিবে, আর আমিই বা কোথায় চ'লে যাব, তা'র কিছুই স্থির নাই। চিরদিন এই মজার খেলা হইতেছে, কিন্তু ভিতরে কেহ যায় না ব'লেই আসল মজাটি দেখিতে পায় না। বাবা, পরের ধনে নিজের কার্য্য ক'রে চলুন। কৃষ্ণের ফুল তুলসী কৃষ্ণেরই হ'তে, কৃষ্ণপদে দিলে লাভ বই লোকসান্‌ নাই। জগতের সকলই সেই একজনের, তবে আর ভয় কেন, চিন্তাই বা কেন? তাঁ'র অফুরন্ত ধন যত পারেন লুটুন্‌। খেপার কথা মনে ক'রে হাস্‌বেন বোধ হয়, কিন্তু বাবা, এ কথা সত্য। আকাশে সূর্য্যের মত এ স্বতঃ ও চিরপ্রকাশ। বাবা, নন্দবাবার মুখে এই কাশ্মীরের ও অমরনাথের কথা শুনে, বোধ হয়, চোখে দেখার মত আনন্দ অনুভব করিতেছেন, কাশ্মীরের ২।১ স্থানের ফটোও দেখিয়া আনন্দিত হইতেছেন, শুনে শুনে দেখবার ইচ্ছাও ক্রমে বলবতী হইতেছে। বাবা, একত্র হরিনাম ক'রে সুখে থাকুন, আর কি নিবেদন! আপনাদের নাতিরা বেশ আনন্দে আছে। এ'বার

নন্দ বাবাদের সঙ্গে সোণামুখী যা'বেন, বাড়ীতে দাদামহাশয় বড় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আর আর সংবাদ পরে নিবেদন করিব, বাকি মঙ্গল ইতি।

আপনাদের স্নেহের—হর।

ত্রিসপ্ততিতম পত্র।

শ্যাম বাবা!

আপনার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমার স্নেহময়ী মা ও ভাই ভগিনীরা জ্বরে কষ্ট পাইয়াছেন শুনে কাতর হইলাম, যাহা হ'ক্ কৃষ্ণকৃপাতে সকলে আরাম হইয়াছে, আনন্দের বিষয়। বাবা, ভোগের জন্যই এ পৃথিবীর সৃষ্টি, আমরা এখানে ভোগ করিতে আসি, তবে আর ভাবনা কেন? যতদিন এখানে থাকিতে হ'বে ভুগিতেই হ'বে, না করিলে চলিবে কেন? আমার স্নেহময়ী মাকে বলিবেন যেন কাছের ছেলের মধ্যে এ দূরের ছেলেটিকেও গণনা করেন। আমার বিন্ধ্যবাসিনী দিদিকে আমার স্নেহ-ভালবাসা দিবেন, আর বলিবেন, যত ঢেউ উঠে, সবই সময়ে লয় হইয়া যায়, কেহই চিরস্থায়ী হইতে পারে না, অতএব তা'র জন্য এত ভাবনা করিতে নাই। কৃষ্ণনাম ছাড়া সকলই মিথ্যা ও ক্ষণস্থায়ী, অতএব এই চিরস্থায়ী জিনিসটি নিজের করিতে চেষ্টা করিতে বলিবেন। কত দিনে যে একবার সব ভাই ভগিনীদের মধ্যে আমিও থাকিব তা' সেই ইচ্ছাময়ই জানেন। একবার দেখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে, কে বলিতে পারে ততদিন তিনি রাখিবেন কি না। মন বড়ই অস্থির হইয়াছে, আর না দেখিয়া থাকা যাইতেছে না। আপনার পত্রের সঙ্গেই স্নেহময় নন্দ বাবার পত্র পাইলাম; তিনি এখন

উপর থেকে নীচে আসিতে পারেন শুনে আনন্দিত হইলাম। হেমের পত্র অনেক দিন পাই নাই, এ সময় তা'র মা চ'লে গেলে বড়ই আনন্দের হয়, বৃথা কষ্ট আর সহ্য হয় না। বাবা! নানা কারণে মন বড়ই অস্থির সদাই যেন কি একটা মনে হইতেছে। প্রভুর ইচ্ছা প্রভুই জানেন। গোষ্ঠ বাবারও পত্র পাইলাম, কতকটা ভাল আছেন শুনে আনন্দিত হইলাম। কৃষ্ণ সকলকে আনন্দে রাখিলেই আমি আনন্দে থাকি।

আপনাদের স্নেহের—হর।

চতুঃসপ্ততিতম পত্র।

শ্যাম বাবা!

সে দিন আপনাকে একখানি পত্র লিখিয়াছি পাইয়া থাকিবেন। আমার স্নেহের দিদি বিন্ধ্যবাসিনীর জন্য আমার চিন্তা রহিয়াছে, সত্বর একটি শুভ সংবাদ দিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত করুন। স্নেহের ভগিনীর জন্য না জানি মা কতই অস্থির হইয়াছেন। তাঁ'কে সান্ত্বনা করিবেন আর বলিবেন, চিন্তা বৃথা, তা'তে কোনই ফল হয় না। এ জগতে যাহা করিবার ও ভুগিবার জন্য আসিয়াছি নিশ্চয়ই করিয়া যাইতে হইবে। তবে, সকলের কর্ম্মের লয়স্থল কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারিলে সকল কর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে। মাকে কাতর দেখিয়া আমি নিতান্ত কাতর আছি। মাকে বলিবেন তাঁ'র কেবল একটি নয়, অনেকগুলি তাঁ'র মুখ চেয়ে রহিয়াছে। অতএব আমাদের জন্য তাঁ'র এ ভাব ভাল দেখায় না। মাকে বলিবেন, এ সংসারে যত বিপদের মূল অর্থ, আবার অর্থ ই সকল বিপদ শান্ত করে, অতএব এ সামান্য বিরোধের জন্য এত আকুলতা কেন?

আমার বিন্দুদিদিকে স্নেহ ভালবাসা দিবেন আর বলিবেন, বালিকার মত অনর্থক আশঙ্কা কেন? দিদিকে বলিবেন, মানুষ বশের পথ ধ'রে যখন তাঁ'কে নিজের করিতেছে, তখন মানুষ বশ করা কি এতই অধিক কথা! সে যেন কোন চিন্তা না করে। তা' ছাড়া তা'কে আর একটি কথা বলিবেন, দান করা জিনিসের উপর পূর্ব্ব অধিকারীর কোন দাবি দাওয়া রাখা উচিত নয়, থাকেও না। অতএব কৃষ্ণ করুন সে আপন ঘরে যাইয়া রাজত্ব করুক। খেপা দাদার খেপার মত কথা শুনে হয়ত দিদি হাসিবে, কিন্তু এ ছাড়া আর আমার বলিবার কিছুই নাই। দিদি যেন তা'র খেপা দাদাকে মনে রাখে, আর কৃষ্ণ নামটি জীবনে মরণে নিজ সম্বল করে। কৃষ্ণ নাম লইলে কোন বিপদই কখনই আসিতে পারে না।

আপনাদের স্নেহের—হর।

পঞ্চসপ্ততিতম পত্র।

শ্যাম বাবা!

আপনার পত্র পাইলাম, কিন্তু আপনার মনের কষ্ট ও অশান্তির কথা শুনে বড়ই কাতর হইলাম। বাবা, যেমন বহু ভাগ্যে ও পুণ্যের ফলে সুপুত্র হয়, তেমনই বহু ভাগ্যে ভাল মা, বাপ পাওয়া যায়। এ পৃথিবী ঋণ লইবার ও ধার শুধিবার জন্যই হইয়াছে, আপন আপন কার্য্য লইয়া আসিয়াছি, আপন আপন কার্য্যমত সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া যাইব। বাবা, মঙ্গলময় কৃষ্ণ সর্ব্বত্রই সমদৃষ্টি রাখিয়া জগতের সকল কার্য্য সমাধা করিতেছেন, অতএব বেশী উতলা হ'বেন না। একবার সকলে মিলে খুব নত ভাব ধরিলে কি ফল ফলে দেখা উচিত। বাবা, আমাকে

চারিদিকে অশান্তিতে ধ'রেছে, তা'র উপর আবার এই ভগিনীটির জন্য কেমন মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, অথচ কোন ক্ষমতা নাই, কেবল চিন্তা মাত্র সার। এর জন্য না জানি মায়ের কি কষ্টই হইতেছে, তিনি কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন, তাঁ'কে একটু সান্ত্বনা করিবেন, বৃথা চিন্তা করিতে নিষেধ করিবেন।

দিদি বিন্দু, তোমার পত্র খানি পাঠে বড়ই কষ্ট হইল। দিদি, কোন চিন্তা নাই, কৃষ্ণ মঙ্গলই করিবেন। দেবাসুরে যুদ্ধ হইয়াই থাকে, অসমান হ'লেই বিবাদ হয়, তা'র জন্য ভাবিও না। এ জগতের কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়, হইতেও পারে না, আজ যাহা আছে কাল তাহা থাকিবে না, তবে আর চিন্তা কেন? দিদি, মা বাপ যতই অনাদর ও অযত্ন করুন, ছেলে মেয়ের তাঁ'দিগকে অগ্রাহ্য করা কোন রকমেই কর্ত্তব্য নয়, করিলে পাপ হয়। এক পাপের ফলে এমন নির্দ্দয় মা বাপ পাইয়াছি, আবার কেন নূতন পাপ ক'রে নূতন কষ্টের সূত্রপাত করি? তাই বলি, দিদি আমার, মনে মনে কখন মা বাপকে অবজ্ঞা করিও না, কেবল নিজ কর্ম্মদোষ মনে করিয়া কর্ম্মকেই দোষ দাও, দেখিবে প্রভু মঙ্গলই করিবেন! কৃষ্ণ কৃপায় সকলে ভালই আছি, চিন্তা করিও না। কত দিনে যে একবার তোমাদিগকে দেখিব তা' সেই কৃষ্ণই জানেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপর সকলই নির্ভর করিতেছে।

বাবা, স্নেহময়ী মাকে বলিবেন যেন আমাদের উপর স্নেহের নজর রাখেন, এই নিবেদন।

আপনার স্নেহের—হর।

ষট্‌সপ্ততিতম পত্র।

শ্যামঁ বাবা।

আপনার পত্রপাঠে, আনন্দিত হইলাম, কিন্তু আপনার ব্যাবামের কথা শুনিয়া কাতর হইলাম। বাবা, ভোগের জন্যই শরীর ধারণ, অতএব যাহা যখন আসে আনন্দ মনে তাহা ভোগ করিয়া তা'র অবসান করাই উচিত, ভোগ শেষ হইলেই কর্ম্ম শেষ হ'বে। ভোগ সকলকেই করিতে হয়, তবে চিত্তের সংযম ও অসংযম অনুসারে সুখ দুঃখ বেশী কম মনে হয় মাত্র, ভোগ অবশ্যম্ভাবী। বাবা' আপনার শরীর ভাল কেন হইতেছে না? বিন্দুদিদির চিন্তাতে শরীর খারাপ হইয়াছে, এখন আর চিন্তা করিবেন না, তা' হ'লেই দিন দিন শরীর ভাল হ'বে। বাবা, সকলই সময়কে পাইয়া আসে আবার সময়েই চ'লে যায়। অতএব হরিপদ চিন্তা ছাড়িয়া আপনাদের মত জ্ঞানিগণের এ সকল সামান্য চিন্তাতে মন লাগান কোন রকমেই উচিত নয়। এ সকল অনর্থক চিন্তা আমাদের জন্য। বাবা, চিন্তাই শরীর জীর্ণ শীর্ণ করিবার প্রধান জিনিস। পার্থিব চিন্তা যেমন শরীর জীর্ণ করে, কৃষ্ণচিন্তা তেমনই শরীর মন প্রাণকে প্রফুল্ল করে। উভয়েরই নাম চিন্তা বটে, কিন্তু গুণে, একে অন্যের বিপরীত, একই চিন্তা অনুপান ভেদে পৃথক্ ফল দিয়া থাকে। অতএব সুখে থাকিতে হইলে অহরহঃ কৃষ্ণচিন্তা করাই কি বিধেয় নয়? নিত্যানন্দের চিন্তা নিত্যানন্দের কারণ, অতএব ভ্রান্ত আমরা কেন যে নিতাইপদ চিন্তা করি না বলিতে পারি না, চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারি না। বাবা, হাতের জিনিস বিষধর সর্প হইলেও মাণিকের আশাতে বিশ্বাস না করিয়াই, সর্পকে ত্যাগ করিতে চাই না, তাই দংশন জ্বালায় জ্বলিতে হয়। নচেৎ নিতাইপদে পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলে

কি কোন কষ্ট কখনই পাইতে হয়? কদাচই না। বাবা, আপনার পত্রে মায়ের অবস্থা শুনে বড়ই কাতর হইলাম। মায়ের হৃদয় এমনই বটে, পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ শুভাশুভ চিন্তা করিয়াই বিকল হইয়া পড়েন। মা হওয়া সত্যই বড় ভয়ানক, মা হইলেই সামান্য কারণে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে। আমার মাকে প্রণাম জানাইয়া বলিবেন যেন বেশী চিন্তা না করেন, এ চিন্তার শেষ নাই এবং কোন ফলও নাই, কেবল শরীর মন নষ্ট করা মাত্র। আমার বিন্দু দিদি কেমন আছে? কৃষ্ণ তাঁ'কে পরমানন্দে রাখুন। বাবা, এ পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, আজ যেখানে সমুদ্র কাল সেখানে উর্ব্বর ভূমিখণ্ড কিম্বা উন্নত পর্ব্বত-শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলি বাবা, আজ যে বিন্দুর জন্য আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন কাল হয় ত সেই ঐ ঘরের মালিক হ'য়ে হুকুম করিবে। এর জন্য চিন্তা করিবেন না, মাকেও চিন্তা করিতে দিবেন না। যা'কে চিন্তা করিলে এ সকল চিন্তার বীজ নাশ হয়, সেই নিতাইপদ চিন্তা সুখে দুঃখে থাকিয়া করুন, মনের সাধ পূর্ণ হ'বে। মা যেন কোন রকম ভবিষ্যৎ অমঙ্গল চিন্তা না করেন। বিন্দু আমাদের সুখেই থাকিবে ও তাঁ'র নিকটও মাঝে মাঝে আসিবে, কোন চিন্তা নাই। বাবা, অপমান করিবে মনে করে, চুপ করে থাকিবেন না, মাঝে মাঝে বিন্দুকে দেখিতে যা'বেন। এই প্রকারেই সকল দিক্ বজায় হ'বে, কোন চিন্তা নাই। আপনি মহাবুদ্ধিমান্, আপনাকে আমার মত গণ্ডমূর্খ আর কি বুঝাইবে। তবে, যে দুই এক কথা নিবেদন করিলাম, পাগলের কথা মনে ক'রে উপেক্ষা করিবেন, পাগল ছেলের কথাতে দোষ ধরিবেন না।

যজ্ঞেশ্বর বাবার কোন সংবাদই পাই নাই; তিনি কেন এমন চুপ করিয়াছেন বলিতে পারি না। আমার ত পদে পদে দোষ, তা জানিয়াও

তিনি স্নেহ করিতেন, তবে এ কি ভাব? গোষ্ঠ বাবা ও তাঁ'র ছেলে মেয়েরা ভাল আছে শুনে বড়ই আনন্দিত হইলাম, কিন্তু তাঁ'র স্ত্রীর অসুখের কথাতে চিন্তিত রহিলাম, তাঁ'র নিজের পত্রেও এ সংবাদ পাইয়াছি। কৃষ্ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হ'বে, দয়াময়ের দয়াতে সকল মঙ্গলই হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত দিনুবাবার পুত্র ভাই অভয়কে আমার স্নেহ ভালবাসা জানাইবেন, তা'রা কেমন আছে? কৃষ্ণকৃপায় ও আপনাদের আশীর্ব্বাদে ছেলেরা ভাল আছে ও সাধ্যমত পরিশ্রম ক'রে পড়িতেছে, তা'র পর কৃষ্ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হ'বে। আমার আর আর ভাই ভগিনীগুলি কেমন আছে? সকলকে আমার ভালবাসা জানাইবেন। বাবা, কতদিনে একবার একত্র হইব সেই আশাতেই রহিয়াছি। আপনি আপনার নন্দ দাদার জন্য যাহা লিখিয়াছেন পাঠে পরিতৃপ্ত হইলাম, এবং আপনার প্রার্থনা প্রভু শুনিলেন। সত্যই এমন দাদা ভাগ্যের ফলেই পাওয়া যায়। ইহ পরকালের সাক্ষী। আপনারা নীরোগ শরীরে থাকিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করিতে থাকুন, কোন চিন্তা নাই। আমার নন্দ বাবাকে আমার পরেও থাকিতে হ'বে, এ সকল গুছাইয়া লইয়া তিনি যা'বেন। আমার এক এক দিন এক এক বৎসর মনে হইতেছে, আর দেশ ছেড়ে থাকিতে ইচ্ছা নাই। অনেক কাল নিজ জনের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করি নাই, প্রাণ বড়ই নীরস হইয়াছে, তাই যাই যাই প'ড়েছে, এখানের কোনই আকর্ষণ আর সবল মনে হইতেছে না। আমার জন্য দুঃখ করিবেন না, খেপার কথা সত্য মনে ক'রে অনর্থক কষ্ট পা'বেন না। সকলই যে কৃষ্ণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে, আমার ইচ্ছাতে কিছু আসে যায় না।

আপনাদের স্নেহের—হর।

সপ্তসপ্ততিতম পত্র।

স্নেহের শ্যামবাবা!

সে দিন আপনার এক পত্র পাইয়াছি, তাহাতে শরীর অনেকটা ভাল শুনে আনন্দিত আছি। আমার গোষ্ঠবাবা বড়ই কাতর হ'য়েছেন, তাঁ'কে বেশ ক'রে বুঝাইয়া সান্ত্বনা করিবেন। এ সমস্তই আমার ভাগ্যদোষেই হইতেছে, আমাকে যে ভালবাসে সেইই কাঁদে, এমনই আমার জন্মলগ্ন। আমার মা কতকটা নিশ্চিন্ত হ'য়েছেন শুনে সুখী হইলাম, কিন্তু যখন পূর্ণানন্দময়ী দেখিব তখন আমারও পূর্ণানন্দ হইবে, মাকে বলিবেন। মা আজকাল আহার করিতেছেন শুনে আনন্দিত হইলাম। তাঁ'কে বলিবেন তাঁ'র দুষ্টছেলে সত্বর তা'র নিকট হাজির হ'বে, এখন থেকে যেন পেটুক ছেলের খা'বার জন্য বন্দোবস্ত ক'রে রাখেন। বিন্দু দিদি ভাল আছে শুনে সুখী হইলাম। বাবা, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ছিল, রাক্ষসকুলে বিভীষণ ছিল, ভয়ানক বিষয়ীর ঘরেও পরম পবিত্র রঘুনাথ ছিলেন, তখন আর বিন্দুর ভয় কিসের বাবা? ভাল প্রথমে কষ্টে পড়িলেও শেষে তাহারই জয় স্বতঃসিদ্ধ, অতএব মা ও আপনি ভাবিবেন না। কৃষ্ণের ইচ্ছাই সর্ব্বত্র বলবতী; সকলেরই মূল যখন কৃষ্ণ তখন চিন্তার কারণ কিছুই নাই। কৃষ্ণই সাপ হ'য়ে খান আর রোঝা হ'য়ে ঝাড়েন, তিনিই ব্যারাম আর তিনিই ঔষধ ও বৈদ্য, অতএব মা যেন কোন রকম চিন্তা না করেন। মাকে বলিবেন এ সংসারের সকল চিন্তাই অসৎ, এক কৃষ্ণচিন্তাই সৎ ও সকল দুঃখের অবসান। পৃথিবীর চিন্তা যে যত করে তা'র দুঃখ তত বেশী হইয়া থাকে, এখানকার চিন্তার মূলও নাই অন্তও নাই, এই জন্য চিন্তারও শেষ হয় না। মা যেন কোন চিন্তা না করেন। সদা কৃষ্ণনামটি নিজের ধন জানিয়া সেইটিরই বৃদ্ধির যত্ন করেন। নাম করিতে শুচি অশুচি নাই,

স্থান অস্থান নাই, সময় অসময় নাই, যেমন্ তেমন ক'রে করিতে পারিলেই আনন্দ। নাম করিবার কোন নিয়ম নাই।

বাবা, তীর্থবাসরূপ শুভ ইচ্ছা দয়াময় নিতাই অবশ্যই পূরণ করিবেন। আপনারা তাঁ'র নিজজন, অতএব এর জন্য আপনাদের বেশী চিন্তা করিতে হ'বে না। তা' ছাড়া, বাবা, আপনারা যেখানে থাকেন, বৃন্দাবন ও সকল তীর্থ ই সেইখানে বাস করেন, ইহাই একটি প্রভুর নামের গুণ ও শক্তি। যেমন তেমনে পৃথিবীর দিন ক'টা কাটাইয়া অনন্ত লীলায় ও আনন্দ খেলায় যোগদান করিয়া সুখী হ'বেন। বাবা, আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না, সদাই ইচ্ছা, শেষ ক'টা দিন আপনাদের নিকট থাকিয়া কাটাই। কৃষ্ণ কি সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন? আমরা আপনাদের আশীর্ব্বাদে ভালই আছি, নিবেদন ইতি।

আপনাদের—হর।

অষ্টসপ্ততিতম পত্র।

বাবা! (শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী শীল)

আজ কি ব'লে পত্র লিখি? আজ আমাদের মা আমাদিগকে অকুলে ভাসাইয়া চ'লে গেছেন, তিনি জুড়াইয়াছেন, কিন্তু বাবা, আমাদিগকে জ্বালাইয়া রাখিয়া গেলেন। ইহাই সংসার। বাবা, আজ তুমি আমাদের মা বাপ একাধারে হইলে, দেখিও যেন আমরা মা হারাণ দুঃখ অনুভব করিতে না পারি। ভাই মৃত্যুঞ্জয় নিতান্ত কাতর হইয়াছে শুনে বড়ই কাতর হইলাম। বাবা, এ সময় আপনি যদি বেশী কাতর হন, তা' হ'লে সকলেই দুঃখে একেবারে ডুবে যা'বে, সেই জন্য নিবেদন, এখন একটু দুঃখকে চাপা দিয়া সকলকে ভুলাইয়া রাখিবেন। আপনাকে

বেশী কি লিখিব? বাবা, মৃত্যুর জন্যই জন্ম হইয়া থাকে। জীব চলিতে চলিতে শ্রান্ত হইলে কোন না কোন শরীর ধারণ ক'রে একবার বিশ্রাম ক'রে লয় মাত্র। অতএব আমরা যাহাকে জীবন বলি, সত্য সম্বন্ধে তাহা প্রকৃত জীবন নয়, মৃত্যুর পরই আবার আমাদের নবজীবন আসে, তখন আমরা নিজের পথে চলিতে থাকি। বাবা, জেল হইতে খালাস পাওয়ার মত আমাদের এক এক শরীর ত্যাগ হয়। জেল খাটিবার সময় সম কয়েদীদের সঙ্গে আলাপ হয়, তখন একজনার খালাস হ'লে অন্য কয়েদীগণ যেমন দুঃখ ক'রে কিছুদিন পরে আবার ভুলিয়া যায়, আবার নূতন সঙ্গী মিলে, তেমনই আমরা যে যায় তা'র জন্য দুঃখ করি, আবার ভুলে যাই। প্রকৃত সাধুগণ এই জন্যই ইহার জন্য কাতর হন না, তাঁ'রা মনে প্রাণে বুঝেন যে জীব কয়েদ হ'তে খালাস হইল, একটা দোষ ভোগের দ্বারা নষ্ট হইল। বাবা, আজ মন এত কাতর যে কি লিখিব খুঁজে পাইতেছি না। এখানে ছেলেদের ও আপনার মায়ের যে কি হইয়াছে চক্ষে দেখিলে বুঝিতে পারিতেন। সকলেই নিতান্ত কাতর। কৃষ্ণদাস আজ খায় নাই, স্কুলেও যায় নাই। ভাই মৃত্যুঞ্জয় ও ধনকে আর আমার স্নেহের ভগিনীদিগকে বলিবেন যেন বেশী কাতর না হয়, যখন আপনি আছেন তখন আমাদের মা বাপ দুইই আছে। বাবা, নিজ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বেশী কাতর হ'বেন না। কৃষ্ণের রাজ্যে কাহারও কোন জিনিষের অভাব হয় না, কেহই বরাবর দুঃখ কিম্বা সুখ পাইবার জন্য এখানে আসে না, আসিতে পারেও না। অতএব কোন চিন্তা করিবেন না। কৃষ্ণ সব অভাব পূরণ করিবেন, আপনার কোন কষ্টই হ'বে না। যে নাম আশ্রয় করিয়াছেন তাহাই আপনাকে সদা আনন্দে রাখিবে। বাবা, কৃষ্ণ করুন, মৃত্যুঞ্জয় ও ধন আপনার মাথা হ'তে সকল বোঝা নামাইয়া আপনাকে সুস্থির মনে ও নিশ্চিন্তভাবে প্রভুর ভজন

করিতে দি'ক্। বাবা, আমার মায়ের পথ সকলের জন্য খোলা, অতএব এর জন্য প্রস্তুত থাকাই আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য, তা' না হ'লে যা'বার সময় নিতান্ত শূন্য হাতে যাইতে হয় ও দারুণ কষ্ট পাইতে হয়।

বাবা, এই শোকে কাতর হ'য়ে নিজের শরীরের উপর দৃষ্টিশূন্য হইবেন না। আপনার শরীর এখন আমাদের বড়ই মূল্যবান্, সেই জন্য নিবেদন, শোককে নিতান্ত অন্তরে রাখিয়া শরীর নষ্ট করিবেন না। একেই আপনার শরীর নিতান্ত কাহিল, তা'র উপর আরও কাহিল না হ'য়ে পড়ে। মা আমাদের পরম ভাগ্যবতী, আপনাকে ও আমাদিগকে রাখিয়া সতীর মত হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। জীবনে বেশ আনন্দই পাইয়াছেন, অতএব সেই আনন্দময়ী মায়ের জন্য আপনি দুঃখ করিবেন না। তিনি কৃষ্ণের নিকট আগে গেলেন আমরাও তাঁ'র পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি, আবার মিলিব কোন চিন্তা নাই। মা যখন আপনাকে রাখিয়া গেছেন, তখন মায়ের শ্রাদ্ধ ভাল ক'রেই করিতে হ'বে, যেন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব তাঁ'র নামে বেশ আনন্দ উপভোগ করেন। আমাদের কিছুই অভাব রাখিয়া যান নাই, তিনি যতদিন আপনাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন লক্ষ্মীও ততদিন আপনাদের নিকট আছেন, অতএব মায়ের কার্য্যটি ভাল ক'রে আপনারা করিবেন। বাবা, মা আমাদেব এ ভাবে চ'লে যাইয়া জগৎকে ব'লে গেলেন, "সাবধান, বিনা কাবণে অন্যকে দোষী মনে করিয়া তা'ব উপর ক্রোধ করিও না।" বাবা, আবার একবার বলি, আপনি বেশী কাতর হ'বেন না, তাহা হইলে মৃত্যুঞ্জয় ও ধন একেবারে বেশী কাতর হ'য়ে প'ড়বে, তা'দের শরীরও তত ভাল নয়, অতএব আপনি একটু স্থির হ'য়ে থাকবেন। কোলের ভগিনীটির জন্য কোন চিন্তা নাই, সে আমার বেশ আনন্দেই থাকিবে, তা'র জন্য বেশী ভাবিবেন না। বাবা, অনেক কথা মনে

আসিতেছে কিন্তু পত্রে লিখিবার নয়, যদি কৃষ্ণকৃপায় একত্র হই নিবেদন করিব।

আপনার স্নেহের—হর।

একোনাশীতিতম পত্র।

স্নেহময় দিনু বাবা!

আপনার স্নেহপূর্ণ পত্রখানি পাঠে নিরাশ জীবনেও আশার সঞ্চার হইল। এত পবিত্র না হ'লে কি আর এমন রত্নতুল্য পুত্র! পুত্রগণই পিতামাতার পুণ্যের প্রকাশ ক'রে দেয়। ঐ রত্নগুলির সঙ্গে এ কাচেরও গণনা করিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব। দেখিবেন বাবা, নিরাশ করিবেন না। বাবা, সংসারের কর্ম্ম সংস্কারেই থাকিয়া যাইবে, অতএব, এ সকল কার্য্য ভুলে থেকে, প্রকৃত নিজকর্ম্ম, যাহা সঙ্গে যা'বে ও মহৎ উপকার সাধন করিবে, সে কার্য্য ভুলে থাকা কি যুক্তিসঙ্গত? সংসারের বৃথা কার্য্যগুলি এদিক ওদিক ঠেলে রেখে, তা'র মাঝে হরিনাম করিবার সময় ক'রে লওয়াই যুক্তিযুক্ত। "কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব ইহা ভুলে গেল। সেইকালে মায়াপিশাচী গলায় বাঁধিল॥" এ'টি যেন শয়নে স্বপনে মনে থাকে। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম জীবনে মরণে ভুলিবেন না, কৃষ্ণনাম ছাড়া আর সকলই মিথ্যা। এ রকম সংসারে অনাদিকাল খেলিয়া আসিতেছেন, কৈ আকাঙ্ক্ষা মিটেছে কি? মিটিবার নয়, কাদা দিয়ে কাদা ধুইতে পারা যায় না। কাদা ধুইতে হ'লে জলের দরকার, অতএব জল অন্বেষণ করাই কি উচিত নয়? সংসাররূপ পাপ পঙ্ক ধুইবার জন্য কৃষ্ণ নামই পরম পবিত্র জল জানিবেন। অতএব অহরহঃ ঐ জলে ডুবে থাকুন আর পাঁক গায়ে লাগিবে না। কৃষ্ণনাম আশ্রয় করিলে পাঁকে থাকিয়া

পবিত্র ও নির্ম্মল দেহে থাকিবেন, তখন আর পাঁক স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাই গীতা বলিতেছেন, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" অতএব অহরহঃ কৃষ্ণ পদাশ্রয় ক'রে থাকুন। কোন ভয় থাকিবে না, নির্ভয়ে এখানে সেখানে থাকিতে পারিবেন। বাবা, আমার মাকে বলিবেন যেন ছেলের উপর স্নেহের নজর রাখেন, আর কিছু চাহি না। এমন মা বাপ পেয়ে যেন হেঁসে খেলে চ'লে যেতে পারি। আমার নিজের হাত পা নাই, তাই আপনাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অভিলাষী। একবার দর্শন দিবেন এই মাত্র প্রার্থনা।

আপনাদের আশ্রিত—হর।

অশীতিতম পত্র।

ভাই অবু! (শ্রীঅভয়চরণ দে)

তোমার পত্রখানি বার বার প'ড়ে বড়ই সুখী হইলাম। ভাই রে, না দেখে এত স্নেহ, এত ভালবাসিতে পার জেনে কত যে সুখ হইল তা' সেই দয়াময়ই জানেন। কৃষ্ণ তোমাকে চির সুখে রাখুন। ভাই, সত্য কথা, জীব আসিয়াছে কৃষ্ণ ভজন করিতে, নিত্যানন্দ হইতে দূরে প'ড়ে আনন্দ খুঁজিতে যাইয়া নিরানন্দে প'ড়ে হাবুডুবু খায়। সুখই একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই সুখ পা'বার জন্যই আমরা ধনের আকাঙ্ক্ষা, স্ত্রী পুত্রের ইচ্ছা ইত্যাদি নানারকমে প্রতারিত হইয়া, আসল সুখের খনি কৃষ্ণপদ ভুলে যাই। তবে ভাই, যাহারা চতুর তা'রা এর মধ্যেই সহজ পথটি পাইয়া কৃষ্ণভজন ক'রে মায়াকে ফাঁকি দেয়। সংসারে থাকিয়া কৃষ্ণ-ভজন অসম্ভব না হইলেও চতুরতার আবশ্যক, তা' হ'লে এমন সহজ আর কোথাও নাই। স্ত্রী বিয়োগে যথার্থ ই ফাঁস গলা হইতে নামিয়াছে,

ইচ্ছা করিয়া আর সে ফাঁস গলায় না দেওয়াই ভাল। তবে যদি চতুর হইতে পার, দেবতাদের মত স্ত্রী গ্রহণ ক'রে সাধনের পথটি রসময় করিয়া আনন্দে যাইতে পারিবে। স্ত্রীভাব শূন্য পথটি অনেকটা নিষ্কণ্টক বটে, তবে ভয়ানক নীরস, মরুভূমি তুল্য। সে পথের ধারে ধারে মনোরম পুষ্পোদ্যান নাই, মাঝে মাঝে সুমিষ্ট জলপূর্ণ কূপও নাই, সে পথটি একটানা একঘেয়ে রকম; সে পথে পথিক শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ক্রমে উদ্দেশ্য হারাইবারও সম্ভাবনা। সে পথটি নিষ্কণ্টক বটে, কিন্তু ক্ষুরধার তুল্য, সামান্য এদিক ওদিক হ'লেই নিতান্ত ভয়ের কারণ হইয়া পড়ে। অতএব, সে পথটি লইবার আগেই পথিকের নিজশক্তির যথার্থ ওজন করিয়া লওয়াই নিতান্ত যুক্তিযুক্ত। শ্রীনিত্যানন্দের কোন দরকার না থাকিলেও, আমাদের মত ভ্রান্ত জীবের শক্তিতে কুলাইবে না, তাই দয়াপরবশ হইয়া নিজ দ্বিতীয় বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ দ্বারা এই সরস পথটি পরিষ্কার করাইয়া জীবের উপর দয়া দেখাইয়া গেলেন। তাই বলি ভাই, এখন নিজ শক্তি অনুসারে এ দুয়ের যেটি ভাল মনে করিবে সেই পথটি গ্রহণ কর। স্ত্রী গ্রহণ পুত্রকন্যা উৎপাদন জন্ম হ'লেই কষ্টের কারণ হয়। আর সহধর্ম্মিণী করিলেই মুক্তির কারণ ও প্রধান সহায় হন। ভাইরে, এ সম্বন্ধে সকল কথা কাগজে কলমে প্রকাশ পাওয়া একরকম অসম্ভব। তবে এ সম্বন্ধে একদিন নন্দবাবার সঙ্গে এইখানে অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তুমিও এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে কোন রকমে লজ্জিত হইও না, তিনি অনেক কথাই বলিবেন। যাহা দেখিয়া চণ্ডিদাস "রজকিনীরূপ, কিশোরীস্বরূপ" ব'লে গেছেন, যাহা দেখিয়া ঐ রজকিনীকে সাক্ষাৎ "রাই" ব'লেছেন, ভাই, সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য স্ত্রীগ্রহণ বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তিরই উপায় হইয়া থাকে। অতএব চণ্ডিদাসের কথা স্মরণে

রাখিয়া এবং আপনাকে ধীর ও স্থির করিয়া স্ত্রী গ্রহণ করিতে পার, তাহাতে নিজের ইষ্টলাভ এবং পিতা মাতার সুখ বর্দ্ধন হইতে পারে। ভাইরে, চৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী ব'লেছেন, "কাম আর প্রেম হয় একই স্বরূপ"। জীবের সকল ইচ্ছাই 'কাম', আর সেই ইচ্ছাই গোপীদের মধ্যে 'প্রেম' নামে অভিহিত হয়। এখন একটু ভাবিলে বুঝিবে 'কাম' ও 'প্রেম' এক হইয়াও কিসে পৃথক্ হইতেছে। সেইটি জীবনে জীবনে রাখিয়া প্রেমের পথ গ্রহণ কর, আনন্দে যাইবে। যাইতে যাইতে যদি কোন কারণে পদস্খলন হয়, তবু তত নিন্দার হ'বে না। এ পথের একটি সুখ, হারিলে তত বেশী লোকসান নাই কিন্তু জিতিলে খুব বেশী লাভ, অতএব আমাদের মত শক্তিহীন জীবের পক্ষে এ পথটিই ভাল মনে হয়।

ভাই, চরিতামৃত নিত্যপাঠের মধ্যে রাখিও, অন্য পুস্তক বা গ্রন্থ পড়িবার আবশ্যক নাই, বেশী এ সে পাঠে গোলমাল হ'য়ে পড়িতে পারে। যা'র তা'র সঙ্গে কৃষ্ণকথা কহিও না। অন্য পথের পথিকের সঙ্গে পথের বিচার করিও না, এ বিচারের নাম বিতণ্ডা, সযত্নে ত্যাগ করিও। মনের মানুষ পেলে তা'র সঙ্গে মনের কথা কহিবে, মর্ম্মী না হ'লে মরমের কথা অন্যে বুঝিবে না। চিরসুখী জন যেমন ব্যথিতের ব্যথা বুঝে না, তেমনই মরমের লোক না হ'লে মরমের কথা বুঝিতে পারিবে না। তাই বোধ হয় নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ব'লে গেছেন, "আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা, আপনারে হ'বে সাবধান"। এই ভাবে চলিতে চলিতে মরমের সঙ্গী পাবে, তখন পথ পর্য্যটনের শ্রান্তি একেবারে অনুভব করিতে পারিবে না, বড়ই আনন্দে যাবে, নচেৎ নিষ্প্রভ হ'য়ে ফিরে আসিতে হ'বে। এই গোলমালে প'ড়েই জীব আসা যাওয়া করিতেছে, কখনই এ আসা যাওয়ার শেষ করিতে পারে

না। সর্ব্বদা সৎচিন্তা করিবে। এ'টি মনে রাখিও, চিন্তার শক্তি কর্ম্মের অপেক্ষা কোটীগুণ বলবতী। এই জন্য সেই অধরকে ধরিতে হইলে একমাত্র চিন্তারই আশ্রয় লইতে হয়। অসৎ চিন্তা দ্বারা জগতের যত অনিষ্ট হ'তে পারে অসৎ কর্ম্মের দ্বারা তত হ'তে পারে না। পরোপকারব্রতকে সৎচিন্তার সঙ্গিনী ক'রে দিও, এদের দু'টিতে সুমিল। পতিত ও পাপীর সঙ্গ করিও না, বরং পতিত ও পাপীকে নিজের সঙ্গী করিতে চেষ্টা করিবে। পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে নয়। পাপীর জন্য গাঢ় সহানুভূতি করিবে, এবং তা'কে প্রকৃত পথে আনিবার জন্য প্রভুর নিকট শক্তি চাহিয়া চেষ্টা করিও। অর্থ, শরীর, বাক্য দ্বারা আতুরের কষ্ট নিবারণে যত্নবান্ হইও। আতুরের দুঃখ নিবারণ না করিতে পারিলে অর্থের সার্থকতা হয় না। পুত্র কন্যারূপী যে কয়েকটি পরকে আপনার ভাবিতেছি কেবল তা'দের ভরণ পোষণই অর্থের সার্থকতা নয়, এ'টি মনে মনে জানিও, এবং এ'টি অন্যকে জানিতে না দিয়া গোপনে সাধন করিও। এই ভাবে চলিতে চলিতে দেখিবে রসিক শেখর কৃষ্ণ তোমার হইয়া যাইবেন। ভাইরে, এ ঢেউ উঠিলে থামে না, এর আদি অন্ত নাই। তাই ইচ্ছা না থাকিলেও চুপ করিতে হয়। আমিও সেই নিয়মে চুপ করিলাম, কখন দেখা পাই তবে প্রাণ খুলে প্রাণের কথা কহিব।

ভাই, আমার নিকট আসিবার চেষ্টা করিও না, তাহাতে নানা রকমে কষ্ট হ'বারই সম্ভব। এক পথের কষ্ট, দ্বিতীয়তঃ চিরসুখে পালিত হইয়া গরীবের নিকট আসিলে অনেক রকম কষ্ট পাইতে হ'বে, তাই বলি আসিবার ইচ্ছা রাখিও না, সময়ে অবশ্যই কৃষ্ণ মিলাইবেন। আমি একটি নিতান্ত স্বার্থের দাস, জীবাধম, আমার উপর দয়ার নজর রাখিও। মা বাবাকে বলিও যেন এ অধম সন্তানকে না ভুলে

থাকেন। ভাই ভগিনীদের স্নেহ ভালবাসা জানাইও, আর মাঝে মাঝে পত্র লিখিও।

একাশীতিতম পত্র।

ভাই অভয়!

আমি প্রত্যহই তোমার পত্রের আশায় থাকিয়া অবশেষে আশানুরূপ ফল পাইলাম। তোমার পত্রপাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমার প্রতি ছত্রই আমাকে বড়ই আনন্দ দিয়াছে। সত্যই ভাই, যে শিকল কাটিয়াছে তাহা কেন আবার পরিবে? আমিও তাই ব'লেছিলাম, যদি শক্ত হও মনে কর, তা' হ'লে আর ফাঁদে পা দিও না। ভাই রে, যে সকল জীব একবার শিকল পায়ে লাগাইয়াছে তাহারা স্বাধীন ভাব একেবারে ভুলে গেছে, কি খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে হয় তা' পর্য্যন্ত জানে না, পিপাসাতে মরি মরি হ'লেও পুষ্করিণীতে বা নদীতে কেমন ক'রে খাইতে হয় সে অভ্যাস থাকে না। তাই তা'রা এক ঘর ছাড়িয়া অন্য ঘরে আশ্রয় পা'বার জন্য উড়ে যায়। তা' ছাড়া সহজে ধন্য ও স্বাধীন স্বজাতি না দেখিতে পাইয়া, নিজ পূর্ব্ব স্বাধীন ভাব আনিতে পারে না। জগতে আজকাল তোমার ভাবের লোক বিরল বুঝেই, আমার গৌর, কুমার বৈরাগ্য যাহার সেই নিত্যানন্দকে বৃদ্ধ বয়সে সংসার করিতে অনুমতি করিয়া গেছেন, এর তাৎপর্য্য জীব শিক্ষা, তখনকার না হ'লেও তা'র পরের জন্য। কেবল ভাই, তুমি তোমার এ চেষ্টা বেশ ক'রে ওজন ক'রে দেখ, তা'র পর যা' ইচ্ছা তা'ই কর। কৃষ্ণ ব'লে যে পথে যা'বে তাহাই সরস ও মধুর, কৃষ্ণনামে বন্ধুর ভূমি থাকে না; অতএব,

সরস নীরস বাহিরের লোকের বিচার মাত্র, নচেৎ দুইই সমান, বরং তোমার পথটি বেশী নিরাপদ, সেই জন্য বেশী আনন্দের। এ সম্বন্ধে তোমাকে বেশী বুঝাইতে হ'বে না। তোমার আদর্শ আমার ভাই রাধাবল্লভ শীল, তা'র মত আনন্দ অন্যের পক্ষে অসম্ভব। যা'ই হ'ক্ ভাই, এখনই সময়, বেশ বিচার ক'রে নিজ পথ রচনা কর। ভাই, কার্য্য অপেক্ষা চিন্তার জোর বেশী বুঝিয়াই, চিন্তাগুলিই সদাই আনন্দের করিও। অন্তর ধোতের জন্য চিন্তাই সাবান জানিবে। সাবান যতই পবিত্র ও পরিষ্কার হ'বে অন্তর ততই সুন্দর ও সুচারু হ'বে। ভাই, পত্রে লিখিয়া আর কি জানাইব, যদি কৃষ্ণ কৃপাতে কখনও দেখা হয়, প্রাণের কথা কহিয়া আনন্দিত হ'ব। ভাই রে, যখন বদ্ধজীবের জন্য নিতাই আছেন, তখন আর বদ্ধ হইতে ভয় পাও কেন? আমরা যেমন বদ্ধ, তেমনই দয়াল নিতাই শক্তিমান, নিতাই থাকিতে ভয়ের কোন কারণ নাই। তা' ছাড়া মা বাপের আনন্দের হ'বে। উভয়তঃ লাভ বই কোন রকম লোকসান নাই। আজকালকার মনের ভাবটি তখনও রাখিও, সুখেই থাকিবে। এ সম্বন্ধে নন্দবাবার উপদেশ তোমার আমার উভয়েরই পালনীয় জানিবে। পরে অন্যান্য কথা লিখিব। তোমরা সকলে সুখে আছ জানিলেই আমার আনন্দ। কৃষ্ণ ইচ্ছাতে বেশ আনন্দেই কাল কাটিতেছে।

তোমার—হর।

দ্ব্যশীতিতম পত্র।

ভাই অভয়!

তোমার পত্রে শুনিলাম তুমি আমার পত্র পাও নাই। কেন ভাই, তোমাকে আমি পত্র লিখিয়াছি ব'লেই মনে হইতেছে। যাহা হ'ক্, তা'র জন্য তোমার এত দুঃখ কেন ভাই। আমি তোমাদেরই

আমাকে তোমরা পর ভাবিও না, মা বাবার তোমরাও যেমন, আমিও তেমনই একজন ব'লে জানিও। যদিও আমি উপযুক্ত নই, তবু দাওয়া রাখিতে ছাড়িব না। তোমার পত্রপাঠে আমি বড়ই আনন্দিত হই। মাঝে মাঝে পত্র দিও। আর এখানে আসিবার ইচ্ছা বেশী প্রবল করিও না। সুবিধা হয় আসিবে, নচেৎ সময় অনুসারে সাক্ষাৎ হ'বে। তবে মাঝে মাঝে রাধাবল্লভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। সে আমাদের সকলের উপরেও বড়ই ভাগ্যবান্, কৃষ্ণপ্রিয়পাত্র, অতএব এমন সঙ্গ মাঝে মাঝে করিও। তোমাদের জন্য আমাদের মন প্রাণ যে কি অবস্থাতে রহিয়াছে, তা' সেই অন্তরের ধন কৃষ্ণচন্দ্রই বুঝিতেছেন। সময়ে সময়ে মনে হয় সকল ছেড়ে তোমাদের নিকট চ'লে যাই। জানি না কৃষ্ণ কতদিনে সে শুভদিন আনিবেন যখন তোমাদের সঙ্গে আমিও ফিরিব। প্রাণের আকুলতা দিন দিন বাড়িতেছে। ভাই রে, তোমরা প্রভুর অন্তরঙ্গ, নিজজন, তাই তোমাদের সঙ্গ এত আকর্ষণ করিবার শক্তি রাখে। ভাই, আমাকে সঙ্গী করিও, তাড়াইয়া দিও না। তোমরাই আমার আশা ভরসা, তোমাদের জোরেই আমার যত কিছু দাবী দাওয়া প্রভুর নিকট করি। আমি তোমাদের ব'লেই, তোমাদের সেই দয়াল নিতাই আমাকেও দয়া করেন। এ সবই তোমাদের গুণে, আমার বলিবার কিছু মাত্র আমার নাই, এ'টি সত্য বলে মনে রাখিও। আমার হৃদয় একেবারে প্রেমশূন্য, নিতান্ত নীরস। তোমাদের হৃদয় ভাসিয়া যখন চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করে, তখনই সময়ে সময়ে আমার শুষ্ক হৃদয়ও সামান্য সিক্ত হয়, তোমাদের সঙ্গ ছাড়িলেই যে মরু সেই মরুই থাকে। তাই তোমাদের সঙ্গ জন্য এত লালায়িত।

ভাই, তোমার একটি কথাতে সুখ হ'ল না। তোমার অর্থের দরকার নাই সত্য, তাই ব'লে কি তুমি অর্থ উপার্জ্জন করিবে না? এ

কথাটি বলা কি তোমার স্বার্থশূন্যতা প্রকাশ করিতেছে? তোমার দরকার নাই সত্য, কিন্তু শত শত লোকের দরকার। অতএব, তোমার নিজের প্রতিপালন ভারই নিজের উপর রাখিয়া অন্য সকলের বিষয় চিন্তা না করা তোমার মত লোকের শোভাকর নয়। অতএব 'চাকরি করিব না' এমন ইচ্ছা ত্যাগ করাই আমার মতে উচিত। তা' ছাড়া চাকরী করিবার আর একটি গুপ্ত কারণ আছে, তা'র জন্যও চাকরী করা উচিত ব'লেই মনে হয়। তোমাকে বুঝাইবার শক্তি আমার নাই, তবে এই মাত্র বলিতেছি যে, আপনার ও অন্যের বিষয়ে বিশেষ তারতম্য আছে। চাকরী না করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করাই সম্পূর্ণভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে। ভাই রে, যেমন সুশৃঙ্খলে চালিত রক্ত শরীর পোষণ করে, কিন্তু স্থগিত রক্ত শরীর নষ্ট করে, তেমনই অর্থ আসা যাওয়াতে হৃদয় নরম ও পবিত্র করে, আর একত্র হইয়া হৃদয়কে কঠিন ও অপবিত্র করিয়া দেয়। এইভাবে অর্থ উপার্জ্জন, শরীর ও মন শোধন করে। তুমিও এই পথ অবলম্বন করিয়া চাকরী কর ও পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন কর। ভাই, আমার কথাগুলি একটিও যুক্তিসঙ্গত নয়, তোমার বৈরাগ্যের সম্মুখে কোথায় ভাসিয়া যাইবে জানি, তবু কেমন দু' এক কথা না ব'লেও থাকিতে পারিলাম না। কিছু মনে করিও না, খেপার মত যা' তা' লিখিলাম।

ভাই, সকল কথা সময় মত অন্তরে থাকিলেও মুখে আসে না, মুখে এলেও কলমে গোছান যায় না, তাই আবল তাবল বকিতে হয়। তুমি ভাই বুদ্ধিমান্, তোমাকে আর বেশী কি লিখিব, এ গোলমালের ভিতর হ'তেই যা' পার বুঝিয়া লইবে। ভাই রে, সকল দিক বজায় ক'রে চলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, তাই সকল দিক হারাইয়া মহা গোলমালে পড়িয়াছি। সকলেরই মালিক নিত্যানন্দ

জানিয়াই এ সমস্ত দুঃখ আনন্দে সহ্য করিতেছি। ভাই রে, আমার মন ও মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরও ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, জানি না আর কতদিন এই ভাব থাকিবে। ভাই, খেলা এবার পুরাতন হ'য়ে প'ড়েছে, আর ইহাতে মজা পাইতেছি না, নূতন খেলা খেলিবার জন্য ইচ্ছা হইতেছে, জানি না খেলার মালিক কৃষ্ণ কখন আবার নূতন খেলা আরম্ভ করিবেন। ভাই, তোমরা সকলে আনন্দে খেলিতে থাক, আমাকে ছাড়িয়া দাও।

তোমাদের—হর।

ত্র্যশীতিতম পত্র।

ভাই অভয়!

তোমার পত্রখানি পাঠে আনন্দিত হইলাম, কিন্তু তোমায় অম্লরোগে কষ্ট দিতেছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তুমিও বৃন্দাবনের "অম্লপিত্তান্তক বহ্নি" খাইয়া দেখিতে পার। ভাই রে, শরীর ঠিক রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে, শরীরই সাধনের মূলভিত্তি, এ'টি যেন মনে থাকে। ভাই রে, চাকুরির চেষ্টা দেখ, একবার ক'রে দেখ। আজকাল এই একমাত্র উপায়, ভাল মন্দ হইবার ও করিবার। চাকরী করিব না মনে করিও না। চাকরী তোমার হ'বে, তুমি চাকরীর হ'বে না, ভাল না লাগে ছাড়িয়া দিও। ভাই, সকল রকম আস্বাদন করা চাই, নচেৎ পরে ঠকিতে হ'বে, সত্যই পরে ঠকা বড়ই কষ্টকর। আমি যে রকম হতভাগা আমার যুক্তিও ঠিক সেই রকম। ভাই অভয়, খেপা দাদার খেপা কথা শুনে কিছু মনে করিও না, যখন যেমন খেয়াল উঠে ব'লে ফেলি, দোষগুণ কিছুই বিচার করি না, করিবার ইচ্ছাও হয় না। ভাই রে,

স্বাধীন জীবন স্বাধীন চিন্তার মূলভিত্তি, এবং ইহাই উন্নতির প্রধান ও প্রশস্ত পথ। পরাধীন রাজাও স্বাধীন দরিদ্র অপেক্ষা হীন জীবন বহন করে সন্দেহ নাই। ভাই, তোমাকে চাকরী করিতে বলিবার আমার প্রধান উদ্দেশ্য যে তখন তোমার নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার স্বতন্ত্র স্বাধীনতা অনেকটা হ'বে। প্রভু সকল রকমের সুখ সকলের ভাগ্যে দেন না। ভাই, তোমার হৃদয় ও মন দিন দিন উন্নত হউক, নামে প্রেমে মাতাল হইয়া যাও, ভালমন্দ সমান চক্ষে দেখিয়া আনন্দ পাও। সাক্ষাৎ হ'লে প্রাণের কথা কহিব। কৃষ্ণ কৃপায় শরীর ভাল না থাকিলেও বড়ই আনন্দে আছি জানিবে, কোন রকম চিন্তা করিও না। আমার ভালবাসা জানিবে।

তোমার দাদা—হর।

চতুরশীতিতম পত্র।

ভাই অভয়!

তোমার পত্রখানি যে কি আনন্দ দিল তা' সেই আনন্দের কন্দ নিত্যানন্দই জানেন। ভাইরে, সাধটা এখন মিটিল না ব'লে মনটা কেমন এক রকম হ'য়ে গেল। যাহা হ'ক সর্ব্ব কারণের কারণ যা' করিবেন তা'ই হ'বে। ভাইরে, চাকরী একটা করাই দরকার হইয়াছে, আমার হাত পা আর চলিতেছে না ব'লেই তোমাদের হাত পা চলার আবশ্যক হ'য়ে প'ড়েছে। সামান্য দিনের জন্য একটা পদলাভ করিতে হইবে, তা'র চেষ্টা চাই। ভাই অভয়, এ হতভাগা দাদাকে দেখিবার জন্য এত কাতর হইও না, নিজ স্বার্থ জন্য নিজেই তোমাদের নিকট হাজির হইব।

ভাইরে, ভাঙ্গা জোড়া দিবার একমাত্র ঔষধ "হরিনাম"। যেমন তেমন ক'রে কর, সকলই মনের মত হ'য়ে যাবে, কোন চিন্তা নাই। নাম কর, হইতেছে না হইতেছে, নিতাই বিচার করিবেন। ভাই, বাগান খুঁড়িতে লাগিয়াছি, খুঁড়ে যাই, কেয়ারি বাঁধা কাজ মালি নিজে করিবে, আমার দেখ্‌বার দরকার নাই। নাম করিতে ব'লেছেন, ক'রে চল। মন যে দিকে যায় যা'ক্। মনের জন্য আমি কি করিব, মনকে আমার অধীন ক'রে দিন, আমি তা'কে মনের মত কাজ করাইব। ভাই, এখন বিচার শূন্য হ'য়ে মাটী কেটে চল, যেখানে মালীর মনের মত না হ'বে নিজেই ডেকে দেখাইয়া দিবে, ও নজরে রাখিয়া করাইয়া লইবে, তোমার আমার চিন্তা করিতে হ'বে না। মালীর উপর নির্ভর ক'রে তা'র হুকুম মত খাটিয়া চল। ভাইরে, কোদাল ঘাড়ে করিলেই তখনই বাগানটি স্বরূপ দেখাইবে না, প্রথম প্রথম যা' ছিল তা'র অপেক্ষা খারাপই নজরে আসিবে। তবে মালী যখন কাটা মাটি নিজের মনের মতন করিয়া সাজাইয়া লইবে, তখন একপ্রান্তে ব'সে দেখিও, যেখানে নজর পড়িবে, সেই খানেই ছবি আঁকা রহিয়াছে, তখন যাঁহা যাঁহা নেত্রে পড়িবে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণরূপে নজরে পড়িবে। ভাই রে, সেদিনও দূরে নয়, সেও আমাদের হাতে; আমরা যত শীঘ্র কুপিরে দিব, তত শীঘ্রই বাগান সাজিয়া যা'বে। অতএব দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হইয়া নাম করিতে করিতে চল, নিতাই মালী পাছে পাছে সাজাইয়া যাইবে, তখন নয়ন মন তৃপ্ত হ'বে, কোন চিন্তা নাই। চতুর্দ্দিকে আঁকা ছবি দেখিতে ইচ্ছা থাকে, মালিকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা না করিয়া, ঠিক হুকুম মানিতে হ'বে। তাই বলি ভাই, মন মন ক'রে খেপিবার আবশ্যক নাই, নিতাই পদ দৃঢ় ক'রে ধরিয়া চল, মনের সাধ মিটিবে, চতুর্দ্দিকে রমণীয় রাধাকৃষ্ণ রূপ দর্শন পাইবে, কোন চিন্তা নাই। নিতাই বড়

দয়াময়। ভাইরে, তোমাদিগকে নিত্যানন্দের নিজজন ও প্রিয়জন জানিয়াও আমি পাষাণের মত নানা অসঙ্গত কথা বলি, কিছু মনে করিও না; খেপার কথা মনে ক'রে উপেক্ষা করিও।

স্নেহময়ী মা ও স্নেহময় বাবাকে বলিবে যেন আমাকেও নিজ সন্তানগণ মধ্যে গণনা করেন। তাঁ'দের ছেলে হ'তে পার্‌লেই নিতাইয়ের দয়া পা'বার আশা রাখিতে পারিব, নচেৎ আমার অন্য উপায় নাই। ভাইরে, একবার তোমাদের মুখগুলি দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, আর বিলম্ব সহ্য হইতেছে না। আমার ভাগ্যে কি শ্রীক্ষেত্র দর্শন হ'বে, প্রাণ বড় চাহিতেছে, সকলে একত্র যাইতে পারিব কি, জগন্নাথই জানেন।

তোমার খেপা দাদা—হর।

পঞ্চাশীতিতম পত্র।

পরম স্নেহময়ী রাই! (ঠাকুরের কন্যা)

মা, তোমার পত্রপাঠে কাতর হইলাম, ছি মা এ কি লিখিয়াছ? যে কৃষ্ণ বলে সে সকলের প্রধান; তুমি তোমার মা বাপকে লইয়া পরম সুখে কাল কাটাও এবং এই পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ হইয়া জগৎকে শিক্ষা দাও। তোমার মা বাপ দয়া ক'রে তোমাকে যে আর একটি মা দিয়াছেন, তাঁ'র পদে ভক্তি রাখিও এবং তাঁ'কে পরম গুরু মনে করিবে। যে দু'টি প্রাণে একটি হইয়াছ, কৃষ্ণকৃপাতে পাশাপাশি সমান উঠিয়া সকলের আনন্দের কারণ হও, দু'টি প্রাণে একটি হইয়া কৃষ্ণ নাম কর, আর কৃষ্ণ প্রেমে ডুবে থাক এই আমার ইচ্ছা। মা রাই, কৃষ্ণ বড় দয়াময়, তাই তোমার মা বাপকে প্রসব এবং পালনের কষ্ট না দিয়াই কেবল তোমাকে

দিয়াছেন, প্রসব ও পালনের কষ্ট আমাদের উপর চাপাইয়া তোমার মা বাপকে সদানন্দে রাখিয়াছেন, যেমন যশোদার কৃষ্ণ পাওয়া। অনেক তপস্যা ফলে এমন মা বাপ পাইয়াছ, তাঁ'দের গুণগুলি সব শিক্ষা করিবে, অমনই সাধু সেবা, অমনই হরিনাম, আর অমনই বিশ্বপ্রেমটি শিক্ষা ক'রে সকলকে সুখী করিবে। কাহারও হিংসা করিও না, পরের সুখ দেখিয়া কখনও কাতর হইও না, পরের দুঃখ দেখে কখনও হাসিও না, সকলই কৃষ্ণের ধন মনে ক'রে সকলের সমান আদর যত্ন করিও। তোমার মা বাপ হ'বার উপযুক্ত আমরা নই ব'লেই তোমাকে আমাদের নিকট রাখি না, পাছে আমাদের অসৎ শিক্ষার অনুকরণ করিয়া তোমার কোমল প্রাণটি কঠিন হয়। আমাদের জন্য ভাবিও না, আমরা বেশ আনন্দেই আছি, এমনই ক'রে মাঝে মাঝে আমাদের সংবাদ লইও, তোমার স্নেহরূপিণী মাকে আমাদের অন্তরের ভালবাসা দিও, তোমার মায়ে আর আমাতে কেন ভেদ নাই মনে করিও, তোমার মায়ের বেশ আদরের হইও, যেন সামান্য কারণে তাঁ'র কোন রকম দুঃখ উদয় না হয়।

তোমার বাবা—হর।

ষড়শীতিতম পত্র।

প্রাণের শারী! (শ্রীযুক্ত অটলবিহারী নন্দীর পত্নী)

তোমার মুখে নূতন কথা শুনিলাম, কেন? কণ্বমুনির শকুন্তলা কি ক'রে কন্যা হ'ল, জনকের সীতা কি ক'রে কন্যা হ'ল, তেমনই রাই তোমার কন্যা, তোমরা দু'টিই একস্থান হ'তে এসেছ, চিরদিনই তোমাদের এই সম্বন্ধ, ভুলে গেলে চল্‌বে কেন, রাই যখন প্রথমেই তোমাকে দেখেছিল, তখনই তোমাকে ভাল মা ব'লে চিনেছে, কই তাঁ'কে ত ব'লে দিতে

হয় নাই, কেউ তাকে শিখিয়ে দেয় নাই, চিরদিনের শিক্ষা, শিখিয়ে দিবার দরকার হয় না, তুমি রাত্রি ৩টার সময় জাগিতে, রাইও আমার তোমার সঙ্গে জেগে ব'সে থাকৃত কে তা'কে এ শিক্ষা দিয়েছিল, তোমাদের খেলা তোমরাই জান, আমাদের মত মূর্খ তা'র কি বুঝিবে? পাগলী লিখিয়াছেন "তোমার শারীকে বলিও যেন এ সময় আমাকে কাঁদাতে ত্রুটী না করে, এমন সময় আর পাওয়া যা'বে না।" তোমার পত্র না পেয়ে তা'র এই খেদ, এখন তোমার হাতে নরেশকে দিলাম, তোমার যা' ইচ্ছা করিবে, আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হইলাম, তোমার নিকটেই তোমার কন্যা রহিল।

ভাই অটল! এখন জল কমিয়া গেছে, চারিদিকে শান্তি, কিন্তু নূতন মূর্ত্তি যেন গম্ভীর গম্ভীর দেখিতেছি, যেন সকলেই কি না কি চিন্তা করিতেছে, গাছ পাতা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেরই একরকম ভাব, এ নূতন ভাব কখন দেখা যায় নাই। অটল, আজ কাল প্রাণে এত আকুলতা যে উড়ে যেতে মনে হইতেছে। এমন আকর্ষণ ভাল নয়, তোমরা ব'সে মজা দেখ্‌ছ, আমার কিন্তু বড়ই কষ্ট হচ্চে, তোমরা যদি সুখ পাইতেছ, লিখিও, তা' হ'লে আমিও বড় সুখী হ'ব, তোমাদের সুখেই আমার সুখ, আমার প্রাণের শারীকে প্রাণের ভালবাসা দিও, সে যেন আমার জন্য না ভাবে, তা'র দয়াতে আমি ভাল আছি, আমার জন্য তোমরা কেহই ভাবিও না।

তোমাদের আদরের—হর।

সপ্তাশীতিতম পত্র।

Jammu, 15-2-08.

To

NATHABHAI, N.

MY DEAR BBOTHER,

How can I express the feeling I have experienced in going over the contents of your kind letter of 8th instant? I am much pleased to see that you have at last caught hold of the right and easiest path to eternal bliss, by being a devotee of Sri Krishnaji, who is above all and the Master of every thing known and unknown. You have rea l in Gita "बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मांप्रपद्यते". A man after being purified by repeated purging comes to understand the superiority of Krishna and tries to love and respect Him above all. You are blessed, you will not perish, as Gita teaches कौन्तेय प्रतिजानिहि नमे भक्त· प्रणश्यति. He who becomes a devotee of Krishna never perishes. Dear, I am one of the most unfortunate, because knowing all these I am one of the hypocrites of the first water. I have learnt to cheat the blind, so some people see something superhuman in me. Properly speaking I possess nothing good. I am the store-house of everything bad. Sorry to say that I do not see a single good in me which people, God knows why, describe about. When I think of myself Shekh Shadi's words become apparent in my mind, "I know what I am. Outsiders see the dress. I know what is within." Dear, my request is that

knowing me what I am, please keep a merciful eye on me and pity me much.

Dear, bad things are, as a rule, left in bad places; so put all your burdens on me and proceed free-handed and light. I am happy to say that you are one of the beloved of our Lord Krishna. He loves you much and will continue loving always. Don't forget Him nor His most sweet Name, please; and that alone will keep you cheerful throughout the journey. Be not anxious to know how long you are here. Go on working this way. Great things are still before you and you have to do many things as yet. A Good many years are still at your disposal. Be not disheartened. To complete your work here it will take not less than 15 years hence. Remain confident and take advantage of it in repeating the most sweet name of Krishna Maharaj. Love Him and love His followers with heart and soul. If you wish to obtain Krishnaji's blessings, please don't forget to love His followers. Never judge about their goodness or otherwise. Let this duty remain with Him alone who is their Master. You know it better that Government may punish or pardon the servant, however devilish he may be? But if we take the work of the Government into our own hands, how bitterly do we enrage the Government, and how severly are we punished! Such is the case there too. All the followers of Krishnaji, whether good or bad, are the servants of the Lord who is to reward or punish any one of His

servants, but we should not go to judge them. We should indiscriminately respect His followers and by so doing we may attain our ends. Like Government our Lord is too far from us and in a sense inaccessible, but the low-paid servants are in contact with us and their recommendation or the opposite generally does us much good or evil ; so be careful in this point and go on loving His Name and His followers.

Dear, don't think about the departed souls. They are in peace and iu better enjoyment when they have got a Baishnava son in their family. They are now very happy. For their pleasure try to pay visits to the sacred places when convenient.

Ragarding your health, don't care anything. Krishnaji's Name is the best medicine. However, do it if you like and that may give you relief. Take one tola of Billapatra with one tola of sugar and 2 or 3 grains of black pepper, mix them well with a quantity of water and go on drinking this juice every morning ; but you should not forget that Krishnaji's name is the only medicine. Go on repeating the Name and you will be blessed. Remember me always at your service.

Kindly excuse this over-step and oblige.

Yours affectionately,
HARANATH BANERJI.

অষ্টাশীতিতম পত্র।

Jammu 28-2-08.

MY DEAR NATHABHAI,

May our Lord make you worthy of your name! I wish to see everything good in you. Your long letter to hand, and the contents made me very happy. Please think me one of your worthless wards and dependants. Certainly I am the blindman on the shoulders of another blind. There is danger at every step. However I care very little for myself. I only wish and ardently desire to see all known and unknown creatures in real bliss. May our Lord bring that day very near! Yes, dear, totally irrespective of what is purity and what is otherwise, go on repeating the most sweet Name of Krishnaji, knowing Him our friend and not our Ishvar. Learn to love Him. Dear, don't think that you are doing anything wrong if uncalled-for and strange thoughts come, while taking His sweet Name. You ought to know that actions are generally judged by the aims which actuate the doer to work and not from the outcome or results. So keep the aim always before you and do anything you like. When a pilgrim actuated by the good purpose to pay a visit to the holy places dies on his way, as a rule, he gets the advantage of the visit even without seeing the place. Now judge how a man gets the reward even without doing the work; and why? Here you will see that the Distributor of all rewards, Krishnaji, weighs the aim and gives reward. I say this only to make you convinced that intruding thoughts in time

of taking the Name cannot diminish the value of Name-taking, if a man sits to do so with good mind and pure thoughts. Try to keep the mind free from all thoughts and disturbing anxieties at the time of beginning; and never mind what comes afterwards. One thing I say, a day is coming when people will find something superhuman in you and take you as an ornament of this world. Don't leave the Name, there is no other royal road like this. Unknown things might be purchased if we can remember the name alone, without which we shall have to leave the object even when it will come to our hands. I therefore advise every one to remain firm and stick to the Name, which alone will give you Salvation, can lead you to the feet of Krishnaji and can give you everything you can desire or aim at. Dear, be not astonished to hear me ask you to put your burdens on me. It is my livelihood. Like coolies I earn bread by carrying burdens for others. So seeing the work of a cooly you need not consider it a very golden deed. Him who gives his load on my head, I look upon as merciful; and instead of blaming him I generally praise him. So be not scrupulous nor feel any hesitation in laying your burden on my head, and thus going free-handed and light. Kindly forgive me for this humble request and please fulfil it. Let men say anything and every thing of me, but I know well what I am. In writing this I remember Shekh Sadi's writing, "I know what I am," and request you not to be misguided by any false notion about me. Take

me in any proper light and have pity on me. Please remember me always as one of your dependants. * * * *

With love and affection,

Yours ever,

HARA.

ঊননবতিতম পত্র।

Jammu 6-3-08.

MY DEAR MANEKLAL,

I am much pleased to go over the contents of your letter of the 1st. instant. Every line of your letter breathes *Krishna Prem.* Yes, dear, I am much pleased to be acquainted with the worthy son of my worthy Nathabhai, who is so very dear to me. I ardently desire to see all once, but Krishnaji alone knows whether my desire will be fulfilled; and if so, when. You ought to know it certain that our Lord Krishna never withholds any one's desire but fulfils all, however absurd these may be. Dear, don't forget Krishna Maharaj and His most sweet Name, which was taught by Him in the shape of Lord Gauranga. No other royal road to eternal bliss. My ardent desire is, therefore, please do not forget the sweet name of Krishna Maharaj. Repeat it always and you will see your future fully strewn with full blown flowers of choicest colour and pattern. Keep steady and constant faith in Krishna, and fear nothing.

Dear, don't think so after your departed wife who

is in full enjoyment in heaven. The worldy connection was cut off, and she neither cares nor wishes for any worldly help. She is in bliss. All these worldly ties are nothing but jokes which slacken easily and disappear soon. The tie that never looses is a tie between myself and Krishnaji. So know it certain and act accordingly. I am much pleased to see you the worthy son of a worthy father. Patiently go on this way and you will be saved and taken to a region of ever-lasting bliss and enjoyment.

Love Krishnaji : and also love all fellow creatures, as they too belong to Krishnaji. Hate sin, but pity the sinners. Shun bad company but don't disallow the bad to join you. Request those whom you love to take the sweet Name of Krishnaji. Sweet things become more sweet when they are distributed among friends and when they are tested in company of the dear and near. Be a *Vaishnav* in deeds and not in words. Be not over-confident. Do not look down upon the fallen and degraded, but pity them and pray unto God (Lord) for their change for better. Never go to debate with any one on religious subjects until your own faith prove firm-footed. Whenever you get leisure, go to a solitary place and say loudly the sweet Name that will make the tears trickle down and ease your heart of all its distressing burdens. Remain faithful to Krishnaji and you have to fear nothing and nobody.

Dear, you ought to know that I am a sinner of the

first water and am totally unworthy to be always related to you who shine like the moon and whose doings are flawless. Please inform your worthy father that you have also been acquainted with the worthless vagabond. I am much pleased to here that you are serving a good master. Be good and then the whole world will see to your good. I am the creature of my own friends and veteran enemies. So be careful and watchful as well. * * * * * * *

With best wishes,
I remain,
Your most affectionately,
HARANATH.

নবতিতম পত্র।

Jammu 7-3-08.

MY DEAR NATHABHAI,

Your to-day's letter to my utmost pleasure. * * * *

Dear, I am very sorry to understand the sufferings of so many, specially of your dear son-in-law, but much more sorry knowing my inability to help them in their need. I am pestilent and my contact spoils every thing good in others. May our Lord bless the fallen and help the needy. Please ask them to repeat the sweet Name of Krishna and with heart and soul depend on Him, so that they might be benefited here as well as in the world to come. Krishnaji's name cures Bhava Rog (भवरोग); what of bodily

pain? Let men patiently reap the fruits of their own trees, good or bad, as planted by themselves, but make them cautious for the future. Let them not forget Krishnaji and Krishnaji's Name. One who desires to be happy here, and there, should repeat the Name of Kaishnaji; and fully depend on Him. Thanks to the Lord that we are all well here. May He keep you all in good cheer and better enjoyment! No fear, Dear; He will certainly make you one of His favourite servants. Again saying my best love to you all.

I remain,
Affectionately yours,
HARANATH.

একনবতিতম পত্র।

Jammu, 25th March, 1908.

MY DEAR NATHABHAI,

I am much pleased to acknowledge receipt of your kind letters and am much more pleased to see that after all my mother too has taken notice of her worthless child. Give her my best love mixed with reveence and tell her remain cheerful. Nothing evil can come near her. She is all right and will be so throughout, if she wholly depends upon our most merciful Lord Sri Krishnaji and always remembers His most sweet Name. Dear, like body, spirit requires timely food,

without which it pines and becomes weak day by day. As the thriving of the body depends upon the quality of the food it absorbs, which becomes bad when the food is bad and good when otherwise, so the spirit. For the proper growth of the Spirit good spiritual food should be administered. Saints as well as all the Shastras, speak much in one voice about the potency of Krishnaji's name; so, if any one wishes to make much spiritual advancement, let him not forget the Name. Name alone will bring all kinds of happiness and *siddhis.* Don't hanker after any *siddhi,* however good and precious it may be, but always irrespective of it, go on repeating the Name and you will be blessed. No want, no sorrow can come near; and your way will be properly guarded and well decorated. By repeating the Name you will receive all kinds of spiritual help and all hankerings will certainly disappear. Forgetting the sweet Name the suzarainty of heaven is not at all a desireable thing. It is better to live in hell remembering the Name than to reign in heaven without it. Please therefore depend upon it and make your dear and near ones learn to depend on it.

Another nourishing food is the company of the saints and of those who have learnt to depend on Krisha Maharaj. They are the real magnets quite powerful to purify everything impure and to turn it to all good; so, with heart and soul, wish the company of these favourites who alone will show you the easiest

and proper path to eternal bliss and will lead you to Krishnaji, where once gone you will never come back and where happiness never ceases.

Thirday,—in order to evoke mercy and help from Krishnaji we must be helpful and merciful to the fallen and degraded. We must not hate them but their doings. We must hate sins, but pity the sinners. We should not go to the company of the sinners but try to bring them with us and pray unto our Lord for their salvation and pardon. Please therefore don't forget to help the needy at any cost. Give food to the hungry, clothes to the naked, good advice to the hopeless and forlorn. Never give nor wish to give trouble even to your foe. Don't forget to wish well of all, known or unknown, friend or foe. You should also remember that deeds are less powerful than thoughts, so keep your thoughts always pure and free from any blemish. Good thoughts produce good imaginations and by imagination alone a man may either be good or bad, so don't forget, please, to keep your thoughts well gaurd-ed and properly measured. Please also forgive me for this overstep. These gospels are in the mouth of a first rate devil. My love to dear Maneklal and Vithal-bhai. I always wish well of them and their prosperity both wordly and spiritual. My love to you all and please convey it to my dear Manchershaw and to other members of his family.

Affectionately yours
HARA.

দ্বিনবতিতম পত্র।

Srinagar, 7th May, 1908.

MY DEAR MANEKLAL,

There are no adequate words to give vent to the pleasure I have received in going over the contents of your letter and coming to understand that you are feeling better now. Yes, dear, Krishnaji is very merciful. He will give you first class health soon. Don't forget him, nor his sweet Name. Go on repeating the Name and you will be blessed. Name alone will lead you to the right path and confer on you all the good graces of our Lord. Krishnaji always keeps a watchful eye on every one, specially on those who really depend upon Him. He never allows His followers to go astray. No vicissitude ever comes near Krishna Bhaktas. Without fearing any one and anything go steadily on and in the nearest future you will see the good result. If you wish to love Krishnaji, love His creatures. Be not oppressive to any one, however low and degraded he or it may be. If you wish to get mercy in the hands of our Lord, be merciful towards His beings. If you wish to be forgiven by Him, learn to forgive your evil-doers. If you like to get friendly help at His hands, be helpful to the needy and poor. If you do one thing for His sake, He will repay you by thousands and thousands. If you help the needy, never in your life will you be harassed by want and necessity. You will then see that every-

thing for your comfort is at your disposal and our Lord will never deal with you like misers. He will keep everything ready for your comfort and pleasure.

Dear Maneklal, keep your eye on Krishnaji. Every thing and all beings known or unknown, except our Lord, do perish ; so, if you wish to take your shelter on anything firm and ever-lasting, go to Krishnaji ; the one unchangeable thing is Krishnaji. Others are changeable and hence unreliable. Therefore the duty of all is to make Krishnaji their own. Please tell your Krishnaji to love this sinner for the sake of you all.

I am always
Affectionately yours
HARANATH.

ত্রিনবতিতম পত্র।

Srinagar 13-5-1908.

MY DEAR VITHALBHAI,

How can I express the pleasure I have felt in going over the contents of your affectionate letter ? I am much more pleased to hear that you are doing well in health. Yes, dear, leaving all else, go on repeating the most sweet Name of our Lord Krishnaji. Don't forget Him, nor let your tongue go without taking His Name. Only repetition of the Name will give you all kinds of happiness and bliss. Even the shadow of sorrow will not touch your feet. Remembering Krishnaji, to live in hell is far better than to reign in

heaven forgetting Him. Dear, properly speaking there is no difference between heaven and hell. One is the place for enjoyment, the other for correction. Heaven and heil are just like service and jail. In both the places we are not our own. A man in service cannot leave his headquarters at his own will and so the prisoner. Here you see what is the difference between these two. When we are in service we can only live with a little comfort, which the prisoner cannot. This is the only difference, which, properly speaking, goes to nothing. I therefore advise you not to forget the sweet Name of our Lord, nor should you hanker after any wordly gain or happiness. Except our Lord all and every thing are always changing and perishable. So it is not expedient to rely on them and try to make them our own.

Dear, every one has come to this world, the place of examination, with some allotted questions, that is, some *karmas* of his own ; and accordingly to these he will enjoy or suffer. So the works of our present life will be regulated according to our past karmas and so there is no need of any hankering. Dear, don't wish the suzerainty of this universe in exchange for your religion.

Learn to love religion for its own sake and not for any worldly gain or advantage. Keep your heart soft and always full of milk. Try to soften the sorrows of the sufferers. Don't hate them. Hate their past works but pity them always. Keep your hands open to help

the neeedy and your thoughts well regulated and your words under your moral control. Try to do good to your enemy even and thus you will gain every thing and make this world your own. This is the only royal road to win the hearts of all friends and foes equally. Learn to live contented with the present, don't fret, that is the source of all evil and consequent misery. Being in duty bound, try to please your master, and He will think after your better prospects. Don't tease Him for your personal gain.

Please convey my best love to your father and mother and give to your brother, my dear Maneckla1, send my special love to Natvarlal. May our Lord keep you all in cheers and better enjoyment. A letter from your worthy father gives all happy news of your sweet home. Don't be anxious.

Affectionately yours,

HARANATH.

চতুর্নবতিতম পত্র।

Srinagar, 13-6-08

MY DEAR VITHALBHAI,

I am sorry that I am so very late in replying. Please excuse me. I was little indisposed, so I could not reply promptly ; however, dear, be not too much anxious for me. I am all right now, though a little weak. That

will also disappear soon. Dear child, you need not be anxious for me. I have seen much of the world, now everything seems to me very old and hence no more charm here. Now I wish to play a new game and am preparing for it. I am anxiously awaiting the order of our Lord, without which I cannot move an inch even. Now my remaining or going is very nearly the same. You are young and you have many things in front. May our Lord give you long life with first class health to enjoy them. My one request,—love all these wordly things and amusements for wordly sake. Be not charmed with them, and don't think them the real aim of your existence. You and all of us have come here to love Krishnaji above all, to adore Him, and to be His favourites. Please don't forget the mission and don't loose yourself in the maze. This world is a place of examination. Be not bewildered, seeing all the so-called charms of this world. They will try to make you blind, so that you may lose sight of your Lord and be a plaything of Māyā. Please therefore be a little cautious and you will succeed. If you once learn to love our Lord Krishnaji, Māyā will fly from you and she will be a help rather than an obstacle on your way. Māyā like cats and tigers love to play tricks with her preys, sometimes she gives us pleasure and sometimes pain. So we should not care for all these wordly pleasures and pains; they are nothing but the whims of Māyā. Caring very little for trifles proceed with steady steps and you will succeed in gaining your end and object. Proceed a few steps

more and you will get the real help and royal road. A little beyond, Krishnaji is anxiously waiting for you. He is very merciful and He is all love. Dear, even for suzerainty of this whole universe don't forget Krishnaji. Our wordly existence is for a little period and every one of us, whether he be a monarch or a beggar, will have to leave it, willingly or otherwise. This world is not our permanent abode. Sooner or later we must have to leave it. So we should not love this world and worldly pleasures and pains too madly ; that will pain us much at the time of leaving, so it is better to be careful in time. If you wish to love anything with heart and soul, that thing is Krishnaji. Love Him and repeat His most sweet name and you will be pleased. Try to be a worthy son of a worthy father. Dear, when you write to your father aud mother, please send my best respects to them and specially to your mother who is so loving towards a worthless chap like myself. My best love to you and to your dear wife. I wish to see her just to your mind. May our Lord make you two a good match. I hope my dear Maneklal might have returned to Bombay. Please send him my best love with the attached letter in reply to his former one. Send my special love to my dear Natvarlal. I wish him good success in life. Be spiritually advanced and that will please me much.

Remember me,

Yours most affectionately,
HARANATH.

পঞ্চনবতিতম পত্র।

Jammu, 16th January, 1910.

MY DEAR MANEKLAL,

THAT day I enclosed a letter in that of your father dear Nathabhai, which I hope has reached you? May my Lord keep you all most cheerful and pleasant every moment. I am always at your service and wish you prosperity in this as well as in the world to come. Keep the right path always and you have to fear nothing. Good deeds, as a rule, keep the doer always cheerful and straight. Dear, about my going you will learn everything from Vithalbhai's letter. Nothing has been settled as yet. Dear, God is the Disposer of every thing and hence we need not be anxious for anything. Let us wait and gladly embrace anything that might come, either good or bad. Please learn to be cheerful in prosperity as well as in adversity. There is nothing bad. Bad cannot come from a merciful master who is All-good. Keep your heart always clean and you will be happy. Don't deviate from the right path, make yourself steady and don't live in the tumult of this world. Be honest and frank in deeds and in words. If you wish to be forgiven, learn to forget and forgive. Love all and every one as your friend if you wish to be loved by them so. Be up and doing for everything that is good and keep for tomorrow what is otherwise, so that you may get time to think after and to step back from all things bad. Be mad in religion,

in the true sense of the word, but don't be a fanatic. **God is universal and belongs to all nations equally, so don't speak ill of any religion.** Be pious to the core; don't be lip-deep in anything; that is dangerous. Try to please all and every one with your words and deeds. To use good words will not cost us anything; why should we not then always use good words even to our enemies. Ill words do not harm any one but the speaker himself, so don't try to bring evil on your own head by using evil words to others. Don't leave the opportunity of helping others when that opportunity comes, otherwise you shall have to repent when it will be no more. Dear, you ought to remember that all and every one cannot come to this world being equally rich and well-to-do, so it is the duty of the rich to look upon the poor as their wards and dependants, and to help them as far as practicable. Please spend a portion of your well-earned money in relieving the distressed, the poor and helpless; by so doing you might attract good blessings of our Lord. Thanks to our Lord; now-a-days I am somewhat better. Be not anxious for me. My best love unto you and please send the same to My dear Ishvar Das. Received letters from home. The children are well there. I shall be much pleased to hear that you are well every day. Love to you all.

HARANATH.

ষষ্ঠবতিতম পত্র।

Jammu, 16th January, 1910.

MY MOST DEAR AND BELOVED VITHALBHAI,

How can I thank you for the kindness you have shown in sending the Prasad and Tulsi &c. which not only cured my body but gave new vigour to my soul within. Many thanks to you for this favour; may Krishna send you the adequate reward. A poor and blind mortal like myself can by no means repay you anything. * * * Dear, you need not be anxious for me. Some day or other, if it pleases my Lord, I shall be amongst you and enjoy your most agreeable company. Please keep me in mind and that's all for the present. May you live long and prosper both in worldly and spiritual matters! Don't forget Krishna and Krishna's Name. Love the world and all world's creatures knowing them to belong to that universal Lord. Be not cruel to any one. Show kindnees and mercy to others if you desire to have them from our Lord. Hate sin and crime, but pity the sinners. Don't shun them, pray to the Lord for their welfare; you ought to remember that sinners and all mis-doers are the actors in the Lord's universal theatre and you have no right to hate them. Let that Master judge their doings. Try to keep your heart always clean and pure, otherwise Krishna who is the purest of the pure will not come there. Evil thoughts turn the heart to Hell, where the Lord's image cannot fall. Evil thoughts are worse than

even evil deeds, so always try to regulate your thoughts and by so doing you will improve most speedily. With you, pull your wife on ; let her not lag behind. Please give my best love and affection to your dear wife. May she be an ornament to your family and may she be loved by all and every one. Please ask her too to take Krishna's name always and specially at her leisure. We are not here on this earth for ever. We shall have to leave some day or other and we have to travel long to reach our real Home. So my request,—be not in any way charmed with the false beauty of this world, but prepare earnestly for the long lonely journey you have to travel to reach your destination. Learn to live on honestly-earned money, however scanty that may be. Food prepared by well-earned money gives real vigour, not only to the body but to the soul even ; unfair earning not only brings all kinds of dire diseases but spoils the soul and makes the heart a real Hell, the place of abode for all infernal beings. Please think over it always and you will be much benefited. As by pleasing your office master with dutifulness and good behaviour you are generally promoted to a higher from a lower grade, so by earnest devotion and pious deeds please that Master who is all in all and above all, so that you may be blessed every way. Don't be disloyal both here and there, and you will be rewarded in this as well as in the world to come. Please give my best love and thanks to your friend who has kindly given me Prasad and chandan of Shri Rameshwarji. May my Lord give

him His grace. I wish him good health and prosperity. Send my love and affection to dear Natvarlalji and respects to your parents.

Affectionately yours,

HARA

সপ্তনবতিতম পত্র।

প্রাণ প্রিয়তমে! (ঠাকুরাণী)

পরশ্ব তোমাকে একখানি পত্র দিয়াছি, সময় মত সেখানি পাইবে, অদ্য আবার এই পত্রখানি কেন লিখিতেছি জান কি? তোমাদের আবার দুর্গাপূজা আসিয়াছে; কাল আমার স্নেহময়ী কলিকাতার মা আসিবেন, তোমরা মাকে দেখিয়া আনন্দিত হইবে, আমার কপালে কোনই আনন্দ নাই। মা হারাইয়া মা পেয়েছি, এমন মা যা'র, তা'র আর ভাবনা কি? আমাদের সৌভাগ্য, তাই সেই দয়াময় কৃষ্ণ দয়া ক'রে মাকে দিয়েছেন, কৃষ্ণের এত দয়া পরিশোধ কি ক'রে করবে, তা'র চিন্তা কর। অহরহঃ সেই দয়াময়ের নাম নিলে অনেকটা পরিশোধ হ'তে পারবে; তাই বলি, সেই দয়াময় ও রসময়ের প্রেমে সদাই ডুবে থাক; তিনিই আপনার ধন, তিনিই কাঙ্গালের ঠাকুর; তাঁ'কে ভুলে সংসার নিয়ে যে থাকে, সেই ত ভ্রান্ত; স্বামী বলতে হয় তাঁ'কে বল, ছেলে বলতে হয় তাঁ'কে বল, বাপ মা ভাই বন্ধু বলতে হয়, তাঁ'কেই বল, সেই ত কেবল আপন জন, তাঁ'র দয়া অপার; এমন দয়াময়কে ভুলে আর কি নিয়ে থাকবে! সে কত রকম খেলতে জানে, কত নূতন নূতন রকমের ভালবাসতে জানে, কত কাঁদাতে ও হাসাতে জানে, এ প্রেমময়কে কদাচ

ভুলে থেকো না। সংসারের ভালবাসাতে মজ্‌লে মানুষকে কেবল কাঁদ্‌তে হয়, কেননা পৃথিবীর সকল জিনিসই আজ আছে কাল নাই, কৃষ্ণের সঙ্গে ভালবাসা কর্‌লে কখনই কাঁদ্‌তে হয় না, কেননা সে আমার চিরদিনই আছে, কখন না থাকা নয়, কেহ যেন তাঁ'কে কখন ভুলে না যান; যদিই কেহ ভুলে যায় যাক্‌, কিন্তু আমাদের কখনই ভুলা উচিত নয় কেননা একবার মনে বুঝে দেখ দেখি তিনি আমাদের জন্য কত কষ্ট পাইতেছেন, ও আমাদিগকে কত ভালবাসেন; তাই বলি প্রাণধন কৃষ্ণকে ভুলে অকৃতজ্ঞ হইও না। যে প্রাণের সহিত ভালবাসে তা'কে প্রাণ দিয়াই ভালবাসিতে হয়; আরও একটি কথা, যদি তাঁ'কে ভালবাস, তা'হলে তুমি আমি একত্র চিরদিনের মত তাঁ'র কাছে থাক্‌তে পা'ব, নচেৎ কে কোথায় যা'ব, কে জানে; যদি ভালবাসার সত্ত্ব আস্বাদন করিতে চাও, তা'হলে কৃষ্ণকে ভালবাস, কৃষ্ণকে আপনার ধন মনে কর, তোমাকে এ সকল কথা বেশী বল্‌তে হ'বে না। তুমিই মূলাধার, কৃষ্ণ তোমাদেরই, তবে যে আমরা আমাদের কখন কখন বলি, সে কেবল যেচে মান কেঁদে সোহাগ মাত্র, কোন কাজের নয়, তবে কৃষ্ণ যে কাহাকে কাহাকেও ভালবাসেন সেও কেবল তোমাদের জন্য। তোমাদিগকে তিনি বড়ই ভালবাসেন সেইজন্য তোমরা দয়া ক'রে যা'কে ভালবাস কৃষ্ণ তা'কেও ভালবাসেন। আমার উপর দয়ার নজর রাখিও, আমার আশা ভরসা যেন ফলবতী হয়, কাঁদুনেকে আর বেশী কান্দাইও না। আজ এমন ক'রে কেন যে দু' চার কথা লিখে দিলাম তা' জানি না; ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাতে কেবল কার্য্য হয় আমরা কল মাত্র। মাকে পেয়ে হয়ত তোমার গরব বেড়েছে, এ সব কথা হয়ত ভাল লাগ্‌ছে না। মা যা'র কাছে থাকে, তা'র এমনই গরব হয় বটে, আমারও একদিন না একদিন গরব হ'বে তখন ডাক্‌লেও উত্তর দিব না, মায়ের

আদরে দিদিমার আদরে হয়ত গ'লে গিয়ে থাক্‌বে, আমার কেবল দেখ্‌তে মন যাচ্ছে মাত্র, আড়ালে থেকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা হইতেছে, তা' এমনই পোড়াকপাল যে হ'বার নয়। মনে রাখিবে,

তোমারই—হর।

অষ্টনবতিতম পত্র।

প্রাণের প্রিয়তমে! (শ্রীমতী—)

প্রাণের দিদিমণি! তোমার পত্রখানি পাইলাম, জানিনা দিদি তুমি কিসে আমাকে এত বশ করিলে? সদাই তোমার কাছে মন পড়িয়া আছে, তোমার লিখিত প্রত্যেক অক্ষরেই তোমার মোহন মূরতি দেখিতে পাই, সেই প্রেমে ধর ধর মাতান মূর্ত্তিটি দেখিতে আমি বড় ভালবাসি। তুমি আমার নয়ন তারার মধ্য স্থানটি অধিকার করিয়া বসিয়াছ, তা' না হ'লে কেন আমি যেখানে সেখানে তোমার সেই কমনীয় প্রেমে মাখা মূর্ত্তিটি দেখিতে পাই? দিদিমণি, ঐ রূপখানি চক্ষের ভিতর করিয়া অন্ধ হইতে ইচ্ছা হয়, তুমি নিদ্রার সময়েও ত নিকটেই থাক, শয়নে স্বপনে সদাই আমাকে রক্ষা করিতেছ, আমার ভার তোমাকে দিয়া আমার পরম দয়াল ঠাকুরটি কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তোমাকে পাইয়া আমিও তাঁ'কে ভুলেছি। এ ভুলের জন্য দুঃখিত নই তাঁ'র ইচ্ছা জানিয়া আমি সদাই সুখে আছি। হেঁ দিদি তোমার নামটি আমার জপের মন্ত্র, তাই আমি প্রকাশ করি না; হৃদয়ের ধন হৃদয়েই রাখিয়াছি। প্রকাশ না করিবার আর একটি কারণ আমি ঠিক্ করিতে পারি নাই, তোমায় কি বলিব, তোমার প্রমোদা নামটি ঠিক্ না কি প্রেমদা নামটি ভাল? আমি তোমাকে প্রেমদা

বলিতে ইচ্ছা করি। তোমার নাম করিলে সত্য আনন্দ হয় বটে, কিন্তু প্রেম অধিক হয় বলিয়া তোমাকে প্রেমদা বলিতে ইচ্ছা হয়। এই গোলমালের ভিতর পড়িয়া আমি ঠিক্ করিতে পারি না তোমায় কি বলিয়া ডাকিব, তাই আমি তোমার নামটি মুখে আনিতে ভয় করি। আর একটি কারণ আমার অপবিত্র মুখে ঐ পবিত্র নামটি লইয়া কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না। এই নানা কারণে তোমার মধুর নামটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লই না, তবে যদি অনুমতি হয় তাহা হইলে আমি প্রেমদা বলিব, কেমন মত আছে ত? দিদিমণি, আমি কি ভাগ্যবান্। আমি হেলাতে কি মহারত্নটি লাভ করিয়াছি; এখন আশা হইয়াছে আমাদের মত শুষ্ক হৃদয়ও একদিন প্রেমজলে সিক্ত হইতে পারিবে, তবে আমার যেমন শুষ্ক বালুকাময় হৃদয় তেমনি তুমি প্রেমানন্দের সমুদ্র, ভাসিলেও ভাসিতে পারে; তাই বলি, দয়া রাখিও। তুমি যেমন তোমার হাতরাসের মহা-শক্তিরূপিণী দিদির কথা লিখিয়াছ, আমিও তেমনি সেই দয়াময়ের দয়ার কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। তা'র দয়াতেই আমি তোমা হেন রত্নটি পাইয়াছি, তিনি এই মরুভুমি সদৃশ হৃদয় দেখিয়া দয়াপরবশ অন্তঃ-করণে তোমা হেন প্রেম সমুদ্রের নিকট লইয়া গিয়াছেন, আমিও ক্রমে ক্রমে সিক্ত হইয়া চরিতার্থ হইব, সেই আশাতেই রহিয়াছি। এ সব আমার শারীর গুণ ও দয়াময়ীর দয়া, তোমাদের গুণ, দয়া, শক্তি কেবল তোমরাই জান, আমরা পতঙ্গের আগুণে পড়ার মত উন্মত্ত হইয়া পড়ি, আর যাতনায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরিয়া যাই, কিন্তু যাহারা তোমাদের গুণ জানিয়া সরল ভাবে ও সভক্তি তোমাদের শরণ লয়, তাহাদিগকে তোমরা আপন কোমল ক্রোড়ে তুলিয়া লও এবং চিরশান্তি নিদ্রায় নিদ্রিত করিয়া রাখ, সেখানে স্বপন নাই। প্রার্থনা আমাকে আর ভয় দেখাইও না। ভীতকে আর অধিক ভয় দেখাইও না। সে সদাই কাঁদিতেছে,

তাহাকে আর কাঁদাইলে বেদম হইয়া মরিয়া যাইবে। আমি শরণাগত, আমায় আর ভয় দেখাইও না। অনেক জন্ম বিফলে গেছে আর যেন এ দুর্ল্লভ জন্ম না হারাইতে হয়, দাদা দাদা বলিয়া আর ভুলাইও না। চাঁদ চাহিতেছি, চাঁদ দাও, আর আয়না দেখাইয়া ভুলাইও না। ক্ষীর ক্ষীর করিয়া কান্দিতেছি ক্ষীর খাইতে দাও; মাড় খাওয়াইয়া আর কষ্ট দিও না, এই মিনতি। দুঃখের কথা আর কত লিখিব? দিদি, আমাদের দুঃখ তোমরা নিত্যই দেখিতেছ, তোমাদিগকে না চিনিয়া নিশ্চয়ই আমরা অগাধ বিপদ সমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছি, তা'ত স্বচক্ষে দেখিতেছ। আর ডুবাইও না। আশ্রয় চাহিতেছি, আশ্রয় দাও। তোমরাই কৃষ্ণ দিবার মালিক, তাঁ'কে চাহিতেছি, একবার দেখিতে দাও; তোমাদের ধন তোমাদেরই থাকিবে, কেবল আমি একবার মাত্র দেখে ল'ব কেড়ে ল'ব না। কেবল চক্ষের দেখা দেখব মাত্র। যা' হউক দিদিমণি, তোমাদিগকে পাইয়া আশা হইয়াছে। ব্রজ পদ্ধতি শিখাইবার ও বৃন্দাবন দিবার জন্য তোমরাই একমাত্র অধিকারিণী, এই জন্যই অনেক তপস্যার পর আমার চণ্ডিদাস যখন তোমাদিগকে চিনিয়াছিলেন, তখন তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন "বাশুলি আদেশে কহে চণ্ডিদাসে, শুন রজকিনী রাই, রজকিনী প্রেম, যেন জম্বুনদ হেম, সেই প্রেমে কামগন্ধ নাই।" তাই বলি দিদি, তোমরাই রাই, আমরা তোমাদের দাসানুদাস মাত্র। এ কথাটি মিথ্যা মনে করিও না, এই জন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন "ব্রজদেবীর কোন ভাব লয়ে যেবা ভজে, ভাব যোগ্য দেহ পাই কৃষ্ণ পায় ব্রজে," সেই ভাবযোগ্য দেহ কেবল তোমাদেরই দেহ মাত্র। তোমরাই রাধা, তোমরাই ললিতা, বিশাখা, তোমরাই বৃন্দা, পৌর্ণমাসী তোমরাই লীলা এবং তোমরাই লীলার পোষক। তোমাদের খেলা তোমরাই জান। আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি যেন আমি তোমাদের

কৃপাপাত্র হইয়া তোমাদিগকে ও তোমাদের খেলা বুঝিতে পারি, এমন দিন কি কখনও হ'বে? আশায় রহিয়াছি দেখি তোমরা কি কর। আমি তোমার হাতরাসের দিদির নিকট শিক্ষা পাইয়া তোমাদিগকে জানিতে চেষ্টা করিতেছি, জানি না কৃতকার্য্য হইব কি না, এ তোমাদেরই দয়া ও মহত্ত্ব। শারী আমার বড় দয়াময়ী, তা'র নাতবউ তুমি, তুমি কি কখনও নির্দ্দয় হইতে পার? আমার এইমাত্র ভরসা, নিরাশ করিও না, দাদা বলে বটগাছে তুলে মই কেড়ে লইও না, তোমরা যখন সেই চতুরের গুরু তখন আর তোমাদের চাতুরালির কথা কি বলিব। দেখ যেন অগাধে ডুবাইও না। দিদি, কৃষ্ণের নামই তা'কে পা'বার একমাত্র উপায়। দেখ যদি কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির নাম মাত্র চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে সময়ে সেই ব্যক্তির নিজের লোক তাহার সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ জানাইয়া যেমন তাহাকে অবশেষে মিলাইয়া দেয় বা মিলাইবার রাস্তা বলিয়া দেয়, সেই প্রকার যদি কেউ আমার সেই অধর কৃষ্ণচাঁদকে ধর্‌তে চায়, সদাই সে যেন তাঁ'র নামটি স্মরণ ও উচ্চারণ করে, তা' হ'লেই একদিন সেই সব মহাত্মারা যাঁহারা কৃষ্ণকে জানেন, সেই ব্রজদেবিগণ, নিশ্চয়ই কৃষ্ণ পাইবার গুপ্ত পথটি বলিয়া দিবেন। তাই বলি দিদিমণি, সদাই তাঁ'র নাম কর এবং যাহাকে দেখিতে পাও তাহাকে এই উপদেশটি দাও। আমার আর একটি দিদি অনেক ভাল আছেন শুনে হাতে স্বর্গ পাইলাম। কৃষ্ণ ত তোমাদের, তবে মাঝে মাঝে কেন আমাদিগকে মিথ্যা অহঙ্কারের পথে ঠেলিয়া দাও। তোমাদের অসুখ ইত্যাদি সব আমাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য; যখন বড় ভয় পাই তখন আবার আপনিই ভাল হও। তোমরাই ব্যাধি, তোমরাই ঔষধ। শ্রীমতী রাধাই কৃষ্ণের প্রেম জ্বরের কারণ আবার তিনিই তাহার ঔষধ। তিনি শতছিদ্রকুম্ভে জল আনিয়া কৃষ্ণকে বাঁচান। তাই বলি তোমাদের খেলা তোমরাই জান। দিদিকে

আমার ভালবাসা জানাইও, তাঁর নামে রুচি শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই, এ সমস্তই আমার মায়ের দয়া। নাতিকে এবং ছেলেদিগকে আমার ভালবাসা দিও। না দেখিলেও ভালবাসা যায়, যেমন তোমরা কৃষ্ণকে ভালবাস। দিদি, আজ এটা সেটাতেই সাজি ভরে গেল, ওড় বনে জবা তোলা হল না, কিম্বা কালিদহে কমল তোলা হল না, কিন্তু মনে করিও। আমার মাকে বেশ ক'রে ধ'র্‌বে, তিনি গোস্বামীর ধর্ম্ম নিশ্চয়ই জানেন, তিনি সব শিখাইবেন, জানি না বল্‌লে ছাড়িও না। মায়ের দয়াতে এবং তোমাদের ইচ্ছায় এবং কৃষ্ণ কৃপাতে আমি ভাল আছি। তোমার ছোটদাদা ও পূর্ণদাদা ভাল আছেন, আর তোমার সোণামুখীর দিদি তোমাদিগকে আর শারীকে বড় ভয় করিয়া আমাকে অভয় প্রার্থনা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, এখন তোমাদের হাত। তিনি শারীরিক ভাল আছেন, আমিও ভাল আছি। ভালবাসা অভিমান দুয়ের একত্র স্থান, ভুল না।

তোমার দাদা—হর।

নবনবতিতম পত্র।

প্রাণের দিদিমণি!

তোমার মধু হইতেও সুমধুর পত্রখানি পাইলাম, পাইবার পূর্ব্বে আর একবার আমার দেখা পাইয়াছ, তাই উত্তর লিখিতে দু' দিন দেরি করিলাম। আর একটি দেরি করিবার কারণ, তুমি নাকি নিমন্ত্রণে যাইবে, তা'র মত সাজ সজ্জা করিতে হয় ত পত্র পড়িবার সময় পাইবে না, সময় পাইলেও তাড়াতাড়িতে ভাল লাগিবে না, তাই পত্র দু' দিন দেরী করিয়া লিখিলাম, কিছু মনে করিও না। তোমার অসীম দয়া তাই

দয়া ভিক্ষা করিলাম। দিদিমণি, কৃষ্ণ আমার, ভাগের ভালবাসা লইতে চা'ন, তাঁ'কে সমস্ত টুকু না দিলে তিনি ফিরেই চান না। তাই বলি, নাতিকে ভালবাসিলেও তাঁ'কে মনে করিয়া ভালবাসিও, ছেলেরা তাই, জগতের যা'কে ভালবাসিবে, সেই একমনে ভালবাসিও। তোমার ভালবাসাময় হৃদয় জানিয়া এ কথাটি লিখিতে সাহস করিলাম; এ কথাটি একটু গোলমাল বোধ হইতেছে, কেমন! তা' হউক, পরে জানিতে পারিবে। এখন ভালবাসা বাড়াও, যাহা দেখিবে তাহাই ভালবাসিতে শিক্ষা কর, এবং আমাদের মত শুষ্ক হৃদয়কে ভালবাসিতে শিখাও। সত্য কথা দিদি, যদি কৃষ্ণকে ভালবাস, তাহা হইলে কখনই বিচ্ছেদ সহিতে হইবে না। কেননা সে মরে না, সে কখন কাছ ছাড়া হয় না। তাই বলি, মা বাপ বলিতে হইলে তাঁহাকে বলিতে হয়, পুত্র কন্যা বলিতে হইলে তাঁহাকে বলিতে হয়, স্বামী স্ত্রী ভাবিতে হইলে তাঁহাকেই ভাবিতে হয়, তবে চির সুখ ও চির শান্তি। দিদি, সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হউক। মনের সাধ মিটিয়া যাউক। দিদিমণি, তুমি আমার সঙ্গ ছাড়িতে চাহিলেও আমি যে ছাড়িতে পারিব না। আমি সঙ্গ পেয়েছি ভাল, আমার পূর্ব্বজন্মের কত তপস্যার ফলে তোমাদের মত সঙ্গ হইয়াছে। তোমাদের মত সঙ্গ লইয়া নরকেও কোন ভয় নাই, নরকই স্বর্গ অপেক্ষা সুখের স্থান হইয়া পড়ে। আমার আনন্দের কথা, সেই আনন্দময়ই জানেন। হৃদয় খুলিয়া দেখাইবার নয়, তা' না হইলে একবার দেখাইতাম, তোমরা আমার হৃদয়ের কোন্ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছ। দিদিমণি, আমি কিছুই বশ করিতে পারি নাই, আমি অতি কপট, তবে তোমরা কেবল হৃদয়ের মাঝে বসিয়া আমাকে যেমন চালাইতেছ তেমনই চলিতেছি। বদমাইস্ ঘোড়া ভাল ঘোড়সওয়ারের হাতে কোনরূপ দুষ্টামি করিতে পারে না

বলিয়া এমন মনে করা উচিত নয় যে ঘোড়াটি বড় ভাল। আমিও তেমনি তোমাদের হাতে পড়িয়া চলিতেছি ভাল। আমার গুণ নয়, এ কেবলমাত্র তোমাদের ক্ষমতা গুণে, তোমরাই দয়া করিয়া আমাকে চারিদিক সামলাইয়া লইয়া যাইতেছে, যেন এমনই দয়া চিরদিন পাই, যেন কখনও তোমাদের কু নয়নে না পড়ি। আমি নিজে সকল প্রকার বদ্‌গুণের আধার মাত্র। কোন সময়ে কোন খারাপ ব্যবহার দেখিলে রাগ করিয়া আমার লাগাম ছাড়িয়া দিও না। বেশ জোরের সহিত লাগাম ধরিয়া থাক, যেন এদিক্ ওদিক্ মুখ ফিরাইতে না পারি, তোমরা চিরদিনের জন্য ভাল সারথী। অর্জ্জুন যখন সুভদ্রা হরণ করিল, তখন তোমরাই দেখাইয়াছিলে কি করিয়া রথ চালাইতে হয়। সমস্ত যদুবংশের সহিত অর্জ্জুন কেবল সুভদ্রার ক্ষমতাতেই একা যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণও সেই রকম "চড়ি গোপী মনোরথে, মনোরথের মন মথে, নাম ধরে মদনমোহন।" তাই বলি দিদি, ভাল করে চালাইবে। চিরদিন যে কার্য্য করিয়া আসিতেছ আজ আমাকে নষ্ট করিবার জন্য সে কার্য্যটি ছাড়িয়া দিও না। বেশ সাবধানে চালাইয়া লইয়া চল, দেখ কত শীঘ্র সেই কৃষ্ণ পাদ পদ্মে পঁহুছিতে পারিবে, রাস্তাতে দুই একবার আড়ি করিলে ভয় খাইও না। যাক্ দিদিমণি, আর একবার বলি কৃষ্ণ তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন। দিদি, আমরা পুস্তকে যাহা পড়িয়াছি মাত্র, উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই, আজ তুমি সেইটি দেখাইবার ইচ্ছা করিয়াছ; যাহা হউক আমরাও দেখিয়া লইব, কেমনে নাতির জন্য সিদ্ধি ঘুটিবে; নাতির সঙ্গে তুমি যেখানে সেখানে চলিয়া যাইবে শুনিয়া আমার একটি বড় কথা মনে পড়ে গেল, ছেলে বেলায় সদাই বলিতাম আমি অন্ধকারে ব'সে ব'সে গোল্লা গুলি খেতে পারি নুন চাহিব না, ঠিক সেই রকমের কথাটি হইয়াছে।

যাহা হউক এই ভালবাসা দিন দিন বাড়িয়া কৃষ্ণ পাদ পদ্ম পর্য্যন্ত চলুক, আমি দেখিয়া সুখী হই। দিদিমণি, তোমার নাকি বাঁধবার দড়ি দড়া নাই, কেন তোমার হাতরাসের দিদির নিকট কতকটা লইলেই পার কিম্বা তোমার সোণামুখীর দিদির নিকট চাহিতে পার, তা'র রাকাবনে অনেক দড়ি দড়া মজুত আছে চাহিলেই পাইবে, আমাকে বাঁধবার জন্য দড়ি দড়ার আবশ্যক নাই। আমি যখন নিজেই বাঁধা দিয়াছি, তখন আর দড়ি দড়ার আবশ্যক কি? দিদি, এই আগেকার পত্রে লিখিয়া ছিলাম, একটি কথা এখন বলিব না ইহাতে তোমাকে অনর্থক কষ্ট দিয়াছি মাত্র কিছু মনে করিও না। কথা অন্য কিছুই নয়, মনে ছিল পূজার সময় বাড়ী যাইয়া তোমাদের সঙ্গে দেখা করিব, ছুটিও মঞ্জুর হইয়াছিল, সব ঠিক্, রাত্রে যেন কি মনে হইল, অমনি মন ফিরে গেল, আর গেলাম না, বাড়ী যাইলে একবারে জ্বালাইব মনে করাতে তখন সে কথাটি গোপন রাখিয়া ছিলাম। যাহা হউক আজ তোমার ভাবনা গেল। যাক্ ওসব কথা, যদি কৃষ্ণ চাও, অহরহঃ তাঁ'র নামে মত্ত থাক, খাইতে শুইতে নাম লইতে থাক, পবিত্র অপবিত্র মনে করিয়া নাম লইবার সময় অসময় খুঁজিয়া বেড়াইও না, সদা নাম কর, প্রাণে মনে হউক আর নাই হউক, মুখে সদা নাম লইতে থাক। নাম করিতে করিতে প্রেম আসিবে, প্রেম পাইলে কৃষ্ণ পাইবে; তোমার প্রেমের গাছ নাতি, নাতির তুমি, তাই বলি পরস্পর পরস্পরকে যত্নে রাখিও, দেখিও অধিক নাড়া দিয়া গোড়া আল্‌গা করিয়া ফেলিও না। এই আয়ের সময় যদি কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখ, তাহা হইলে যখন আয় বন্ধ হইবে তখন অনেক উপকার হইবে। তাই বলি দিদি, ভাল করে মনে মনে বুঝে, প্রেমের গাছ বেশী করে নড়াইও না, একটু শান্ত ধীরের মত চলিলেই ভাল, যে দুটি পুত্র রত্ন প্রভু দিয়াছেন সেই দুটিই দীর্ঘজীবী

হইয়া থাকুক আর অধিক লইয়া কি হবে? হয়ত এই কথাটি শুনে আমাকে পাগল মনে করিবে। সত্যই পাগলের মত কথাই বলিলাম। কৃষ্ণ তোমাদিগকেও পাগল করুন, সকলে একত্র আনন্দ করিব। এই রকমে পাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, তখন আর কে কা'কে পাগল বল্‌বে? তাই বলি, দিন দিন এই সংখ্যা কৃষ্ণ বৃদ্ধি করুন। নাতিকে বলিবে তা'র কোন ভয় নাই। তুমি তা'কে যেমন ভালবাস, তাহাতে তোমার হাত জোরে পড়িবে না। ফুলো চাপড়ে তা'র কোন কষ্ট হইবে না। নাতিকে আমার ভালবাসা দিও, সে যেন আমাকে না ভুলিয়া যায়। ছেলেদিগকে আমার ভালবাসা দিবে। আজ বিজয়া, মাকে আমার প্রণাম, মাসীমাকেও তাই। তোমার ভাগ্নেকে আমার ভালবাসা দিও। আমার শুষ্ক ভালবাসা যে চায় তাহাকেই দিতে আমি বসিয়া আছি। কেহ নেয় না এই মাত্র দুঃখ, আমার শুষ্ক জিনিস বাজারে কেন বিক্রয় হইবে তোমাদের সব এত সরস দ্রব্য থাকিতে? তোমার হাতরাসের দাদা দিদি মহানন্দে। 'নিত্য রাস, নিত্য নূতন, তাহারা বেশ ভাল আছে, মাসীমাকে বলিও। তা'দের আনন্দের সীমা নাই। কৃষ্ণ তা'দের আনন্দ দিন দিন বৃদ্ধি করুন, তা'রা আমার আদরের শুক শারী। তোমরা দু'টি আমার কে তা' আমি এখনও ঠিক করিতে পারিলাম না। মনে রাখিও।

তোমার দাদা—হর।

শততম পত্র।

প্রাণের দিদিমণি!

তোমার মধুমাখা পত্রখানি পাঠে তৃপ্ত হইতে পারিলাম না। না জানি দিদি, তুমি কত রূপ ধরিতে জান, যতবার পড়ি ততবার নূতন রঙ্গ

নূতন রূপ। একটি একটি অক্ষরে এক একটি অতি বৃহৎ অথচ অজ্ঞাত পৃথিবী রহিয়াছে এমন সুন্দর বোধ হয় আর কোন জিনিস নাই। যাহা হউক দিদি, এই রকম ক'রে শিখাইও। সত্য, আমাদের বড় আদরের ধন নাতি, তোমার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। তোমার বিদ্যার নিকট তা'র বিদ্যা কিছুই নয়। কিন্তু দিদি, বল দেখি এ দোষটি কা'র, তা'র না তোমার, তোমাদের দোষে আমরা মূর্খ। তোমাদের দোষেই বল আর গুণেই বল আমাদের হাত কাঁপে লেখা ভাল হয় না। তোমরা শরীর করাত, হেসে চাইলেও শরীর কাঁপে রেগে চাইলেও শরীর কাঁপে, যখন সকল সময়েই কাঁপিতে হয় তখন ঠিক ক'রে লিখি কখন। দেখ দিদি, কি ছার আমাদের কথা, যখন সেই জগৎস্বামী জগৎপ্রাণ জগতের আধার কৃষ্ণই কেঁপে উঠেন তখন আমাদের ত কথাই নাই। যখন ইন্দ্রবৃষ্টি হইতে গোকুল রক্ষা করিবার জন্য অঙ্গুলীতে শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, তখন হঠাৎ শ্রীমতীর দর্শনে সর্ব্বাঙ্গ কি কাঁপে নাই? প্রায় হাত হইতে কেঁপে গোবর্দ্ধন "পড়ে পড়ে" হইয়াছিল। কিন্তু পরেই শ্রীমতীর অন্য ভাব দেখিয়া স্থির হইলেন। বলি কৃষ্ণ যখন কংসগৃহে কুবলয়পীড় হস্তীকে আক্রমণ করেন, তখন শ্রীমতীর দেখা পান নাই, কেবল মাত্র শ্রীমতীর স্মরণে কাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন এবং অবকাশের জন্য প্রায় মূর্চ্ছিতের মত কাল কাটাইয়া পরে সেই হস্তীকে মারিয়া ফেলেন, তাই বলি দিদি, আমার নাতির যে তোমার লেখার মত লেখা নয় তা'র জন্য তুমিই দোষী নাতির কোন দোষ নাই। এজন্যই যখন কৃষ্ণের হাতের লেখা দেখিয়া বৃন্দা বিদ্রূপ করিয়াছিলেন তখন কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন "আমায় লিখিতে শিখিতে দিলে কই।" তাই বলি দিদি, তোমাদের দোষে আমরা মূর্খ, তোমাদের দোষে আমাদের লেখা ভাল নয়। দিদি, এবার লেফাপার উপরে তোমার

লেখা "দাদ"ার নীচে "নাতির দাদা" লেখাটি কেমন সেজেছে! যে দেখেছে সেই আনন্দিত হ'য়েছে। বেশ সেজেছে, তোমার নীচে নাতি দেখ্‌তে বেশ ভাল লাগে। এইরূপ দেখিবার জন্যই শ্রীজয়দেব লিখিয়া গিয়াছেন "উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘনইব তরলবলাকে" ইত্যাদি সত্যই দেখতে ভাল। আমার চক্ষে ত আরও ভাল লাগে, কেন ভাল লাগে বলিতে পারি না। তোমার পুঁটলি বহিতে, শিব নাই বা গিয়াছিল, তাই ব'লে নন্দী ভৃঙ্গীও কি যায় নাই, ভৃঙ্গী খবর পেয়েছিল কিন্তু হিমালয় ছেড়ে যেতে পারে নাই, নন্দীর যাওয়া উচিত ছিল, ইহার জন্য নন্দীর জরিমানা ক'রে দাও। একবার একটু কড়্‌কে দিলে আর কখন এমন হবে না। আর যদি নন্দী ভৃঙ্গীর কাজ ছিল, তবে সোণামুখী ও হাতরাস হইতে কেন জয়া ও বিজয়াকে ডেকে লও নাই! তা' হলেও কাজ চলে যেতো, এবার তাই কর। তোমার হাতরাসের দিদিমণি বড় রেগেছেন। তুমি পত্র লেখ নাই বলে তোমার উপরেও রেগেছেন, আমার উপরও রেগেছেন। এবার দেখা হ'লে পায় ধরা বই আর উপায় নাই। আমি প্রস্তুত হ'য়ে আছি তুমিও থেকো। আমার অভ্যাস আছে, তুমি এখন হইতে অভ্যাস করিতে থাক। কৃষ্ণ কৃপাতে তুমি মায়ের নিকটেই রহিলে, ইহাই বড় আনন্দের কথা। তোমাদের সঙ্গী পাইয়া নরকে যাইতেও আমার মহা আনন্দ হয়। তাই আজ বড় আনন্দিত হইলাম। কৃষ্ণ তোমাদের হুকুম তামিল করিতে করিতে অস্থির হইয়াছেন। খুব খাটাও, খুব দেখাও, খুব কান্দাও, আমরা একবার দেখে নিই। কান্দুনে ছেলের কান্না দেখ্‌তে বড় আনন্দ হয়। কান্দাতে হাসাতে তোমরাই মালিক, তাই বলিলাম, দাও কান্দাইয়া, তোমরা না পার কি? চূড়া, বাঁশী কেড়ে নিতে পার, দ্বারী সাজাতে পার, মেয়ে সাজাতে পার, পায়ে ধরাতে পার, আর যে

কি না পার, তা' আমি জানি না! তাই বলি দিদি, দাও একবার কান্দাইয়ে, আমরা একবার দেখে নিই। চাঁদ কাঁদলে কেমন সাজে, কখন দেখি নাই তাই বলি একবার দেখাইয়া দাও। দিদি, আমার আজ কাল আর ভয় নাই, এখন আর আমি কৃষ্ণকে ভয় করি না, এখন আমার অনেক বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার হ'য়েছে আর আমার ভয় কি ? কোর্টে দাঁড়াইয়া মানুষ মারিলেও আমার ভয় নাই তোমাদের সাহসেই আমার আজ এত সাহস। দেখ দিদি, যদি কেহ ভাঙ্গা ঝাড়ুকে সোণার তার দিয়া বান্ধে তাহা হইলে সেই ঝাড়ু যেমন অনেক মূল্যে ও আদরে বিক্রীত হইতে পারে তেমনি আমিও তোমাদের জোরে বেশী দামে বিক্রীত হইব। সকলেই আমার মত হতভাগাকেও আদর যত্ন করিবে। আমার অনেক সার্টিফিকেট হইয়াছে, দিদি, তাই তোমাদিগকে পাইয়া আমার এত গরব বাড়িয়াছে, তোমাদের জন্যই আমার জীবনে মরণে সমান আনন্দ, আমি এখন যে দিকে চাই সে দিকেই আনন্দপূর্ণ দেখি। তোমরা যে আমার নয়নের অঞ্জন হইয়াছ তাই আমি সর্ব্বত্রই আনন্দই দেখিতে পাই। আমার মত ভাগ্য অনেকেরই নাই, আমি সামান্য কুড়েতে বসিয়া মহারাজরাজচক্রবর্ত্তীর আনন্দ অনুভব করি। যখনই তোমাদিগকে মনে হয়, তখনই স্বর্গও তুচ্ছ মনে হয়। দিদি, তুমি সত্য বলিয়াছ তোমাদের কৃষ্ণটি সত্যই পালানে। বৃন্দাবনে লুকাচুরি খেলিতে আরম্ভ করিয়া সব ছাড়িয়া ন'দেতে গৌর হ'লেন, সব সখারা কেন্দে আকুল, শ্রীদাম আসিয়া নবদ্বীপে ধরিলেন। লুকাচুরিখেলা তা'র অভ্যাস, ফাঁকি দেওয়া তা'র স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, সে কেবল জব্দ তোমাদের নিকট, তোমরাই তা'কে চিনেছ, তোমরাই তা'কে বুঝেছ, দয়া করিয়া যদি একবার চিনিয়ে দাও, দেখিয়ে দাও, তাহা হ'লে আশা মিটে নচেৎ তোমাদের আশাতে চিরদিন রহিলাম। দিদিমণি, তবে একটি কথা মনে

হয় যে খেল্‌তে ভালবাসে যে দৌড়িতে ভালবাসে তা'কে বেঁধে রেখো না, তা'র বড় কষ্ট হ'বে, তা'কে খেলিতে দাও, আমার না হয় না দেখে কষ্ট হবে, তাই ব'লে তা'র সুখ নষ্ট করিতে চাই না। কেমন ইহাতে তোমার মত আছে কি না? আমার দিদিটিকে আমার ভালবাসা জানাইও, দিদি যেন ভুলিয়া না থাকে। * * * মনে রাখিও।

তোমার দাদা—হর।

একাধিকশততম পত্র।

প্রাণের প্রিয় দিদিমণি!

তোমার নানা সুগন্ধময় ফুলে পূরিত সাজি দেখিয়া আনন্দে অধীর হইলাম, তবে সাজিটি সম্পূর্ণ নয়, আরও কতকগুলি ফুল রাখিবার স্থান ছিল, বাগানের ফুলেরও অভাব থাকে নাই, তবে কেন পূর্ণ কর নাই? বোধ হইতেছে প্রাণতুল্য নাতির পূজার জন্য আর ফুল তুলিতে সময় পাও নাই। যাহা হউক, দিদি, আমি একটিতেই সন্তুষ্ট; তোমাদের আদর পাইবার উপযুক্ত না হইয়াও যে আদর পাইয়াছি ইহাতে আপনাকে ধন্য মনে করিয়া কৃতার্থ হইতেছি, আমার সৌভাগ্যের সীমা পরিসীমা নাই। আমাদের এ মেল জন্মে জন্মে আছে ও থাকিবে। তোমাদের মত রত্ন যে স্থানে নাই, সে স্থান স্বর্গ হইলেও আমি নরক মনে করিয়া ত্যাগ করি, তোমাদিগকে লইয়া নরকেও সকল স্বর্গের সুখ অনুভব করি, তোমরাই এ পৃথিবীর ভূষণ, কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা যেন এই সংসার তোমাদের মত রত্নে পূর্ণ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেবতাগণ স্বর্গ ছাড়িয়া মর্ত্তে আসিবেন এবং স্বর্গ অপেক্ষাও অধিক সুখ পাইবেন। তোমাদিগকে পাইয়া আমার এখন আশা বাড়িয়াছে যে ক্রমে প্রেমিক হইতে পারিব, ক্রমে সেই রসরাজকে পাইলেও পাইতে পারিব, নীরস হইয়া কেহ কখন

সেই রসিক শেখর কৃষ্ণকে পায় না; তাই চণ্ডিদাস রজকিনীকে বলিয়াছেন, "চণ্ডিদাস কহে, শুন রসবতি, তুমি সে রসের কূপ, রসিক জনা রসিক না পাইলে, দ্বিগুণ বাড়য়ে দুঃখ।" তাই বলি দিদিমণি, যদি কেহ রসিকরাজ কৃষ্ণকে চান, তাহা হইলে নিজে রসিক হওয়া চাই, তবে একটি কথা, রসিক পাওয়া বড় কঠিন, আত্মসুখে সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি না দিলে কেহ রসিক হইতে পারে না। রসিকের সংখ্যা অতীব বিরল, তাই চণ্ডিদাস মহাশয় অনেক ভেবে চিন্তে বলে গেছেন "রসিক রসিক সকলে কয়, কেহ সে রসিক নয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া গণিয়া দেখিলে, কোটীতে গোটিক হয়। সখি রসিক বলিব কা'রে, বিবিধ মশলা রসেতে মিশায়, রসিক বলি যে তা'রে," ইত্যাদি। তাই বলি দিদি, তোমাদের দয়াতে আমিও একদিন সেই কৃষ্ণের উপর দাবী দাওয়া করিতে পারিলেও পারিব। এখন প্রার্থনা, যেন তোমাদের দয়া সদাই আমার উপরে থাকে, কখন যেন তোমাদিগকে কুনয়নে দেখিয়া তোমাদের কোপ-নয়নে না পড়ি, তোমরা কৃষ্ণ দিতে নিতে পার, তাই বলি, তোমাদের দয়া থাকিলে আমিও সেই অধরচাঁদকে ধরিতে পারিব, তোমরা না দিলে আর উপায় নাই। কৃষ্ণ-প্রেম হাটের তোমরাই দোকানদার, বিনামূল্যে বেচা কেনা তোমরাই কর, যাহার উপর দয়া কর তাহারাই পাইয়া থাকে, অন্যে অনন্ত রত্ন দিয়াও এক লব মাত্রও পায় না, তোমরা আমার আশ্রয়, তোমরা সহায়, তোমরাই আমার একমাত্র সঙ্গিনী ও পথ প্রদর্শিকা। আমি নিজে অন্ধ, তোমরাই হাত ধরিয়া লইয়া যাইও, নিবেদন করিয়া রাখিলাম, শেষে ফাঁকি দিও না, সেই কৃষ্ণের নিকটে থাকিয়া তোমরাও মহাচতুরা হইয়াছ, তাই ভয় হয় পাছে শেষে চাতুরালিতে পড়িতে হয়। আমি ঘুরে ঘুরে মাথাঘোরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছি, আর ঘুরাইও না সোজা রাস্তাতে নিয়ে যেও, এইমাত্র প্রার্থনা ও মনের বাসনা। শেষ দিনে

বলিতে পারি না পারি, এখন হইতে ব'লে রাখিলাম। দিদি, যদি তা'কে চাও, তাহা হইলে আত্মসুখ ভুলে একটু একটু আনন্দময়ী ও রসময়ী হইতে শিক্ষা কর, চাতুরী শিখিতেও ক্রটী করিও না, গোপনে গোপনে মনের ভাব বিকশিত করিবে, গোপনেই আস্বাদন করিয়া গোপনেই লুকাইয়া ফেলিবে, গোপনে রাখিলে শীঘ্রই কৃষ্ণকলঙ্কিনীর রঙ্ ধরিয়া আসিবে, কৃষ্ণকলঙ্কিনীরূপ বড় মধুর, সকলের চক্ষে পড়িলে সকলেই লুটে খেয়ে ফেল্‌বে। তাই বলি দিদি, গোপন করিবে, মনের মানুষ পেলে মনের কথা প্রকাশ করিবে নচেৎ গোপন করিবে। ভাতের হাঁড়ি ঢাকা রাখিলে শীঘ্রই ভাত সিদ্ধ হইয়া প্রস্তুত হইয়া পড়ে, তেমনই কৃষ্ণ প্রেম গোপনে রাখিলে শীঘ্রই প্রেম পাকিয়া উঠে, তাই বলি দিদি, "যদি যাইবি দক্ষিণে, বলিবি পশ্চিমে, দাঁড়াবি পূরব মুখে।" সদাই মনের কথা মনে রাখিবে। দেখ দিদি, একটি সামান্য কথায় বুঝিতে পারিবে রসিক ব্যতীত সে রাজ্যে কেহই যাইতে পারে না। তবে নিষ্কাম রসিক হওয়া চাই, এই সংসারে দেখ, যাহারা এই রকমের লোক, বিবাহের বাসরে সে রকম লোকেরই বেশী আদর, এই রকম সেই স্থানেও। "এখানে সেখানে একইরূপ, তবে জানিরে রসের কূপ"। তাই বলি, দিদি, যদি সেই অনন্ত রাসবাসরে যাইতে চাও, প্রস্তুত হও। আত্মসুখ ভুলে যাও, মনে প্রাণে সরল হও, সদাই আনন্দময়ীরূপে সেই নিত্যানন্দ ধামকে ভাবনা কর, দেখিবে, মনের আশা মিটিবে, তখন একবার আমাদিগকে মনে করিও, আমাদের জন্য তা'কে বলিও, যেন দয়াময়ের দয়া হয়, তিনি তোমাদের কথা অবহেলা করিবেন না। প্রাণের কথা প্রাণের সঙ্গে কত কহিব তাই চুপ করিতে ইচ্ছা, যদি কখন দিন দেন সব কথা বলিব, দোকানে যা কিছু আছে সব সাম্‌নে করিয়া দিব, তখন যেন আমার দোকানের খারাপ দ্রব্য দেখিয়া ঘৃণা করিও না, দয়া করিয়া দুই একখানা খরিদ করিও। তোমার

ননদিনীকে আমার ভালবাসা দিও, আর বলিও যে আমি তা'কে পাইয়া আরও আনন্দিত হইলাম, এখন চাই তোমরা দু'টিতে একটি হইয়া সেই যুগলরূপে ডুবিয়া যাও। দিদিমণি, তোমার কথা শুনিয়া আমি আপন মনেই হাসিলাম। তোমাদের দু'টিকে আমি মন্ত্র দিব? আমি কি জানি? আমি তোমাদের শিষ্যের শিষ্য হইবারও যোগ্য নই, তোমাদের মন্ত্র তোমরাই জান, আমরা তোমাদের খেলার জিনিস, যেমন করিয়া খেলাও তেমনই খেলি, তোমরা সমুদ্র আমরা তা'র মধ্যে পতিত কাষ্ঠখণ্ড মাত্র, যেখানে খুসী সেইখানেই বহিয়া লইয়া যাও, যেখানে মন, সেইখানেই আবার লাগাইয়া দাও। তোমাদের খেলা তোমরাই জান, তোমাদিগকে যে খেলা শিখাইতে চায় সেই ভ্রান্ত। কৃষ্ণের শিক্ষাগুরু, শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী। তোমাদের অন্ত কেহই জানে না, আর আমাকে অধিক নাচাইও না, তাহা হইলে বেদম হইয়া পড়িব। তখন দেখিয়া হাসিতে চাও, তাই এখন এত করিয়া ঘুরাইতে চাহিতেছ, আর ঘুরাইও না, দয়া করিয়া স্থির থাকিতে দাও। তোমার ননদিনীকে আমার যথাযোগ্য ভালবাসা দিও, কৃষ্ণ তাঁ'র মতি দৃঢ় করুন, এই প্রার্থনা। তোমরা দু'টিতে, ললিতা বিশাখার মত সদাই কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত থাক। তবে মনে রাখিও, যেন সেই রস আস্বাদন করিয়া অবশিষ্ট অংশ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না, আমরা সেই অবশিষ্ট পাত্র পাইলে জন্মে জন্মে কৃতার্থ হইয়া যাইব। দেখিও আর ভুলাইও না, দিদিমণি, আমার মায়ের জন্য মিথ্যা দুঃখিত হইও না, তাঁ'র আরও অনেক কাজ আছে, সেই সমস্ত কাজ সারিয়া তবে বৃন্দাবন যাইবেন। মাকে বলিও বৃন্দাবন কা'কে নিয়ে? সেই বৃন্দাবনচন্দ্র যেখানে সেইখানেই বৃন্দাবন, আর যেখানে সেই বৃন্দাবনচন্দ্রের ভক্ত সেইখানেই তিনি স্বয়ং। তাই বলি মাকে বলিও, যেন মনে দুঃখ না করেন, যেন মনের কথা গোপন

করিয়া আমাদিগকে দুঃখিত না করেন, মা যেখানে বৃন্দাবন সেইখানে, কোনরূপ মনের কষ্ট না করেন। তোমার সোণামুখীর দিদিমণি তোমার পত্রপাঠ করিয়া তোমাকে তা'র প্রাণের ভালবাসা জানাইতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি তাঁ'র হুকুম তামিল করিলাম। দোষ গুণ তুমি জান আর জানেন তোমার দিদিমণি, তাঁ'র কথা তিনিই জানেন। আমাকে যাহা শিখাইয়াছেন তা'ই শিখিয়াছি, তাই তোমাদের নিকট হাজির করিলাম, দোষ গুণ মাপ করিও। তোমার দাদার তিনশত টাকা বেতন হইয়াছে, তা' ছাড়া রাস্তা খরচ ইত্যাদিও অনেক আছে, এ সময় কাশ্মীরে বরফ, এখন তোমার ছোট বউদিদি আসিবেন কি করিয়া? আর ১৫।২০ দিন মধ্যে রাস্তা বন্ধ হইয়া যাইবে। তোমার ছোটদাদার পুত্রটি কেমন আছে লিখিবে, তোমার ছেলে মেয়েকে আমার ভালবাসা দিও, মাকে আমার প্রণাম জানাইও, প্রাণের নাতিকে আমার প্রাণের ভালবাসা জানাইও। তোমার হাতরাসের দাদা, সদাই হারাই হারাই ভাবনাতে ব্যতিব্যস্ত, তাই তোমাকে লিখিয়াছি তোমার হাতরাসের দিদি আজকাল তোমার দাদার সঙ্গে গণ্ডগোল করিতেছেন। এ সময় আমার মত নারদের দরকার ছিল, কিন্তু কি করিব তোমার দিদি আমার উপরও রাগিয়াছেন, আমি কিন্তু তাঁ'র চরণ ধ'রে আছি, খুব জোরে ধ'রে আছি সহজে ছাড়িতেছি না, সহজে পড়িতেছি না, আনন্দে দু'জনে হেসে হেসে বিবাদ দেখিতেছি মাত্র, বড় মজা। মন কেমন করিতেছে, আর এ দ্বীপান্তর ভাল লাগিতেছে না, মনে হইতেছে একবার তোমাদিগকে দেখি, আর যত দিন জীবন তোমাদিগকে লইয়া সুখে তাঁ'র নাম করি। দিদি, নাম ভুলিও না, সদাই নাম করিবে, নামে আর কৃষ্ণে কোন প্রভেদ নাই। তোমাদের—হর।

দ্ব্যধিকশততম পত্র।

প্রাণের দিদিমণি!

তোমার মধুমাখা পত্রখানি পাইলাম। আজ কি তোমরা সকলে একত্র আমাকে দেখিতে আসিয়াছ? তুমি, মা আমার, আর তোমার দিদিমণী সবাই, সবাই মাথার মণি, আমি মহা বিপদে পড়িলাম, কোন্ রত্নটি আগে গ্রহণ করি? যাহা হউক এ যুদ্ধে তোমারই জয় হইল, তোমার দিদিমণী সকলের শেষে; ৭।৮ খানি পত্র পড়িয়া তা'রপর তোমার দিদির পত্র পড়িলাম, ইহাতেই তুমি বুঝিবে আমি তোমাকে কত ভালবাসি। তোমার আজ একটি উল্টা কথা শুনিয়া হাসিলাম, তুমি আমার ভরসা করিয়া বসিয়া আছ। তোমরাই ভরসা; কেবল আজ নয় যতদিন জগৎ থাকিবে ততদিন তোমরা একমাত্র ভরসা, অধিক কথা কি বলিব, কৃষ্ণ যখন তোমাদিগকে গুরু স্বীকার করিয়াছেন, তখন অন্যে পরে কা কথা। এ কথা আমি মিথ্যা বলি নাই, কিম্বা এমন মনে করিও না, যে এ কথাটি আমার নিজের কলে বাহির হইয়াছে। বেদ পুরাণ তন্ত্র মন্ত্র সকলই ইহাই বলিতেছে। বৃন্দাবনের একটি কথা শুন—একদিন বৃন্দাদেবী আসিতেছেন দেখিয়া শ্রীমতী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বৃন্দা তুমি কোথা হইতে আসিতেছ"? বৃন্দা উত্তর দিল, "প্রিয় সখি, হরেঃ পাদমূলাৎ, অর্থাৎ তোমার প্রাণবন্ধু হরির শ্রীচরণ নিকট হইতে।" ইহা শুনিয়া শ্রীমতী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায় কি করিতেছেন।" বৃন্দা উত্তর দিলেন, "তিনি রাধাকুঞ্জ বনে নৃত্য শিক্ষা করিতেছেন," ইহা শুনিয়াই শ্রীমতী অত্যাশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃন্দে, আমি এখানে রহিয়াছি তবে তিনি গুরু পাইলেন কোথায়?" বৃন্দা বলিলেন, "প্রত্যেক তরু লতাতে তোমার মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি হইয়া সেই নটরাজ কৃষ্ণকে

নাচ শিখাইতেছেন এবং কৃষ্ণ তা'র পশ্চাৎ পশ্চাৎ নাচিয়া বেড়াইতেছেন।" এখন দেখ দেখি দিদি, তোমরা কে এবং তোমাদের ক্ষমতা কত? যদি বল শ্রীমতীর কথা কি আর সবার সঙ্গে হয়, তাহার জন্য আমি কৃষ্ণের শ্রীমুখের বচন তোমাকে বলিতেছি, তাহা হইলে অবশ্যই বিশ্বাস করিবে এবং স্বীকার করিবে তোমার অতি মূর্খ দাদা মিথ্যা বলে নাই। তিনিই বলিয়াছেন "জগতের নারী যত তাহে মোর মনঃ রত" তোমরা জগৎ ছাড়াও নয়, আর আমাদের মিথ্যা অভিমানে অভিমানিনীও নয়, তোমরা ইহজগতের এবং পরজগতের ভূষণস্বরূপ রমণীরত্ন। এখন বল দেখি দিদি, তুমি আমায় পার কর্‌বে, না কি আমি তোমায় পার করিব? দিদি, তোমরা আমাদের "ভবার্ণবে তরণী নৌকা"। যেন কখন তোমাদের কোপ নয়নে পতিত না হই, আমার নিকট পারের কড়ি নাই বলে যেন নিরাশ করিও না। দিদিমণি, আমি ত জন্মে জন্মে তোমাকে ভুলিব না, কিন্তু তুমি যেন ভুলিয়া যাইও না। নাতিকে সমস্ত হৃদয় দাও, তা'র জন্য আমি প্রার্থী নই, তবে তোমার হৃদয় রাজ্যের রাজাকে বলিও, যেন আমাকে তা'র রাজ্যে একটু বিশ্রাম করিবার স্থান দেন। ঐ পবিত্র রাজ্যে প্রজা হইয়া বাস করিতে পাইলেই আমি কৃত কৃতার্থ হইব, অন্য প্রার্থনা নাই। দিদিমণি, তুমি কালী দর্শন করিয়া সুখ পাও নাই তাহার জন্য তোমার দোষ নাই, স্ত্রীর স্বামী দর্শনে যে সুখ হয়, সে সুখ কি আর মা বাপ শ্বশুর শ্বাশুড়ী দর্শনে হইতে পারে? যাহারা স্বামীসুখ পায় নাই, তাহারাই মা বাপ দেখিয়া আনন্দিত হয়, তাই বলি তুমি সেই জগৎ স্বামী কৃষ্ণধনকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ এবং তিনি যে কি তাহাও বুঝিয়াছ, তাই আর মা বাপ দেখে সুখ হয় নাই। এখন প্রার্থনা দিন দিন স্বামীর সোহাগে ডুবিয়া যাও। তবে দিদি, স্বামীর যেমন আদর তেমনই মাঝে মাঝে অনাদরও আছে। সাবধান, "অগ্নি যৈছে নিজ ধাম, দেখাইয়ে

অভিরাম, পতঙ্গেরে আকর্ষিয়ে মারে। কৃষ্ণ তৈছে নিজগুণ, দেখাইয়ে হরে মন, শেষে দুঃখসমুদ্রেতে ডারে॥” তাই বলি দিদি আমার, মাঝে মাঝে যে স্বামীর সহিত কলহ হয়, তাহাতে যেন আত্মহারা হইও না। সাবধান, আর একটি কথা, এমন কি স্ত্রী আছে যে আপন স্বামীকে ভাল না বাসে? তবে যদি কোন স্ত্রী সেই অন্তরের ভালবাসাকে বাহিরে প্রকাশ করে, তাহা হইলে যেমন সে সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হয়, সেই প্রকার, অন্তরের ধন কৃষ্ণ প্রেম, বাহিরে প্রকাশ করিও না; অন্তরের ধন অন্তরে রাখিয়া দিন রাত্রি তাহাতেই উন্মত্ত থাক, যদি কোন সময়ে উচ্ছ্বাস সামলাইতে না পার, তাহা হইলে গোপনে গুপ্তস্থানে চলিয়া যাইও, এবং প্রাণের ভাব সেইস্থানে প্রকাশ করিও, তবে ঘরের সমস্ত কাজ করিও কিন্তু তাঁ'কে এবং তাঁ'র নাম ভুলিও না, মনে প্রাণে তাঁ'র নিজের হইতে চেষ্টা করিও, তাঁ'র হইলে আর কেহই তোমার উপর হাত লাগাইতে পারিবে না, তুমি চির সুখে থাকিবে। তোমার হাতরাসের দিদি “দণ্ডিদাসের রাজকিনী রাই,” তা'র কথা সম্পূর্ণ পৃথক্। তোমার হাতরাসের দিদি কেমন, যদি তুমি আমায় জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে আমাকে পরম পূজ্যপাদ চণ্ডিদাসের কথা ধার করিতে হয়, এবং বলিতে হয়, “চণ্ডিদাসে কহে, শুন রসবতি, তুমি সে রসের কূপ,” ইত্যাদি। তোমার হাতরাসের দিদির তুলনা তা'তেই আছে, সে আমার আদরের শারী, সে সত্যই গোপন সেবা জানে, তা'র প্রেমে সেই রসিকশেখর নটবর বাধ্য, তুমি তা'র নাতবউ, তোমার কথা আর কি বলিব। তুমি ত তা'কে একবারে বশ করে বসিয়া আছ, এখন আমার জন্য একটু সুপারিস করিও, যেন সেই শঠ লম্পট আমাকে ফাঁকি না দেয়, আমি তোমাদের দ্বারে পড়িয়া রহিলাম, তাড়াইলেও যাইব না। তোমার সোণামুখীর দিদিমণি সত্যই পাগ্‌লী, তা'র কথা আমি কিছুই জানি না, তিনি নিজেই

মালিক, আমি তা'র একজন আশ্রিত মাত্র, তা'র লীলা খেলা সেই জানে, আর জানেন তোমার হাতরাসের দিদি। তাঁ'রা মনে মনে কি কথা কন, কি পরামর্শ করেন, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। তোমার দিদিমণি বেশ ভাল আছেন, আজ পত্র পাইলাম তিনি শীঘ্রই ক্যমাণ্ডার ইন্‌চিফ হইয়া রুশের সঙ্গে লড়াই করিতে যাইবেন, তা'রই সাজ সজ্জা হইতেছে। তিনি ভাল আছেন, তবে তিনি কি খেলা খেলিতে চাহিতে-ছেন, তাহা তিনিই জানেন,আমার বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগোচর। তোমাদের খেলা তোমরাই জান, এখনই আমাদিগকে স্বর্গে উঠাও, আবার তখনই নরকের অতিতলে ফেলাইয়া দাও। তোমরাই নাবিক হইয়া অগাধ সমুদ্রের পারে লইয়া যাও, আবার ইচ্ছা হইলেই অতল জলধিতলে ডুবাইয়া দিয়া মজা দেখিতে থাক, ধন্য তোমাদের লীলা খেলা। এত খেলাও জান! তোমাদিগকে দেখিলে আমি ভয়ে জড় সড় হই, তোমরা দয়া করিও; আমার নিজের কোন ভজন সাধন নাই, সকল আশা ভরসা তোমরা। তোমার দিদি প্রত্যেক পত্রেই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তোমার দিদি এখন পর্য্যন্ত বেশ ভাল আছেন। তাঁ'র বাপের বাড়ী সোণামুখীতে, সেখানে তাঁ'র মা আছেন, বাপ আছেন, ভাই ভগিনী সকলই আছে। আমাদের ঘরে আমাদের স্নেহরূপিণী গর্ভধারিণী মা আছেন,আমার বড় ভাই আছেন, আর সকলের উপর সেই দয়াময় হরি আছেন, তিনি সকলকে দেখিতেছেন আমাকেও দেখিতেছেন, এই আমার সমস্ত পরিচয় দিলাম। আমি ১৩ বৎসর বয়স হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত কলিকাতাতে কাটাইয়া এখন এই নির্জ্জন হিমালয় শিখরে কাল কাটাইতেছি, এখন এই দ্বীপান্তরে কাল কষ্টে কাটিতেছে, কৃষ্ণ ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তিনি যাহাতে আনন্দিত হয়েন, তাহাতেই আমার আনন্দ। এই নিরানন্দের ভিতর তোমাদের পত্রগুলি সময়ে সময়ে মহা আনন্দে ভাসাইয়া দেয়, তখন আত্মহারা

হইয়া পড়ি। তোমার ছোটদাদা এখানে আসিয়া একজন দাদা পাইয়াছেন, তিনি পূর্ব্ব হইতেই তোমাকে ভালবাসেন। এখন তিনি তোমার দাদা হইলেন, তিনি তোমায় আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। মাকে আমার প্রণাম দিও ছেলেদিগকে আমার ভালবাসা দিও, আর তোমার ও আমার প্রাণের প্রাণ আমার নাতিকে আমার ভালবাসা দিও, তা'র সুস্থতা সংবাদে আমাকে নিশ্চিন্ত করিও। ছুটির কথা মন জানেন আর কৃষ্ণ জানেন, আমি কিছুই জানি না। কৃষ্ণ তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন, বাঁচিয়া থাকিলে দর্শন পাইবই পাইব, কৃষ্ণ অবশ্যই মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন, কোন সন্দেহ নাই। শ্রীধাম বৃন্দাবনে যমুনা পুলিনে পরস্পর মিলন প্রার্থনীয়। কৃষ্ণ অবশ্যই সে বাসনা পূর্ণ করিবেন, তুমি আমি শুক শারী সকলেই একত্র মহানন্দে ভাসিব. জানি না কৃষ্ণ সে শুভ দিন দিবেন কি না। আমি একজন মহা পাগল, কত কি বলি দোষ ধরিও না। আমি একজন মহা জঙ্গলী, তাই ব'লে ভয় পাইও না। নাতিকে ভালবাসা, তোমাকেও তাই, এখন বল ত চলি. মনে রেখো।

তোমার—হর।

ত্র্যধিকশততম পত্র।

দয়াময়ি দিদি আমার!

বল দেখি তুমি তোমার পত্রে কি মাখাইয়া দাও, এত ভাল কেন লাগে? আমার অবস্থা এক রকম হইয়া যায়. "ধনি, দণ্ডে শতবার, ঘরের বাহিরে, তিলে তিলে আসে যায়। আর বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, কদম্ব কাননে চায়।" আমার অবস্থা ঠিক্ তা'ই হইয়া উঠে। পত্রখানি বার বার পাঠ করি, আবার পড়ি। ধন্য তুমি, যিনি কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত; ধন্য আমি

যে এ সংসারে তোমার মত একটি অমূল্য রত্ন কুড়িয়ে পেলাম। আমার কথা মিথ্যা মনে করিও না। আচ্ছা দিদি, বল দেখি তুমি ত একা নও, তোমার আর একটি সঙ্গিনী সে'টিও তোমার মত, তা'তে তোমাতে অভেদ প্রাণ, সেও তোমার মত সুন্দরী ও প্রেমময়ী। সে'টি কে তোমার, তা'র নাম কি, আমি জানিতে চাই। তোমরা দু'টিতে একটি। বল, সত্য বল সে'টি কে? আমি প্রত্যহ দেখি নাইতে খাইতে তোমরা দু'টিতে একটি, আমি সে'টিকেও জানিতে চাই, তিনি দয়া করিবেন না কি? তোমার কথা শুনে অবধি তোমাকে দর্শন করিতে মন বড় চঞ্চল, কবে যে দেখিব তা' তুমিই জান তুমিই বলিতে পার। তোমরা ইচ্ছাময়ী যা' ইচ্ছা কর তা'ই করিতে পার। আমাদিগকে কাঠের পুতুলের মত নাচাইতে পার, চিরদিন তোমাদের একভাব। তোমাদিগকে যে জানিয়াছে সেই তরিয়াছে, কিন্তু তোমাদিগকে যে চেনে নাই সে অকুল পাথারে ডুবিয়াছে, প্রার্থনা যেন আমি তোমাদিগকে চিরদিন চিনিতে পারি এবং কখন তোমাদের কোপ নয়নে না পড়ি। সদাই যেন তোমাদের আদরের ও দয়ার পাত্র হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারি। যেন কখন তোমাদের "ঘোরা করালী বদনা" রূপ দেখিতে না হয়। সমুদ্রের ঘোর ভয়ঙ্কর তুফানও তোমাদের নিকট কিছুই নয়, আর স্বর্গের মহানন্দের নন্দন কাননও তোমাদের নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। তোমাদের অনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিলে স্বর্গে যাইতে কাহার ইচ্ছা হয়, আর তোমাদের ভয়ানক ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে নরকের মহাযন্ত্রণাস্থানও পরম সুখের বলিয়া মনে হয়। তাই তোমাদের নিকট আমার কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, যেন কখনও তোমাদের কোপ নয়নে না পড়ি। তোমরাই জগতের মুল, তোমরাই সকলের আদি, এই জন্যই সেই প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ বলিয়া গেছেন "জগতের নারী যত তা'হে মোর মনঃ রত"। কৃষ্ণ

তোমাদের, তোমরাই কৃষ্ণের, এ হাটের দোকানদার তোমরা, যা'কে তা'কে তোমরা কৃষ্ণ দিতে পার, এ হাটের প্রধান পণ্য কৃষ্ণপ্রেম, তাই বলি কৃষ্ণ তোমরাই দিতে পার, এ ধন তোমাদের নিকটেই আছে। মনে নাই কি ললিতা, সেই পরমা রসিকা বিশাখা, সেই চম্পক লতা? তোমরা তা'দের মধ্যেই এক এক জন ধনুর্দ্ধর, কৃষ্ণ তোমাদেরই, রাসে তোমরা, কুঞ্জলীলাতে তোমরা, যমুনাজলকেলিতে তোমরা, গোষ্ঠে তোমরা, পুলিনবিহারে তোমরা, কাঁধে চাপিতে তোমরা, পায়ে ধরাইতে তোমরা, তোমরাই এ রাজ্যের রাজা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর কৃষ্ণকে দ্বারবান রাখিতে কেবল তোমরাই পারিয়াছ, যে কৃষ্ণকে ধ্যান ধারণা ইত্যাদি দ্বারা মহা যোগিগণও ধরিতে পারেন নাই, সেই কৃষ্ণকে উদূখলে বাঁধিতে কেবল তোমরাই পার, বল দেখি দিদি, তোমাদের জোর কত? তোমরা কত শক্তিমতী, আমরা তোমাদের নিকট মহা তরঙ্গের মুখে সামান্য তৃণখণ্ড মাত্র, অজ্ঞানতা বশতঃ যে তোমাতে ঝাঁপ দিবে তা'র আর কোন উপায় নাই। চিরদিনের জন্য সে ভাসিয়াছে, কখনই কুল পাইবে না, কুল হারাইয়াছে। দিদি, আমাকে ভয় দেখাইও না, যখন পড়িব, আস্তে আস্তে হাসিতে হাসিতে দয়া ক'রে কুলে লাগাইয়া দিও। কুল তোমরাই, তোমরাই কুল রাখিলে কুল থাকে, না রাখিলে চিরদিনের জন্য ভাসিয়া যায়। এ সকল কথা মিথ্যা মনে করিয়া আমাকে উপহাস করিও না। আমি পাগলের মত কথা বলিতেছি মনে করিও না, সদাই মনে মনে চিন্তা করিও, দেখিতে পাইবে কথা সত্য কি মিথ্যা। যাক্ দিদি এ সকল কথা হয়ত ভাল লাগিবে না, অন্য কথা বলি। দেখ দিদি, তুমি যদি একটি আমগাছ রোপণ কর সময়ে তাহাতে ফল হইলে, আমগাছে কাঁঠাল কেন হইল না মনে করিয়া কখনও কি দুঃখ করিবে? বোধ হয় কেহ কখন করে নাই, আম

গাছে আমই হইবে, কাঁঠালে কাঁঠাল ইত্যাদি। ইহার জন্য যেমন কেহ দুঃখ করে না, বরং দুঃখ করিলে লোকে পাগল বলিয়া উপহাস করে, তেমনই কতকগুলি কর্ম্মবীজ লইয়া এই শরীরটি হইয়াছে, সময়ে এক একটির ফল ভোগ করিতে হয়, কোনটির আস্বাদন সুমিষ্ট, কোনটির আস্বাদন অতীব বিস্বাদ। এই জন্যই এই সংসারের সুখ দুঃখে মোহিত হওয়া কদাচ উচিত নয়। যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, যাহা ভোগ করিবার তাহা অবশ্যই ভোগ করিব কোন উপায়ে তাহার অন্যথা করিতে পারিব না, তবে মিথ্যা কেন ভাবিয়া আপন সময় নষ্ট করি। অনর্থক ভাবনার পরিবর্ত্তে বরং যাহাতে আর এ প্রকার অকাট্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া না আসিতে হয়, যাহাতে সেই চিরানন্দময় শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণের চির সহচরী হইয়া থাকিতে পারি, তাহার চেষ্টা করা কি ভাল নয়? এই কারণেই বলি সংসারের কার্য্য গুলিকে নিয়মের এবং তজ্জন্য অবশ্য করণীয় মনে করিয়া করা উচিত এবং তাহাতে কোনরূপ অহঙ্কারী হওয়া অনুচিত, সাংসারিক কার্য্যগুলি এইরূপ নির্লিপ্ত ভাবে করিয়া অহরহঃ কৃষ্ণপাদপদ্মে মনঃ প্রাণ ঢালিয়া দেওয়া কি ভাল নয়? যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, তবে আর তা'র জন্য ভাবিবার দরকার? তোমার বাক্সে যে টাকাগুলি আছে তাহা পাইবার জন্য তুমি কি কখন কোন চিন্তা কর? তাই যে কর্ম্মগুলি ভুগিতে আসিয়াছ এবং অবশ্য ভুগিতে হইবে, সে গুলির জন্য ভাবিবার কোন দরকার নাই, তবে এ রকম ভব ঘোরে আর না আসিতে হয় তা'র জন্য সেই জগচ্চিন্তা-মণির চিন্তা সদাই করিতে থাক, একদিন অবশ্যই নিশ্চিন্ত হইবে, আর এমন গোলমালে আসিতে হইবে না। চিরদিনের জন্য কালার সোহাগিনী হইয়া সুখে থাকিবে। গুরুজনের উপর বিশেষ ভক্তি করিবে, তাঁ'রা কোন অন্যায় কথা বলিলে তাঁ'দের উপর ক্রোধ করা উচিত নয়।

দিদিমণি, বল দেখি যদি আমি সাঁতার দিতে যাই এবং জলে ডুবিয়া যাই, তাহা হইলে জলকে দোষ দিবে, না কি সাঁতার না জানার জন্য আপনাকে দোষ দিবে? আগুন হাতে দিলে হাত পুড়িয়া যায়, তা'র জন্য আগুনকে দোষ দেওয়া উচিত নয়, নিজের অসাবধানতার জন্য নিজেকেই দোষ দেওয়া উচিত। সেই রকম যখন গুরুজন কোন প্রকারে ক্রোধ পরবশ হইয়া কোন দুর্ব্বাক্য বলিবেন তখন তাঁ'দের উপর কোন প্রকার অসন্তুষ্ট না হইয়া আপনার কর্ম্মের উপর ক্রোধ করা উচিত। এমন কোন কার্য্য করিতে নাই যাহাতে গুরুজনের মনে কষ্ট হয়, চিরদিন স্বামী সোহাগিনী হইয়া থাক। আজ আর লিখিবার অবকাশ নাই, অবকাশ মত সকল কথা লিখিব, তোমার আশা সকল কৃষ্ণ পূর্ণ করিবেন। নিশ্চিন্ত থাক, ঘুম কম করিলে কি হইবে, নিশ্চিন্ত মনে সুখে নিদ্রা যাও, তোমার ঘুম হইবে না ত কি আমার হইবে? ঘুম কমাইবার দরকার নাই। কৃষ্ণ চান হৃদয় ও প্রাণের ভাব, আশা করি আমাকে একটু ভাগ দিবে। নাতিকে ঐ রকম করিয়া কিছুদিন খাওয়াইবে, নিশ্চয়ই একেবারে ভাল হইয়া যাইবে। মনে করিও না তোমার স্বামী কিছু জানে না। ভাল স্ত্রীর স্বামী এমনই পাগল সাজিয়া থাকে;—পার্ব্বতীর শিব। তোমার স্বামী অবশ্যই তোমার উপযুক্ত, তাহা না হইলে কখন মেল হইত না। তোমার স্বামীকে ও ছোট বাবজীদিগকে আমার ভালবাসা দিও। শ্রীমতীর প্রভাস গমনের সময় আয়ানের মত তোমার স্বামী যেন আমার উপর ক্রোধ না করেন। দিদি, তুমি আমার নিকট অটল বিশ্বাস চাহিয়াছ। অটল নন্দী পাইয়াছ, এবং একটি অটল বিশ্বাস তল্লাস করিয়া পরে পার্শেল করিয়া পাঠাইয়া দিব,—তোমার "দাদা", তোমার মত যে আর একটি আছে, তাহাকে আমার মুখের ভালবাসা দিও, যদি না লয় তাহা হইলে ফিরে পাঠাইও।

তোমার আগের পত্র কিংবা এই পত্র ভারি হয় নাই, জানি না কৃষ্ণ কবে এ সুন্দর পুষ্পটি আমার নয়ন পথে আনিবেন, যাহার সৌরভেই আমার মনঃ প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে। আশায় রহিলাম, মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিও, তোমার প্রাণের সহচরীর নাম লিখিতে ভুলিও না, তা'রও রূপ, ও কৃষ্ণানুরাগ সুন্দর, চলিলাম।

তোমার দাদা।

চতুরাধিকশততম পত্র।

প্রিয়তম আশু! (শ্রীআশুতোষ দাস—কাদাশোল।)

তোমার পত্রখানি তোমারই পরিচয় দিতেছে; কৃষ্ণ তোমার মনো বাসনা পূর্ণ করিবেন তবে কাণার স্কন্ধে চড়িয়া পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন আশা, দুরাশা ও বিপদের কথা, তাই বলি, এ আশা ছাড়, আমাকে বরং তোমাদের সঙ্গী ক'রে লও যে, তোমাদের সঙ্গে আমিও চ'লে যাই। আমার মত অন্ধ পঙ্গু আর দু'টি নাই; লোকে যাই মনে করুক, আমি নিজেকে যত ভাল ক'রে জানি. অন্যে তাহা কোন রকমেই জানিতে পারে না. জানিতে পারিবার উপায়ও নাই; অতএব আমার সম্বন্ধে আমি যাহা বলি ঠিক্ জানিও। তোমায় উপদেশ দিতেছি "নাম কর"; নাম করা অপেক্ষা মহত্তর যজ্ঞ, মহত্তর তপস্যা, মহত্তর ব্রহ্মচর্য্য, আর কিছুই নাই। সকল দিকে দৃষ্টি শূন্য হইয়া, খেতে শুতে জাগিতে, মধুমাখা কৃষ্ণ নামটি কর। নাম করিতে, আসন, প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ভূত শুদ্ধি কিছুই করিতে হয় না। গঙ্গাজল যেমন কোন মন্ত্রেই শুদ্ধ করিতে

হয় না, নিত্য শুদ্ধ নাম তদপেক্ষাও শুদ্ধতর। গঙ্গার এ পবিত্রতা বিষ্ণু-পাদ স্পর্শ জন্য; অতএব নাম যে গঙ্গা অপেক্ষাও পবিত্রতর সে সম্বন্ধে আর বিচার নাই। অতএব সকল ছেড়ে নামে ডুবে থাক; নামই তোমাকে প্রকৃত পথ দেখাইবে কাহারও সাহায্য লইতে হইবে না। নাম অন্ধকারের আলো, অতএব অন্ধকারের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পথ আলোর সাহায্যেই দেখিতে পাইবে; পবিত্র ভাবে নাম লও আর যা'রা নাম লইতেছে, তা'দের সঙ্গ কর কৃতার্থ হইবে। দু'টিতে একটি হ'য়ে নাম লইতে থাক, পুত্র কন্যাকে ভ্রান্তির ধ্বজা মনে করিও, সে ধ্বজা পাইবার জন্য লালায়িত হইও না। এ দিল্লিকা লাড্ডু না খাওয়াই ভাল, যে খাইয়াছে সে জনমের মত পস্তাইতেছে, অতএব এর জন্য এর দোর, তা'র দোর করে বেড়াইও না। একটি ছিলে, দু'টি হয়েছ আর বিস্তীর্ণ হ'বার আশা রাখিও না। এ দু'টিতে একটি হও আর ভাবের দেহ পাইয়া ব্রজের ধামে চ'লে যাও। দু'টিতে একটি না হ'লে সেখানে যেতে পারিবে না, গেলেও সুখ পা'বে না। শান্ত, দাস্য, সখ্য প্রভৃতির মধ্যে মধুরই, প্রকৃত মধুর; অতএব তা'ই আস্বাদনের চেষ্টা ও ইচ্ছা রাখ। আমার বর্ষা এম্‌নি ব'য়ে গেছে। এখন পৌষে আল বাঁধিলে আর কি হ'বে? এখন সেই চণ্ডিদাসের কথাই আমার প্রকৃত অবস্থা হয়েছে "সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল, অভাগা করম দোষে"। আমারও সকল শুকাইয়াছে, এখন হতাশ হ'য়ে কাঁদিতে ব'সেছি, আমাকে দেখিয়া তোমরা সাবধান হও; কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষা নিজ কণ্ঠহার কর "নারীর যৌবন ধন, যৈছে কৃষ্ণ করে মন, সে যৌবন দিন দুই চারি," এই কৃষ্ণ ভজনের সময় জানিয়া এখন হইতে অগ্রসর হইতে থাক অচিরে কৃষ্ণ কৃপা পাইয়া পরম কৃতার্থ হইবে। কৃষ্ণ প্রেমে নিজেও ভাসিবে জগৎকেও

ভাসাইবে। এ সকলেরই মুল ও বীজ কৃষ্ণ নামটিকেই জানিয়া নামের আশ্রয় গ্রহণ কর। * * *

তোমারই—হর।

পঞ্চাধিকশততম পত্র।

ভাই আশু!

প্রভুপাদ শ্রীনিত্যানন্দ, ভাগ্যবান্ রঘুনাথের উপর যে ক'টি কথা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, আজ তোমাকে তাহাই বলিতেছি,—"চোরা এত দিন লুকাইয়াছিলে, এবার তোমায় দণ্ড করিব; মহোৎসব দিতে হ'বে।" সুচাঁদ তোমারও দাদা, আমারও অনেকটা তা'ই; তবে তা'র নিকটে যতটা দাওয়া খাটুক আর নাই খাটুক, সেই ছোট খাটটির নিকট আমার যত জোর জুলুম; তুমিও সেই কল্প বৃক্ষের সুশীতল ছায়াতে জুড়াইতে পার। সুচাঁদ যেমন, সুকুমুদিনীও আমাদের পৃথিবীতেই, চাহিলেই পাইতে পারি; তাই বলি, চাঁদে হাত না বাড়াইয়া কুমুদিনীকে ধরিলে মনের সাধ মিটিবে। সুচাঁদ তোমার ঠাকুর দাদা, তোমরা দু'টি যুবক যুবতী; তাই কি এ বুড়াকে ভয় পাইয়াছ? ভয়ের এমন কিছু কারণ থাকিলেও নাই মনে ক'রে লইও; এখন আমি "বৃদ্ধা বেশ্যা," ভয়ের কারণ নাই। এখন দাঁত ভাঙ্গিয়াছে, তা'ইতে বৈষ্ণব দলে মিশিয়াছি। কেমন ভাই, এক্ষণে আমায় চিনিয়াছ কি না? যদি এখনও চিনিতে বাকি থাকে, তা'হলে সুচাঁদের নিকট চিনিবে কিম্বা কাঁটাবাঁধে অপাইশর্ম্মা আছে, তাহার নিকটও চিনিতে পারিবে। রাত্রিকাল ব'লে বোধ হয় চিনিতে পারিতেছ না। এখন ভাই, তোমার পিপাসা শান্তির বারি আমার পুকুরে নাই। আমার এ'টি নামে পুকুর, কিন্তু আসল কথা বলিতে সার

ডোবা, এখানকার জল তোমার পেয় নয়। ভাই রে, তোমার পিপাসা শান্তির স্বচ্ছ-সুশীতল-সলিলবাহিনী ত্রিবেণী তোমার ঘরেই আছে, ইচ্ছা করিলেই স্নান পান করিয়া কৃতার্থ হইতে পার; তবে সেখানে ভয়ঙ্কর কুম্ভীর আছে, একটু সাবধান হইতে হ'বে, তা' ছাড়া সেখানে জোয়ার ভাটা খেলিতেছে, জোয়ারের সময় ডুবিলে উজান চলিতে পারিবে, কিন্তু সাবধান ভাটার সময় নামিলে নীচে তলিয়ে যা'বে, ও পদে পদে বিপদে পড়িবারই সম্ভাবনা। তাই বলি,সাবধান! সাবধান!! মহাবারুণীতে ত্রিবেণী স্নানে মহাফল, তাই বলি, সতর্ক হইয়া সেই শুভ যোগের উদ্দেশে থাকিয়াও যেন ডুব দিয়া বিপদ আনিও না। কেমন খেপাকে খেপাইয়াছ? এখন খেপামি শুনে রাগ করিও না, তাহা হইলে মজা হ'বে না। পাড়ে ব'সে মজা দেখিলে, হাঙ্গরে কুম্ভীরে কিছুই করিতে পারিবে না, কেমন? একথা তোমার ঠাকুর দাদা সুচাঁদকেই জিজ্ঞাসা করিবে। সুচাঁদকেও এই পত্রখানি দেখাইবে। আর বলিবে কুমুদিনী মুদিত প্রায়, তবু তা'র মুখ পানে চেয়ে ব'সে সময় নষ্ট কেন? একথা পত্রে না লিখিলেও কি তিনি তা'কে ঘর হ'তে বাহির ক'রে দিবেন? তা'র কোন ভয় নাই তা'কে পত্র দিতে বলিবে। অনেক দিন পত্র না পাওয়াতে দিদি বড়ই কাতরা হ'য়েছেন। একথাটি তা'কে অবশ্য অবশ্য বলিবে। চাঁদকে বলিবে যেন আমার নিত্য অমাবস্যার অন্ধকার দূর ক'রে পূর্ণভাবে সদাই উদিত থাকে। জ্যোতির জ্যোতিতে দুই দিন সুখে ছিলাম কিন্তু সে আমার অন্ধকারকে দ্বিগুণ ক'রে, নিভিয়াছে, বেশই ক'রেছে। এই পত্রখানি নিয়ে একবার সুচাঁদের সহিত দেখা করিও। জমিটি চাষ দিয়ে ঠিক্ ক'রে রাখ, চাষা আপনি বীজ বুনে দিবেন, কাহাকেও চষিতে হ'বে না। আমি নিতান্ত আনাড়ী, ধানের জমীতে আখ চাষ করিতে যাই, আমার মত পাগল ও আনাড়ী চাষীর হাতে জমি ছাড়িয়া

দিলে ফসল হ'বে না, অথচ মাল গুজারী দিতে দিতে হায়রান্ হ'য়ে পড়িবে। আমি চাষী নহি নগদা মুটে, খাটাইয়া লইতে পার, অন্য আশা করিও না। আমার কথা, চাঁদ সুচাঁদ সকলেই ভাল জানে, আমি লোক ঠকাইয়া পেঠ ভরাইতে জানি মাত্র। গৌর, তা'র উপর বেশ ক'রে জাতটি খেয়ে দিয়েছেন; তিনি বড়ই দয়াময়। সত্যই আমার আর কোনও গুণ নাই। লোকের নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছ, আমাকে ঠিক তা'র বিপরীত দেখিতে পাইবে। আমার মত ভণ্ড আর দ্বিতীয় নাই। ভাই, প্রথম উকারটি ছাড়িলে আমি তোমার গুরু হইতে পারি, কেন না তোমাদের গ্রামে কাদাও বটে আর শোলও বটে, আমার কোন কষ্ট হ'বে না। তবে একটি জোড়া চাই, একা সকল রকম কাজ করিতে পারিব না। একে একেলা, তা'র উপর বয়স হ'য়েছে, তেমন শক্তি নাই। চ'লে চ'লে নিতান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছি; এবার বিশ্রামের দিন নিকট হ'য়ে আসিয়াছে। তোমার এই পূর্ণ উদ্যম, একটু সতর্কতার সহিত চল, কৃতার্থ হইবে। আমি ষাঁড়ের গোবর, আমাতে কোন কাজ হ'বার আশা নাই; জ্বালানি হ'তে পারে মাত্র। * * * *

তোমারই—হরনাথ।

ষড়াধিকশততম পত্র।

ভাই বৈদ্যনাথ! (শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ভবানীপুর, কলিকাতা)

* * * * সরাইয়ে যেমন ঘর মিলিয়াছে তা'তেই সন্তুষ্ট মনে বিশ্রাম করে শ্রান্তি দূর ক'রে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। এ ঘর কিছু চিরদিনের নয়; আজ বাদে কাল ছাড়িয়া আবার অন্য ঘরে

থাকিতে হ'বে; অতএব সরাইয়ের ঘর সাজাইতে সাজাইতে যেন রাত্রি প্রভাত না হইয়া যায়; তা'হ'লে পরদিন চলিতে পারিব না এবং ঠিক সময়ে পৌঁছিতে না পারায় হয় ত এর অপেক্ষাও মহা কদর্য্য ঘরে বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইব, অতএব সময় থাকিতে বিশ্রাম ক'রে সুস্থ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আমার এ ভবে আসা ঘর সাজাইবার জন্য নহে, হরি বলিবার জন্য, অতএব ঘর যেমন তেমন হউক ভাই, হরি ব'লে, আসা সার্থক কেন করি না! ভাড়াটে ঘরের উপর আবার মমতা কি? যা'র ঘর সে যদি সেরে না দেয় অন্য ঘরে উঠে যা'ব। তাই বলি শরীর লইয়া আমাকে চিরদিন থাকিতে হইবে না; এখানকার শরীর এখানেই থাকিয়া যাইবে, অতএব যা'কে নিয়ে চিরদিন ঘর করিতে হ'বে না, তা'র দোষ গুণ বিচার করা কি প্রকৃতপক্ষে পরচর্চ্চা নয়? অনর্থক সময় নষ্ট কি তাহাতে হয় না? তাই বলি ভাই, কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলিতে নাই। * * * * ।

তোমার দাদা—হর।

সপ্তাধিকশততম পত্র।

ভাই বৈদ্যনাথ!

* * * * । ভাই, পাগলের ভুলিয়া আনন্দ আর প্রেমীর ভুলিয়া আনন্দ, কয়েদীর জেলখানা আর Jail Superintendentএর জেলখানার মত; একজন অধীন, আর অন্য জন স্বাধীন। পাগলের আনন্দ বা ভুল তা'র আয়ত্বে নাই, প্রেমীর ভুল আয়ত্বে। পাগল সকল ভুলে যায়; প্রেমী সকল মনে রাখিয়া ভুলে যায়। এই ভিত্তির উপর তুমি সুরম্য অট্টালিকা প্রস্তুত ক'রে লইও।

নেশার আনন্দ ঐরূপ ; আনন্দ আমাতে নাই, নেশাতে। নেশার সঙ্গেই তা'র শেষ হয়। * * * *। প্রেমের মজা প্রেমীই জানে, অন্যের বুঝিবার শক্তি নাই। শরীর ভুলিলেই প্রেম আসে, শরীরের চিন্তা প্রেমকে শুষ্ক করে। আপনা ভুলে ভাল না বাসিলে, ভালবাসার সুখ কেহ অনুভব করিতে পারে না। ফিরে পা'বার আশা রাখিয়া ভালবাসিলে ভালবাসা হইল না, সে'টি ব্যবসা হইল ; দিলাম আর সমান মূল্য নিলাম। একবার ভুলে ভালবাসিয়া দেখ ভাই, কি মজা। * * * *। দাদা মহাশয়কে আমার কথা বলিবে ; তিনি যেন দয়া ও স্নেহ রাখেন। প্রভুকে মা, বাপ, ভাই, বন্ধু, স্বামী যে ভাবেই হউক প্রাণ খুলে ও নিজেকে ভুলে ভালবাস পূর্ণানন্দ পাইবে। ভালবাসাতে নিজের কতক অস্তিত্ব লোপ করিতে স্ত্রীই প্রধান ; এই জন্যই গোপীদের ভাব প্রভু সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ইহাই জগতে আদর্শ ভালবাসা। চিন্তা করিবে, পাইবে, বুঝিবে। শিখাইবার বস্তু নয়, অপর সব শিখান যায়, এ শিক্ষার পর। * * * *।

তোমার—হর।

অষ্টাধিকশততম পত্র।

স্নেহের ভাই! (বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়)

* * * *। ভাই রে, যে চিরদিনের মত জুড়াইতে চায়, তা'কে নিষ্কপটে আমার নিতাই পদ আশ্রয় করিতে বল ; এমন সুশীতল স্থান আর দ্বিতীয় কোথাও জীবের জন্য নাই! জীবের দুঃখে দুঃখী এক নিতাই বই আর কে আছে বা হইতে পারে! তাই বলি ভাই, সকলে সেই সুশীতল ছায়ায় চল যেয়ে জুড়াই!

ভাই, সমুদ্র তরঙ্গকে বক্ষে ধারণ করে, কিন্তু তরঙ্গ উঠায় বায়ু; অতএব তরঙ্গ তুলিবার কর্ত্তা বায়ু। তেমনই ভাবুক নানা ভাব হৃদয়ে ধরে বটে কিন্তু সে ভাব প্রকাশ করা তা'র শক্তিতে নাই; উপযুক্ত পাত্র দেখে সে ভাব আপনা আপনি চতুর্দ্দিকে ঠেলা মারে; তাই লিখিয়াছিলাম ভাইরে, আমাকে ক্ষেপাইতে তোমরাই পার, নিজে ক্ষেপিবার শক্তি নাই, যদিও সকল উপকরণ অন্তরে রহিয়াছে। * * * * ভাই, তোমাদের দর্শন তোমাদের চিন্তা যে কত মধুর, তা' আমার মত যে, সেই বুঝিবে। * * * * ভাইরে, মধু খাইতে খাইতে মাতাল হ'লে আর মধুর মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারা যায় না; তাই বুঝি সেই দয়াময় মাতাল হ'বার আগেই আমাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে আসেন! দূরে থাকাতে আস্বাদন সদাই আমার রসনাতে লাগিয়া থাকে, আর সময়ে সময়ে এত আকর্ষণ করে। নিকটে থাকিলে এ আনন্দ অনুভব হ'বার নয়। তাই একদিন রাধিকা যমুনাতে কৃষ্ণরূপ দেখে এসে নির্জ্জনে চিন্তা করিতেছিলেন, সখী কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, —"সখি, কিরূপ দেখিলাম, মোহন মুরতি, পিরীতি রসেরই সার। হেন লয় মনে, এ তিন ভূবনে, তুলনা নাহিক তা'র॥" তাই বলি ভাই, ভালবাসার চিন্তা দূর হইতে বড়ই মধুর, বড়ই হৃদয়স্পর্শী। দয়াময়ের দয়াতে এ আস্বাদ আমি যেমন বুঝিলাম, অন্যের তাহা হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। মাধুর্য্য বাড়াইবার জন্য সেই প্রেমময় হরি থেকে থেকে লুকায়,—এই জন্যই লুকাচুরি খেলা তা'র স্বভাব! সে কান্দাইয়াও সুখ পায়; হাসাইয়াও সুখ পায়, এই কারণেই কান্না হাসি তা'র নিকট সমান; কিছুতেই তা'র আনন্দের লাঘব হয় না;—এই জন্যই শাস্ত্রে তা'র মূর্ত্তি "সচ্চিদানন্দময়" বলে গেছে!! আনন্দ ছাড়া সে থাকিতে পারে না, আনন্দই তা'র ধাম, আনন্দই তা'র কার্য্য,

সে আনন্দেই ডুবিতেছে, উঠিতেছে, নিজেও ভাসিতেছে অন্য সকলকেও ভাসাইতেছে !!!—এমন আনন্দ-নিকেতন কদাচ ছাড়িও না ভাই; কৃষ্ণকে নিজের জানিবে।

ভাই, কৃষ্ণ কৃপা ভাড়াতে নিতে চাহিও না। ভাড়া করা জিনিসের আদর যেমন কর্ম্মশেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যায়, তেমনই ভাড়াতে কৃষ্ণ কৃপা পাইলে তা'র আদর থাকিবে না। ভাই, "আমার এ কার্য্য সম্পন্ন ক'রে দাও, তোমাকে পূজা দিব", "আমাকে ও ফলটি দাও, তোমাকে হরি-লুট দিব" এই ভাবে কৃষ্ণ কৃপা চাওয়ার নাম ভাড়া করে কৃষ্ণ কৃপা লওয়া। যেমন কার্য্য শেষ হইবে, যেমন ফলটি পাইবে, অমনি সকল ভুলে যা'বে। বিনা হেতুতে কৃষ্ণকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর, বিনা কারণে তা'কে নিজের ধন মনে কর; তাহা হইলেই পূর্ণানন্দ পাইবে, নচেৎ একের পর অপর নানা অভাব আসিয়া প্রাণের সকল শান্তি নষ্ট করিবে। কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণ নামটি আরও নিজের ধন জানিয়া শয়নে স্বপনে যত্ন করিও, আনন্দে থাকিবে। কৃষ্ণের নিকট ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই; তাই প্রেমীর সহিত অভিমান শূন্য হয়ে মিশিবে, নচেৎ আনন্দ পাইবে না। * *। কৃষ্ণভক্তের সহিত সরল মিলন বড়ই আনন্দের জানিবে। * * *।

তোমার দাদা—হর।

নবাধিকশততম পত্র।

স্নেহের ভাই !

* * * * প্রভুর নিকট সমস্ত চাও, কিন্তু বিনিময়ে কিছু চাহিও না; "আমি তোমার নাম করিতেছি, তুমি আমাকে দাও"

এভাবে কদাচ কোন পদার্থ নিজের জন্য চাহিও না; তবে এ সূত্রে যদি চাহিতে হয়, পরের উপকারের জন্য চাহিও; "হে প্রভু! আমার শরীরে ভোগদ্বারা হউক অথবা কোন সুকৃতির পরিবর্ত্তে হউক, অমুক দুঃখীর দুঃখ মোচন কর" এভাবে প্রার্থনা বিনিময় নহে। ভাইরে, এ ভবে আসিয়া তুমি চাহিবে কি? আর, চাহিলেই বা পাইবে কোথায়? যেমন চাকুরিতে ঢুকিতে হ'লে একটা agreementএ দস্তখত ক'রে দিতে হয়, এবং সেই অনুসারে কার্য্য করিতে হয়,---যে যেমন কাজ করে পূর্ব্ব হইতেই যেমন তাহার কার্য্যের একটা নিয়ম বদ্ধ থাকে,—তেমনই ভাই, জীব এ কর্ম্মক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বেই তাহার কর্ম্মের ফিরিস্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। জীব আসিয়া সেই কর্ম্ম কয়টি করে আর নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া যায়; ইহারই নাম জন্মমৃত্যু। তাই বলি ভাই, যে জিনিস চাহিলে পা'বার উপায় নাই, আর যে জিনিস না চাহিলেও আসিবে, তা'র জন্য চেয়ে কেন অনর্থক সময় নষ্ট করি?

ভাই রে, আমরা কলের পুতুল, যেমন নাচান তেমনি নাচি; যাহারা পুরুষকার পুরুষকার করে চীৎকার করিতেছে তাহারা প্রকৃত ঘরে ঢুকে নাই। ভাই, ব্রহ্মবাদিগণ জগৎ ব্রহ্মময় বলে, প্রকৃত ব্রহ্মের অস্তিত্ব ঠিক ভাবে বুঝে না, একটা কি না কি মনে করে রাখে। জগৎ ব্রহ্মময় হ'লে তুমি আমি বা সেইই প্রত্যেক পদার্থ পরম জ্যোতির্ম্ময় দেখে না কেন? ভাই রে, জগৎ ব্রহ্মময় এই ভাবে :—আমাদের মহারাজ এখন কোথায় হাজার হাজার ক্রোশ দূরে ইংলণ্ডে, আর আমরা এখানে; কিন্তু ভাই আমাদের এখানে ছোট হইতে মহান্ এমন একটি পদার্থ বাহির করিতে পার কি যাহাতে মহারাজ বিরাজ না করিতেছেন? ভাই রে, দুর্গম জঙ্গলে, জনশূন্য প্রান্তরে অন্যায় কর্ম্ম করিলে কে আমাদিগকে ধরে বল দেখি?—সেই বিলাতে বসে আছেন যিনি! গাছের ভিতর, পাথরের

ভিতর, দেওয়ালের ভিতর, শূন্যে, আকাশে, সকল স্থানেই যেমন সেই মহারাজ বিদ্যমান, অথচ যেমন সমগ্র রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেও সেই মহারাজকে দেখিতে ছুইতে পাওয়া যায় না, তেমনই ভাবে সমগ্র জগতের মূলকারণ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, অথচ জগতের কোন বস্তুর সঙ্গেই তাঁহার সাক্ষাৎভাবে কোন সম্বন্ধ নাই। এই ভাবেই তিনি জগৎ রক্ষণও করিতেছেন; সামান্য দেহরূপ এক একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড যে ভাবে রক্ষা করিতেছেন, অখণ্ড জগৎ ব্রহ্মাণ্ডও ঠিক্ সেই নিয়মে রক্ষা পাইতেছে। শরীরে যেমন কোন স্থানে অত্যাচার আরম্ভ হ'লে সেখানে নানা প্রকার পীড়া ও অশান্তি আসিয়া প্রথমে ঠিক্ করিতে চায়, তা'রপর যখন উৎপাত বেশী হয় তখন ধ্বংস করিয়া রাজাকে বন্দী করা হয়, রাজা ভাল হ'লে সখ্য স্থাপন করা হয়, (ইহাই নরক, স্বর্গ,) তেমনই ভাই, ব্রহ্মাণ্ড শাসিত হইতেছে; এমন সুচারু শাসন অন্য কোথাও নাই। এখানে যিনিই শাসনের ভার পাইয়াছেন তিনিই নিজে শাসিত! আমার শাসন আমারই হাতে, আমার দণ্ড পুরস্কার আমারই হাতে, কেমন বল দেখি! একটি পয়সা খরচ নাই অথচ এই ব্রহ্মাণ্ডের শাসন কার্য্য সুশৃঙ্খলে চলিতেছে; ইহাকেই গীতা "আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু" বলে গেছে।

আর একটি মজা দেখ,—কর্ম্ম যে করে সেই ধরিয়ে দেয় ও দণ্ড বিধান করায়! কেমন মজা বল দেখি? আমি চুরি ক'রে পলায়ন ক'রেছি সত্য, কিন্তু আমার সেই চুরি করা কর্ম্মটিই এমনই কতকগুলি চিহ্ন রাখিয়াছে যাহারা মুখ খুলে খুলে আমার বৃত্তান্ত পরিষ্কার ভাবে রাজার লোককে বলিয়া দিতেছে আর তা'দের সাহায্যেই আমাকে ধরে দণ্ড দিতেছে! কেমন ভাই? তেমনই এভবে আমার সমস্ত কর্ম্মগুলি আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের দ্বারা করি, করিবার সময়ে ইন্দ্রিয়গণ মহা মোসাহেবের

মত সত্যকে অসত্য আর মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ক্রীতদাসের মত আমার মতে মত দিয়া আমার হুকুমে চলেছে, আবার তা'রাই একত্র হ'য়ে আমাকে কর্ম্ম অনুসারে দণ্ড বা পুরস্কার দেওয়াইতেছে। বল দেখি, কেমন শাসনপ্রণালী!

ভাই রে, এমন সুচারু রাজাপ্রজামাখান নিয়মে যে রাজত্ব চলে সেখানে পুরুষকাররূপ despotism কোথায় পাইবে বল দেখি? তাই বলি ভাই, এ জগতে যা' পা'বার নয়, চাহিলেও তা' পা'বে না; অতএব মিথ্যা চাওয়া কেন? পাওয়া না পাওয়া সবই অচাওয়ার মধ্যে রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে প্রভুর নাম কর। নাম করা বা হরিভজন করা জীবের বান্ধাবান্ধি কর্ম্মের মধ্যে নহে,—এটি স্ক্রুর উল্টা পেঁচ, বান্ধাবান্ধি কর্ম্মের হাত হ'তে ছাড়ান পা'বার এই একমাত্র উপায়; তাই বলি ভাই, সব ভুলে নাম কর, সুখে থাকিবে আনন্দ পাইবে। এমন সুশৃঙ্খল রাজত্বে বিদ্রোহ আনিও না; তা'তে নিজেরও অশান্তি, অপরেরও সমান কষ্ট, এরকম হ'লে অপরাধী নিরপরাধী সমান কষ্ট পাইয়া থাকে। যদি বল নিরপরাধী কেন অন্যের জন্য কষ্ট পাইবে? ভাই রে, নিয়মের অতিরিক্ত স্নান ভোজনে আমি অসুস্থ হ'লাম, সত্যই আমি অপরাধী, তবে আমার জন্য গৃহের অপরাপর নিরপরাধীর কত কষ্ট, কত অশান্তি, কত উপবাস ও রাত্রি জাগরণ। তাই বলি ভাই, প্রভু যেন পুরুষকারবাদ মুখে না আনিতে প্রবৃত্তি দেন। সকল কর্ম্ম তাঁ'র পায়ে ফেলে দাও আর নিশ্চিন্ত হও। ভাই রে, কর্ম্ম অনুসারে শরীর; অতএব তা'র জন্যও চাহিবার কিছু নাই। মাছিকে হাতির শরীর দিবার দরকার নাই; ভাই রে, একটা সন্দেশ চোরকে কি আর হত্যাকারীর দণ্ডে দণ্ডিত হ'তে হয়? তাই বলি ভাই, শরীরগুলি এক একটি জেলখানা; কর্ম্ম অনুসারেই পাওয়া যায়; যেমন যেমন কর্ম্ম তেমনই তেমনই কয়েদঘর। তাই বলি

ভাই, এ কয়েদঘর হ'তে বাহির হ'বার জন্য কি দুঃখ করা উচিত? বরং যা'তে আর কয়েদে না আসিতে হয় তা'র জন্যই কায়মনোবাক্যে রাজার অধীনতা স্বীকার করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া কি যুক্তিযুক্ত নয়? তাই বলি ভাই, সব ভুলে কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণ লও; সুখে থাকিবে, কোন অশান্তি হঠাৎ আসিয়া ধরিবে না। সব ভূলে যাও, নিশ্চিন্ত হও। পরের বালাখানা বাড়ী দেখিয়া নিজের পর্ণকুটীর ভাঙ্গিয়া দিলে যা ছিল তা'ও যা'বে, গাছতলা আর লোকের উপহাস সার হ'বে মাত্র। ভাইরে, যে জিনিস সদাই দুলিতেছে তা'তে বসে স্থির থাকিবার চেষ্টা পাগলের কর্ম্ম। এ জগতের সবই দুলিতেছে, একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্ম স্থির! অতএব স্থির হইতে সেই নিত্যস্থির পদার্থটিকে আশ্রয় কর; তা'কে ছাড়িয়া ধন জন যৌবন কিছুতেই শান্তি পাইবে না। কৃষ্ণকে আর কৃষ্ণনামকে ছাড়িও না, সুখে থাকিবে। * *। খেপার কথা বেশ করে ভাবিও। ভাই, হঠাৎ অন্য ভাব আসাতে আজ চুপ করিলাম। * *।

তোমার দাদা—হর

দশাধিকশততম পত্র।

স্নেহময় দাদা মহাশয়! (শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, ভবানীপুর, কলিকাতা)

* * *। হেঁ দাদা, আমি অতি ঘৃণিত ও একজন মহা-প্রবঞ্চক; আমিই নিজভাব গোপন করিবার মানসে wolf in sheep's guise হ'য়ে আপনাদিগকে কেন্দ্র করে ফিরিতেছি! আমি জানি আমি কে, ও আমার জন্য কোন্ নরক প্রস্তুত হইতেছে। জানিয়াও যে এরূপ বঞ্চনা করি তা'র অর্থ আর কিছুই না, কেবল আমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

আদেশের উপর আর কি বেশী হুকুম হ'তে পারে! অতএব আমার উপর দিয়া যদি আর কাহারও কারাবাসের আদেশ চলে যায় ও সে নিষ্কৃতি পায় এই জন্যই চীৎকার ক'রে বলি—ভাই সব, নিজ নিজ পাপের বোঝা আমার মাথায় চাপাইয়া দাও, আর দু'হাত নেড়ে হাঁর বলে খালাস পাও! আমার নিজের বোঝাটি পৃথিবীর অপর সকলের ভার একত্র করিলেও তা' অপেক্ষা অনেক বেশী; অতএব যখন এ পর্ব্বতের ভার বহিতে পারিতেছি তখন অন্যের শাকের আটিও বহিতে পারিব, তা'তে কোনই কষ্ট হ'বে না। এখন এইমাত্র নিবেদন সকলে আনন্দে হরি ব'লে নাচিতে নাচিতে চলে যান, আমি নরকে থেকে দেখেও মহা আনন্দে ভাসিব। * * *।

দাদা, প্রভু একজনই, তা'কে পুরুষই বলুন, প্রকৃতিই বলুন, আর ক্লীবই বলুন। * * *। যা'তে প্রাণ গ'লে যায় তা'ই করিতে থাকুন, তা'র পর সেকরা মনের মত ছাঁচে ঢালিয়া লইবেন। যা'তে প্রাণের শান্তি হয় তা'ই এখন করিতে থাকুন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" গীতা বাক্যই স্থির জানিবেন; অতএব পৃথক্ দেখিবার আবশ্যক নাই, পৃথক্ দেখিলেই কমবেশী বিচার আসিবে। এই জন্যই শাস্ত্রে বলে "যার যেই ভাব সেই সে উত্তম, তটস্থ হ'য়ে বিচারিলে আছে তারতম।" ইহাই মনে মনে বিচার করিবেন, দেখিবেন কোথায় দাঁড়ায়। যা'তে প্রাণ ডুবেছে তা'হ'তে কাড়িবার চেষ্টা করিবেন না; স্রোতে গা ঢেলে দেন, তীরের দিকেই লইয়া যাইবে, কেন না স্রোতসকলের শেষ তীর-ভূমি। যে স্রোতকেই আশ্রয় করুন, সময়ে মহাসমুদ্রেই যাইবেন; তাই বলি গা ঢেলে দেন, নিশ্চিন্ত হ'বেন। যা'রা গা না ঢেলে অসার সংসারকে সার মনে ক'রে ধরে থাকতে চায়, তা'রাই নানা কষ্ট পায় এবং অনেক পরে সেই মহাসমুদ্রে পঁহুছিতে পারে, কিম্বা স্রোতের মাঝেই

একবার এটা একবার সেটা ধরে ধরে চিরদিনই চুবনী খায়; ইহাই স্বর্গ নরক। যখন মাথা তুলে হাঁফ ছাড়ে তখন স্বর্গ, আর যখন তলিয়ে যায় তখনই নরক। এই রকমে জীব স্রোতে গা না ঢালিলে নাস্তানাবুদ হয়। * * *। পত্র লিখিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি সে ক্ষমতা আর কৈ? শক্তিশূন্য হইয়া চুপ করিলাম। * * *।

আপনাদের—হর।

একাদশাধিকশততম পত্র।

ভাই। নলিনাক্ষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ জ্যোতির্ম্ময় দাস, সোণামুখী)

তোমাদের পত্রপাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম। ভণ্ডের প্রতারণা জালে বদ্ধ হইতে আসিতেছ; এখনও সাবধান। নচেৎ অনুতাপ করিতে হইবে। ভাই সকল, তোমাদের কোমল প্রাণ; এখন যে দিকে লইবে সেই দিকেই যাইবে ও চির সুখী হইবে। এ সময় গেলে, কৃষ্ণ ভজন করা কঠিন। বর্ষার সময় জল ভরে না রাখিলে, গ্রীষ্মের সময় লক্ষ চেষ্টা করিলেও জল পাইবে না। জীবের বর্ষাকাল যৌবন, যদি হেলাতে এ সুখময় সময়টি কাটান যায়, তাহা হইলে বার্দ্ধক্যে আর কি করিবে? এই জন্যই "চরিতামৃতে" আছে, "নারীর যৌবন ধন, যৈছে কৃষ্ণ করে মন, সেই যৌবন দিন দুই চারি॥" তাই বলি, কৃষ্ণ ভজন করিবার এই প্রকৃত সময়, এমন সময়টি পৃথিবীর খেলাতে না কাটাইয়া আমার কৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য খেলিবার উপায় করা কি ভাল নয়? যৌবনে যে প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছে, তা'র যত্ন কর, ক্রমে যখন চেষ্টা সফল হইবে, তখন গ্রীষ্মের আতপ সহ্য করিয়া, পথিকের শ্রম দূর করিতে পারিবে। আর যদি অঙ্কুরে তাপ লাগিয়া শুষ্ক হয়, লক্ষ

বর্ষাতেও তা'র কোন উপকার করিতে পারিবে না। তাই বলি, সযত্নে ও সতর্কতার সহিত এই বহুমূল্য সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার কর। আমার মত প্রবঞ্চকের হাতে প'ড়ে সকল হারাইও না। এমন যৌবন লক্ষ কোটি বার পাইয়াছ, আর হারাইয়াছ, তাই বলি, যদি এবার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, যদি নেশা ছুটিয়াছে, কৃষ্ণ ব'লে আর কৃষ্ণ ভ'জে, যৌবন সার্থক ক'রে লও। ভাই রে, যৌবনে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও বৃত্তি প্রবৃত্তির সহিত রিপুগণ সবাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এই সময়ই ঠিক ষোল আনা পূর্ণ, কৃষ্ণের সঙ্গে পিরীত করিতে ইচ্ছা থাকে, এই সময় কর, কেননা ষোল আনার কম হইলে আর প্রকৃত পিরীত হয় না। তাই বোধ হয় কোন রসিক গাহিয়াছেন, "প্রেম চায় ষোল আনা প্রাণ"। এর কম হ'লে চল্‌বে না। ভাই, এই ক্ষণস্থায়ী যৌবন পাইয়াছ, সদ্ব্যবহার করিয়া কৃতার্থ হও। এ অষ্টমী নবমীর সংযোগ, ২।৪ দিন ব্যাপিয়া থাকে না, অতীব অল্পক্ষণ স্থায়ী। যৌবনও তাই, গেলে আর পা'বে না। এ মধ্যাহ্নের সূর্য্য, মধ্যাহ্ন এক মিনিট অতীত হইলেই সম্পূর্ণ উচ্চস্থান হইতে একটু একটু নামিয়া পরে লুকাইয়া যাইবে। এখনও সাবধান! "Make hay while the sun shines" তোমরা পড়িয়াছ, সময় থাকিতে থাকিতে অগ্রসর হও। নচেৎ পান্থনিবাসে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, ঘোর অন্ধকার আসিয়া দৃষ্টি বন্ধ করিবে এবং নানা বিপদে ফেলিবে। তাই, আবার বলি, এখনও সাবধান, দেখিও ভাই, বারে বারে যেমন সকল হারাইয়াছ এবারও তাই করিও না। সদাই সদালাপ করিবে। বন্ধুর সঙ্গে পরিহাসচ্ছলেও কখন কুকথা কহিও না বা কুভাব মনে আনিও না। দেখ অন্তরটি হরির থাকিবার স্থান, কোন রকম ময়লা রাখিয়া প্রভুকে কষ্ট দিও না। বরং কুকার্য্য করিও, কিন্তু কুচিন্তা কদাচ অন্তরে স্থান দিও না। কার্য্য অপেক্ষা চিন্তার শক্তি

বেশী; তাই বলি, নিজ নিজ চিন্তাগুলিকে সদাই নানা ভূষণে ভূষিত করিয়া সাজাইয়া রাখিবে; যে দেখিবে, সেই আনন্দিত হইবে। কৃষ্ণ ভজনের প্রথম ধাপই এইটি। চিন্তাগুলিকে সৎ করিতে সদাই যত্নবান্ হইবে। ভাই রে, জগতে কৃষ্ণ বই গুরু আর কেহই নাই। আমি তোমাদের ছোট, গুরুর কথা দূরে থাক, তোমাদের শিষ্যের উপযুক্তও নই। কৃষ্ণকে গুরু মনে ক'রে সকলে তাঁ'র আশ্রয় লও। আর যদি নিতান্ত শিক্ষার দরকার হয়, ভাবনা কেন? সোণামুখী মহাতীর্থ করিয়া শ্রীম'নাহর রহিয়াছেন; প্রত্যহ নির্জ্জনে তাঁ'কে মনের কথা বলিও, তিনি শুনিয়া তোমাদের আশা পূর্ণ করিবেন। তখন কৃতার্থ হইবে। সময় পাইলেই নির্জ্জন স্থানে বেড়াইবে; বনে, নদীর ধারে, মাঠে বেড়াইয়া যে সুখ, ইন্দ্রের ইন্দ্রালয়ে সে সুখ নাই। অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করিবে। জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, সেই স্বামীর সাজান ধন। তবে আমি তুমি অসৎ বলি কা'রে, বল দেখি? এ জগৎ যখন তাঁ'রই, তখন অসৎ ব'লে কোন দ্রব্যই এখানে থাকিতে পারে না। তবে যেটি আমার মনের মত নয়, আমি সে'টিকে অসৎ মনে করি; বাস্তবিক সকলই সৎ। যাহা আমার সম্বন্ধে সৎ, অন্যের পক্ষে তাহাই অসৎ হ'তে পারে।

তোমাদেরই—হরনাথ।

দ্ব দশাধিকশততম পত্র।

ভাই! (শ্রীচন্দ্রশেখর হালদার)

কৃষ্ণ ভক্ত হইলেই কি মিথ্যা কথা বলিতে হয়? কেন ভাই, আমি তোমাকে পত্র লিখিয়াছি পাও নাই কি? যদি না পাইয়া থাক,

দোকানে একবার তল্লাস কর দেখি, বুঝিতে পারিবে, পত্র দিয়াছি কি না। আর একটি কথা, পত্র দেওয়া সামান্য সময়ের আয়েস মাত্র। তোমরা যে ভাই, চব্বিশ ঘণ্টা আমার অন্তরে খেলিতেছ, যদি তা' না করিতে, তাহা হইলে কি এই দূরদেশে আমি এমন আনন্দে থাকিতে পারিতাম? তোমরাই যে আমার আনন্দের উৎস। সময়ে সময়ে নানারঙ্গের ফোয়ারা ছড়াইয়া আমাকে মাতাল সাজাইয়া রাখিয়াছ। ভাই রে, মদে কি মাদকতা আছে? যাহারা কখন ভক্ত সঙ্গ করে নাই এবং ভক্ত চিন্তা করে নাই, তাহারাই বলিবে মদের মাদকতা! মদ, ক'টি রসে হয় ভাই? ভক্ত-সঙ্গ চিন্তা, পূর্ণ চৌষট্টি রসে পূর্ণ, খাওয়া দূরের কথা, কেবল নাম মাত্র শুনেই আত্মহারা হইতে হয়। মদ খাইয়া লোক আংশিক রূপে জ্ঞান হারায় মাত্র, কিন্তু এ চিন্তাতে লোক পূর্ণরূপে আত্মহারা হইয়া পড়ে। তাই বলি, ভাই, আমাকে তোমার সঙ্গ ছাড়া মনে করিও না। তোমাদিগকে ছাড়িলে আর কি নিয়ে থাকিব? যুগে যুগে এই সঙ্গ ও এই চিন্তা আমার মরমের ধন হ'ক্, এই প্রার্থনা। ভাই চাঁদ, তুমি গগন চাঁদ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। সে চাঁদে কাল দাগ, তা'ও পাহাড় পর্ব্বতের, আর তোমার গায়ে সাদা দাগ, সে আবার আমার প্রভুর নাম। তাই বলি ভাই, তুমি গগনচাঁদ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ; মিথ্যা ভাষণ মনে করিও না। একটু চিন্তা করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। আমার কৃষ্ণচাঁদের নিকট গগনচাঁদ প্রভাহীন হয়, কিন্তু তোমাদের প্রভা সেখানে কোটিগুণ বৃদ্ধি পায়, তবে ভাই, কেন তোমরা গগনচাঁদ অপেক্ষা ভাল নও? তাই, আবার বলি, মিথ্যা মনে করিও না। যে পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছ, খুব তাড়াতাড়ি চল, কৃতার্থ হইবে। আর সামান্য দূরেই সেই মধুর বৃন্দাবন, সেই নির্ম্মল সলিলা যমুনা, আর যমুনাতীর বিলাসিনী রাধাকৃষ্ণ সঙ্গিনীগণ।

চল, ভাই চল, অচিরেই, সকল জ্বালা জুড়াইবে; চিরদিনের মত নিত্য নূতন খেলাতে মত্ত হইয়া আত্মপর সকল ভুলিবে। আর পশ্চাৎপদ হইও না। দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত অগ্রসর হও। ভাই রে, তোমাদের জন্য প্রভু পথপানে চাহিয়া রহিয়াছেন, আর বিলম্ব করিও না। নিজ জন লইয়া সুখে কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হও; একটু গোপন করিও, যেন জটিলা কুটিলা টের না পায়, একটু সাবধানে চল। হে ভাই, তোমরা সেখানে যাইয়া কি এ হতভাগাকে মনে করিবে? ভুলে যেও না, ভাই, তোমরাই আমার গতি, অন্য উপায় নাই, মনে রাখিও ভাই। তুমি, রসিক, সুচাঁদ প্রভৃতি সকলে মিলিয়া একবার মনে করিও। এক একদিন সকলে মিলিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া হরিকথারসালাপ করিতে ভুলিও না, বড় আনন্দ পাইবে। এ খেপার খেপামি দেখিয়া বিস্মিত হইও না, তা' না হ'লে লোকে খেপা কেন বলিবে, ভাই? হরি বল, আর সুখে চল। সময়ে সময়ে মনে করিও।

তোমাদেরই—হর।

ত্রয়োদশাধিকশততম পত্র।

স্নেহের ভাই! (ডাক্তার রামরতন মণ্ডল, সোণামুখী)

তোমার পত্রখানি পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম, যেমন দেব, তেমনি দেবী। তোমাদের রাজ যোটক দেখে বড়ই সুখী হইলাম। ভাই, দিন দিন দেখিতেছি তাল, নারিকেল, সুপারি, ইহারা কেবলই ঊর্দ্ধমুখে আকাশের দিকে দৌড়িতেছে, ইহাদের পাতা পর্য্যন্ত আকাশমুখী, কেন বলিতে পার কি? এদের শাখা নাই ব'লে। তেমনি যদি পুত্র কন্যা বিহীন হই, আমাদের মনঃ প্রাণ কেবল ঊর্দ্ধদিকেই দৌড়িবে,

কেবল কৃষ্ণপাদপদ্মই একমাত্র লক্ষ হইবে। ভাই হে, লোকের কৃষ্ণ ভজন করিতে হইলে যা' চেষ্টা করে ত্যাগ করিতে হ'বে, প্রভু তোমাদের উপর কৃপা করিয়া, সেই অনর্থক বন্ধন মুক্ত ক'রেছেন। এখন দু'টিতে একটি হ'য়ে, মনের সুখে যুগল নামটি করিয়া, যুগল সেবার অধিকারী হও। রোগীর ঔষধ খাওয়ার মত ক'রে, প্রথমতঃ নাম লইতে হয়; তা'রপর সামান্য চৈতন্য হ'লেই রোগী যেমন আপনা আপনি ঔষধের কথা মনে করিয়া লয়, তেমনই নামের সামান্য মিষ্টতা অনুভব হ'লে, আর কাহারও অনুরোধ উপরোধ অপেক্ষা করিতে হ'বে না; তখন নাম করিতে কোন বাধা আসিলে, অনন্ত অশান্তি মনে হ'বে। ভাই, কৃষ্ণ করুন, তোমরা দু'টিতে আদর্শ হ'য়ে, লোককে তোমাদের পথে টানিয়া লও। শুনে সুখী হ'বে, পুরীতে একটু থাকিবার স্থান হইতেছে। চল, এবার সব ছেড়ে সেই অসীম সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গের তালে তালে আমরাও মন প্রাণকে নাচাই।

তোমাদের—হর।

চতুর্দ্দশাধিকশততম পত্র।

স্নেহের হরি! (ডাক্তার শ্রীহরিপদ নন্দী, ভবানীপুর, কলিকাতা)

তোমার পত্রখানি পড়িয়া নিজের অপরাধ সমস্ত মনে হইল; আমি পত্র লিখি না বলিয়া মনে করিও না যে আমি তোমাকে ভুলে আছি। তোমরাই আমার প্রাণ, অতএব প্রাণ ছেড়ে থাকা কতদূর সম্ভব তোমরাই বিচার করিবে। তোমাদিগকে পাইয়া আমি হাতের ধরা কৃষ্ণপাখীটিকেও ছাড়িয়া দিয়াছি; এ কথা লিখিতে হয় বলিয়া লিখিতেছি মনে করিও না, ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। তোমাদের কথা

ভাবিতে গিয়ে আমার শ্রীমতীর কথা মনে পড়িল। তিনি প্রাণবল্লভকে ব'লেছিলেন, "নাথ, তোমারই গরবে, গরবিণী হাম, রূপসী তোমারই রূপে।" আমার সম্বন্ধে তোমরাও তা'ই হইয়াছ। আমিও তোমাদের গরবেই গরব ক'রে থাকি ; তোমরা গুণের সমুদ্র, আমি সেই সমুদ্রের আশ্রয়ে থাকি তা'ই আমার গরব। রাজার ঘরের খাজাঞ্চীর মত, আমার ঘর অর্থপূর্ণ ; আমি নিজে কিন্তু যে দরিদ্র সেই দরিদ্রই আছি।

মন্ত্র সকল সময় না লইতে পার, তারকব্রহ্ম নামটি করিবে ; ইহাই প্রশস্ত, তবে এ'টি মনে প্রাণে জানিবে, নাম ও মন্ত্র উভয়ই এক। নাম একটি সঙ্কেত মাত্র, অতএব যখনই যেমন সুবিধা হ'বে তখনই সেই রকম নাম লইবে। নাম লইতে কোন বিচার আনিও না ; মন যে দিকে যায় যাইতে দিও ; মনকে স্থির করিবার জন্যই নাম। Trained horseকে break করিবার কি আবশ্যক বল দেখি ? তবে যে untrained horse, তা'কে সায়েস্তা করিবার জন্যই নানা উপায় করিতে হয় ; সেই মনকে কাবুতে আনিবার জন্যই যত কিছু সাধন ভজন। ঘোড়া প্রথম প্রথম যেমন নানা দিকে যায়, সোয়ার কিন্তু তা'তে ভ্রূক্ষেপও করে না কেবল লাগাম জোরে টানিয়া ধরে রাখে, তেমনি হরিনাম করিতে আরম্ভ করিলে মনও ঘোড়ার মত নানাদিকে যা'বার চেষ্টা করিবেই ; তা'তে ভ্রূক্ষেপ করিও না, জোরে হরিনামটি ধরে রাখিবে ; দেখিবে অল্পদিনেই মন বাক্য সকলই আপনার আয়ত্তে আসিয়াছে। নাম কোন রকমে ভুলিও না ; এ সম্বন্ধে পণ্ডিতাভিমানীদের কোন যুক্তিই মনে স্থান দিও না ; এক প্রাণে নাম করিতে থাক, ফল আপনি বুঝিতে পারিবে। তবে একটি কথা,—গাছ রোপণ ক'রেই ফল-প্রত্যাশী হ'য়ে গাছের ছাল পাতা নিপীড়ন ক'রে খাইও না ; তা'তে গাছও মরিবে মিষ্টতাও অনুভব করিতে পারিবে না। তাই বলি,

হইতেছে কি না হইতেছে চিন্তাশূন্য হ'য়ে নাম লইতে থাক, সেই অধর অবশ্যই একদিন ধরা পড়িবেন। তাঁ'কে ধরিবার জন্য নামরূপ জালটি প্রশস্ত জাল; তাই বলি, এ জাল যত ঘন ও দৃঢ় করিবে ততই অধর ধরার উপযোগী হ'বে। নাম করিতে করিতে যেন বিরাম দেওয়া না হয়; তা' হ'লে সেই ফাঁকটি দিয়ে সে ফাঁকি দিয়ে পলাইবে এবং জালের পারে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাসিবে; তাই বলি, যেন বয়নে বিরাম না থাকে! নাম করিতে করিতে পাগল হ'য়ে যাও ইহাই আমার ইচ্ছা।

পিতামাতার শ্রীচরণতল অপেক্ষা মহাতীর্থ আর নাই। অতএব সেই তীর্থে সদা বাস করিয়া অন্য তীর্থ জন্য কাতর হইও না; সময়ে সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। মাতৃচরণ আশ্রয় ক'রে থাক; সমস্ত তীর্থই ঘরে বসে দর্শন করিতে পারিবে। একবার "পিতাধর্ম্মঃ পিতাস্বর্গঃ" ইত্যাদি কথা কয়টি মনে ক'রে দেখিলেই আমার কথা বুঝিতে পারিবে। এখন কোন তীর্থে যা'বার জন্য ব্যস্ত হইও না, কেবল পিতামাতার চরণসেবা করিয়া পরমানন্দে দিন কাটাও। তাঁ'দের চরণোদক নিত্য পান করিয়া সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল ঘরে বসে লইতে ভুলিও না; ঐ চরণ ধৌত জলই ভবরোগ নিবারণ করিয়া কৃষ্ণভক্তির উদয় করিবে; এ'টি মনে প্রাণে এক করিয়া জানিও, ইহাতে যেন কোন রকম সন্দেহ না আসে। ক্ষেপার কথা ক্ষেপিয়া বুঝিবে, তখন ইহার মাধুর্য্য অনুভব করিতে সক্ষম হইবে।

* * * * *

রোগীর প্রথম ঔষধ খাওয়ার মত ক'রে, কৃষ্ণনামটি লইতে থাক; ক্রমেই মিষ্টতা অনুভব করিতে পারিবে। নাম স্বর্গরাজ্যের বিনিময়েও কাহাকেও দিও না; নামের মূল্য নাই; অমূল্য রত্নের পরিবর্ত্তে সামান্য কাচখণ্ড খরিদ করিবার ইচ্ছা করিও না; নামের নিকট নির্ব্বাণমুক্তি

পর্য্যন্তও সামান্য কাচখণ্ড তুল্য পরিগণিত। এ সম্বন্ধে বিচার করিও না; নামরত্ন কৃষ্ণ অপেক্ষা জীবের নিকট মূল্যবান্, কেন না নাম দিয়াই কৃষ্ণ কিনিতে পারা যায়। এমন মহারত্ন প্রত্যহ অর্জ্জন করিতে কদাচ উপেক্ষা করিও না; নাম লইতে সময় অসময় বিচার করিও না; নাম সকল সময়েই ও সকল অবস্থাতেই লইবে। মিছরীকে আর কোন রকম পাকের দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া খাইতে হয় না, সদাই মুখে দাও। নাম করিতে করিতে মনের সকল আশা পূর্ণ হইবে, পরমানন্দ পাইবে। নাম নিজে করিবে আর যা'কে তা'কে করিতে বলিবে; মধুর দ্রব্য একা আস্বাদন করিলে আনন্দ হয় না, সকলে মিলে খাও অনেকক্ষণ নেশা থাকিবে। * * * *

তোমাদের স্নেহের—হর।

পঞ্চদশাধিকশততম পত্র।

প্রাণের অটল ভাই! (শ্রীযুক্ত অটল বিহারী নন্দী)

তোমার পত্রখানি বড়ই আনন্দের, কিন্তু এ'বার একটি কথাতে আমাকে বড়ই কাতর করিয়াছ। সে কি ভাই, তোমরা কোথায় যাবে? আগে আমাকে যাইতে দাও, তা'রপর এ খেলা ভাঙ্গিও; চিরদিনই ত এই নিয়ম আছে; তবে আজ, নূতন কথা কেন বলিতেছ? এখন কোন রকমে যাওয়া হ'বে না; সে জন্য উতলা হইও না। তুমি আমার গৌর আনা অদ্বৈত চাঁদ, তুমিইত খেলার বড় খেলী, তুমি গেলে সকলই গোলমাল হ'য়ে যাবে; নীরোগ দেহে থাকিয়া নিত্যানন্দ ভোগ কর এই ইচ্ছা। তোমরা দু'টি আমার বড় আদরের ধন, তোমাদের জন্যই আমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছি ও থাকি। ভাই রে, আর ওরকম কথা কদাচ লিখিও না। আমার প্রাণের শারীকে

আমাদের অন্তরের ভালবাসা দিও, সে আমার ভাল আছে শুনে সুখী হইলাম, তা'রা মেয়েতে মায়ে চিরসুখে থাক্ এইটিই ইচ্ছা; কৃষ্ণ যেন এই ইচ্ছাটি পূর্ণ করেন। ভাই, তুমি ত বেশ জান, আমার বলিতে আমার কিছুই নাই, সকলের মূলেই তিনি আছেন; তিনি আপনার ইচ্ছানুসারে সকলই করাইয়া লইতেছেন, তবে এও মনে আশা হয়, যে তিনি সকলকে হরিনাম ধরাইয়া পৃথিবীকে নবরাগে রাঙ্গাইবেন। আমরাও দেখে আনন্দে ভাসিব। তোমাদের প্রার্থনা তিনি কখনই অপূর্ণ রাখেনও নাই, রাখিবেনও না, তাঁ'র নিকটে যা' চাহিবে, তাহাই পা'বে। তবে একটি কথা, আমার উপর ভারটি দিয়ে নিশ্চিন্ত হইও না, আমি কিছুই নই, কাঠের পুতুল মাত্র। ভাই, তোমার জীবনের ঘটনাগুলি জীব শিক্ষার জন্য নিতান্ত উপাদেয়; তুমি নিজেকে ঘৃণিত করিয়াও জীবের মঙ্গল করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, এর প্রতিদান কৃষ্ণ তোমাকে দিবেনই দিবেন; তিনি তোমাকে সদানন্দে রাখিয়া আনন্দিত হইবেন। শিশির দাদার পত্র পাইয়াছি, তোমার নিকট যে নূতন photo আছে, তাঁ'কে পাঠাইও, আর লুকাইয়া রাখিবার দরকার নাই।

তোমাদের—হর।

ষোড়শাধিকশততম পত্র।

স্নেহের ভাই রসিক! (মাষ্টার শ্রীরসিকলাল দে)

* * * *। ভাই রসিক, শরীর যে আর চলে না, বিশ্রাম চাহিতেছে। দীর্ঘ বিশ্রাম, দুই এক দিনে হ'বে না, পুরীতে বাড়ী প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে; তথায় বেশ সমুদ্রতটে লহরীদের তালে

তাল মিশাইয়া পরমানন্দে থাকা যা'বে। এদেশ আর ভাল লাগিতেছে না। নিজ দেশে যা'বার ইচ্ছা প্রবল। কৃষ্ণ কি করিবেন, কৃষ্ণই জানেন। সকলে একত্র থাকিতে চাহিতেছে, কিংবা মনে হ'লেই মিলিতে পারে, এই রকম ভাবেই থাকিতে চায়; জানি না এ ইচ্ছা পূরণ হ'বে কি না। * * * *।

এ রঙ্গভূমে বেশ play করা গেল, আমরাও সুখী দর্শকবৃন্দও সুখী; অতএব প্রভুও যে আনন্দিত তা'র আর সন্দেহ নাই। মূল পালা গাওয়া শেষ হ'য়েছে, এখন সংটা দিয়ে যাত্রা ভাঙ্গা যা'বে। রাত্রিও আর বেশী নাই। ইতি—

তোমারই—হর।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

কথিত আছে, মহামুনি বেদব্যাস, নানা শাস্ত্র ও পুরাণ প্রণয়ন করিয়াও অন্তরে তৃপ্তিলাভে সমর্থ হন নাই। না হইবারই কথা বটে, কারণ অমৃতে যেমন কাহারও অরুচি হয় না বরং রুচিহীনের রুচি বৃদ্ধি পায়, তদ্রূপ "না জানি কতই সুধা শ্যাম নামে আছে গো" যে যতই আলোচনা করা যায়, আরও আলোচনায় ইচ্ছা যায়। সেই জন্যই নানা শাস্ত্র ও পুরাণ প্রণয়নের পরও অন্তরে তৃপ্তি না পাইয়া মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, হরিগুণ গানের বিশেষ রসজ্ঞ দেবর্ষি নারদের উপদেশে পুনরায় সবিস্তারে ভগবানের নির্ম্মল যশঃ কীর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীমদ্ভা-গবত নামক মহাপুরাণখানি বিরচিত করেন এবং এরূপও কথিত আছে, যে সপ্তদশ মহাপুরাণ প্রণয়নের পরও অনুরূপ অতৃপ্তির বশবর্ত্তী হইয়া পুনরপি দেবী মাহাত্ম্য বিস্তৃত মহাভাগবত পুরাণ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। এই ঘটনা হইতে, কেহ কেহ অন্যান্য পুরাণ সমূহের তুলনায় ভাগবত, মহাভাগবত প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ জন্য চেষ্টা পান, কিন্তু আমাদের মনে হয়, উহা ভগবল্লীলা বর্ণনজনিত তৃপ্তিহীন অপার আনন্দেরই অধিক-তর পরিচায়ক। যাহা হউক হরিনামের এই মাদকতা, এই তৃপ্তির মাঝে অতৃপ্তি, এই বিষামৃতের মিলন, যখন নারায়ণের অংশাবতার ভগবান্ বাদরায়ণকেই অভিভূত করিয়াছিল, তখন অন্যে পরে কা কথা। তাই পত্রাবলীর পরিসমাপ্তির পর পাঠকবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে, এক নূতন ভাবে আরও কিছুক্ষণ বিভুপদ বন্দনার জন্য, আমরা এই পরিশিষ্ট প্রকাশে প্রয়াসী হইলাম।

কথা উঠিতে পারে, ভক্ত শ্রেষ্ঠ নারদ বা বেদব্যাসের হরিগুণগানে

অতৃপ্তি শোভা পায়, কিন্তু প্রেমরস বঞ্চিত আমাদের ন্যায় ভাবহীন জড়-প্রকৃতি জীবাধমগণের পক্ষে উহাঁদের অনুকরণ চেষ্টা আত্ম প্রবঞ্চনা বা ভক্তির ভান মাত্র নহে কি? উত্তরে আমরা বলিতে পারি, মহতের আকর্ষণে ক্ষুদ্র চিরকালই আকৃষ্ট, মহতের অনুকরণই তাহার ধর্ম্ম— "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্, মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ"; এই বিপুল বিশ্বের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় পদার্থই, সেই সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণের আকর্ষণে, ভিতরে বাহিরে আকৃষ্ট হইয়া ঘুরিতেছে, কেহই সে আকর্ষণের অতীত নহে, সুতরাং আমরাও যদি একটুকু আকৃষ্ট হই, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই এবং ভক্ত শ্রেষ্ঠগণের নিকট তাহা ক্ষমার্হ।

ভাগবতে, হরিগুণগানের মাহাত্ম্য, এইরূপ বর্ণিত। "বিবেকবান্ ব্যক্তিরা পবিত্র কীর্ত্তি ভগবানের গুণ বর্ণনকেই তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান এবং দানের নিত্যফল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।" পুরাণ সমূহে এই ভগবল্লীলা বর্ণিত, তাই উহাদের এত আদর। আমাদের জাতীয় সাহিত্যে, বহুদিন হইতে এই পন্থাঃ অনুসৃত এবং আমাদের জাতীয় রুচি, বহুকালাবধি এইভাবে অনুপ্রাণিত। মনসামঙ্গল, ধর্ম্ম-মঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, জগন্নাথমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলাখ্য কাব্যসমূহ, শিবায়ন, কবিকঙ্কণচণ্ডী, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, পাঁচালি, যাত্রা, কথকতা, কীর্ত্তন প্রভৃতি আমাদের কথার প্রমাণ। অধুনা শিক্ষিত সমাজে এই রুচির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এই রুচি ব্যতিক্রম ভাল হউক বা মন্দ হউক, ভাগবত বলেন, "অতি মনোরম পদবিন্যাস থাকিলেও, যে বাক্যের কোন স্থানেই হরির যশঃ কীর্ত্তন নাই, সে কেবল কাকতীর্থ। যেরূপ রাজহংসগণ, বায়সসেবিত অপরিষ্কৃত গর্ত্তাদি পরিত্যাগ করিয়া, স্বচ্ছোদক মানস সরোবরেই বিহার করে, সেইরূপ সত্ত্বগুণাবলম্বী পরমহংস সকল, ঐ কুৎসিতবাক্যে অনাদর করিয়া,

নির্ম্মল ব্রহ্মেই পরমানন্দে বিহার করিয়া থাকেন।" আমাদের এই বাঙ্গালারই কোন কবি, এই ভাবের একটি সুন্দর গান আমাদিগকে উপহার দিয়া গিয়াছেন।

"শ্যাম সে পরশমণি, কি দিব তুলনা,
সে অঙ্গ পরশে, আমার এ অঙ্গ সোণা ॥
হস্তের ভূষণ আমার, চরণ সেবন,
কর্ণের ভূষণ আমার, সে নাম শ্রবণ,
নয়ন ভূষণ আমার, রূপদরশন,
বদন ভূষণ আমার, সে নাম কীর্ত্তন ॥"

পত্রাবলীর পত্রে পত্রে, এই শ্রবণ বদন শোভন হরিনাম কীর্ত্তিত। সে পরিচয়, পাঠক যথেষ্ট পাইয়াছেন। তথাপি অনন্তমূর্ত্তি ভগবানের লীলাও অনন্ত, বন্দনাও সুতরাং অনন্ত প্রকার। যেরূপ ঘটনাদি বর্ণনায়, অন্তরে হরিভক্তির উদয় হইবার সম্ভাবনা, আমাদের মতে তাহাই তাঁহার বন্দনা। ভক্তেই ভগবানের মাহাত্ম্য সমধিক প্রকটিত। সেই জন্য আমরা এই পরিশিষ্টে, ভক্তের সহিত ভগবানের অপূর্ব্ব প্রেমের সম্বন্ধ, ভক্তের অসীম শক্তি, এবং ভক্ত সংসর্গের সুফল প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম। ভাবুক ভক্তগণ, ইহা এক নূতন ভাবে ভগবানকে বন্দনার প্রয়াসমাত্র রূপে গ্রহণ করিয়া, আমাদিগকে কৃতার্থ করুন, এবং প্রার্থনা পূরণ, বিপন্নাশ, পীড়ারোগা, অশান্তি উদ্বেগাদির বিমোচন, অসৎপ্রকৃতির ও অসৎ প্রবৃত্তির পরিহার প্রভৃতি নানা ব্যাপারে, ভক্তের ও ভগবানের কার্য্য দেখিয়া পুলকিত ও চমৎকৃত হউন।

(১)

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন নামক মাসিক পত্রিকার ১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসের

সংখ্যায় নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রকাশিত হয়। ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেরই অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছে এবং জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমরাও তজ্জন্য সম্পাদক মহাশয়ের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া নিম্নে উহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম। লেখক ঠাকুর শ্রীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একজন প্রধান ভক্ত। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার নাম অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন, আমরাও রাখিলাম। ঘটনাটি পাঠ করিলেই পাঠক তাহার কারণ বুঝিতে পারিবেন।

"আপনার পত্রিকায়, ঠাকুর হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কতকগুলি অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। অনুমতি পাইলে, এ সম্বন্ধে আমি যাহা জানি, নিবেদন করি। তাঁহাকে একজন psychic বা অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন পুরুষরূপে উল্লেখ করিয়া, আপনারা কি বুঝাইতে চাহেন বলিতে পারি না, তবে আমি জানি, তিনি একজন saint বা প্রকৃত সাধু। অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়া লোককে প্রমোদিত করা, তাঁহার স্বভাব বা ব্যবসায় নহে। যাহা হউক কিরূপে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় এই বার বলিব।

"উত্তর পশ্চিমের কোন এক রেল-ষ্টেশনে, আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি। চেহারা দেখিলে ভক্তির উদয় হয় না। পরিধানে ময়লা কোট পেণ্টালুন, মাথায় একটা কদর্য্য টুপি এবং দাড়ির বাহারও তদনুরূপ। আমি রূঢ়ভাবেই তাঁহার সহিত আলাপ আরম্ভ করি, তিনি কিন্তু তাহাতে বিচলিত বা বিরক্ত না হইয়া প্রীতিপূর্ণ সস্মিতবদনে আমায় নিরীক্ষণ করিলেন মাত্র। শীঘ্রই তাঁহার সঙ্গে আবার আমার দেখা হয়। অনেকেই তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন। আমি দেখিলাম অজ্ঞাতসারে আমিও কিরূপে সেই দলে মিশিয়া গিয়াছি। রাত্রি আটটায় আরম্ভ হইয়া রাত দু'টা অবধি গল্প চলিল। পরমেশ সম্বন্ধে

আলোচনা হইতেছিল এবং আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার কথা শুনিতে-ছিলাম। জীবনে কখন এরূপ সুখের রজনী অতিবাহিত করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। আমরা সকলেই বুঝিতে পারিলাম, তিনি একজন প্রকৃতই উচ্চ শ্রেণীর সাধু।

"ইহার অল্পকাল পরেই তাঁহার সহিত আলাপের সুযোগ পাই। এ'বার তিনি আমার অতীত জীবনকাহিনী সমস্তই বলিয়া যাইতে লাগি-লেন। 'তোমার ম্যালেরিয়া হইয়াছিল, দিল্লী গাজিয়াবাদ গিয়াছিলে, সেইখানে তোমার শূল বেদনার সূত্রপাত হয় এবং এখনও উহাতে ভুগিতেছ।' এইরূপে আমার জীবনের ঘটনাসমূহ তিনি যেন পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে আমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলে তাঁহার সন্ধান পাইল। তাঁহার কৃপায় আমি সেই দুরারোগ্য শূলরোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। পীড়ারোগ্য বিষয়ে বোধ করি, তাঁহার তুল্য আর একটি লোক মিলে না। আমি জানি শত শত লোককে তিনি এইরূপে ব্যাধির কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার চিকিৎসা প্রণালী বড়ই অদ্ভুত, কোন ঔষধের ব্যবস্থা প্রায়ই দেন না, কাহাকেও শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিতে বলেন, কাহাকেও বা অন্য পরামর্শ দেন, কিন্তু প্রায়শঃ ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধেই কোনরূপ উপদেশ প্রদত্ত হয়। যে সমস্ত পীড়ার তিনি শান্তি বিধান করিয়াছেন, সে গুলি প্রায়ই কোন দুশ্চিকিৎস্য বা অসাধ্য ব্যাধি।

"তিনি শুধু আমার নহে, অন্যেরও মনের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। আমার ন্যায় অন্যেরও গত জীবনী শুনাইয়া দিয়াছিলেন। আমি বহুবার তাঁহার সূক্ষ্ম দেহে বিচরণের পরিচয় পাইয়াছি। একটি মাত্র ঘটনার এস্থলে উল্লেখ করিব। আমি যেখানে থাকি, তথা হইতে তাঁহার নিকট ডাকযোগে পত্র যাইতে তিন দিন বিলম্ব হয়। সাধারণতঃ

পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসে আমি আমার পত্রের উত্তর পাইতাম। একদা তৃতীয় দিবসে উত্তর পাই এবং তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন। 'আমি সূক্ষ্ম দেহে তোমার নিকট গিয়াছিলাম, দেখিলাম চিঠি লিখিতেছ। আমার বিষয় ভাবিতেছিলে বলিয়াই হয়ত তোমার নিকট আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। কি লিখিয়াছিলে আমি পড়িয়াছি। কি পড়িয়াছিলাম জানিতে চাহ কি? আচ্ছা তোমার পত্র পাইবার পূর্ব্বেই এই উত্তর পাঠাইতেছি।' উত্তর পড়িয়া বুঝিলাম তিনি প্রকৃতই আমার পত্রখানি পাঠ করিয়াছেন! যে দিন আমি তাঁহাকে লিখিতেছিলাম, তাঁহার পত্রখানিও সেই দিনেই প্রেরিত হইয়াছিল।

"আর একদিন তিনি লিখিয়াছিলেন, আমার একটা বড় গোছের বিপদ আসিতেছে কিন্তু ভয় নাই, জগদীশ্বর রক্ষা করিবেন। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর দু'এক দিন পরেই আমি দারুণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হই। সতের আঠার দিন প্রায় সর্ব্বদাই অচৈতন্য থাকিতাম, কিন্তু যদিও বাহ্য-জ্ঞান ছিল না, তথাপি তিনি যেন সর্ব্বদাই আমার পার্শ্বে বসিয়া আছেন এবং সস্মিতবদনে আমায় উৎসাহ দিতেছেন, এইরূপ দেখিতে পাইতাম। আমার পত্নীকে একথা বলিলে. তিনি ইহা আসন্ন মৃত্যুলক্ষণ জ্ঞান করিয়া কাঁদিতে থাকেন। কিছুদিন পরেই ঠাকুরের নিকট হইতে চিঠি আসিল, 'বধুকে ভাবিতে বারণ করিও, আমিই তোমাদের নিকট যাইতাম।'

"এইবার আমি আমার জীবনের পরিবর্ত্তন-সাধক এক অতি প্রধান ঘটনা বর্ণন করিব। জগদীশ্বরকে ভক্তি এবং ধর্ম্মময়জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য ঠাকুর হরনাথ আমায় উপদেশ দিয়াছিলেন। আমিও তদনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা পাইতাম। এই সময় জনৈক মহিলা তীর্থদর্শন প্রসঙ্গে আমার নিকট আগমন করেন। আমি জানিতাম না যে তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, কারণ দীনা ভিখারিণীর বেশে তিনি

ভ্রমণ করিতেছিলেন এবং আমিও সেই কারণে যথাশক্তি তাঁহার দুঃখ দূর করিতে প্রয়াস পাই। আমার সেই যৎসামান্য পরিচর্য্যা হেতুই আমার উপর তিনি নিরতিশয় কৃতজ্ঞা হয়েন এবং গৃহে গিয়া আমায় একখানি স্নেহপূর্ণ পত্র লিখেন ও উপহারাদি পাঠাইয়া দেন। পত্রখানি তাঁহার বালবিধবা কন্যার হস্তলিখিত। তরুণী প্রথম প্রথম মায়ের নামেই পত্র লিখিতেন, শেষে কিন্তু নিজের নাম দিয়াই লিখিতে আরম্ভ করেন। দুজনার মাঝে এইরূপ পত্র বিনিময় হইতে হইতে, মাস কয়েকের মধ্যেই আমরা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হই, এবং শেষে ঐ অনুরাগ নূতন প্রেমের মাদকতায় পরিণত হয়। তরুণী লিখিয়াছিলেন, তাঁহার মাতা বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, তিনি তাঁহার একমাত্র দুহিতা, আমি যদি তাঁহার নিকট গমন করি, তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব এমন কি স্বদেহ অবধি আমার করে অর্পণ করিতে প্রস্তুত।

"পত্র পাইয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। তাঁহাকে পাইবার স্বপ্নে আমি বিভোর ও অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমি চাকুরি করি, ছুটির জন্য দরখাস্ত করিবামাত্র উহা বিনা বাধায় মঞ্জুর হইয়া গেল। এখন ভয় শুধু ঠাকুর হরনাথের জন্য। মনে করিলাম কোন না কোন উপায়ে ব্যাপারটি তাঁহার নিকট লুকাইতে পারিব। আমি ছুটি লইয়া স্থানান্তরে যাইতেছি, ছুটি ফুরাইলে আসিব, এইরূপভাবে তাঁহাকে এক পত্র দিলাম। পত্র পাঠমাত্র নাছোড়বান্দা ঠাকুর আমার, কেন আমি সহসা ওরূপে স্থানান্তরে যাইতেছি এবং ব্যাপারটা কি সবিস্তারে জানিতে চাহিলেন। উত্তরে আমি নানা কথাই লিখিলাম কেবল প্রকৃত মূল বিষয়টি গোপন করিলাম।* দিব্য-দৃষ্টি সম্পন্ন অন্তর্য্যামী ঠাকুরের আমার এই উত্তর পাঠে তৃপ্তি বোধ হইল না। তিনি তাঁহার শেষ পত্রে খুলিয়া লিখিলেন, আমি তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিতে চেষ্টা পাইতেছি ও অধঃপতনের পথে ছুটিয়া

চলিয়াছি ; যাহা হউক তবুও তিনি আমায় ছাড়িবেন না, আমার পাছু পাছু দৌড়াইবেন ও আমার রক্ষা সাধন করিবেন।

"এরূপভাবে সাবধান করিয়া দিলেও আমি তাহা গ্রাহ্য করিলাম না। কিশোরী সঙ্গের লোভে ও সঙ্গে সঙ্গে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির চিন্তায় আমি তখন আর প্রকৃতিস্থ নহি। নরকে যাইতেও তখন আমি অম্লান-বদনে প্রস্তুত। ঠাকুরকে এত ভয়ই বা কিসের ? তাঁহার নিকট হইতে যখন আমি শত শত মাইল দূরে চলিয়াছি তখন কিরূপেই বা তিনি আমার অনুসরণ করিবেন ও আমায় খুঁজিয়া বাহির করিবেন ? মনের এইরূপ অবস্থায়, আমি গৃহত্যাগ করিয়া—নরকের পথেই চলিলাম।

"আমাকে দেখিয়া তরুণীর জননীর আনন্দের সীমা নাই। চর্ব্ব্যচূষ্য-লেহ্যপেয়াদি সহযোগে আমি সৎকৃত হইলাম। সর্ব্বোৎকৃষ্ট কক্ষটি আমার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল। প্রাসাদ তুল্য প্রকাণ্ড বাটি, কিন্তু ভোগের লোক নাই। চাকরবাকরদের ছাড়িয়া দিলে, মানুষের মধ্যে আমরা শুধু ঐ তিন জন—মা, মেয়ে এবং আমি।

"এতক্ষণে আমার আশা মিটিবার উপক্রম হইল। যাঁহাকে পাইবার-জন্য এত ব্যাকুল, তাঁহাকে পাইলাম। রাত্রি হইলে, কিশোরী আমার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অনিন্দ্য সুন্দর মূর্ত্তি—এখনও সতীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেন নাই—আমিই কি উহাঁর পতন ঘটাইব ?

"দেবতার মহিমা বুঝে সাধ্য কা'র ? কে জানিত অচিন্ত্য উপায়ে এই সূত্রে আমাদের উভয়েরই পরম মঙ্গল সিদ্ধ হইবে ? কিশোরীকে কাছে পাইয়া মনে কেমন একটা বেদনা বোধ জন্মিল। মেয়েটির মা আমার উপর একতিলও সন্দেহ না করিয়া পুত্রের ন্যায় আমার যত্ন করিতেছেন। এইরূপে তাঁহার গলায় ছুরি বসাইয়া আমি কি সেই বিশ্বাসের প্রতিশোধ দিব ? তা' ছাড়া ধরা পড়িবারও খুব একটা

ভয় হইতেছিল। ঐ চাকরগুলা ও মা যদি সব বুঝিয়াই থাকে ? তখন কি উপায় হ'বে ? মেয়েটিকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম দুয়ার সব বন্ধ করা হয়েছে ত ? উহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া, সাবধানের বিনাশ নাই ভাবিয়া নিজে একটা আলো লইয়া উহার সঙ্গে দুয়ারগুলা সব আর একবার ভাল ক'রে দেখিয়া লইলাম। এইবার নিশ্চিন্ত মনে দু'জনে আসিয়া খাটে বসিলাম, কিন্তু বসিবামাত্রই জানালার কাছে কি একটা শব্দ হইল। কক্ষটি দোতালার উপর, সুতরাং জানালা বন্ধ করা আবশ্যক মনে করি নাই। শব্দ শুনিয়া জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিলাম কি ? কি ভয়ানক ব্যাপার! দেখি যে ঠাকুর হরনাথ তথায় দাঁড়াইয়া আছেন। যেন শূন্যে প্রলম্বিত রহিয়াছেন। অল্পদিন হইল তাঁহার জন্য একটি পিরাণ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দেই সেইটি গায়ে আছে। আমার অধঃপতনে বাধা দিতে তিনি সত্য সত্যই উপস্থিত! ঐরূপ মুহূর্ত্তে তাঁহাকে দেখিয়া কিন্তু আমার বিরক্তির সীমা রহিল না। তিনি যে আমার গুরুদেব এবং আমায় রক্ষা করিতে আসিয়াছেন সে কথা ভুলিয়া গেলাম। তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনাকে ত কেহ ডাকে নাই, আপনি এখানে কেন ? চলিয়া যান।' আমার কথা শুনিয়া বালিকাটির আশ্চর্য্য বোধ হইল, জিজ্ঞাসা করিল কাহার সহিত কথা কহিতেছি। আমি বলিলাম, 'দেখিতেছ না কে ওখানে দাঁড়াইয়া আছে ?' বালিকাটি জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কিন্তু ঠাকুর অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বালিকা আবার আমায় জিজ্ঞাসা করিল, কাহার সহিত কথা কহিতেছিলাম ? আমি বলিলাম, 'সে সব পরে বলিব, উনি আমার গুরুদেব, উঁহারই কথা তোমায় বলিতাম, এখন এস জানালাটা বন্ধ করি।'

"জানালাটা বন্ধ করার উদ্দেশ্য, পুনরায় যেন কোন বাধা না পড়ে।

নরকে যাইতে তখন যেন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছি। শীকার হাতে পাইয়া কিছুতেই ছাড়িব না। জানালা বন্ধ করে, আবার আমি খাটে বসিতে গেলাম।

"কিন্তু ইহাতেও ঠাকুরের নিবৃত্তি নাই, বিরক্তি নাই। আমার উদ্ধারের জন্য তিনিও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি যে দয়াময় ও প্রেমময়! তা' না হ'লে, পশু পক্ষী অবধি তাঁহাকে ভালবাসে কেন? বনের বা'নর তাঁহার অনুসরণ করে কেন? জানালা ছাড়িয়া এবার তিনি দরজায় ধাক্কা মারিতে লাগিলেন, এমন জোর ধাক্কা, যে মনে হ'ল ঘরটা বুঝি প'ড়ে যায়। আমাদের ভয়ানক ভয় হ'ল। চাকরেরা সব জেগে উঠ্‌ল, মেয়েটির মা জেগে উঠ্‌লেন। আমার ঘরে দৌড়ে আসাতেই মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। মাকে সে একটা মিছা কথা বলে বুঝাইয়া দিল, যে গোলমালে জেগে উঠে অল্প আগেই তথায় এসেছে। ব্যাপার কি? চোর না ভূত? এইরূপ ভাবেই সকলে বলাবলি করিতে লাগিল। কর্ত্রী বলিলেন, তিনি খুব ঘুমাইতেছিলেন, শব্দে জাগিয়া উঠিয়া দৌড়িয়া আসিয়াছেন। যাহা হউক সে রাত্রিতে আমাকে একা শুইতে দিতে তিনি আর কিছুতেই সম্মতা হইলেন না। একজন চাকরের উপর আদেশ হইল যেন আমার ঘরে থাকে।

"মেয়ে মার কাছে গেল, আমি আমার ঘরে রহিলাম। দু'জনের কেহই আর সে রাত্রে ঘুমাই নাই। মনে এমন একটা ভাব পরিবর্ত্তন ঘটিল, যে দুইজনেই সমস্ত রাত ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিয়া কাটাইলাম। প্রভাত হইলে আমি আর সে মানুষ নহি, পাপ প্রবৃত্তি তখন আমার নিঃশেষে বিলুপ্ত এবং পাপের করাল কবল হইতে আমি উদ্ধার প্রাপ্ত। আমার গুরুদেবের মহিমা ও প্রভাবের বিষয় মেয়েটিকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম। সকালে দেখিলাম তাঁহার আরও অধিক

পরিবর্ত্তন হইয়াছে। 'জানিনা কি মোহবশে নরকের পথে চলিয়াছিলাম, ধন্য ঠাকুর হরনাথের দয়া, আজ হ'তে আমাকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিলাম তিনি আমার ভগবান্‌কে মিলাইয়া দিন,' এইরূপ ভাবের সব কথা কহিতে লাগিলেন। বাস্তবিকই তাঁহার বর্ত্তমান পবিত্র জীবন, যেন স্বর্গের শোভায় শোভাময়।

"সেই দিন হ'তে আমারও পাপের পথে কাঁটা পড়িয়াছে। রিপু সকল বশে আনিতে পারিয়াছি বলিতে সাহস হয় না, কিন্তু ঠাকুর হরনাথ সবই দেখেন, সবই জানিতে পারেন, এবং সর্ব্বদাই খোঁজ রাখেন, সুতরাং আমাকেও সৎপথে থাকিতে হয়।

"কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া গেলে, কিছু দিন পরে ঠাকুরের সহিত দেখা করি। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে দিন সে সময় কে আমায় ওরূপ বাধা দিয়াছিলেন?' তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ'। 'কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে যে ঠিক আপনারই মত, এমন কি আমার দেওয়া জামাটি অবধি যে গায়ে ছিল।' তিনি বলিলেন 'তুই আমায় ভাল বাসিস, তাই সর্ব্বত্র দেখিতে পাস। ভালবাসার একটা লক্ষণই এই।' "

---

(২)

"আমি কলিকাতা মিলিটারি একাউণ্ট অফিসের একজন চাকুরিজীবী, নাম শ্রীভাগবতচন্দ্র মিত্র, হাল সাকিম টালাবাগান লেন, কাশিপুর।

"আমি হরনাথ ঠাকুরকে আজ আড়াই বৎসর হইল অবগত হইয়াছি। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, একদিন এক খানি Hindu Spiritual Magazine আমাকে পড়িতে দেন। উহাতে হরনাথ ঠাকুরের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিত ছিল। আমি ঐ অংশ পড়িয়া হরনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার জন্য তাঁহার ঠিকানা অন্বেষণ করি।

দুই তিন মাস পরে, তারকনাথ বাবুই আমাকে তাঁহার ঠিকানা দিয়াছিলেন। আমি ঐ ঠিকানায় পত্র লিখি ও যথা সময়ে উত্তর পাইয়াছিলাম। এইরূপ পত্র লেখালিখির ছয় মাস পরে তিনি চুঁচড়ায় শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল পাল মহাশয়ের বাটীতে আসেন। আমি চুঁচড়ায় গিয়া প্রথম তাঁহার চরণ দর্শন করি। সাধু সন্ন্যাসীর হাব ভাব পোষাক পরিচ্ছদ কিছুই দেখিতে পাইলাম না, পরন্তু তাঁহার জটা গেরুয়া বস্ত্র ইত্যাদি না দেখিতে পাইয়া দুঃখিত না হইয়া বরং আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। এই সময় আমি অফিসের ছুটী লইয়া দেড় মাস তাঁহার সঙ্গে নানাস্থানে ভ্রমণ করি। তাঁহার সঙ্গে অবস্থিতির সময় তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহারই দু'চারটি সংক্ষেপে বলিতেছি।

(১) "এক সময়ে, তিনি আমার আর এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ভোলানাথ বাবুকে ও আমাকে কালনায় যাইতে আদেশ করেন। তাঁহার আদেশ মত রাত্রি ৮৷৷০টার সময় বড় দিনের ছুটিতে কালনায় পৌছাই! অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাটীতে গিয়া, রোয়াকে উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে শ্রীযুক্ত আনন্দলাল গোস্বামী প্রভুপাদের সহিত দেখা হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, 'আপনাদের কি হরনাথ ঠাকুর পাঠাইয়াছেন? আজ কয়েক দিন হইল হরনাথ ঠাকুরের পত্রে অবগত হইয়াছি যে আপনারা এখানে আসিবেন। আমি আজ আপনাদের অপেক্ষাতেই এখানে বসিয়া আছি।' আরও তিনি বলিয়াছিলেন, 'কি জানি আজ সন্ধ্যা হ'তে আমার মনে হ'তেছিল যে আজ নিশ্চয়ই আপনারা আসিবেন। তাই যেন কা'র প্রেরণায় বাধ্য হইয়া এই হিমে বসিয়া ছিলাম।' বলা বাহুল্য কবে তাঁহার নিকট যাইব, পূর্ব্বে তাহার কোন স্থিরতা ছিল না, বা গোস্বামী প্রভুকে কোন সংবাদ দিই নাই।

(২) "আমি দশ পঁচিশ খেলিতে বড় ভালবাসিতাম ও প্রত্যহ রাত্রে এক আড্ডা ঘরে আমাদের খেলা হইত। আমি এ বিষয় তাঁহাকে না জানাইলেও, তিনি তাহা অবগত হইয়া আমাকে ঐ খেলা হইতে বিরত হইতে শ্রীনগর হইতে নিষেধ করিয়া পত্র লেখেন। ইহা আমার পত্র মধ্যেই দ্রষ্টব্য।

(৩) "কোন সম্ভ্রান্ত জমিদার মহাশয়ের সন্তানাদি না থাকাতে, ঐ জমিদার মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী একটি সন্তানের জন্য অনেক অনুরোধ ও অনুনয় করেন। তাঁহাদের কাতরভাব দেখিয়া আমিও একটি সন্তানের জন্য ধরিয়া বসি ও ঐরূপ আশীর্ব্বাদ করিতে বলি। হরনাথ ঠাকুর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন ও এখন ঐ জমিদার মহাশয় একটি সন্তান লাভ করিয়াছেন। যদিই কাহারও আপত্তির কারণ হয়, সেইজন্য জমিদার মহাশয়ের নাম গোপন রাখিলাম।

(৪) "একদা এক স্ত্রীলোক, তাঁহার দুষ্ট পাগল স্বামীর জীবন-সঙ্কট ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভের জন্য বিশেষ কাঁদাকাটি করেন। প্রথমে হরনাথ ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, 'তোমার স্বামীর যদি মৃত্যু হয় ত ক্ষতি কি? তাহা হইলে আর প্রত্যহ প্রহার ভোগ করিতে হইবে না।' এই কথা শুনিয়াও, সেই স্ত্রীলোকটি বার বার তাঁহার স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করেন। অবশেষে হরনাথ ঠাকুরকে বলিতে হইয়াছিল, যে তাহার স্বামী রক্ষা পাইবে, তবে উন্মাদ রোগ সারিবে না। ইহার কিছু দিনের মধ্যে ঐ পাগল বেশ সুস্থ হইয়াছে, তবে তা'র পাগলামি পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে।

(৫) "একদা আমাদের বালেশ্বরে অবস্থিতির সময়, ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দেখিতে যাওয়া সাব্যস্থ হয়। আমি স্বর্ণ চাঁপা ফুলের বড় আদর করি তাই নিকটবর্ত্তী একটি চাঁপা ফুলের গাছে ফুল অন্বেষণ করিতে

থাকি। এই অন্বেষণ কার্য্যে রাধাবল্লভ বাবু, শশী বাবু ও জ্যোতি বাবু সাহায্য করিতেছিলেন। সেই সময় চাঁপা ফুলের সময় হইলেও, গাছটি একতলা গৃহ অপেক্ষা উচ্চ ছিল না বলিয়া, প্রাতে বালকেরা পূজার জন্য বৃক্ষটিকে ফুল শূন্য করিয়াছিল। আমরা এতগুলি লোক গাছে ফুলের জন্য তল্লাস করিতেছি অথচ পাইতেছি না, এমন সময় হরনাথ ঠাকুর আমাদের নিকট আসিয়া খোঁজার বিষয় অবগত হইয়া বলিলেন, 'হাঁ দু'টি ফুল আছে,' ও কোন ডালে আছে দেখাইয়া দিলেন। আমরা একটি ফুল নিম্ন হইতে দেখিতে পাইলাম, কিন্তু দ্বিতীয়টি তখনও নিম্ন হ'তে দেখা গেল না বলিয়া, গাছে উঠিয়া সেইটি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

(৬) "আমি বেরি বেরি রোগে আক্রান্ত হই ও ঠাকুরকে পত্র দ্বারায় জানাইয়াছিলাম। ঐ রোগে আমি, আমার স্ত্রী, দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। আমার ও মেয়েটির অবস্থা বড় শোচনীয় হয়, এইজন্য তাঁহাকে একখানি টেলিগ্রাম করি ও তাহার উত্তরে তিনি পত্রে আমরা আরোগ্য লাভ করিব জানাইয়াছিলেন ও সোণামুখী বাঁকুড়া জেলায় তাঁহার বাটিতে গিয়া থাকিতে আদেশ করেন। তাঁহার আদেশ মত তথায় কিছুদিন থাকিয়া আমরা সকলে আরোগ্য লাভ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসি।

(৭) "অল্পদিন হইল আমার স্ত্রী অম্লরোগে বিশেষ কষ্ট পাইতে ছিলেন। আহার করিলেই বমি হইয়া যাইত, এইজন্য আহার এক প্রকার বন্ধ হইয়াছিল। এইরূপে ৭।৮ দিনের পর, হঠাৎ ঠাকুর ১২।১৪ দিনের ঔষধ পাঠাইয়া দেন ও বলেন 'তুমি ও তোমার স্ত্রী প্রত্যহ খাইও, ভাল হইবে।' ঐ ঔষধ খাইবার দুই দিন পর হইতেই আমার স্ত্রী পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ আছেন। আমার স্ত্রীর অসুখের কথা আদৌ কাহাকেও বলি নাই বা হরনাথ ঠাকুরকে লিখি নাই।

(৮) "শ্রীযুত বাবু রাধাবল্লভ শীল, মিলিটারি একাউণ্ট আফিসে রাওলপিণ্ডিতে কাজ করিতেন, সম্প্রতি পেনসন লইয়াছেন। হাল সাকিম আহিরিটোলা, কলিকাতা। রাধাবল্লভ বাবু হরনাথ ঠাকুরকে আজ ১৬।১৭ বৎসর যাবৎ জানেন। তাঁহার রাওলপিণ্ডি অবস্থিতির সময় তাঁহার ছোট ভাই কৃষ্ণলালের অসুখের সংবাদ পান। তিনি ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসেন ও কৃষ্ণলালের অসুখ বৃদ্ধি দেখিয়া হরনাথ ঠাকুরকে একখানি পত্র লেখেন। সেই সময়ে কৃষ্ণলালের থাইসিস্ রোগ হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়। হরনাথ ঠাকুর রাধাবল্লভ বাবুর পত্রের উত্তরে জানান যে, কৃষ্ণলালের কোন ভয় নাই ও কৃষ্ণলালকে অহরহঃ কৃষ্ণনাম লইতে আদেশ করেন। কৃষ্ণলাল বাবু অল্প দিন মধ্যে আরোগ্যলাভ করেন, ও কলিকাতার কোন সওদাগরি আফিসে কর্ম্ম করিতে থাকেন। রাধাবল্লভ বাবুর কোন প্রতিবেশী এই ঘটনা অবগত হইয়া কৃষ্ণলাল কি উপায়ে বা ঔষধে আরোগ্যলাভ করিল, অন্বেষণ করেন। রাধাবল্লভ বাবু তাঁহার ভ্রাতাকে যে যে ঔষধ দিয়াছিলেন সকলি বলিলেন, অধিকন্তু তিনি হরনাথ ঠাকুরের পত্রের কথাও বলেন। ঐ প্রতিবেশী হরনাথ ঠাকুরকে একখানি পত্র দেন, তাহাতে কৃষ্ণলালের আরোগ্য কথা অবগত করান ও তাঁহার জামাতা ঐ রোগে ভুগিতেছেন লিখিয়াছিলেন। যথা সময়ে উক্ত প্রতিবেশী তাঁহার পত্রের উত্তর পান। ঐ পত্রে হরনাথ ঠাকুর দীনতার সহিত এইরূপভাবে উত্তর দেন, 'আমার নিজের কোন ক্ষমতা বা গুণ নাই, রাধাবল্লভের ন্যায় দুই এক জন ভালবাসার জন্য ভ্রম করিয়া এই সকল ঘটনা আমার দ্বারা হইয়াছে বলিয়া মনে করে, আপনার নিকট মিনতি যে আপনি ঐরূপ ভ্রমে পড়িবেন না।' ইহার দুই একদিন পরে রাধাবল্লভ বাবু হরনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে এক খানি পত্র পান তাহাতে ঐ প্রতিবেশীর জামাতার কথা লেখা ছিল।

তিনি লিখিয়াছিলেন 'তুমি কলিকাতা গিয়া আমাকে ঈশ্বর করিয়া তুলিয়াছ, ছি ভাই, তোমার কি এরূপ করা সাজে, আমি না ডাক্তার না কবিরাজ, ভবিষ্যতে আর এরূপ করিও না, কৃষ্ণ যা'কে যে পরমায়ু দিয়াছেন তাহার বেশী কম কেমন করে হ'বে? তোমার প্রতিবেশীর জামাতা আর ৫।৭ দিন মাত্র জীবিত আছে, অতএব এখন সকল চেষ্টাই বৃথা, তবে তুমি এ কথা তোমার প্রতিবেশীকে বলিও না।' উক্ত ভদ্র-লোকটির জামাতা প্রকৃতই রক্ষা পাইলেন না। এ আজ এগার কি বার বৎসরের আগেকার কথা। কৃষ্ণলাল বাবু পরে সন্তানাদি লাভ করিয়াছেন, তবে তাঁহার শরীর ভাল নয়, ঐ রোগ কোন না কোন প্রকারে তাঁহার দেহে বর্ত্তমান আছে। কখন ডাক্তার কবিরাজেরা হাঁপানি রোগ বলেন, কখন ব্রণকাইটিস, প্লুরিসিস বা থাইসিস্ বলিয়া থাকেন। অসুখ বৃদ্ধি হইলে কোন না কোন রকম ঔষধ ব্যবহার করিতে হরনাথ ঠাকুরের উপদেশ আছে ও ঔষধ ব্যহারের পর রোগের অনেক উপশম হয়। ভগবানের বৈষ্ণবী মায়ায়, অনেকেই হয় ত ঔষধের গুণেই এইরূপ হয় বিবেচনা করিতে পারেন। ভগবানের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইলেও, তাঁহার বৈষ্ণবী মায়ায়, আমারা অনেকেই ঐ সকল ঘটনাকে অন্য কোন কারণে উদ্ভূত এইরূপ ঠিক করিয়া থাকি ও যত সময় অতিবাহিত হইতে থাকে ততই অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হইয়া পড়ি।

(৯) "শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবিনোদ সেন, মিলিটারি একাউণ্টস অফিস, রাওলপিণ্ডিতে কাজ করিতেন। রাধাবিনোদ বাবু ও রাধাবল্লভশীল মহাশয় একত্র থাকিতেন। একদা হরনাথ ঠাকুর শ্রীনগর যাত্রাকালে রাওলপিণ্ডিতে রাধাবিনোদ ও রাধাবল্লভ বাবুর বাসায় উপস্থিত হন ও সেই সময় রাধাবিনোদ বাবুকে বড়ই কাতর দেখেন। কারণ অনুসন্ধানে

জানিলেন যে তাঁহার অম্লশূল হইয়াছে। ঠাকুর হরনাথ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পেটে ও বুকে হাত দিয়া বলেন তোমার রোগ সারিয়া গিয়াছে ও সেই সময় হইতে তিনি পূর্ব্বের স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(১০) "শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র ঘোষ, ভূতপূর্ব্ব ষ্টেসনমাষ্টার ফাফুণ্ড, ই, আই, রেলওয়ে; হাল সাকিম নাসরাপাড়া, রাণাঘাট। হেমবাবুর মার ৺গঙ্গা লাভ হয় ও এই উপলক্ষে হরনাথ ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করেন। হরনাথ ঠাকুর কাশ্মীর হইতে সুদূর বাঙ্গলা দেশে আসা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তাঁহার পরিচিত সাত আট জন ভদ্রলোককে শ্রাদ্ধ বাটীতে যাইতে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ মত সকলেই তথায় উপস্থিত হন ও দু'তিন দিন তথায় অবস্থিতি করেন। এই শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল আমি সে সমুদয় নিম্নে লিখিলাম। যদি কাহার ইহাতে বিশ্বাস না হয়, বিশ্বাস করিবেন না, বা যদি কাহার এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি কৃপা করিয়া অনুসন্ধান করিবেন ও এ সম্বন্ধে যে সকল পত্রাদি আছে দেখিতে পারেন। এই সময়ে হেম বাবুর কোন নিকট আত্মীয়ের স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। এখন তখন প্রসব সম্ভাবনা দেখিয়া হেমবাবু ও তাঁহার স্ত্রী বড় চিন্তিত হন। হেম-বাবুর স্ত্রী হরনাথ ঠাকুরকে এই সম্বন্ধে আবদার করিয়া একখানি পত্র লেখেন। ঐ পত্রে, যাহাতে ঐ গর্ভবতী স্ত্রীলোকটি নিয়মভঙ্গের পর প্রসব করেন ও ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়বর্গের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি করিতে তাঁহারা সমর্থ হন এইরূপ প্রার্থনা ছিল। হরনাথ ঠাকুর ঐ পত্রের উত্তরে লেখেন, 'কৃষ্ণকে কাতরভাবে তোমাদের মনের ভাব জানাও, তিনি বড় দয়াময়, অবশ্য তোমাদের প্রার্থনা শুনিবেন'। হেমবাবুর স্ত্রী ঐ গর্ভবতী স্ত্রীলোককে বলেন, যে 'তুমি নিয়মভঙ্গের পূর্ব্বে প্রসব না করিলে, তোমাকে দুখানি পাতা করিয়া দিব।' বিস্ময়ের বিষয় এই,

নিয়মভঙ্গের পূর্ব্বদিবসাবধি কোন বাধা ঘটে নাই এবং নিয়মভঙ্গের দিন মেয়েদের ভোজন সময়ে স্ত্রীলোকটিকে সত্যসত্যই দুইখানি পাত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু আহার করিতে বসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রসব বেদনা অনুভূত হয়, তাই হেমবাবুর স্ত্রী তাড়াতাড়ি তাঁহাকে কিছু দুধ খাওয়াইয়া বাটীতে রাখিতে যান ও অল্প সময়ের মধ্যে তিনি একটি সন্তান প্রসব করেন। আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্বে হেমবাবু ও তাঁহার স্ত্রী মিষ্টান্ন ইত্যাদির ভাঁড়ার ঘরে হরনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে একখানি পাত করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মণভোজন সময়ে সকল ব্রাহ্মণই জিনিসের প্রশংসা করিয়াছিলেন ও দধি উৎকৃষ্ট বোধে সকলেই দই দই বলিয়া চিৎকার করিয়াছিলেন ও আনন্দের সহিত সকলেই দধি গ্রহণ করেন। হরনাথ ঠাকুর ঐ শ্রাদ্ধের দিনে, অর্থাৎ হেমবাবুর নিকট হইতে কোন পত্র যাইবার পূর্ব্বেই, জম্বু হইতে একখানি পত্র লেখেন, উহা রাণাঘাটে চতুর্থ দিবসে পৌছিয়াছিল, এবং উহাতে লিখিত ছিল, 'হেম তোমার সকল দ্রব্যই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, বিশেষতঃ তোমার দই ব্রাহ্মণগণের বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। আমি ঐ সময়ে তোমার বাটীতে উপস্থিত ছিলাম।'

(১১) "এক সময় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে হরনাথ ঠাকুরের সহিত আমরা সকলে পুরী গিয়াছিলাম। ঐ বৎসর পুরীতে অত্যন্ত জনতা হইয়াছিল ও কলেরা রোগে অনেক যাত্রীকে জীবন দিতে হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গের একজনার ঐ রোগ হয় ও বাধ্য গতিকে বাধ্য হইয়া তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছিল। এমন অবস্থায় হেমবাবুর স্ত্রীর ভেদ বমি হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে আমরা পুরীর মোক্তার জগন্নাথ বসু মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলাম। আমি হেম বাবুর স্ত্রীর একবার দু'বার ভেদ বমি দেখিয়া শীঘ্রই ডাক্তার

ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয়ের ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনিয়া দিলাম। আমরা সকলে এতদূর ভীত হইয়াছিলাম যে শীঘ্র পুরী ত্যাগ করিতে পারিলে মনে শান্তি পাই ও এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই এইরূপ মনে হইয়াছিল। তখন জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু রেল গাড়ীতে এত ভিড়, যে আমরা বাধ্য হইয়া পুরী ত্যাগ করিতে পারি নাই। আমি ঔষধ আনিয়া হেম বাবুর স্ত্রীকে এক দাগ দিয়াছিলাম। হরনাথ ঠাকুর তথায় আসিয়া বলিলেন, 'তোমাদের আর কষ্ট করে ঔষধ খাওয়াইতে হ'বে না,' এই বলিয়া বাকী কয় দাগ ঔষধ তিনি নিজে খাইয়া ফেলিলেন। এই ঘটনা সন্ধ্যার সময় হইয়াছিল, ইহার পর হইতেই রোগিণী গাঢ় নিদ্রাভিভূতা হন ও পরদিন প্রাতে সুস্থ শরীরে গাত্রোত্থান করেন।

(১২) "এমন অনেক সময় ঘটিয়াছে, যে হরনাথ ঠাকুরের নাম স্মরণ করিয়া যে কোন কার্য্য করা হইয়াছে, তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। বিপদের সময় তাঁহার নাম লইয়া বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি, এরূপ অনেক ঘটনা উল্লেখ করিতে পারি, কিন্তু বাহুল্যভয়ে দু'একটি মাত্র নিম্নে লিখিলাম। হরনাথ ঠাকুরের নাম স্মরণ করা, শুনিয়া হয় ত অনেকে কর্ণে অঙ্গুলি দিবেন। তাঁহাদিগকে গলায় বস্ত্র দিয়া জোড় হাতে নিবেদন করি, যে স্বর্গগত পিতৃপুরুষগণের নাম স্মরণ করা, ভক্ত সাধু মহাত্মাগণের নাম লওয়া, গুরুর নাম স্মরণ করা, বা জীবিত পিতা মাতার চরণ স্মরণ করা যে কি আশু ফলপ্রদ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে কখনই পারেন না। এক সময়ে আমি রাণাঘাটে নাসরাপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছিলাম। তাঁহার বাটী হইতে রাণাঘাট ষ্টেশনে পদব্রজে যাইতে ১০।১২ মিনিট সময় লাগে। আমি হেম বাবুর ঘড়ি দেখিয়া রাণাঘাট ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হই। হেম বাবুর ঘড়ি অনুসারে ট্রেণ আসিতে ১৪ মিনিট বাকী

ছিল, কিন্তু আমি দ্রুতপদে চলিয়াছি কি জানি যদি ট্রেণ না পাই। এমন সময় আমার নিজের জেব ঘড়ি দেখিবার ইচ্ছা হইল। ঘড়ি দেখিয়া আমার চক্ষুঃ স্থির, কারণ আমার ঘড়িমত ট্রেণ আসিতে আর দুই মিনিট বাকী ও আমি ৩।৪ মিনিটের পথ আসিয়াছি মাত্র, তাই আকুল প্রাণে "জয় হরনাথ" "জয় হরনাথ" বলিতে বলিতে দ্রুত চলিতে লাগিলাম বা এক প্রকার দৌড়িতে ছিলাম। কোন গতিকে লাইনের নিকট পৌঁছিয়া লাইন পার হইয়া, লাইন ধরিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া আনন্দের আর সীমা ছিল না, কারণ সকল যাত্রীরা বলিতেছিলেন 'আজ ট্রেণ এত লেট! এখনও দেখা নাই।' আমি ষ্টেশনের ঘড়ির সহিত আমার ঘড়ি মিলাইলাম, দেখিলাম আমার ঘড়ি ঠিক ছিল, হেম বাবুর ঘড়ি ৯।১০ মিনিট কম যাইতেছিল। আমি যে ট্রেণ পাইয়াছিলাম সে কেবল ট্রেণ বিলম্বে আসিবার জন্য।

(১৩) "গ্রীষ্মকালে এক দিন সন্ধ্যার সময় আমার একটি ছোট চারি বৎসরের মেয়ে খেলা করিতেছিল, তাহার নিকটে জানালার উপরে একটি ডিট্‌মারের জুয়েল ল্যাম্প জ্বালা ছিল। মেয়েটি জানালার গরাদে ধরিয়া খেলা করিতেছিল হঠাৎ সে জানালার উপর হইতে পড়িয়া যায় ও তাহার পা লাগিয়া আলোটিও নীচে মেজের উপর পড়ে। আলোটি পড়িবামাত্র চিম্‌নি ভাঙ্গিয়া যায়, ও আলো হইতে তেল পড়িয়া সমস্ত মেজে জ্বলিতে থাকে; আমার মেয়ের বুক, পা ও পিট স্থানে স্থানে পুড়িয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে তাহার গায়ে জামা ছিল না। আমি সেই ঘরে ছিলাম কিন্তু তাহাকে সাহায্য করিবার পূর্ব্বেই নানাস্থানে দগ্ধ হইয়াছিল। মেয়েটি খুব কাঁদিতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ তাহার মা আসিয়া স্তন্য দিতে লাগিলেন ও 'ঠাকুর কি হবে' ইত্যাদি কাতরভাবে বলিতেছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েটি ঘুমাইয়া পড়ে ও ভোর

বেলায় উঠিয়া কিছু খাইতে চায়। প্রাতঃকালে দেখা গেল যে নানাস্থানে ফোস্কা হইয়াছে বটে, কিন্তু দুই এক স্থান ছাড়া কোন স্থানে জল জমে নাই ও একদিনের জন্যও সে কষ্ট পায় নাই। এই ঘটনার বিশেষত্ব এই যে, প্রার্থনার সময় হইতে মেয়ের কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই, ও পরেও ক্ষত হইতে কষ্ট পায় নাই।

(১৪) "একসময়ে আমি ও আর জন কয়েক লোক হরনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কোন জমিদার মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছিলাম। ঐ জমিদার মহাশয় আমাদের জন্য ৩।৪ টা বড় বড় মাছ ধরাইয়াছিলেন। যেখানে রান্না হইবে, তথাকার প্রাঙ্গনে ঐ মাছগুলি এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ধরা হইয়া পড়িয়াছিল। মাছগুলির কোনরূপ নড়া চড়া ছিল না। এমন সময়ে হরনাথ ঠাকুর তথায় আসিয়া বলিলেন, 'এমন সুন্দর মাছগুলিকে আমরা খাইয়া ফেলিব!' এই বলিয়া একটি মাছ লইয়া বলিলেন, 'চল দেখা যা'ক্ ইহাকে বাঁচান যায় কি না।' আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম; তিনি যাইয়া মাছটিকে জলে ছাড়িয়া দিলেন। প্রথমে মাছটি আড় হইয়া সাঁতার কাটিতে লাগিল যাহাতে চিলে ছোঁ না মারে তজ্জন্য আমাকে সতর্ক থাকিতে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাছটা ডুবিয়া গিয়াছিল। এই রহস্য দেখিতে অনেক লোক জড় হইয়াছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, 'মাছটার বড় পরমায়ু, তাই এরূপ পুকুরে পড়িল।' 'এইরূপ পুকুরের' অর্থ অনুসন্ধান করিতে জানিয়াছিলাম যে ঐ পুকুরটির মাছ কখন ধরা হয় না। ঐ পুকুরটি কলিকাতার পরেশনাথদেবের পুকুরের মতন। মাছ আপনি মরিয়া গেলে পুতিয়া ফেলা হয়। মাছ অদৃশ্য হইলে ঠাকুর বলেন, 'দেখ মাছটার পরমায়ু ছিল বলিয়া উহাকে জলে ছাড়িয়া দিবার প্রবৃত্তি কৃষ্ণ দিয়াছিলেন।'

"উপরোক্ত ঘটনা সকল আমি যেরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছি অন্যে

হয় ত সে ভাবে লইবেন না, কিন্তু তাই ব'লে এই গুলিকে কেহ মিথ্যা ভাবিবেন না। আমি সর্ব্ব সাধারণকে প্রবঞ্চনা মানসে বা এই গ্রন্থে প্রকাশের অনুরোধে অযথা লিখিলাম না জানিবেন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা। আমার সুহৃৎ শ্রীযুক্ত তারকনাথ বাবু, আমাকে হরনাথ ঠাকুরের পরিচয় ও ঠিকানা দিয়া যথার্থই বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু এখন যদি তারক বাবু বা অন্য কেহ, হরনাথ ঠাকুরের সহিত সম্পর্ক রাখিতে নিষেধ করেন, তা'হ'লে নিশ্চয়ই তাঁহাদের অনুরোধ অবহেলা করি। ইহা বলার উদ্দেশ্য এই, ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না হইলেও পত্রে তাঁহার সহিত আলাপ করিলেই ভবিষ্যতে তাঁহার সহিত সম্পর্ক রহিত হইতে পারা অসম্ভব বলেই আমার ধারণা। কি জানি কি মোহিনী শক্তিতে এই রূপ হইয়া থাকে! ইহার প্রমাণ অনেকেই পাইয়াছেন।"

---

(৩)

পত্রলেখক শ্রীমান্ জয়ন্তি প্রসাদ, গুডস্ ক্লার্ক, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে হাতরাস। বাহুল্যভয়ে তাঁহার ইংরাজি পত্রের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ মাত্র প্রদত্ত হইল।

"১৯০০ খৃঃ অব্দে ঠাকুরের জনৈক ভক্ত জ্যোতিঃ প্রসাদের গৃহে ঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভ করি, কিন্তু ১৯০৩ সালে হাতরাসেই তাঁহার সহিত ভালরূপ পরিচিত হই। তদবধি আমার উপর তিনি কৃপাবর্ষণ করিয়া আসিতেছেন। দেখিতে ইচ্ছা করিলেই নিকটে দেখিতে পাই। বহুবার পীড়ার সময় স্পষ্ট দেখিয়াছি, আমাকে তিনি সান্ত্বনা দিতেছেন এবং আমার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া আছেন। চাকুরির কষ্টে মুহ্যমান হইলে আমায় সুপরামর্শ দেন এবং বিপদাদি

হইতে উদ্ধার করেন। তাঁহার প্রসাদে আমার বিপদ নাই এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে আমি সমর্থ হইতেছি।"

---

(৪)

লেখক শ্রীজ্যোতিঃ প্রসাদ; ষ্টেশন মাষ্টার, চোলা; ই, আই, রেলওয়ে। ইংরাজি হইতে বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্ক্ষেপে অনূদিত।

"হাতরাস জংসনে যখন আমি অ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারের কাজ করি, নন্দী বাবুর নিকট হরনাথের অদ্ভুত শক্তির বিষয় প্রায়ই শুনিতাম। একদা তিন মাস রোগ ভোগ করিয়া নানা চিকিৎসাতেও ফল পাই নাই। এই অবস্থায় একদিন নন্দী বাবু ঠাকুরকে পত্র লিখিতেছেন দেখিয়া উহাতে 'আমার প্রণাম জানিবেন' আমার হইয়া এই কথা কয়টি মাত্র সংযোগ করিয়া দিতে বলি। মনোগত অভিপ্রায় এই ছিল, তিনি অন্তরে আমার বাসনা বুঝিয়া আমার পীড়া মুক্তির উপায় বিধান করিবেন। আমার সম্মুখেই নন্দী বাবু 'জ্যোতিঃ প্রসাদের প্রণাম জানিবেন' এই কয়টি কথা মাত্র লিখিয়া দেন, কিন্তু উহা হইতেই ঠাকুর আমার মন বুঝিলেন এবং উত্তর পাঠাইলেন, 'জ্যোতিঃ প্রসাদকে বলিও জ্বর থাকুক বা নাই থাকুক, সর্ষপ তৈল সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া প্রত্যহ স্নান অভ্যাস করুন এবং মধুর কৃষ্ণ নাম লইতে থাকুন।' তদনুসারে আমি জ্বর সত্ত্বেও তৈল মাখিয়া স্নান করিতে বিরত হইলাম না; ছয় দিনের দিন দেখি, জ্বর বন্ধ হইল এবং ক্রমশঃ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলাম।

"আমার বয়স যখন পঁয়ত্রিশ এবং আমার পত্নীর আটাশ হইবেক, তখনও আমাদের অদৃষ্টে অপত্যমুখ দর্শন সুখ ঘটে নাই। অদ্ভুত উপায়ে পীড়া মুক্তি দেখিয়া আমার পত্নী, ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে যাহাতে

একটি পুত্র লাভ হয়, তজ্জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে বলিলেন। আমাদের প্রার্থনায় ঠাকুর প্রথমে সম্মত হন নাই, অপুত্রক জীবনেই সুখ ও ধর্ম্ম লাভের সম্ভাবনা বলিয়া প্রবোধ দিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু আমার পত্নী সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া হিন্দিতেই তাঁহার মনোব্যাথা ঠাকুরকে নিবেদন করিতে বসিলেন। ঠাকুর তখন লিখিয়া জানাইলেন, 'মা! পুত্রের জন্য যখন এত ইচ্ছা হইয়াছে, তখন তিন মাসের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ তোমার কামনা পূর্ণ করিবেন।" ফলে হইলও তাহাই; তিন মাসের মধ্যেই আমার পত্নী অন্তর্ব্বত্নী হইলেন। এখন আশা মিটাইয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। আমাদের গৃহ এখন পুত্র কন্যায় পূর্ণ বটে, কিন্তু উহাদের ভরণ পোষণ চিন্তায় আমরা সদা বিব্রত। ঠাকুরের কথা শুনিলে এরূপে জড়াইয়া পড়িয়া কষ্ট পাইতে হইত না।"

---

(৫)

শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাহিনী ঃ—

"আমি হাতরাস জংসনে আসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার ছিলাম এবং ঠাকুর হরনাথ যে সমস্ত পত্রাদি অটলবিহারী নন্দীকে লিখিতেন, সমস্তই দেখিতাম। তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া আমি বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম ও তাঁহাকে পত্রাদি লিখিতাম।

"এক সময়ে তিনি লিখিয়াছিলেন যে তোমার dutyতে রাত্রি ২ ঘটিকার সময় গাড়ি অন্য লাইনে যাইয়া এঞ্জিন রেলচ্যুত হইবে সাবধান থাকিও। ৬ মাস পরে উহা ঠিক ঐ সময়ে ঘটিয়াছিল। আমার এই বিপদ হ'তে রক্ষা পা'বার কোন আশা ছিল না। কিন্তু ঠাকুর হরনাথের কৃপায় এই বিপদ হ'তে রক্ষা পাইয়াছিলাম। রক্ষার কোন সুযোগ

ছিল না, আমাদের departmentally নিষ্পত্তি হ'বার পূর্ব্বেই সংবাদ দিয়াছিলেন, যাহা আশঙ্কা করিতেছ তাহার জন্য ভাবিও না; দয়াময় কৃষ্ণ অগ্রেই সুবিধা করিয়া রাখিয়াছেন। এই পত্রের ৫ দিন পরে বড় আফিস হ'তে সংবাদ আসিল, আমি নির্দ্দোষ বলিয়া অব্যাহতি পাইলাম।

"ইহার কিছুদিন পরে সংবাদ লিখিলেন, 'তোমার একটি বিপদ আগতপ্রায়, ভয় পাইও না।' ৫ দিন পরে আমার কন্যা চারুশীলার প্রথমে single, পরে double নিউমোনিয়া হইয়াছিল এবং European ও native ডাক্তার সকলেই hopeless বলিয়াছিলেন কিন্তু দয়াময় ঠাকুর লিখিয়াছিলেন, যে যাহা বলুন না কেন, কোন ভয় নাই, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন এবং কোন ঔষধাদি দিতে নিষেধ লিখিয়াছিলেন। আমি তদনুযায়ী শ্রীভগবানের ও তাঁ'র চরণে ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম এবং ঠাকুরের কৃপায় দিন দিন সুবিধা দেখিতে লাগিলাম। অবশেষে কন্যাটি ২ মাস পরে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছিল।

"এই বিপদ হ'তে উত্তীর্ণ হওয়ার কিছুদিন পরেই তাঁ'র পত্র পাইলাম, 'তোমার আর একটি বিপদ আসিতেছে। সদা তোমার মাকে প্রসন্ন রাখিও, তাঁ'র অবাধ্য হইও না, নিত্য তাঁ'র পদরজঃ সেবন করিও এবং কোন কারণে তোমার মাকে কোন স্থানে পাঠাইও না, তাঁ'র আশীর্ব্বাদই মূলাধার।' এই পত্র পাইবার কিছুদিন পরে, আমার আত্মীয়া দুই জন স্ত্রীলোক, শ্রীধাম বৃন্দাবন দর্শনে এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত পুরুষ লোক না থাকায়, তাঁহাদের অনুরোধে আমার মাকে তাঁহাদের সহিত বৃন্দাবনে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। বৃন্দাবন পাঠাইবার তিন দিন পরে আমার ভয়ানক জর হয়। উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং remission কখন হইত না। তাঁহাকে এই সমস্ত সংবাদ দেওয়ায় লিখিয়াছিলেন, 'পত্রপাঠ মাকে বৃন্দাবন হইতে

আনাইয়া তাঁহার চরণামৃত পান কর।' চৌদ্দ দিনের দিন মাকে আনাইয়া চরণামৃত পান করিবামাত্র সেই দিনই জ্বর চলিয়া যায়।"

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

---

(৬)

শ্রীযুক্ত অনুকূল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মনঃক্লেশ দূরের বিবরণ।

"আমার স্ত্রী শূলরোগাক্রান্তা হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন ও সেকারণে আমার পিতামাতা তাঁহাকে আনিতেন না। কারণ তিনি রুগ্না, সংসারের সাহায্য করা দূরে থাকুক তাঁ'র সেবার জন্য আর একটি লোকের আবশ্যক। এই সব কারণে আমার সহধর্ম্মিণী পিতামাতার অপ্রিয়-ভাজন হইয়াছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা ঠাকুরকে নিবেদন করায় তিনি লিখিয়াছিলেন 'তোমার স্ত্রীর পীড়া আরোগ্য হইয়া তোমার কাছে আসিবে।' সেই সময় হইতে আমার ধর্ম্মপত্নী তাঁ'র পিত্রালয়ে আরোগ্য-লাভ করিতে লাগিলেন।

"এই সময় ঠাকুরের সঙ্গে আমার পিতামাতার আলাপ হয়। যখন একটু ভালবাসা অঙ্কুরিত হইল, তখন ঠাকুর দয়া করিয়া পিতাঠাকুরকে লিখিয়াছিলেন যে, 'অনুকূলের স্ত্রী এক্ষণে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, একবার আনিয়া দেখুন আপনার বড়ই প্রীতিপাত্রী হইবে।' তাহাতে আমার পিতামাতা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই, পরে পুনরায় লেখায় আনাইয়া দেখিলেন ও পরমতুষ্ট হইয়াছিলেন।"

---

(৭)

পত্রলেখক, শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, সাং পোঃ গড়বেতা, মেদিনীপুর।

"আমি আমার জীবনের মধ্যে অনেক বহি পড়িলাম কিন্তু বহি পড়িবার আশা মিটে না। আমাদের ঠাকুরের পত্রাবলী পড়িয়া এবার

বহি পড়িবার আশা শেষ হইয়াছে। মনে যাহা কুপ্রবৃত্তি ছিল, অনেক শান্তিময় ভাব ধারণ করিয়াছে। আমি জানিয়াছিলাম আমার মত পাপী নরাধম সংসারে দ্বিতীয় নাই এবং ভাবিয়াছিলাম, যে জীবনের মধ্যে এত সময় কুকার্য্যে কাটাইয়াছি, শেষ জীবনে আর কি করিব? এই ভাবিয়া অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে বলিয়া মনকে ফিরাইবার চেষ্টা করি নাই, এখন বুঝিলাম তাহা সম্পূর্ণ অন্যায়।

"আমার বড়দাদা, বহিটি যখন পার্শেলে আসিতে দেখেন, তখন আমায় বলেন, এই টাকা খরচ করিয়া বহি না আনাইয়া ঐ টাকায় চারি পাঁচ দিন মদ মাংস খাইলে শরীরের স্ফূর্ত্তি হইত। এই লইয়া তাঁহার সঙ্গে আমার তর্ক হয়। তৎপরে তিনি একদিন বহি পাঠ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া, দয়াময় আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে না বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে একটা গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

জয় জয় জয় গৌরচন্দ্র ভুবিবিস্তৃত কীর্ত্তিচন্দ্র
ভক্তবৃন্দ নয়নানন্দ পদারবিন্দ সেবা দেহিমে।

*   *   *   *

পাষণ্ড ভণ্ড চণ্ডালাদি, নাস্তিক যবন ব্রহ্মবাদী
সবে হেরে প্রেমে মত্ত, বাকি একমাত্র
দীন হর গোবিন্দ ভাগ্যকরমে॥

"তাহার পর, যে দাদা আমার চব্বিশ ঘণ্টা মাতাল অবস্থায় থাকিতেন এবং তাঁহার জন্য আমাকে সর্ব্বদা অশান্তিভোগ করিতে হইত, এখন তিনি মদ না খাইয়া মাতাল হইয়াছেন, এবং কত যে শান্তি, কত যে আনন্দ পাইতেছি তাহা সেই অন্তর্যামী জানেন। এখন তিনি মৎস্যাদি আহার একেবারে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। একদিন আমি চেষ্টা করিয়া যাহা পারি নাই, আজ তাহা আপনিই হইতেছে। ইহার মধ্যে তিনি একবার

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে ফিরিলেন, আমি বলিলাম আমিও শ্রীধাম যাইব। তাহাতে তিনি বলিলেন, 'ভাই কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে শিখ, তাহা হইলে তোমার শ্রীধামে যাওয়া সাজিবে এবং ফল পাইবে, নচেৎ যাইয়া কোন ফল নাই।' প্রভুর এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া এই গ্রামের অনেক লোক প্রভু দর্শন জন্য পাগল।"

(৮)

লেখক শ্রীরামরাখাল ঘোষ, ২৪ মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা ঃ—

"আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু আসিয়া একজন উৎকৃষ্ট কীর্ত্তনীয়ার সংবাদ দিয়া আমার কলিকাতার বাটীতে একদিন কীর্ত্তন দিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমার বাটীর নিকট কতকগুলি ইংরাজ ও মুসলমানের বাস থাকায় এবং কীর্ত্তনে তাঁহাদের আপত্তি হইতে পারে আশঙ্কায় আমি আমার দেশের বাটীতে উক্ত কীর্ত্তনীয়ার সংকীর্ত্তন দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি। এ বিষয় আমি, আমার ভ্রাতা এবং উক্ত বন্ধু ব্যতীত আর কেহ জানিত না; কিন্তু ইহার পাঁচ দিন পরে ঠাকুরের নিকট হইতে পত্র পাইলাম, তাহাতে তিনি কলিকাতার বাটীতে সংকীর্ত্তন দিবার জন্য লিখিয়াছেন এবং উহাতে মঙ্গল হইবে জ্ঞাপন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমরা তাঁহার নিকটে এ বিষয়ের কিছুই প্রকাশ করি নাই, কিংবা অন্য কোন বন্ধুও তাঁহাকে কিছু লিখেন নাই। কলিকাতা হইতে ঠাকুরকে পত্র লিখিয়া জবাব পাইতে অন্যূন ১০ দিন লাগে, কিন্তু যে দিন পত্র পাইয়াছিলাম ঘটনার দিন হইতে ঐ কয়েক দিনের মধ্যে তাঁ'কে পত্র লিখিয়া প্রত্যুত্তর পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল।"

(৯)

অযাচিত করুণা বিতরণের উদাহরণ :—

লেখক শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ৮২।১ হরিঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"সিমলা শৈলস্থিত ক্রিমিনাল ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয়ের দপ্তরের হেমচন্দ্র দে নামক জনৈক কর্ম্মচারীর একটি শিশু সন্তান কিছুকাল পূর্ব্বে পীড়াগ্রস্ত হন এবং শিশুটীর আরোগ্য বিষয়ে পিতা মাতার বিশেষ উদ্বেগ উপস্থিত হয়। এই সময়ে শিশুটীর মাতা একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে একটী সাধু আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, 'চিন্তা করিও না, তোমার শিশু আরোগ্য হইবে।' বলা বাহুল্য শিশুটী অল্প দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে। কয়েক মাস পারে হেমবাবু ঠাকুর হরনাথের প্রতিমূর্ত্তি সহিত একখণ্ড "পাগল হরনাথ" পুস্তক ক্রয় করেন। তাঁহার স্ত্রী পুস্তক খুলিয়া ঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া বলেন তিনি তাঁহার সন্তানের পীড়ার কালীন স্বপ্নে যে সাধুর দর্শন পাইয়াছিলেন, তিনিই এই সাধু। সে সময়ে তাঁহারা ঠাকুরের বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না।"

---

(১০)

লেখক শ্রীযুক্ত নন্দলাল পাল, ষণ্ডেশ্বরতলা, চুঁচুড়া :—

"প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল আমি জম্বুতে ঠাকুরের বাড়ীতে ছিলাম। একদিন আহারান্তে যখন বিশ্রাম করিতেছিলাম ঠাকুর আমায় হঠাৎ বলিলেন, 'বাড়ীতে মা আজ কেন এত অস্থির হইয়া কাঁদিতেছেন! তাঁহার চিন্তার কোন কারণ নাই; আপনি তাঁহাকে পত্র লিখুন, বৃথা যেন চিন্তা না করেন।' ঘড়ি দেখিলাম বেলা তখন প্রায় তিনটা। ঠাকুরকে বলিলাম, 'আমার স্ত্রী কাহার জন্য কাঁদিতেছে, বা কিসের

জন্য অস্থির হইয়া কাঁদিতেছে?' তিনি বলিলেন, 'জামাই বাবাজীর জন্য; তাহার অসুখের কথা শুনিয়া কাঁদিতেছেন!' বাড়ীতে পত্র না লিখিয়া দুই দিন পরে জম্মু হইতে ফিরিলাম। শ্রীবৃন্দাবন হইয়া বাড়ী আসিতে ৯ দিন বিলম্ব হইল। বাড়ী আসিয়াই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে ঠিক ঐ দিনে ঐ সময়ে জামাই বাবাজীবনের অসুখের কথা শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া ঘরের মেজেতে পর্ি কাঁদিতেছিলেন। ঠাকুরের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম ঠিক মিলিল!

"আর এক দিন যখন শ্রীনগরে ছিলাম বেলা প্রায় এগারটা তখন বলিলেন একটা 'তার' (Message) আসিতেছে। প্রায় এক ঘণ্টার পর একটা Telegram আসিল, লেখা ছিল, 'Gopal dying. Doctors say case hopeless.' অনেক চিন্তার পর ঠাকুর বলিলেন 'গোপাল ভাল আছে।' এক ঘণ্টা পরে পুনশ্চ টেলিগ্রাম আসিল, 'Gopal better, case hopeful.' কয়েক দিন পরে পত্রে জানা গেল, গোপাল বাবু সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।" ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস, রাওলপিণ্ডিতে চাকুরী করেন।

আর স্থান নাই, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। কৃষ্ণ মহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া বেদব্যাসের লেখনীকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। শ্রীহরির মঙ্গলময় নাম সদা সর্ব্বত্র বিঘোষিত ও সর্ব্বতঃ জয়যুক্ত হউক। তাঁহারই কৃপায় প্রতীচ্য সভ্যতার লীলা-নিকেতন সুদূর আমেরিকা মহাদেশে অবধি আজ 'পাগল হরনাথের' পাঠকের অভাব নাই, মধ্য ইয়ুরোপে অষ্ট্রীয়ায় হঙ্গারী ভাষায়, ইহার অনুবাদ অবধি হইতে চলিয়াছে এবং উত্তরমেরু প্রদেশস্থ চির হিমানী মণ্ডিত ফিন্‌ল্যাণ্ড প্রদেশ হইতেও দ্বাদশপৃষ্ঠাব্যাপী সহানুভূতিপূর্ণ চিত্তদ্রবকর পত্র আসিতেছে। এ সমস্ত শ্রীকৃষ্ণেরই মহিমা নিদর্শন। তাঁহারই মহিমায় এ জগৎ পূর্ণ।

"বেদে রামায়ণে পুণ্যে, পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥"

সমাপ্ত।